ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রণীত কিতাবুল খারাজ : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

GIFT

এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

465876

Dhaka University Library
465876

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ
প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

অক্টোবর-২০১২ খ্রি.

Dr. Mohammad Yosuf
Professor
Dept. of Arabic, University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.

الدكتور محمد يوسف
أستاذ
قسم العربية، جامعة داكا
داكا-١٠٠٠، بنغلاديش

Ref. No. .....

Date .....

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে এম.ফিল গবেষক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (রেজিঃ নং-১০৯, শিক্ষাবর্ষ ২০০৪/২০০৫) কর্তৃক এম.ফিল.ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রণীত কিতাবুল খারাজ : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। এটি তথ্যবহুল ও একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

১১.১০.১২

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

তারিখঃ

465876

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Tel: 9661920-73 Ext: 6473, 02-9673737 (R) Fax: 880-2-9615277 Mob: 01718-082595 Email: department.arabic@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রণীত কিতাবুল খারাজ : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষক

HRahaman

(মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান)
রেজিঃ নং-১০৯
শিক্ষাবর্ষ-২০০৪/২০০৫
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

465876

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

অনুঃ	ঃ	অনুবাদ
ই.ফা.বা	ঃ	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	ঃ	খণ্ড
খ্রী.	ঃ	খ্রীস্টাব্দ
জ.	ঃ	জন্ম
ড.	ঃ	ডক্টর
তা.বি	ঃ	তারিখ বিহীন
তাং	ঃ	তারিখ
দ্র.	ঃ	দ্রষ্টব্য
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
মৃ.	ঃ	মৃত্যু
সং	ঃ	সংস্করণ
সম্পাঃ	ঃ	সম্পাদনা/সম্পাদিত
স	ঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	ঃ	হিজরী সাল
বাং.	ঃ	বাংলা সন
রা	ঃ	রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
র	ঃ	রহমাতুল্লাহি আলাইহি

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় মহান আল্লাহতা'য়ালার প্রতি সকল প্রশংসা যিনি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। আর দুরুদ ও সালাম পেশ করছি যুগ-যুগান্তরের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, মানবতার মুক্তির দিশারী সকল চিন্তানায়ক ও সমাজ পরিবর্তনের সফল বিপ্লবী হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি। আর সাহাবাগণের প্রতিও রইল মনের গহীন থেকে উৎসারিত ভালোবাসা। যারা ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন, নিরলস প্রচেষ্টায় ইসলামের বারতাকে সমুন্নত করেছেন।

আজ থেকে তেরশত বৎসর পূর্বে যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম আবু ইউসুফ (র) রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজ' এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-এর অভিসন্দর্ভ লেখার ইচ্ছা পোষণ করি। অভিসন্দর্ভ রচনায় এমন একখানি বিষয় জুটলো যে, 'পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে'- এ নগন্য বান্দার পক্ষে কাজটি প্রায় দুরূহ হয়ে উঠছিল। কিন্তু তখনই রক্তচক্ষু তিরস্কার নয়, স্নেহময় শাসনের বন্ধনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন আমারই তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ। তাঁর শত ব্যস্ততা ও বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়েও তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এজন্য তার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আর যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব সর্বসময় আমার থিসিসের খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. আবু সাঈদ মোঃ আব্দুল্লাহ।

আর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পিতা প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল আলম, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা। যিনি আমার এই তারুণ্যের বয়সেও বাল্যকালের মত পিতৃসুলভ শাসনের মাধ্যমে থিসিস লেখার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। আরও সাহায্য প্রেরণা পেয়েছি যার থেকে তিনি হচ্ছেন-ড. আতাউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা।

আর যার কথা মোটেও ভুলবার নয় যিনি আমাকে 'কিতাবুল খারাজ-এর মূল পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করে থিসিস রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হচ্ছেন-বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মুফতী আব্দুল মান্নান।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভ রচনায় আমার স্নেহের ছোট ভাই মালয়েশিয়া অধ্যয়নরত মোহাম্মদ মেহেদী হাসান প্রায় আমার থিসিসের খোঁজ-খবর রাখত। আমার মাতা ও ছোটবোন আমার গবেষণা কর্মে গতি বর্ধক গবেষণা কর্মে সময় দানের কারণে সংসারের সাহচর্য ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন আমার সহধর্মিনী ও আমার ছোট ছেলে।

গবেষণা কর্মের তথ্য, তত্ত্ব-উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জাতীয় গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় আমি কৃতজ্ঞ।

আমার কর্মক্ষেত্রের অধ্যক্ষ্যর প্রতি কৃতজ্ঞ। যিনি বিভিন্ন সময় ছুটি মঞ্জুর করে আমাকে সহায়তা করেছেন। এছাড়া আমার সহকর্মীবৃন্দের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যারা আমার অনুপস্থিতিতে আমার কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন।

মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্ট কাজে হুমায়ুন কবীর ও মাওলানা আব্দুস সালামকে সার্বিক তদারকির জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং আমার শ্রম সার্থক করেন এ কামনায় শেষ করছি।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

এ পৃথিবীতে অনেক মানুষই জন্মে কিন্তু প্রত্যেক মানুষ ক্ষণজন্মা হয় না। আর পৃথিবীতে যারাই অমরত্ব লাভ করেন, মানুষের হৃদয়ে নাড়া দেন, বিবেককে শানিত করেন সমাজ ও রাষ্ট্রের (প্রতিভূ) হয়ে থাকেন অনুসরণ অনুকরণের মূর্তপ্রতীক হন, তাদের প্রত্যেকেই ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনো না কোনো অবদান রেখে যান যা কীর্তি হয়ে থাকে আবহমানকাল।

কেউ তাদের চিন্তা, দর্শন, যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে জাতিকে সামনে পথ চলার নির্দেশনা দেন। আবার কেউ বা তাদের হৃদয়ের আভার সব রং রূপ বৈচিত্র মিশিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আবার কেউবা কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য ও মানুষের জীবন-কর্মকান্ডের ফিরিস্তি তুলে ধরে অমর হয়ে থাকেন।

আবার অনেকে ইসলামের সুমহান আদর্শের বারতাকে প্রচার করতে গিয়ে লড়াকু সৈনিক হিসেবে বীর খেতাব অর্জন করেন। কেউবা রাষ্ট্রনায়ক হয়ে দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করেন। কেউবা আল্লাহর কুরআনের নমুনাকে জীবনের পরতে-পরতে বাস্তবায়িত করার জন্য তাফসীরশাস্ত্র রচনা করেন। কেউ বা রাসূল (সা.) এর জীবন, ব্যক্তিত্ব, আচরণ, আদর্শকে জীবন্ত করার জন্য হাদীসশাস্ত্র সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেন। আবার কেউ বা যুগ-জিজ্ঞাসার প্রয়োজনে মানুষের সমস্যা সমাধানে কুরআন-হাদীস থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে চয়ন করেন "ইলমুল ফিকহ্"।

এ জন্য রাসূল (স) এর যামানায় সাহাবাগণ দ্বীনের ব্যাপারে পেরেশান ছিলেন এবং জ্ঞান অন্বেষণে বিভোর ছিলেন। তারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে রাসূল (স) এর মজলিশে সর্বদা হাজির হতেন। বিশেষ করে আহলে ছুফ্ফাগণ সারাক্ষণই মসজিদে নববীতে একখানি হাদীস শ্রবণের জন্য বসে থাকতেন এবং রাসূল (স) কোনো বাণী শুনা মাত্রই তা সঙ্গে-সঙ্গে মুখস্থ করে নিতেন। অবসর সময়ে পারস্পরিক হাদীসচর্চা করতেন। কোনো কোনো সময় মসজিদে নববীতে কিংবা সাহাবীদের বাড়ীতে হাদীস সম্পর্কে বৈঠক করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সাহাবাগণ হাদীস থেকে জীবন চলার পথের নির্দেশনা পেতেন। অনেকেই কুরআন-হাদীস থেকে ফিকহের বুৎপত্তিগত জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে পান্ডিত্য অর্জন করেন।

সাহাবায়ে কেরাম কোনো সমস্যায় পড়লে সরাসরি রাসূল (স) এর নিকট থেকে জেনে নিতেন। এভাবে রাসূল (স) এর যুগ শেষ হলেও ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। নতুন নতুন শহর ও নগর ইসলামের পতাকাতলে পদানত হয়। মানব সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। মুসলমানরা ভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে পড়ায় যুগ-জিজ্ঞাসার প্রয়োজনে নতুন নতুন জীবন সমস্যার সমাধানে সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী, গবেষণাধর্মী কাজের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এহেন পরিস্থিতিতে সাহাবাদের যামানায় সাহাবীদের বিদ্বান ব্যক্তিদের জ্ঞানমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। তারা মানুষকে জ্ঞান বিতরণ এবং মানব জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্য মক্কা-মদীনা ছাড়াও ইরাক, কুফা, বসরা, সিরিয়া, ইয়েমেন প্রভৃতি স্থানে দ্বীনের মারকাজ খুলেন। সেখান থেকে মানুষগণ দ্বীনের জ্ঞান হাসিলসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক বুৎপত্তি অর্জন করেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইমামে আযম আবু হানিফার যোগ্য শিষ্য হলেন ইমাম আবু ইউসুফ (র)। যিনি একাধারে ছিলেন হাদীস বিশারদ, ফকীহ, আইনবিদ, বিচারপতি, আইনমন্ত্রী, রাষ্ট্রের পরামর্শদাতা, চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের প্রধান স্তম্ভ ও স্থপতি। হানাফী মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে তার অবদান অনবদ্য। বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে ইরাক ও সমগ্র বিশ্বের হানাফী মাযহাবের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করে গিয়েছেন।

মূলতঃ ইলমে দ্বীন, শরীয়তের মাসায়েল, আহকাম, শরীয়াত সংক্রান্ত আমল, চিন্তা, অনুভূতি, বিচার-বিশ্লেষণের জগতে ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন একজন অন্যন্য ব্যক্তিত্ব। যার জ্ঞান ভান্ডারের স্বাক্ষর তার রচিত গ্রন্থগুলির সৌরভে বাগদাদের খলীফাগণ যেমনিভাবে সম্মোহিত তেমনি মুসলিম জাহান হয়েছিল উপকৃত। তাঁরই রচিত বহুল আলোচিত অনবদ্য একটি গ্রন্থ كتاب الخراج (কিতাবুল খিরাজ) যা তাকে ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আজ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় গ্রন্থাগারে বিশ্ববিশ্রুত চিন্তাবিদদের যে সমস্ত গবেষণা, লেখনী জমা হয়ে আছে ইমাম আবু ইউসুফ হচ্ছেন সেই জ্ঞান সাধকদের পথিকৃত।

كتاب الخراج এর বিষয়গুলো হল। যেমন- রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা, বাইতুল মালের সদ্ব্যবহার, নাগরিক অধিকার কর্তব্য, ভূমিব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবকাঠামোর বিন্যাস সাধন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ, অভাবী যিম্মিদের লালন-পালন, কারা সংস্কার, কর ধার্য্যের নীতিমালা, নিরাপত্তা, সন্ধি, শত্রু সম্পত্তি, গণীমত, শত্রুসেনা মুরতাদ, বিদ্রোহী সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা কালের স্বাক্ষী হয়ে আছে। তা'ছাড়া বিভিন্ন মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েল সমূহের সুষ্ঠু সমাধান, উদ্ঘাটিত মাসায়েলের ব্যাখ্যাদান, সঠিক সময়ে রূপায়ন করে মানুষের কাছে উপজীব্য করে তুলেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) একজন বিচারপতি ছিলেন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ যে বিচারব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তা বর্তমান সমাজের ত্রুটিপূর্ণ আইন-কানুনের সংস্কারে তাঁর অনুসৃত নীতি সমূহকে সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়নের প্রয়োগ মাত্র।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হানাফী মাযহাবের অনুসারী তাই হানাফী মাযহাবের অন্যতম পথিকৃত ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু ইউসুফ (র) সম্পর্কে জানা ও তাঁর কর্মের বিশ্লেষণ করা আজ সময়ের দাবী। এ অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস করে প্রত্যেক অধ্যায়ে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হল "ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর জীবন পরিক্রমা"। কোনো ব্যক্তির অবস্থান, জ্ঞান-গরিমা ইসলামী চিন্তা চেতনার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর আদ্যপান্ত জানা অত্যাবশ্যক। এ অধ্যায়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর জীবনী, বংশীয় পরিচয়, পারিবারিক অবস্থান, জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, সন্তান-সন্ততি, ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর জীবনে ইমাম আবু হানিফার সাহচর্য ও সান্নিধ্য, উস্তাদ ও যাদের সাহচার্য প্রাপ্ত হন, ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর রচনাবলী, তাঁর ছাত্রবৃন্দ, ইন্তেকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা গড়ে উঠে তাঁর সমসাময়িক সার্বিক অবস্থার ভিত্তিতে। সুতরাং একজন ব্যক্তির ভাবধারার মূল্যায়ন করতে হবে তার সমসাময়িক সার্বিক অবস্থার ও ব্যাখ্যা-

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সংগত কারণেই এ অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এতে ৩টি অনুচ্ছেদে كتاب الخراج প্রণয়ণের প্রেক্ষাপট, আমীরুল মু'মিনীন বাদশাহ হারুনুর রশীদের প্রতি সংকলকের সম্বোধন, উপদেশ, ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক হাদীস সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : ৪টি অনুচ্ছেদে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস সম্পর্কে আলোচনা। এতে গণীমতের মাল বন্টন, ফাই ও খারাজ সম্পর্কে, পশুর যাকাত সম্পর্কে, যাদের উপর জিজিয়া কর দেয়া ওয়াজিব তাদের প্রসঙ্গ ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : ভূমি সংক্রান্ত আলোচনা, সন্ধিতে ও বল প্রয়োগকৃত বিরাণভূমির হুকুম, পল্লীবাসী মাদায়েন ও তার অধিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত বর্ণনা, বছরা ও খুরাসানের ভূমি, শক্র ও মরু এলাকার লোকদের নিজ নিজ ভূমি সম্পদ বহাল রেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ-এ অধ্যায়ের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : অমুসলিমদের অধিকার ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বণী তাগলিবের খ্রিষ্টান ও সকল যিম্মীদের সাথে ব্যবহার, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক ও মুরতাদ, গির্জা সিনাগগ, মন্দির ও ক্রুশ, নাজরানে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের অবস্থানের শর্তাবলী, ধর্মত্যাগীদের হুকুম, দুঃশ্চরিত্র, চোর ও অপরাধীদের শাস্তি, বিচারক ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ ও নির্বাহ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে **কৃষি ও পানি সম্পদ বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে।** এতে ক্ষেতসমূহে উশর আদায় সম্বন্ধে, পতিত জমি ও খেজুর বাগান ভাড়া প্রসঙ্গে, খাল, কূপ, নদী ও পানীয় সম্বন্ধে, ঝোপের ভিতর মৎস বিক্রয়, দজলা, ফোরাত ও গুরুবের দ্বীপসমূহ ইত্যাদি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

❑ **ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর জীবন পরিক্রমা** ১-৪০

১ম পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর জীবন পরিক্রমা ১

২য় পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অবদান ২২

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর রচনাবলী ৩৩

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও তাঁর সমসাময়িক ফকীহ্ ও হাদীসবেত্তাগণ ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

❑ **কিতাবুল খারাজ সম্পর্কিত আলোচনা** ৪১-৫৭

১ম পরিচ্ছেদ ঃ কিতাবুল খারাজ-প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ৪১

২য় পরিচ্ছেদ ঃ খলীফা হারুনুর রশীদের প্রতি সংকলকের সম্বোধন ও উপদেশ ৪৬

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ, উদ্দীপনামূলক হাদীস সমূহ ৫০

তৃতীয় অধ্যায়

❑ **ইসলামী রাষ্ট্রে আয়ের উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা** ৫৮-১১০

১ম পরিচ্ছেদ ঃ গণীমতের মাল বন্টন সম্পর্কে আলোচনা ৬০

২য় পরিচ্ছেদ ঃ ফাই ও খারাজ সম্পর্কিত আলোচনা ৭০

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ পশুর যাকাত সম্পর্কিত আলোচনা ৮৬

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ উশর সম্পর্কে আলোচনা ৯৮

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ জিজিয়া কর আরোপ প্রসঙ্গে বর্ণনা ১০৪

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

❑ ভূমি সংক্রান্ত আলোচনা ১১১-১২৫

১ম পরিচ্ছেদ ঃ সন্ধি ও বল প্রয়োগকৃত বিরাণভূমির হুকুম ১১৩

২য় পরিচ্ছেদ ঃ পল্লীবাসী ও মাদায়েনবাসীদের ভূমির বর্ণনা ১১৭

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ বসরা ও খুরাসানের ভূমি সম্পর্কিত আলোচনা ১২০

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ শক্র ও মরু অধিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত আলোচনা ১২৪

পঞ্চম অধ্যায়

❑ অমুসলিমদের অধিকার ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোচনা ১২৬-২২২

১ম পরিচ্ছেদ ঃ বণী তাগলিবের খ্রিস্টান ও যিম্মিদের হুকুম ১২৬

২য় পরিচ্ছেদ ঃ অগ্নি ও মূর্তিপূজক এবং মুরতাদদের আলোচনা ১৫২

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ গির্জা, সিনাগগ, মন্দির ও ক্রুশ সম্পর্কে আলোচনা ১৫৬

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ নাজরানে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের অবস্থানের শর্তাবলী ১৭০

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ মুরতাদদের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা ১৭৬

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ দুঃশ্চরিত্র, চোর ও অপরাধীদের শাস্তি প্রসঙ্গে আলোচনা ১৮২

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ বিচারক ও কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ প্রসঙ্গ ২২৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

❑ কৃষি ও পানি সম্পদ বিষয়ক আলোচনা ২২৩-২৪৭

১ম পরিচ্ছেদ ঃ ক্ষেতসমূহের উশর আদায় প্রসঙ্গ ২২৩

২য় পরিচ্ছেদ ঃ পতিত জমি ও খেজুর বাগান ভাড়া সম্পর্কে বর্ণনা ২৩০

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ খাল, কূপ ও নদীর পানি সংগ্রহকরণ প্রসঙ্গ ২৩৫

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঝোপের মৎস বিক্রয়ের বর্ণনা ২৪৩

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ দজলা, ফোরাত ও গুরুবের দ্বীপসমূহের বর্ণনা ২৪৫

উপসংহার ঃ কিতাবুল খারাজ-এর মূল্যায়ণ ২৪৮

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর জীবন পরিক্রমা

আব্বাসীয় শাসনে ইসলামী আইন-কানুনের অভাব, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, শাসনে পারসিক নীতি অবলম্বন, সত্যনিষ্ঠ আহলে বাইতের ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি ইমাম আবু হানিফা (র) এর রাজনৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারাকে আহত করে। কারণ উমাইয়া শাসন ও আব্বাসীয় শাসনের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না, শুধুমাত্র খোলসটাই বদলিয়ে ছিল। তাই সরকারের সাথে অসহযোগের ফলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য এবং হানাফী চিন্তাধারার মাঝে তিক্ত-সংঘাতময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ইমাম আবু হানিফা (র) এর ইন্তিকালের পর তাঁর খ্যাতনামা শাগরেদ যুফার ইবনুল হোযায়েল (ইন্তেকাল-১৫৮হিঃ/৭৭৫খ্রিঃ) কে কাযীর পদ গ্রহণে বাধ্য করা হলে তিনিও তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আত্মগোপন করেন।[১]

খলীফা মনসুর (১৩৮-১৫৮হিঃ) ও তাঁর উত্তরসূরীরা চেষ্টা করছিল যে, দেশে আইন পরিস্থিতির যে শূণ্যতা বিরাজ করছিল এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিধি-ব্যবস্থার যে হাহাকার চলছিল তা সংকলিত কোনো শাসনতন্ত্র দ্বারাই সংকট পূরণ করা সময়ের দাবী। এ উদ্দেশ্যে আল-মনসুর এবং মাহদী (১৫৮-১৬৮হিঃ) তাঁদের শাসনামলে ইমাম মালেক (র) এর আল-মুয়াত্তাকে দেশের আইন হিসেবে গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে।[২]

খলীফা হারুনুর রশীদও (১৭১-১৯৪হিঃ) ১৭৪ হিজরীতে ইমাম মালেক এর আল-মুয়াত্তাকে দেশের আইন হিসেবে সামনে আনার চিন্তা করেন। পরে এ চিন্তাধারা থেকে এমন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয় যিনি আপন শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা এবং বিরাট প্রতাপ বলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের আইনগত শূণ্যতার অবসান ঘটান। হানাফী ফিকহকে দেশের আইনে পরিণত করেন। আর আইনের শাসনের মাঝে শাসনতান্ত্রিকভাবে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইমাম আবু ইউসুফ (র)।

---

[১] আল কারদারী, খন্ড-২, পৃ. ১৮৩; মিফতাহুস-সা'আদাত, খন্ড-২, পৃ. ১১৪।

[২] ইবনে আব্দুল বার: *আল ইন্তেকা*, পৃ: ৪০-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয়

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম কাযী ও ফকীহ ইমাম আবু ইউসুফ। তাঁর নাম ইয়াকুব, উপনাম আবু ইউসুফ। তার ছেলে ইউসুফের দিকে সম্বোধন করে তাঁকে আবু ইউসুফ ডাকা হয়। পিতার নাম ইব্রাহীম পিতামহ হাবীব ও প্রপিতামহ সাদ ইবনে হাবতা একজন সাহাবী ছিলেন।

বংশ পরম্পরা হচ্ছে-আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম ইবনে হাবীব ইবনে সাদ বিন বুহাইর (বুজারই) ইবন মুয়াবিয়া ইবনে কুহাফা ইবনে নুফায়ল (বুলায়ল) ইবন সুদুস ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে উসামা ইবনে সুহমা ইবনে সা'দ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কুদার ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে ছা'লাবা ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে যায়েদ ইবনে আওজ (গাওছ) ইবনে বাজীলা আনসারী।[৩]

তিনি খাঁটি আরব বংশোদ্ভুত ছিলেন। তাঁর আদি পুরুষ সাদ ইবনে হাবতা রাসূল (স) এর যামানায় মদীনার যুবক ছিলেন। তাঁর মাতৃকুল আনসার ছিলেন বিধায় তাঁর বংশকে আনসারী বলা হত।[৪] ইমাম আবু ইউসুফের প্রপিতামহ সাদ ইবনে হাবতা। এই হাবতা ছিলেন সাদ (রা) এর মা। তার মাতা প্রসিদ্ধ সাহাবী খাওয়াদ বিন যুবাইর আল আওছীর মেয়ে। মায়ের দিকে সম্বোধন করে হাবতা বলা হত।

- হাফেজ ইবনে আব্দুল বার ও খতীবে বাগদাদ বলেছেন মালেক ইবনে আউফের কন্যা হল হাবতা। ইবনুল কালবীর মতে একথাটা গ্রহণযোগ্য নয়।
- ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন এর বর্ণনায় তার মাতার নাম এসেছে খুনাইছ কিন্তু বংশ পরম্পরায় এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।
- যাহ্বীর মতে খাওয়াতীল আনসারীর মেয়ে হাবতা।[৫]

সাদ ইবনে হাবতাকে উহুদ যুদ্ধের দিন রাফে' ইবনে খাদীজ ও ইবনে উমর (রা) এর সাথে তাকেও যুদ্ধে যোগদানের জন্য রাসূল (সা) এর দরবারে পেশ করা হয় কিন্তু তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন বিধায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি পাননি। খন্দক ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) তাকে ডেকে তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন "আমি সাদ ইবনে হাবতা"। রাসূল (সা) তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন- সে দোয়ার বরকত আজও আমার মধ্যে অনুভব করছি।[৬]

---

[৩] *তারীখে বাগদাদ*, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২৪৩; দাইরাতুল মাআবিয়া আল ইসলামিয়া (আরবী) ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২।
[৪] *কাশফুজ-জুনুন*, খণ্ড-৬, পৃ. ৫৩৬; *মিফতাহুস সায়দা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১।
[৫] মুহাম্মদ জাওয়াহিদুল কাউসার, হুসনুত তাকাদী পৃঃ ৬ (আদব মঞ্জিল চক-করাচী, পাকিস্তান)
[৬] আল ইন্তেকা পৃঃ ৩৩০; হুসনুত তাকাদী পৃঃ ৬)তারিখে বাগদাদ ১৪ খণ্ড পৃঃ ২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে সাদ ইবনে হাবতা কুফায় চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন। সেখানেই ইন্তেকাল করেন। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) তার জানাযার নামায পড়ান।[৭]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইরাকের কুফা নগরীতে ১১৩ হিজরী মোতাবেক ৭৩১ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৮] ভিন্ন মতে ১৮২ হিজরী মোতাবেক ৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৯]

আবুল কাশেম আলী ইবনে মুহাম্মদ আস্‌সামানী বলেছেন- আবু ইউসুফ (র) ৮৯ বছরে ইন্তেকাল করেছেন। তার ইন্তেকাল হিসেবে জন্ম তারিখ হয় ৯৩ হিজরী। একথার প্রমাণে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুখাল্লাদ আল আত্তার (ইন্তেকাল ৩৩১ হিজরী) তার রচিত "আল আকাবীরু আন মালেক" গ্রন্থে বলেছেন- حدثنا محمد بن هارون حدثنا ابو موسى انصارى قال لى ابى يوسف القاضى ان جال بالناس الزمان رجعوا الى الفتى من اهل المدينة يعنى مالك "মানুষের সময় যদি দীর্ঘ হয় তাহলে মদীনার এক যুবকের দিকে ফিরে যেতে হবে তিনি হচ্ছেন ইমাম মালেক"। এটা দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইমাম মালেকের চেয়ে বয়সে বড় বা সমসাময়িক। এ কথাটাই তার জন্ম সন নিয়ে মতবিরোধের কারণ। প্রকৃত পক্ষে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বিখ্যাত হওয়ার পরই তাঁর জন্ম সন নিয়ে গবেষণা হয়েছে।[১০]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর শিক্ষাজীবন

ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রখর স্মৃতি-শক্তিসম্পন্ন মেধাবী, বিচক্ষণ ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তখনকার পারিবারিক পরিবেশই ছিল দ্বীনি ও ইলম চর্চার কেন্দ্র। বাল্যশিক্ষার পর তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন মজলিশে হাজির হতেন। তিনি ইবনে আবী লায়লা ও ইমাম আযম আবু হানিফা (র) এর নিকট ফিকহ্‌সহ বিভিন্ন শিক্ষা লাভ করেন। এ কারণে ফিক্‌হ এর বিন্যাস সাধন, চয়ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসয়ালা বের করণে তার কোন জুড়ি ছিলনা। মূলত ফিক্‌হ ছিল তার সবচেয়ে হালকা বিষয়। আব্দুল্লাহ বিন দাউদ আল খারীবী বলেন- كان ابو يوسف قد اطلع على الفقه او العلم اطلاعا يتنا وله كيف يشاء অর্থ- "আবু ইউসুফ (র) ফিক্‌হ বা ইলমের উপর এতটা দক্ষতা অর্জন করেন তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ফিক্‌হ-এর মাসয়ালা উদ্ভাবন করতে পারতেন"।[১১] তার ফিক্‌হ এর বুৎপত্তি প্রসঙ্গে ইয়াহ্‌ইয়া বিন খালেদ বলেন[১২]-

قدم علينا ابو يوسف واقل ما فيه الفقه وقد ملاء يفقهه ما بين الخافقين

---

[৭] মুহাম্মদ জাওয়াহিদুল কাউসার, হুসনুত তাকাদী পৃঃ ৬ (আদব মঞ্জিল চক-করাচী, পাকিস্তান)
[৮] *তারীখে বাগদাদ*, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২৪৩; দাইরাতুল মাআবিয়া আল ইসলামিয়া (আরবী) ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২।
[৯] আন নুজমুয জাহিরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৭ মিফতাহুস সায়াদা ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১১ মানকিবুল ইমাম আবূ হানীফা পৃঃ ৫৮
[১০] মুহাম্মদ জাওয়াহিদুল কাউসার, হুসনুত তাকাদী (আদব মঞ্জিল চক-করাচী, পাকিস্তান) পৃঃ ৬।
[১১] মুহাম্মদ জাওয়াহিদুল কাউসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
[১২] মুহাম্মদ জাওয়াহিদুল কাউসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

একটি ঘটনা তার ফিক্‌হ এর দক্ষতা প্রমাণ করে। যা হুসনুত তাকাদীতে রয়েছে –

قال بشر ابن الوليد سمعت ابا يوسف يقول سألنى الاعمش عن مسألة فأجبته عنها- فقال لى من اين قلت هذا؟ قلت لحديث حدثنا ه انت- فقال يا يعقوب انى لا احفظ هذا الحديث قبل ان يجتمع ابواك فما عرفت تأويله الا الان

অর্থাৎ-বিশর ইবনুল ওলীদ বলেন: আবু ইউসুফ (র) কে বলতে শুনেছি (সে কালের বিখ্যাত মুহাদ্দিস) আ'মাশ তাকে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি এর জবাব দেন। ইমাম আ'মাশ বললেন এর উপর কোন দলীল আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ এটা সেই হাদীস যা আপনি অমুক সময়ে আমার কাছে বর্ণনা করেন। ইমাম আ'মাশ বললেন হে ইয়াকুব, এই হাদীস আমার সেই সময় থেকে মনে আছে যখন তোমার মা বাবার বিয়ে হয়নি কিন্তু এখন এর আসল তাৎপর্য বুঝতে পারলাম।[১৩]

ইমাম আবু হানিফা (র) ও তার ফিক্‌হ এর দক্ষতার কথা স্বীকার করতেন এবং বলতেন انه اعلم من اصحابه অর্থ-"সে আমার সাথীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী।[১৪] এজন্য ইমাম আবু হানিফা (র) তাকে তার পরবর্তীতে মুসলমানদের দায়িত্বে রেখে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মদীনায় ইমাম মালেক (র) এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেছেন। কয়েকটি ফিক্‌হী মাসয়ালায় নিজস্ব মতামত প্রত্যাহার করে মালেক ও হিজাযী আলিমদের মতামত গ্রহণ করেন।

একবার ইমাম আবু ইউসুফ (র) খলীফা হারুনুর রশীদ এর সাথে হজ্জে গিয়ে ইমাম মালেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি মদীনাবাসীদের শাহাদাত বা সাক্ষ্য দানের মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, একজন স্বাক্ষী ও ব্যক্তির শপথ দ্বারা তা পূর্ণ হবে কিনা? ইমাম মালেক উত্তর না দিয়ে মুগীরা মাখজুমী অথবা উসমান বিন কিনায়াকে পাঠান। অতঃপর ইমাম আবু ইউসুফ কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, যে দুইজন বা চার জন সাক্ষী-ই গ্রহণযোগ্য। আর এ বিষয় নবী (সা) বর্ণিত সহীহ হাদীসেও নেই। আর সুহাইল তার পিতা সালেহ থেকে বর্ণিত হাদীসও তিনি ভুলে গেছেন।

অতঃপর মুগীরা বললেন রাসূল (সা) ও আলী (রা) এই পদ্ধতিতে বিচার করেছেন, তখন তিনি বললেন: আপনি কুরআনের দলীলের বিপরীতে মানুষের কার্যক্রম তুলে ধরেছেন। অথচ এই বিষয় ও আলী (রা) এর বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে আমি জানি। তখন মুগীরা বললেন আপনি কি নবী (সা) কৃত সাক্ষীর সাথে শপথ এর বিচারকেও অস্বীকার করছেন? তখন আবু ইউসুফ (র) চুপ হয়ে গেলেন এবং নিজের মতকে প্রত্যাহার করে নিলেন।[১৫]

---

[১৩] মুহাম্মদ জাওয়াহিদুল কাউসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
[১৪] আল কারদারী ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৬
[১৫] মুহাম্মদ জাওয়াহিদুল কাউসার, হুসনুত তাকাদী পৃ: ৩৮-৩৯ (আদব মঞ্জিল চক-করাচী, পাকিস্তান)

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস অধ্যয়নঃ হাদীসের উপর ইমাম আবু ইউসুফের দখল ছিল ঈর্ষণীয়। ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র মুজানী বলতেন ابو يوسف اتبع القوم الحديث অর্থ: "ইমাম আবু ইউসুফ (র) (হাদীস শেখার জন্য) মুহাদ্দিসগণের একটি দলকে অনুসরণ করতেন।[১৬]

তার স্মৃতি শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। হাদীস মুখস্ত করনেও তার সুখ্যাতি ছিল প্রচুর। এ প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার বলেন তিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি মুহাদ্দিসীনদের কাছে যেতেন এবং বৈঠকে পঞ্চাশ-ষাটটা হাদীস শুনে স্মরণ রাখতে পারতেন।[১৭]

আল্লামা জারীর তাবারী বলেন- তিনি পঞ্চাশ-ষাটটি হাদীস মুখস্ত করে ফেলতেন। তারপর দাঁড়িয়ে মুখস্ত হাদীসগুলো উস্তাদকে শুনাতেন।[১৮]

তিনি নিজেই বলেন আমি আগেকার মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত হাদীসসমূহ লিখে রাখতাম। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেন مارايت فى اصحاب الراى اثبت فى الحديث ولاحفظ ولا اصح رواية من ابى يوسف অর্থাৎ-"আমি আসহাবুর রায়ের মধ্যে হাদীসের ব্যাপারে দৃঢ়, মুখস্ত করনে এবং বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনায় আবু ইউসুফ অপেক্ষা আর কাউকে দেখি নাই।[১৯]

অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণঃ হেলাল রাঈ বলেন- كان ابو يوسف يحفظ التفسير و المغازى وايام العرب "ইমাম আবু ইউসুফ তাফসীর মাগাযী ও আইয়্যামুল আরব এর হাফেজ ছিলেন"।[২০]

তিনি ইবনে ইসহাক এর নিকট হতে মাগাযী এবং ইমাম মালেক (র) এর ছাত্র আসাদ ইবনুল ফুরাতের (মৃ. ২১৩ হি.) নিকট হতে 'মুয়াত্তা' শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়াও তিন শতাধিক উস্তাদের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আ'মাশ, সুলায়মান ইবনে মিহরান, মিস'আর ইবনে কুদাম, শু'বা, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা উল্লেখযোগ্য।[২১]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে সমরনীতি ও ইতিহাস শিক্ষা করেন। তিনি কালবী ও সা'দ ইবনে আবী আরুবার নিকট হতে তাফসীর শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি হযরত আলী (রা) ও কাযী শুরায়হ এর বিচার পদ্ধতি হতেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি ইবন আবী লায়লার দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ করে তাঁর পূর্বসূরীগণের বিচার কার্যের জ্ঞান অর্জন করেন।[২২] এছাড়াও তিনি ভাষা, সাহিত্য ও কালাম শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন।

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯

[১৭] রঈস আহমদ জাফরী- চার ইমামের জীবনী পৃ: ১৬৫ খায়রুন প্রকাশনী ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা।

[১৮] এ, এস, এম, সিরাজুল ইসলাম- ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ১ম ও ২য় খণ্ড পৃ: ২৭১, ইফাবা প্রকাশনা ২০১৯, প্রকাশকাল জুন ২০০১

[১৯] মুহাম্মদ জাওয়াহিদুল কাউসার, হুসনুত তাকাদী পৃ: ৩৯ (আদব মঞ্জিল চক-করাচী, পাকিস্তান)

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩

[২১] *ইসলাম কা নিযামে মাহাসিল*, ভূমিকা, পৃ. ৩৩-৩৪।

[২২] হুসনুত-তাকাদী, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ছিলেন প্রথিতযশা পণ্ডিত ও বহুবিধ জ্ঞানের অধিকারী। জ্ঞান পিপাসা নিবারণে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) যেসব মনীষীদের নিকট থেকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তিনি অনেক বিদগ্ধ জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

ইমাম আযম আবু হানিফা (র), ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু লায়লা (র), আবান ইবনে আবু আইয়াশ (র), আহওয়াস ইবনে হাকীম (র), আবু ইসহাক শায়বানী (র), ইসরাঈল ইবনে ইবরাহীম আল মুহাজিরীল বাজালী (র), ইসমাঈল ইবন উমাইয়্যাহ, ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ ছাড়াও প্রমূখ মনীষী থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনে ধন্য হয়েছিল তাদের সংখ্যা অগণিত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)। যিনি একাধারে তিন বছরকাল ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর নিকট হতে জ্ঞানের তিনটি বৃহৎ ভান্ডার অর্জন করেছেন। তিনি বলেন- كتبت عن ابى يوسف ثلاث قماطير فى ثلاث سنوات ইব্রাহীম বিন সালামাহ আততায়ালিসী (র), ইব্রাহীম বিন ইউসুফ বিন মাইমুন আল-বলখী (র), আবু ইব্রাহীম বিন মা'আদ (র), আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ঈসা আস-সুকুনী (র), আহমদ বিন মঈন আল হাফেজ (র) সহ তাঁর অনেক ছাত্র ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর শিক্ষা জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

পৃথিবীর কোন মানুষই কখনো একা একা বড় হতে পারে না। বড় হওয়ার জন্য প্রয়োজন কারও সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, সান্নিধ্য ও সাহচর্য; যার পরশে সে হয়ে উঠতে পারে আলোকিত মানুষ। ইমাম আবু ইউসুফ (র) তেমনি একজন মানুষ পেয়েছিলেন যার একান্ত সাহচর্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি আর কেউ নন ইমাম আবু হানিফা (র)।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) জীবনের প্রথম দিকে মুহাম্মদ ইবনে আবী লায়লা (র) এর সান্নিধ্যে যাতায়াত করেছিলেন। সুদীর্ঘ নয় বছর তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণে ধন্য হয়েছিলেন। তারপর ইমাম আবু হানিফার (র) এর মজলিশে যোগদান করেন। এই পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমি ও ইবনে আবী লায়লা তার এক কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম। বিবাহ অনুষ্ঠানে মিষ্টি ছুড়ে দেয়া হল। এতে আমি অসন্তুষ্ট হই। তখন ইবনে আবী লায়লার উপর রাগান্বিতও

Dhaka University Institutional Repository

হই। তাঁকে বললাম-আপনি কি জানেন না এ কাজ বৈধ নয়? অত:পর আমি ইমাম আবু হানিফার (র) খেদমতে হাজির হয়ে মাসয়ালাটি জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বললেন-এতে দোষের কিছু নেই। তিনি তখন একখানা হাদীস পেশ করলেন- "আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, নবী কারীম (স) সাহাবা কেরামসহ এক আনসার সাহাবার বিবাহ অনুষ্ঠানে তাশরীফ রেখেছিলেন। যখন খেজুর ছুড়ে দেয়া হল তখন তিনি খেজুর কুড়াতে লাগলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে বললেন-খেজুর কুড়িয়ে নাও।"[২৩]

ইমাম আবু হানিফার (র) আরেকখানা হাদীস পেশ করলেন- "যখন রাসূল (স) বিদায় হজ্জে একশত উট কোরবানী করলেন, তখন বললেন- প্রত্যেক কোরবানীর পশু থেকে এক টুকরা করে গোশত কেটে নাও। আর যে ব্যক্তি গোশত কাটতে চাও কেটে নিতে পার।"[২৪]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) উভয় উস্তাদের পরস্পর ইলমী পার্থক্য অনুধাবন করে ইমাম আবু হানিফার (র) মজলিশে যোগদান করলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) পারিবারিক জীবনে আর্থিক দৈন্যতা ও সীমাহীন কষ্টে নিপতিত ছিলেন। যে কারণে বাধ্য হয়ে তাঁকে চাকুরীতে যোগদান করতে হয়। জ্ঞানার্জনে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ থাকায় তিনি কাজের অবসরে এবং অন্যান্য সময় ইমাম আবু হানিফার (র) এর মজলিশে সময় দিতেন। এক পর্যায়ে পিতার বাধার কারণে অংশ গ্রহণ করা থেকে কিছুদিন বিরত থাকলেন। ইমাম আবু হানিফা (র) তাঁর অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে তার পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও আনুগত্যের কথা জানতে পারলেন। ইমাম আবু হানিফা তাঁকে মজলিশে আসার পরামর্শ দেন। মজলিশ শেষে আবু হানিফা (র) একশত দিরহাম তার পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ইমাম আবু হানিফা (র) তা ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই একশত দিরহাম করে পাঠিয়ে দিতেন। ইমাম আবু ইউসুফের উক্তি-"ইমাম আবু হানিফা (র) এর কাছে কখনো আমার প্রয়োজনের কথা বলার দরকার হয়নি। সময় সময়ে তিনি নিজেই আমার গৃহে এ পরিমাণ টাকা পাঠাতেন যার ফলে আমি চিন্তামুক্ত হয়ে যাই। আর ইমাম সাহেব আমার গোটা পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিলেন।" এভাবে তিনি ইমাম আবু হানিফার (র) দীর্ঘ সাহচর্য ও সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন।[২৫] البداية والنهاية তে এমনি একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে-[২৬]

قال على ابن الجعد : سمعته يقول : توفى ابى وانا صغير فأسلمتنى امى الى قصار- فكتبت امر على حلقه ابى حنيفة فاجلس فيها ، فكانت امى تتبعنى فتأخذ بيد من الحلقة وتذهب بى الى القصار ، ثم كنت اخاتقها فى ذلك واذهب الى ابى حنيفة ، فلما طالك ذلك عليها قالت لابى حنيفة إن هذا هبى يتيم ليس له شيى الا ما انعمه من منغزلى وانك قد

---

[২৩] تلخيص الجبع : ابن حجر عسقلانى , পৃ. ৩১৪।

[২৪] كتاب المبسوط : امام سراخسى ، সূত্র-ইমাম আযম আবূ হানীফা-ওয়া ইবনে আবী লায়লা।

[২৫] আল-মাক্কী, ২য় খন্ড, পৃ. ২১২।

[২৬] আবু ফারাহ হাফেজ ইবনে কাছীর আদ্দেমাসকী, আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২খণ্ড, পৃ: ১৯৩ মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, বৈরুত, লেবানন।

Dhaka University Institutional Repository

افسدته على فقال لها استكثى بارعناءها ها هودا يتعلم العلم وسيأكل الفالوذج دهن انسنق فى صحون الفيروزج فقالت له انك بشخ قد خرجت -

ইমাম আবু হানিফার (র) উপদেশ

আব্বাসীয় যুগে শাসকবৃন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতেন বলে ইমাম আবু হানিফা (র), সুফিয়ান আসসাওরী, যুফার ইবনুল হুযায়ল, হায়াত ইবনু শুরায়হ, মিসআর ইবনু মিকদাম, সুলায়মান ইবনু মু'তামির, ওয়াকী, লাইস বিন সা'দ, আব্দুল্লাহ ইবনু ওহাব ও খুযায়মাহ প্রমূখ ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ কাযীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ইমাম আবু হানিফা (র) তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে এক পত্রে লিখেন- "খলীফাদের দরবারে যাতায়াত যত কম হয় ততই মঙ্গল। তাঁদেরকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তাঁদের দরবারে না যাওয়া উচিত। শাসকবৃন্দ তোমাদেরকে কাযী নিয়োগ করতে চাইলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে। তিনি তোমাদের ইজতিহাদ পদ্ধতির সাথে পরিচিত কি না? শাসকবৃন্দের চাপের মুখে কখনো নিজের রায় এর বিপরীত কাজ করবে না। তোমরা যে পদের যোগ্য নও, কখনো সে পদ গ্রহণ করবে না।[২৭]

পৃথক মজলিশ গঠনের প্রতিক্রিয়াঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) যখন জ্ঞানের জগতে পদার্পন করেন তখন ইলম অর্জনের সক্ষমতার কথা চিন্তা করে আলাদা মজলিশ গঠনের চিন্তা প্রক্রিয়া শুরু করেন। অবশ্য এটা ছিল তার ইলম অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি ঘটনা। সে ঘটনাকে যাইন ইবনুন নাযিম তার (الاشباه والنظائر) আল আশবাহ ওয়ান-নাজায়ের গ্রন্থে বিধৃত করেছেন। তা হল-ইমাম আবু ইউসুফ (র) তার উস্তাদ ইমাম আবু হানিফা (র) এর মজলিশ ত্যাগ করে আলাদা শিক্ষা-দীক্ষা দান কার্যক্রম শুরু করেন। তখন ইমাম আবু হানিফা (র) একজন লোক পাঠিয়ে দেন এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে পাঁচটি প্রশ্ন করেন-

প্রথম প্রশ্নঃ এক ব্যক্তি কোন এক ধোপাকে দু'দিরহামের বিনিময়ে একখানা কাপড় ধুতে দিল। তারপর সে তার কাপড় ফেরত চাইল। ধোপা অস্বীকার করল। লোকটি আবার এলো এবং কাপড় ফেরত চাইল। ধোপা কাপড় ধোলাই করে তাকে দিয়ে দিল। এমতাবস্থায় ধোপা কি তার পারিশ্রমিক পেতে পারে?

ইমাম আবু ইউসুফ (র) উত্তরে বলল-হ্যাঁ তাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। লোকটি বলল- আপনি ভুল করলেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, সে পারিশ্রমিক পাবে না। লোকটি বলল-আপনি এবারও ভুল করলেন।

---

[২৭] জা'ফরী, সীরাতু আয়িমমা-ই-আরবা'আহ, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

লোকটি বলল-যদি ধোপা এ কাপড়খানা আত্মসাৎ করার পর ধৌত করে থাকে, তবে সে পারিশ্রমিক পাবে না। কেননা সে নিজের ব্যবহারের জন্য কাপড়খানা ধৌত করছিল। আর যদি আত্মসাৎ করার পূর্বেই ধৌত করে থাকে, তবে সে পারিশ্রমিক পাবে। কেননা সে কাপড়খানা প্রকৃত মালিকের জন্য ধৌত করেছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ নামাযের মধ্যে কি ফরয না সুন্নাত দিয়ে শুরু করবে? আবু ইউসুফ (র) বললেন-ফরজ।

ব্যক্তিটি বলেন-আপনি ভুল করছেন। তখন তিনি বললেন-সুন্নাত। লোকটি বলল-এবারও আপনি ভুল বলছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) পেরেশান হয়ে গেলেন। অতঃপর লোকটি বলেন-উভয়টি একত্রে করবে। কেননা তাকবীর হচ্ছে ফরয ও রফয়ে ইয়াদাইন (দুই হাত তোলা) হচ্ছে সুন্নাত।

তৃতীয় প্রশ্নঃ চুলার আগুনে গোশত রান্নার সময় কোন পাখি যদি পাতিলে এসে পড়ে তাহলে সেই গোশত খাওয়া যাবে কিনা?

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বললেন-খাওয়া যাবে। তখন লোকটি বলল-ভুল বলছেন।

তখন ইমাম আবু ইউসুফ (র)-খাওয়া যাবে না। অতঃপর লোকটি বলেন-এবারও আপনি ভুল বললেন। লোকটি বলল-পাখিটি পড়ার পূর্বে যদি গোশত রান্না হয়ে যায় তাহলে তিনবার ধৌত করে খাবে। আর ঝোল ফেলে দিবে কিন্তু গোশত ফেলবে না। (গোশত রান্না হওয়ার পূর্বে যদি পাখিটি পড়ে তাহলে তা খাওয়া যাবে না।)

চতুর্থ প্রশ্নঃ কোন মুসলিম যদি যিম্মি নারীকে বিয়ে করে এবং সে গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাকে কোন কবরে দাফন করা হবে?

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- মুসলমানদের কবরে। লোকটি তখন বলল-আপনি ভুল বলছেন। ইমাম সাহেব পুনরায় বলেন-যিম্মিদের কবরে। লোকটি আবার বলল-আপনি এবারও ভুল বলছেন। অত:পর ইমাম সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরবর্তীতে লোকটি উত্তরে বলেন- (মহিলাকে) ইহুদীদের কবরে দাফন করা হবে। আর তার চেহারাকে কেবলার বিপরীত দিকে রাখা হবে যাতে করে বাচ্চার চেহারা কেবলার দিকে থাকে। কেননা পেটের মধ্যে বাচ্চার চেহারা মায়ের উল্টো পিঠে থাকে।

পঞ্চম প্রশ্নঃ উম্মে ওয়ালাদ[২৮] যদি তার মাওলা (মালিকের) এর অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে বিয়ে করে আর তা মাওলা (মনিব) মৃত্যুবরণ করে তাহলে মাওলার পক্ষ থেকে উক্ত নারীর ইদ্দত পালন করা আবশ্যকীয় কি না?

---

[২৮]. উম্মে ওয়ালাদ হল- কোন দাসীর গর্ভে তার মনিবের সন্তান জন্ম নেওয়ার পরে মনিব তাকে মুক্ত করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু ইউসুফ (র) উত্তরে বলেন- ওয়াজিব। লোকটি তখন বলল-আপনি ভুল বলেছেন। তারপর ইমাম সাহেব আবার বলেন- ওয়াজিব নয়। লোকটি তখন বলল-আপনি এখনও ভুল বলেছেন।

পরবর্তীতে লোকটি উত্তরে বলেন- বিবাহকারী লোক যদি তার সাথে মিলিত হয় তাহলে ওয়াজিব হবে না। আর যদি মিলিত না হয় তাহলে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে।

'মানাকিবে আস-সুকরাদী'-এ ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর পৃথক মজলিশ গঠনের কারণ সম্পর্কে লিখেন-একবার তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে গেলেন। তখন ইমাম আবু হানিফা (র) তাঁকে দেখতে গিয়ে বললেন- আমি তোমাকে আমার পরবর্তীতে মুসলমানদের দায়িত্ব অর্পন করতে চাই। অতঃপর যখন তিনি সুস্থ হলেন এবং নিজের ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পৃথক মজলিশ গঠন করলেন।

একবার ইমাম আবু হানিফা (র) তার মজলিশে গিয়ে বসলেন এবং বললেন- বড়ই আশ্চর্যের বিষয় কোন ব্যক্তি মজলিশে বসে আল্লাহর দ্বীনের কথা বলে অথচ ধোপার মাসয়ালা জানে না এবং বিনিময় মূল্যের উত্তরও সুন্দরভাবে দিতে পারে না; সে নিজেকে ইলম সমৃদ্ধ ওয়ালা মনে করে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর এসব ঘটনা ছিল তাঁর ইলম অর্জনের প্রাথমিক অবস্থায়। যা ইজতিহাদে মতলক-এ পরিণত হতে প্রমাণ করে না। আর এটাও প্রমাণ করে না যে তিনি ফিকহ জ্ঞানে পরিপূর্ণ ও দক্ষ হতে পারেননি। আর একজন যুবক বয়সের মধ্যে ইলমের অহংকার থাকাও অস্বাভাবিক নয়। পরে তিনি ইমাম আবু হানিফা (র) কেই অনুসরণ করেছেন। অনুরূপভাবে ফিক্হ শাস্ত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর উস্তাদ হাম্মাদের মজলিশ ছেড়ে গিয়েছিলেন পরে আবার ফিরে এসে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর নিকটেই অবস্থান করেন। এ সমস্ত ঘটনা ইবনে কুতাইবা তাঁর তারীখে ইস্পাহানে বর্ণনা করেছেন।[২৯]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর কর্মজীবন

তিনি হানাফী চিন্তাধারার ঐতিহ্য অনুযায়ী দীর্ঘ ১৬ বৎসর রাষ্ট্র ও সরকার থেকে দূরে থাকেন। সম্ভবত সারাজীবনই আপন উস্তাদের মত সরকারের সাথে অসহযোগিতা করেই অতিবাহিত করতেন যদি তার আর্থিক অবস্থা কিছুটাও ভাল হত কিন্তু তিনি ছিলেন একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। ইমাম আবু হানিফা (র) এর ওফাতের পর তিনি একজন দানশীল পৃষ্ঠপোষকের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হন। দৈন্যের চাপে পড়ে একদা স্ত্রীর গৃহের কড়িকাঠ বিক্রি করতেও তিনি বাধ্য হন। এতে তার শ্বাশুড়ি তাকে এমন কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন যা তার আত্মমর্যাদা বরদাশত করতে পারেনি। এ কারণে তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণে বাধ্য হন।[৩০]

---

[২৯] হুসনুত তাকাদী, পৃ. ৫৭-৫৯।
[৩০] আল মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১-২৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হিজরী ১৬৬ সালে (৭৮২ খ্রি:) বাগদাদে গমন করে খলীফা মাহদীর সাথে সাক্ষাত করেন। খলীফা মাহদী (১৫৮-১৬৬ হি:) ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে বাগদাদের কাযী (বিচারক) নিযুক্ত করেন।[৩১]

কেউ কেউ বর্ণনা করেন খলিফা মাহদী তাঁকে স্বীয় পুত্র ও যুবরাজ আল-হাদীর গৃহ শিক্ষক ও জুরজানের কাযী নিযুক্ত করেন। হাদী (১৬৮-১৭০হি:) খলীফা হলে তাঁকে বাগদাদে এনে সমগ্র বাগদাদের কাযী নিযুক্ত করেন। অতঃপর হারুনুর-রশীদ তাঁর আমলে ১৭১ হিজরীতে তাঁকে সমগ্র আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের কাযী-উল-কুযাত (প্রধান বিচারপতি) পদে নিয়োগ দান করেন। তিনি আমৃত্যু এ পদে বহাল ছিলেন।[৩২]

অনেকে বলেন- খলীফা হাদী তাঁকে কাযী-উল-কুযাত নিযুক্ত করেন। একথার সমর্থনে البداية والنهاية গ্রন্থে বলা হয়েছে-

وكان أول من ولاة القضاء الهادى وهو أول من لقب قاضى القضاة ، وكان يقال له : قاضى قضاة الدنيا ، لانه كا

يستنيب فى سائر الاقاليم الت يحكم فيما الخليفة —

অনেকে বলেন - খলীফা হারুনুর-রশীদই তাঁকে কাযী-উল-কুযাত নিযুক্ত করেন। এর প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে- ইমাম আবু ইউসুফ (র) সরকারের একজন মন্ত্রীর ফিকহী মাসায়েলের সন্তোষজনক জবাব দেওয়ায় মন্ত্রী তাঁকে পুরস্কৃত করেন ও খলীফার দরবারে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ও যোগ্যতার ব্যাপারে প্রশংসা করে তাঁর ব্যাপারে সুপারিশ করেন। পরে খলীফা তাঁকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন।[৩৩]

মুসলিম রাষ্ট্রে প্রথমবারের মত উক্ত পদের সূচনা হয়। ইতোপূর্বে খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া বা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী তিন খলীফার আমলে প্রধান বিচারপতির পদ ছিল না। আধুনিক যুগের ধারণা অনুসারে উক্ত পদটি নিছক প্রধান বিচারপতির পদই ছিল না; বরং আইন মন্ত্রীর দায়িত্ব এই পদের সাথে অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৩৪] সেই সময় পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে আবু ইউসুফ (র) ছাড়া কোন একজন আলেমে দ্বীনের পক্ষে এত উচ্চ পদে আসীন হওয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর পরবর্তীকালের ইতিহাসেও একমাত্র কাজী আহমদ বিন আবী দাউদ ছাড়া আর কেউ এ-পদে আসীন হতে পারেন নি। কেবল মামলার রায় প্রদান ও নিম্ন আদালতসমূহের বিচারপতি নিয়োগ পর্যন্তই তাঁর

---

[৩১] আবিল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইবনে খাল্লিকান *ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; দারুস সদর, বৈরুত-লেবানন। ইবনু নাদীম-*আল ফিহরিস্ত*, পৃ. ২৮৬।

[৩২] আত-তা'বাকাতু আল-কুবরা, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০-৩১।

[৩৩] আবিল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইবনে খাল্লিকান *ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮১; দারুস সদর, বৈরুত-লেবানন।

[৩৪] প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮১।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিষয়ে আইনগত পথ-নির্দেশদান করাও ছিল তাঁর কাজ।[৩৫]

কাযীর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র) শরীয়াত মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করেন। তিনি সাধারণ অভিজাত, আমীর, ফকীর, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে কোন পার্থক্য করতেন না। তাঁর নিকট আইনের দৃষ্টিতে সকলেই ছিল সমান। তাঁর দৃষ্টান্ত নিম্নের ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়।

জনৈক বৃদ্ধ খৃষ্টান হারুনুর-রশীদের শাসনামলে খলীফার বিরুদ্ধে একটি বাগানের দাবী উত্থাপন করে। কাযী আবু ইউসুফ (র) খলীফার মুখোমুখি কেবল বৃদ্ধের আর্জিই শুনেননি বরং এ দাবীর বিরুদ্ধে খলীফাকে শপথ নিতে বাধ্য করেন। এরপরও তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনুতাপ করেছিলেন যে, আমি বৃদ্ধকে কেন খলীফার বরাবর দাঁড় করাইনি।[৩৬]

আরেকটি উদাহরণ হল- হারুনুর-রশীদের উযীরে আ'যম আলী ইবনে ঈসার সাক্ষ্য তিনি অগ্রাহ্য করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন- আমি তাকে খলীফার গোলাম বলতে শুনেছি। সত্যিই যদি সে গোলাম হয়ে থাকে তাহলে তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। আর যদি খোশামোদী করে এমন উক্তি করে থাকে তাহলেও তার সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়।[৩৭]

বিচার-বিভাগ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেন-

ولا يحل للاما أن يحابى فى الحد أحدا ولا تزيله عنه شفاعة ولا ينبغى له أن يخاف فى ذلك لومة لائم إلا ان يكون حد فيه شبهة ، فاذا كان فى الحد شبهة درأه لما جاء فى ذلك من الاثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين قولهم ادربوا الحدود بالشبهات مااستطعتم

অর্থাৎ-ইমামের উচিত নয় দণ্ডের বিষয়ে কারো পক্ষপাতিত্ব করা, সুপারিশের দ্বারা দণ্ড রহিত করা, দণ্ড প্রয়োগের ব্যাপারে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করা। কিন্তু দণ্ড যদি সংশয়পূর্ণ হয় তবে তা যথাসম্ভব রহিত করবে। যেমন-সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের থেকে বাণী এসেছে-"তোমরা সংশয়ের কারণে দণ্ড সমূহকে রহিত কর যতদূর পার।"

তিনি আরো বলেন- বিচার বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে, ইনসাফ-সুবিচার এবং পক্ষপাতমুক্ত বিচার করা। শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি না দেয়া, শাস্তির অযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া উভয়ই হারাম। কোন ব্যক্তির পদমর্যাদার দিকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করা যাবে না।[৩৮]

---

[৩৫] প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৯।
[৩৬] আল-মাক্কী, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৩-৪৪।
[৩৭] আল-মাক্কী, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৬-২৭।
[৩৮] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৫২-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বিচারপতির দায়িত্বপালন সম্পর্কে আরো বলেন- আমি কাযী নিযুক্ত হয়ে এমনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করেছি যে, আমি আল্লাহর দরবারে আশাবাদী তিনি আমাকে কারও প্রতি অবিচার বা পক্ষ-পাতিত্বের কারণে পাকড়াও করবেন না।

সত্যিকারার্থে উক্তপদে তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক। কেননা খলীফার চারপাশে এমন সব প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি থাকত যাদেরকে বাধ্য হয়ে খাতির ও তোয়ায করতে হত। ইমাম আবু হানিফা (র) এ কারণে সরকারী এ পদ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে ন্যায়-ইনসাফের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি শুধু বিচারকার্য পরিচালনাই করতেন না, তাঁর সাথে সাথে আলেম-উলামাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। মজলিশে বসতেন, তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা, মুনাজারা বা বাদানুবাদ করতেন এমনকি এর মাঝে গ্রন্থ প্রণয়ণও করতেন।[৩৯]

কাজী সাহেব কর্মজীবনে কিছু ধন-সম্পদ অর্জন করেছিলেন এবং যথারীতি তার সর্বোত্তম ব্যবহারও করে গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে সঞ্চিত চার লক্ষ টাকা মক্কা, মদীনা, কুফা এবং বাগদাদের দরিদ্রজনদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার অসিয়ত করে গিয়েছিলেন।[৪০]

রাজন্যবর্গের সাথে সম্পর্ক

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন এবং সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠায় শাসকবৃন্দের ন্যায় ফিকহবীদদের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ এরা হচ্ছে-দ্বীনের বাহক। মহানবী (স) বলেছেন-

صنفان من امتى اذا صلحوا صلح الناس واذا فسدو فسد الناس — الامراء والفقهاء

'দু'ধরণের লোক সংশোধিত হলে পুরো জাতি সংশোধিত হবে। আর এরা কুলষিত হলে পুরো জাতি কলুষিত হবে। এক-শাসক শ্রেণী, দুই-ফিক্হবিদগণ।[৪১]

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের খলীফাদের সাথেই তার সম্পর্ক ছিল। তার এই সম্পর্ক দুনিয়ার কোন লেন-দেনের জন্য ছিল না বরং দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। খলীফা মনসুরের সাথেও তেমনি তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। যেমন-একদিনের ঘটনা খলীফা মনসুর ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) মাঝে صاع এর পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। ইমাম সাহেব খলীফাকে صاع এর পরিমাণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- এর পরিমাণ হচ্ছে-৫$\frac{১}{৩}$ রুতল। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- এটি আপনি কোথায় পেলেন? তখন ইমাম মালিক (র:) তাঁর শিষ্যদের কে তাদের বাড়িতে সংরক্ষিত صاع গুলো নিয়ে

---

[৩৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২তম খণ্ড, (লেবানান : বৈরুত), পৃ. ১৯৪-৯৫।
[৪০] রঈস আহমদ জাফরী, *চার ইমামের জীবন কথা*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী)।
[৪১] *ইহইয়াউ-উলুমুদ্দীন*, মাকতাবাতু মুস্তাফা আল বাবী-আল হালবী, (মিশর: ১৯৩৯), ১ম খন্ড, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আসার নির্দেশ দেন। তাঁর মাদানী শিষ্যগণ বাড়ি গিয়ে একটি করে صاع নিয়ে হাজির হয়। এদের প্রায় সকলেই আনসার ও মুহাজির পরিবারের সদস্য। ইমাম মালিক (রা:) বলেন- এই صاع গুলো এরা ঐতিহ্যসূত্রে তাদের পিতা- পিতামহ তথা সাহাবীদের কাছ থেকে পেয়েছে। এই صاع বহুল প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য। ফলে ইমাম আবু ইউসুফ صاع এর পরিমাণ বিষয়ে তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।[৪২] তারপর খলীফা মাহদী আমলে কাযী বা বিচারপতি নিযুক্ত হন, মাহদী তার ছেলে হাদীর গৃহ শিক্ষক হিসেবে তাকে নিযুক্ত করেন। এভাবে তাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। পরবর্তীতে হাদী তাঁকে বাগদাদের কাযী নিযুক্ত করেন।

হাদীর পরে খলীফা হারুনুর রশীদের আমলে তাকে কাযী উল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। তিনি শুধু বিচারপতিই ছিলেন না খলীফা হারুনুর রশীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। তিনি খলীফার একান্ত বৈঠকাদিতে যোগদান করতেন। ব্যক্তিগত বিষয়সমূহেও খলীফা তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হত ইমাম আবু ইউসুফ ব্যতীত খলীফা অচল।

একদা স্ত্রী যুবায়দার সাথে খলীফা রাগান্বিত হয়ে শপথ করে স্ত্রীকে বলেন- আগামী রাত তাকে খলীফার সাম্রাজ্যের বাইরে কাটাতে হবে, নতুবা সে তালাকপ্রাপ্তা হবে। কিন্তু পরবর্তীতে খলীফা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে ফকীহ্দের কাছে ফতওয়া জানতে চান। কিন্তু কেউই সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারেননি। তখন ইমাম আবু ইউসুফ (র:) ফতওয়া দেন যে, যুবায়দা কে একরাত মসজিদে কাটাতে হবে। কারণ মসজিদ খলীফার সাম্রাজ্যের বাইরে। প্রমাণ হিসেবে তিনি ان المساجد لله শীর্ষক আল কুরআনের আয়াতটি উপস্থাপন করেন।[৪৩]

একদা গভীর রাতে খলীফা হারুনুর-রশীদ ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে ডেকে পাঠালেন। দূত এসে তাকে ঘুম থেকে জাগালেন। অত:পর ইমাম আবু ইউসুফ (র) রাজ দরবারে গিয়ে দেখলেন-খলীফার সাথে ঈসা বিন জাফর বসা রয়েছে। খলীফা বললেন- আমি তার (ঈসার) কাছে একটি দাসী চেয়েছিলাম কিন্তু তা হেবা করে নাই এমন কি বিক্রিও করে নাই। সে যদি তা আমাকে না দেয় তাহলে আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। তখন আমি ঈসাকে বললাম- তুমি কেন তা দাওনি? সে উত্তরে বলল- আমি হলফ করছি যে, আমি বাদীটিকে হয়ত তালাক দিব, না হয় মুক্ত করে দেব; আমি আমার সম্পূর্ণ মালকে বিক্রি অথবা হেবা করব না।

তখন হারুনুর-রশীদ বললেন-এ থেকে বের হওয়ার কি কোন উপায় আছে? অত:পর ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাকে বললেন- অর্ধেক বিক্রি করে দাও এবং অর্ধেক হেবা করে দাও। অতঃপর সে দাসীকে হাজির করে অর্ধেক বিক্রি ও অর্ধেক দান করে দিল।

---

[৪২] ড. আ.ক.ম অব্দুল কাদের, *ইমাম মালিক (র:) ও তাঁর ফিকহ চর্চা*, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ২০০৪), পৃ: ৭৪ ।
[৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

এবার হারুনুর-রশীদ বললেন- এ রাত্রেই কি দাসীকে ব্যবহার করা যাবে? ইমাম আবু ইউসুফ (র) বললেন- যেহেতু সে দাসী তাই আপনি যদি তাকে মুক্ত করে দেন এবং বিবাহ করেন; তাহলে ইদ্দতের প্রয়োজন নেই। যেহেতু সে এখন স্বাধীন। অতঃপর হারুনুর-রশীদ তাকে মুক্ত করে বিশ হাজার দীনার মহরের বিনিময়ে বিয়ে করলেন।[৪৪] বাদশাহ হারুনুর-রশীদের সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল বলেই তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে অনেক গোপনীয় ও ব্যক্তিগত বিষয় ব্যক্ত করতেন।

আরেকদিনের ঘটনা। একবার খলীফা হারুনুর-রশীদ ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সাথে হজ্জের সফরকালে বসরা আগমন করলেন। তখন আহলে হাদীস ও আহলে রায় বসরার ফটকে ইমামকে স্বাগত জানালেন ও তার সাথে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন ইমাম তাদের কাউকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না এবং তাদের একদলকে অপর দলের উপর প্রাধান্যও দিলেন না। তিনি তাদেরকে একটি প্রশ্নের জাওয়াব দিতে বলেন; যারা এর উত্তর দিতে পারবে কেবল তারাই আমার সাথে প্রবেশ করবে।

এবার তিনি একটি আংটি বের করে বললেন- একজন লোক এই আংটিটি মুখ দিয়ে চুর্ণ করে ফেলেছে। এখন এব্যাপারে আমার জন্য হুকুম কি? তখন আহলে হাদীসগণ বলেন-এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। তিনি তাদের এই কথাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

আহলে রায়ের এক ব্যক্তি বলল- স্বর্ণের আংটিটির মূল্য চুর্ণকারী দিয়ে দেবে এবং বিচুর্ণ বা নষ্ট আংটিটি সে (চূর্ণকারী) নিয়ে নেবে। আর যদি আংটিটির মালিক উক্ত আংটিখানা নিজের কাছে রাখতে চায় তাহলে চূর্ণকারীকে কোন কিছুই প্রদান করা লাগবে না। আর এ উত্তর প্রদানকারী ছিল কুতাইবা। তখন সেই ব্যক্তি এবং আসহাবে রায় তার সাথে প্রবেশ করল।[৪৫]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর চরিত্র

পৃথিবীর যে কোন মানুষের কিছু গুণাগুণ থাকে এ নিয়েই সে একজন মানুষ। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এমনি একজন ব্যক্তিত্ব যার গুণের পাল্লাই ভারী। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই জ্ঞানার্জনে, আলিম-উলামার সান্নিধ্যে কেটেছে। যার কারণে অসৎ গুণাবলী তাঁর মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পায়নি। নিম্নে তাঁর চরিত্র ও গুণের উল্লেখযেগ্য কয়েকটি দিক তুলে ধরা হল:

১। জ্ঞান স্পৃহাঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) ছিলেন একজন জ্ঞান পিপাসু মানুষ। জ্ঞান সাধনাই ছিল তার জীবনের ব্রত। তাঁর জীবন যেন হাদীসের সেই বাণীর মত-

الكلمة الحكمة ضالةالحكيم فحيث وجدها فهو أحق بها

[৪৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ১৯০।

[৪৫] আল্লামা জাওয়াহেদুল কাউসার, *হুসনুত-তাকাদী*, আদব মঞ্জিল, চক-করাচী পাকিস্তান, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ "জ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানীর হারানো ধন। সে উহা যেখানেই পায় তা সে কুড়িয়ে নেয়।"[৪৬]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর জ্ঞান স্পৃহা এতই বেশী ছিল যে ইমাম আবু হানিফা (র) এর মজলিশে যোগদান করেন। একারণে তাঁর বাবা মা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করে পুনরায় দারসের মজলিশে শরীক হতেন।

তাঁর জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে বিশেষ একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যা حسن التقادى গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

روى محمد بن قتادة عن شجاع بن مخلد انه سمع ابايوسف يقول : مات ابن لى فلم أحضر جنازة ولا دفنة وتركته على جيرانى وأقربائى ، مخافة ان يفتنى من أبى حنيفة شيئ لا تذهب حسرته على -

অর্থাৎ 'মুহাম্মদ ইবনে কুদামা শুজা ইবনে মুখাল্লাদ হতে বর্ণনা করেন যে তিনি আবু ইউসুফ (র:) কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ছেলে মারা গেল কিন্তু তার জানাযা-দাফনে উপস্থিত হইনি। আমার এই কাজ আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম এই ভয়ে যে, ইমাম আবু হানিফার কোন কিছু যেন আমি হারিয়ে না ফেলি। পরে এজন্য আমাকে আফসোস করতে হয়েছে।[৪৭]

জীবনের এত বড় আত্মত্যাগ তাঁকে মহাজ্ঞানী ও মহীয়ান করে তুলে ছিল।

২। শরীয়তের বিধান পালনে দৃঢ়তাঃ তিনি ছিলেন কামিল মুজতাহিদ ইমাম। একে তো ছিলেন মুফতী অন্য দিকে কাযী। তা ছাড়া আলেম উলামার সান্নিধ্য, মজলিশের দারস পরিচালনা, ছাত্রদের শিক্ষাদান তাকে শরীয়তের বিধান পালনে দৃঢ় করেছিল। তাই তিনি বিচার কার্যেও ন্যায় ইনসাফের প্রতীক ছিলেন। তিনি পক্ষপাতমূলক বিচার কে সুবিচারের পরিপন্থী মনে করতেন। তাই একবার তো পূর্ব বাগদাদের বিচারপতি থাকা অবস্থায় খলীফা আল হাদীর বিরুদ্ধে এক মামলায় রায় প্রদান করেন।[৪৮]

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, হালাল হারাম ইত্যাদি বিষয়ে পুংখানুরূপে পালন করতেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি কাযী/বিচারপতিদের (কালো) পাগড়ী ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৩। **ধৈর্য্যঃ** ধৈর্য্য একটি পরম গুণ। প্রত্যেক মানুষ মাত্রই ধৈর্য্য প্রয়োজন। ইমাম আবু ইউসুফ (র:) এ প্রয়োজনীয় গুণটি অর্জন করেছিলেন। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্য্য অবশ্যম্ভাবী। এটি না থাকলে ইমাম সাহেব এত উচুঁতে পৌছাতে পারতেন না। ইমাম আবু ইউসুফ (র:) ছাত্রদের পড়াশুনাও করাতেন যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারত। যেমন ছাত্র হাসান ইবনে যিয়াদ কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-

---

[৪৬] সুনানে তিরমিযী।

[৪৭] মুহাম্মদ জাহিদুল কাওসার, *হুসনুত তাকাদী*, (পাকিস্তান : ছামীদ কোম্পানী, আদব মঞ্জিল, চক করাচী) পৃ:৯।

[৪৮] আল কারদারী, ২য় খন্ড, পৃ: ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

فاتى أبا يوسف فيفسرها لى فإذا لم أفهمها قال الى ارفق ، ثم يقول لى انت الساعة مثلك حين بدات؟ فاقول له : لا قد وفقت منها على أشياء وإن كنت لم استتم ما اريد — فيقول لى فليس من شيئ ينقص إلا يوشك ان يبلغ غايته ، اصبر فانى ارجو ان تبلغ ما تريد ، قال الحسن بن زياد فكنت اعجب من صبره ، وكان ابو يوسف يقول لاصحابه ، لو استطعت ان اشاخركم ما فى قلبى لفعلت -

অর্থ : হাসান বিন যিয়াদ আবু ইউসুফ এর কাছে যখন আসেন তখন তিনি তা বুঝা না বুঝা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতেন। তিনি তাকে বলেন ধৈর্য্য ধর। তিনি আরও বলেন (তুমি যে বুঝনা) সে রকম সময় আমারও অতিবাহিত হয়েছে। হাসান বলেন আমি তো কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু যেভাবে চাই সে পূর্ণাঙ্গতায় পৌছতে পারি নাই। তিনি আমাকে বলেন যদি কিছু ঘাটতি থাকে তা পূর্ণতায় পৌছবে। তুমি ধৈর্য্য ধর যেভাবে চাও, সেভাবেই তা হবে। হাসান বলেন-আমি তার ধৈর্য্য দেখে আশ্চর্য হতাম। আবু ইউসুফ বলেন- আমি বুঝানোর জন্য আমার অন্তরের যা আছে তা যদি বিলিয়ে দিতে পারতাম (তাহলেই সন্তুষ্ট হতাম)। এ বক্তব্যই তাঁর অসীম ধৈর্য্যের প্রমাণ।

৪। **তোষামোদকারী ছিলেন নাঃ** ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর জীবনী রচয়িতারা যে কল্পকাহিনীর চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন, সেগুলির অপনোদন প্রয়োজন। তারা লিখেন-তিনি বাদশাহ, মন্ত্রী ও সেনাপতিদের তোষামোদ এবং ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং তাদের ইচ্ছা ও মর্জি-মাফিক আইনের অপব্যাখ্যা দিতেন। আর এভাবে তিনি তাদের নৈকট্য লাভ করেন।

সত্যি কথা বলতে কি তার বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। তোষামোদ দ্বারা বাদশাহদের নৈকট্য লাভ, তাদের মনোবাসনা অনুযায়ী শরীয়তের বিধান কাট-ছাট করে তাদের সান্নিধ্য লাভ যতই সম্ভব হোক, অন্তত:পক্ষে কারো জীবনের উপর নৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে না। এটা প্রতিটি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করতে পারে।

তিনি তাঁর জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, তাকওয়া, পরহেজগারিতা দ্বারা বাদশাহ হারুনুর-রশীদকে নৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। যার কারণে বাদশাহ হারুনুর-রশীদ আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে প্রায়ই কাঁদতেন। যা পার্থিব কোন লেনদেন দ্বারা কখনো সম্ভব ছিল না।

৫। **নির্ভীকতাঃ** ইমাম আবু ইউসুফ (র) নির্ভীক ও সাহসিকতার সাথে বলেন-শাসকবর্গের সামনে স্বাধীনভাবে সমালোচনা করার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে। তিনি আরও বলেন- কেবল স্রষ্টার সম্মুখেই নয় বরং সৃষ্টির সম্মুখেও খলীফাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাঁর এ বক্তব্যে সাহসিকতার পরিচয় ফুটে উঠে।

৬। **বাকপটুতাঃ** ইমাম আবু ইউসুফ (র) অত্যন্ত বাকপটু ছিলেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শ্রবণ করত। তার তত্ত্ব ও তথ্যবহুল কথা শ্রবণ করে আশ্চর্য হয়ে যেত। বাগ্মীতা,

Dhaka University Institutional Repository

অনলবর্ষী বক্তা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি যে কোন মাসয়ালাকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী مناقب ابى يوسف (মানাকিবে আবু ইউসুফ) এর মধ্যে হারেসী এর সনদে হাসান ইবনে ওলীদ বলেন-

كان ابو يوسف اذا تكلم يدهش الانسان ويجير من دقة كلامه ، ورايته يوما يتكلم فى مسألة غامضة فمر فى تلك المسألة مرورا السهم ولم يفهم من حضره من كلامه شيئا من دقة فتعجبنا منه كيف سخر الله له هذا الشان وكيف سهل له -

অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (র) যখন কথা বলতেন তখন মানুষেরা মুগ্ধ হয়ে যেত এবং সূক্ষ্ম আলোচনায় আশ্চর্য হয়ে যেত। একবার এক জটিল মাসয়ালা তিনি আলোচনা করলেন কিন্তু উপস্থিত কেউ তার বক্তব্য বুঝতে সক্ষম হয়নি। তাই আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম যে, তিনি কিভাবে তা আত্মস্থ করলেন এবং কিভাবে তা তার জন্য সহজ হয়েছে।[৪৯]

৭। ইবাদত গুজারঃ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনেক ইবাদাত গুজার বান্দা ছিলেন। তিনি সর্বসময় আল্লাহকে স্মরণ করার চেষ্টা করতেন। এ সম্বন্ধে আহমদ ইবনে উতাইবা, মুহাম্মদ বিন সিমাআকে বলতে শুনেছেন

كان ابو يوسف يصلى بعد ما ولى القضاء كل يوم مأتى ركعة

অর্থাৎ 'ইমাম আবু ইউসুফ (র) বিচারকার্য সম্পন্ন করার পর প্রতিদিন দুইশত রাকাআত নামাজ পড়তেন।'

হাসান ইবনে মালেক বলেন-আমি আবু ইউসুফকে বলতে শুনেছি-

ما صليت صلاة الا دعوة الله لابى حنيفة (رح) واستغفرت له

অর্থাৎ 'আমি নামাজ পড়তাম এবং আবু হানিফা (র) এ জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।

জ্ঞান ও মর্যাদা

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য এত উঁচু পর্যায়ের ছিল যা তাকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। বাদশাহ, আমীর, উযীর, প্রজা, সর্বসাধারণের নিকট ছিলেন উচ্চমর্যাদার অধিকারী ও শ্রদ্ধারপাত্র। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন: তিনি এমন মর্যাদার সাথে হারুনুর-রশীদের দরবারে হাজির হতেন যে, সাওয়ারীর উপর আরোহন করে পর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন। (যেখানে উযীরে আযমকেও পাঁয়ে হেটে যেতে হত) খলীফা এগিয়ে এসে তাঁকে প্রথমে সালাম জানাত।[৫০]

---

[৪৯] মুহাম্মদ জাওয়াদুল কাউসার, হুসনুত তা'কাদী, পৃ. ৩৩।
[৫০] আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

একদা হারুনুর-রশীদকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি আবু ইউসুফ (র) কে এত মর্যাদা কেন দিয়েছেন? জবাববে তিনি বলেন-জ্ঞানের যে ক্ষেত্রেই আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি সব ক্ষেত্রেই তাঁর পূর্ণতা পেয়েছি। উপরন্ত তিনি একজন সত্যাশ্রয়ী এবং উত্তম চরিত্রের লোক তার মত অপর কোন ব্যক্তি থাকলে নিয়ে এসো দেখি?।[৫১]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রসঙ্গে তালহা ইবনে মুহাম্মদ বিন জাফর শাহেদ বলেন-

أبو يوسف مشهور الأمر ظاهر الفضل وهو صاحب أبى حنيفة وأفقه أهل عصره ولم يتقدمه احد فى زمانه ، وكان النهاية فى العلم والحكم والرياسة والقدر وأول من وضع الكتب فى اصول الفقه على مذهب ابى حنيفة واملى المسائل ونشرها وبث علم ابى حنيفة فى اقطار الأرض[৫২]

সন্তান সন্ততিঃ

'ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর এক পুত্র বাল্যকালেই মারা যায়। অপর এক পুত্র তাঁর তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করে পূর্ব বাগদাদের কাযী নিযুক্ত হন এবং এ পদে কর্মরত থাকাবস্থায় তিনি ১৯৩ হিঃ ইন্তিকাল করেন। ইমাম সাহেবের আর কোন সন্তান ছিল না।

ইন্তেকালঃ বিশর ইবনে গিয়াস এর ভাষ্য মতে- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন আমি ইমাম আবু হানিফার সান্নিধ্যে সতের বছর কাটিয়েছি। এরপর সতের বছর পৃথিবীর বুকে জীবনকাল অতিবাহিত করেছি। যখন তিনি তার মৃত্যুকে নিকটবর্তী মনে করলেন, এর কয়েক মাস পরেই তিনি ইন্তেকাল করলেন।[৫৩]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইন্তেকালের পূর্বে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে যেতেন এবং মাঝে মাঝে চেতনাবোধ হারিয়ে ফেলতেন। এ রকমই একটি ঘটনা প্রসঙ্গে ইব্রাহীম ইবনুল জারাহ বলেন "ইমাম আবু ইউসুফ (র) অসুস্থ হয়ে গেলেন। আমি এসে তাকে বেহুশ অবস্থায় দেখতে পেলাম, এরপর যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হে ইব্রাহীম! হজ্জের মধ্যে চলন্ত অবস্থায় বা হেঁটে হেঁটে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম না বাহনে আরোহিত অবস্থায় উত্তম? তখন আমি বললাম পায়ে হেঁটে হেঁটে উত্তম। তিনি আমাকে বললেন তুমি ভুল করেছ।

এবার আমি বললাম বাহনে আরোহিত অবস্থায় উত্তম। তিনি বললেন তুমি এবারও ভুল করলে। অতঃপর তিনি বললেন নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে পাথর নিক্ষেপ করা এবং দোয়া করা উত্তম। কেউ যদি অবস্থান করতে না চায় তাহলে পায়ে হেঁটে কিংবা আরোহিত অবস্থায় পাথর নিক্ষেপ করবে। তারপর

---

[৫১] আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২।

[৫২] হুসনুত তা'কাদী, পৃ. ৩৩। (তালহা ইবনে মুহাম্মদ বিন জাফর শাহেদ : আদব মঞ্জিল-চক-করাচী, পাকিস্তান)।

[৫৩] আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া। পৃ: ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

আমি যখন ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম তখন একটি চিৎকার শুনলাম যে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইন্তেকাল করেছেন।[৫৪]

* ইবনু আবিল আওয়াম, মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন হাম্মাদ থেকে তিনি আহমদ বিন কাশেম আল বরাতী থেকে তিনি বিশর ইবনে ওলীদ থেকে বর্ণনা করেন- ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম ৬৯ বৎসর বয়সে ১৮২ হিজরীর ৫ই রবিউল আউয়াল ২১ শে এপ্রিল ৭৯৮ খ্রি. জোহরের ওয়াক্তে ইন্তেকাল করেন।[৫৫]

* খতীবে বাগদাদ- খলীফা বিন খাইয়্যাত, ইয়'াকুব বিন সুফইয়ান, আবুল হাসান যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে তারা সকলে বলেন তিনি ৭৯ বৎসর বয়সে ১৮২ হিজরীর রবিউস সানী মাসে ইন্তেকাল করেন।

* হাইছাম বিন আদী তার ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেন তিনি ১৭২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তবে বর্ণনাটি সঠিক নয়। কেউ কেউ বলেন ১৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তবে ছিমরী বর্ণনা করেন- ওয়াকেদী, ইবনে সা'দ এবং জমহুরদের মতে ১৮২ হিজরীই প্রসিদ্ধ মত।

তার জানাযার ব্যাপারে حسن التقادى গ্রন্থে বলা হয়েছে-

ومشى الرشيد إمام جنازة أبى يوسف وصلى عليه بنفسه ودفنه فى مقبرة اهله ، وقال حين دفن: ينبغى لاهل ان يعزى بعضهم بعضا —

অর্থাৎ 'খলীফা হারুনুর-রশীদ নিজে পায়ে হেঁটে তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। নিজে তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করে বলেন- এটা এমন একটা শোকাবহ ঘটনা যে, গোটা মুসলিম জাহানের একে অপরকে সমবেদনা জানানো উচিত।'

* এমনিভাবে শুজা' ইবনে মাখলাদ বলেন- আমরা আবু ইউসুফের জানাযায় উপস্থিত ছিলাম, আমাদের সাথে আব্বাদ বিন আওয়ামও ছিলেন। তাকে বলতে শুনেছি- মুসলিম উম্মাহ্‌র একে অপরকে ইমাম আবু ইউসুফের ব্যাপারে শোক জ্ঞাপন করা উচিৎ।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে বাদশাহ মুহাম্মদ আল আমীন, সম্রাজ্ঞী জুবায়দা ও আহলে বাইতের ইমাম মূসা আল কাজিম এর আশে-পাশের কবরে সমাহিত করা হয়।[৫৬]

তার ইন্তেকালের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা রয়েছে। যা ইবনে আবি ইমরান দাউদ বিন ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাকে আব্দুর রহমান আল কাওয়াছি থেকে তিনি, তিনি আবি

---

[৫৪] মুহাম্মদ জাওয়াদুল কাউসার, হুসনুত তা'কাদী, পৃ. ৬১।
[৫৫] মুহাম্মদ জাওয়াদুল কাউসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩। ওয়াফিয়াতু আয়ান, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৮।
[৫৬] প্রাগুক্ত; পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমরান থেকে ইবনে ছুলজীকে বলতে শুনেছেন- একদা মারুফ আল কারখী ইমাম আবু ইউসুফের অবস্থাদি জানতে চাইলেন। তখন ইবনে ছুলজী তার অসুস্থতার কথা জানালেন। অতঃপর ইবনে ছুলজী ইমাম আবু ইউসুফের খবর জানার জন্য তার দারে রকীক এ পৌঁছে আবু ইউসুফ এর জানাযা দেখতে পেলেন। তখন তিনি তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। এ সংবাদ মারুফ কারখী কে জানালে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এরপর মারুফ কারখী বলেন- আমি এ রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি যে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে এক সুষমামন্ডিত প্রাসাদ দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম এটা কার? তারা (ফেরেশতারা) বলল- এটা ইউসুফ আল কাযীর জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি কারণে সে এই প্রাসাদের অধিকারী হবে? তারা (ফেরেশতারা) বলল তার ইল্‌ম শিক্ষা দান এবং মানুষের কল্যাণের কারণে দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ফিক্‌হ শাস্ত্রে এতই বুৎপত্তি অর্জন করেন তাই ইন্তেকালের সময় লোকেরা বলেছে- مات الفقه مات الفقه "ফিক্‌হ মৃত্যু বরণ করেছে। তখন আবু ইয়াকুব আল হারিমী কাব্য রচনা করেন–

يا ناعى الفقه ابى اهاء * ان مات يعقوب وما يدرى

لم يمت الفقه و لكنه * حول من صدر الى صدر

القاه يعقوب ابى يوسف * فزال من ظهر الى ظهر

فهو مقيم فاذا ما ثوى * حل وحل الفقه فى قبر[৫৭]

[৫৭] হুসনুত তাকাদী, পৃঃ ৮৪-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অবদান

উমাইয়াদের শাসনামল থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে এক ধরণের কেন্দ্রীয় আইনের শূন্যতা এবং বাদশাহদের উচ্ছৃংখলতা বিরাজ করছিল। তখন প্রত্যেক শহর এলাকার জনসাধারণ স্থানীয় ফকীহগণের অনুসরণ করতে থাকে। যার ফলে প্রত্যেক এলাকার মুফতির ফাতওয়া ও মাসাইল ঐ এলাকার জনসাধারণের একটি স্বতন্ত্র মাযহাবরূপে গৃহিত হয়। তখন প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাব গৃহীত হওয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত মাযহাবগুলো কিছুকাল যাবৎ বিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত ছিল। যেমন-ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র), ইমাম হাসান বসরী (র), ইমাম আওযায়ী (র) এর মাযহাব। কালক্রমে তাঁদের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য ইমাম আবু সাউর (র) এর মাযহাব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চালু থেকে পরে বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ইসহাক ইবনে রাহওয়ার (র), সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা (র) ইবনে জারীর তাবারী, লাইস বিন সা'দ এর মাযহাবও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর একমাত্র কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় ও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত সু-সংহত আইনের অভাব এবং বিচ্ছিন্নমত ও ফাতওয়ার মাঝে মতানৈক্য।[৫৮]

এমনি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পরবর্তীতে চারটি শক্তিশালী মাযহাবের উদ্ভব হয়। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী। হানাফী ও মালেকী মাযহাব ছিল প্রথম পর্যায়ের।

তৎকালীন দেশে বিরজিত সুসংহত আইনের শূন্যতার কারণে আব্বাসীয় খলীফা মনসুর ইমাম আবু হানিফা (র) কে প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণবশতঃ তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর ইমাম মালেক (র) কে সামনে আনার চেষ্টা করা হয়। তার আইন সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ না থাকায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তখন হানাফী মাযহাবের প্রবক্তা যুফার ইবনুল হুযাইল (মৃ-১৫৮হিঃ/৭৭৫খ্রিঃ) কাযীর পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে প্রাণ বাঁচাতে আত্মগোপন করেন।[৫৯]

পরবর্তীতে এমন এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উদ্ভব হয় যিনি তাঁর বিশাল নৈতিক এবং পাণ্ডিত্যসূলভ প্রভাব দ্বারা একটি আইনের অনুবর্তী হন এবং বিচারপতি থেকে প্রধান বিচারপতি হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে হানাফী ফিকহের প্রসার ঘটান তিনি হচ্ছেন-ইমাম আবু ইউসুফ (র)।

১. সারা বিশ্বে হানাফী মাযহাব যা শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে। উলামায়ে কেরামের পাঠ মজলিশে আলোচিত হয়ে আসছে । যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মাসয়ালা-মাসায়েল উদ্ভাবন করা

---

[৫৮] ফাতাওয়া ও মাসাইল, (ঢাকা : ই.ফা.বা), পৃ. ৮২-৮৩।

[৫৯] আল-কারদারী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে তা কেবল ইমাম আযম আবু হানিফা (র) এর চিন্তা-ধারার সামগ্রিক রূপনয় বরং তাঁর চিন্তাধারার সাথে তাঁর সহচর ও শিষ্যগণের চিন্তাধারাও স্থান লাভ করেছে। আর এতে এমন মহান সব ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারা শামিল হয়েছিল যারা ইমাম আযমের জীবনের সাথে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ হলেন ইমাম আবু ইউসুফ (র)।

ইমাম আযমের শিষ্যত্ব, সান্নিধ্য এবং তাঁদের পরস্পর চিন্তাধারার বিনিময়, তাঁদের মতপার্থক্য কিংবা মতৈক্যকে একটি মূলনীতির বাস্তব অনুসরণের মধ্যে এনে দিয়েছিল। যে মূলনীতিকে তার শিষ্যগণ তাঁর জীবিতাবস্থায় অথবা মৃত্যুর পর একান্ত আপন করে নিয়েছিল। সে মূলনীতি ছিল যা ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যে এসেছে-

انى اخذ بكتا ب الله اذا وجدته فاذا لم اجده فيه اخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثار الصحاح عنه التى فشت فى ايدى الثقات فاذا لم اجد فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اخذت باقوال اصحابه من شئت وادع قول من شئت ثم لاخرج من قولهم الى قول غيرهم فاذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبى والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعد رجالا قد اجتهدوا فلى ان اجتهد كما اجتهدوا-

"আমি কুরআন মজীদে কোন মাসয়ালার সমাধান পেতাম তবে তা বিনা বাক্যে গ্রহণ করে নিতাম। কুরআনে ঐ মাসয়ালার সন্ধান না পেলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীসে সমাধান খুজতাম, যা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে। কুরআন মজীদে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস ভান্ডারে এর সমাধান না পেলে সাহাবীদের থেকে যার মতামত ইচ্ছামত গ্রহণ করতাম এবং যার মতামত ইচ্ছা পরিত্যাগ করতাম। তবে এমনটি কখনো হত না যে সাহাবায়ে কিরামের মতামত ও বক্তব্য পরিহার করে অপর মতামত গ্রহণ করতাম। যখন বিষয়টি ইব্রাহীম নাখয়ী, শা'বী, হাসান বসরী, ইবন শিরীন ও সাঈদ ইবন মুসায়্যিব পর্যন্ত গড়াত (এভাবে তিনি অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন) তখন আমি ইজতিহাদ করতাম যেভাবে তাঁরা ইজাতিহাদ করেছেন।[৬০] (السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى:اخبار امام ابو حنيفة واصحابه আল ফিক্হ ওয়াল ফুকাহা, পৃ: ৮৩-৮৪, নাদিয়া একাডেমী করাচী-পাকিস্তান)

একথা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত যে ইমাম আবু ইউসুফ (র) সহ অপরাপর শিষ্যগণের মতামত ইমাম আযম আবু হানিফা (র) এর চিন্তাধারা ও চেতনাবোধ থেকে উৎসারিত ছিল।[৬১]

হানাফী ফিক্হ রচনায় ইমাম আবু ইউসুফ (র) সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"Abu Yusuf –He was by far the most celebrated disciple of Abu Hanifa. He wrote down the principles laid down by his master. He was later appointed as the chief justice of Baghdad."[৬২]

---

[৬০] السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى:اخبار امام ابو حنيفة واصحابه আল মাদখাল লিল ফিকহিল ইসলামী উস্তাদ ঈসুভী আহমদ ইসুভী পৃ: ১৩৪, আল ফিকহ ওয়াল ফুকাহা পৃ: ৮৩-৮৪ নাদীয়া একাডেমী করাচি, পাকিস্তান।

[61] ইমাম আযম আবু হানিফা, পৃ. ৫২৭-৫২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আযম আবু হানিফা (র) চরম সতর্কতার কারণে একই মাসয়ালার বিভিন্ন অবস্থা ধরে নিয়ে মাসয়ালা তৈরী করতেন এবং যে অবস্থা ও মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হত তাকেই প্রাধান্য দিতেন। অপরাপরগুলো পরিত্যাগ করতেন।

আর সহচরগণও তা গ্রহণ করে নিতেন। "দুররুল মুখ্তার" (دارالمختار) গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফের এ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قدتاله-

"আমি কখনো ইমাম আযম আবু হানিফা (র) এর বিরুদ্ধে মতামত দেইনি। আমার মতামত তাঁর যে কোন একটি মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। অর্থাৎ আমার মতে তাঁরই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটত।

মজলিশে শুরা ভিত্তিক ফায়সালা লিপিবদ্ধ করণঃ ইমাম আবু হানিফা (র) কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ইজমায়ে সাহাবা ও ফাতওয়ায়ে সাহাবা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করার জন্য চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি ফিক্হী বোর্ড গঠন করেন। শায়খ আব্দুল কাদীর কুরাশী (র) তাদের নাম الجواهر المضية গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে খ্যাতনামা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল–

১. ইমাম যুফর (র) (মৃত: ১৫৮ হি:)
২. ইমাম মালেক ইবনে মিগওয়াল (র) (মৃ:১৫৯হি:)
৩. ইমাম মিন্দাল ইবনে আলী (র) (মৃ:১৬৮হি:)
৪. ইমাম কাসিম ইবনে মা'য়ান (র) (মৃ:১৭৫হি:)
৫. ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা (র) (মৃ: ১৭৬ হি:)

এ ছাড়াও আরো অনেক প্রসিদ্ধ অত্র ফিক্হবিদগণ বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

বিভিন্ন ইলমী মাসাইল ঘটিতব্য বিষয়াবলীর সমাধান অনুসন্ধানের সময় ইমাম আযম (র) স্বীয় শিষ্যবর্গের চিন্তাধারা ও মতামত শ্রবণ করতেন। পরস্পর চিন্তাধারার বিনিময় করতেন। এ মজলিশে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতেন। কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে তিনদিন বা মাসব্যাপী আলোচনা করতেন। এ সম্পর্কে সদরুল আইম্মা আল্লামা মুয়াফফাক মক্কী বলেন-

فوضع ابو حنيفة رحمه الله مذهبه شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه فى الدين ومبالغة فى النصيحة لله ورسوله والمؤمنين فكان يلقى مسئلة ومسئلة ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا او اكثر من ذلك حتى يستقر احد الاقوال فيها لم يثبتها ابو يوسف فى الاصول حتى اثبت الاصول كلها-

আবু হানিফা (র) তাঁর মাযহাব তথা ফিকহী চিন্তাধারা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তি করে রচনা করেন। মজলিশে শূরার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে তিনি নিজের একান্ত মনে কিছুই করেননি।

---

[৯২] Al-Haj Muhammed Jmaoh Ajijola, Introduction to Islamic Law, (Delhi : .....), p. 32.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনি বিষয়ে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এবং মু'মিনদের কল্যাণ কামনার্থেই তিনি এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

ফিকহী বোর্ডের সামনে এক একটি মাসয়ালা পেশ করতেন; সদস্যদের মতামত প্রমাণাদি শুনতেন এবং সব শেষে নিজের দলীল এবং যুক্তিসমূহ পেশ করতেন। এভাবে এক এক মাসয়ালার উপর মাসব্যাপী বা এর চেয়েও বেশী সময় পর্যন্ত তিনি বোর্ড সদস্যদের সাথে মুনাযারা বা বাহাস করতেন। পরিশেষে কোন একটি অভিমতের উপর বোর্ড সদস্যগণ একমত হলে ইমাম আবু ইউসুফ তা কপিতে লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে ফিকহ হানাফী লিপিবদ্ধ হয়।[৬৩]

আল্লামা মুয়াফফাক মক্কী আরো বলেন-আবু হানিফা তাঁর মাযহাবের বুনিয়াদ শূরার উপর রেখেছেন। তিনি কখনো শূরার রায়ের উপর তাঁর প্রভাব খাটান নাই। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের যথাসাধ্য চিন্তা-গবেষণা করা এবং ঈমানদারদের জন্য সার্বিক কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করা।[৬৪]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা খতীবে বাগদাদী যে উদ্ধৃতিটি বর্ণনা করেছেন তার সত্যতা প্রমাণিত হয়, তিনি বর্ণনা করেন, ইবনে কারামা বলেন যে একদিন আমি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ওয়াকী এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল অমুক মাসয়ালায় ইমাম আবু হানিফা ভুল করেছেন। তখন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ (র) বলেন- كيف يقدر ابو حنيفة ان يخطى ومعه مثل ابى يوسف و زفر و محمد فى قياسهم و اجتهادهم- ومثل يحيى بن زائدة وحفص بن غياث و حبان ومندل فى حفظهم للحديث ومعرفتهم به و القاسم بن معن يعنى ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فى معرفة باللغة و العربية وداؤد بن نصير الطائ و فضيل بن عياض فى زهدها وورعهما فمن كان اصحابه هولاء الجلساء لم يكن يخطى لانه اخطاء وردوه-

অর্থাৎ"ইমাম আবু হানিফা (র) কিভাবে ভুল করতে পারেন? যখন তার সহচর আবু ইউসুফ, যুফার ও মুহাম্মদ (র) এর মত কিয়াসে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু যায়েদা, হাফস ইবনে গিয়াস, হিব্বান ও মিন্দাল এর মত হাফিযে হাদীস এবং কাসিম ইবনে মা'য়ান এর মত আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ এবং দাউদ ইবনে নাসীর আত তাঈ ও ফুযাইল ইবনে ইয়াযের মত মুত্তাকী পরহেযগার বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকতেন। তারপর ওয়াকী বলেন যে ব্যক্তির এমন সহচর থাকবে তিনি কখনো ভুল করতে পারেন না। কেননা যদি এমন কোন ভুল হয়েও থাকে তবে এমন ব্যক্তিগণ অবশ্যই তা সাথে সাথে ধরিয়ে দিবেন"।[৬৫]

---

৬৩ মানাকিবে মুওয়াফ্ফাক (র), ২য় খন্ড, পৃ. ৩৩।

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২.

৬৫ তারিখে বাগদাদ, জামিউল মাসানিদ ইমাম আবু হানিফা। ইসলামী শরীয়াহ্ ও সুন্নাহ, পৃ: ৪৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহ্ইয়া ইবনে নঈম (র) معرفة التاريخ والعلل গ্রন্থে ফযল ইবনে দাকীন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম যুফারকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমরা ইমাম আবু হানিফার মজলিশে যেতাম। কাযী আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসানও আমার সঙ্গে থাকতেন। আমরা সবাই আবু হানিফাকে সর্বসম্মলিতক্রমে গৃহীত মাসাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তা লিখে নিতাম। যুফার বলেন- ইমাম আবু হানিফা (র) আবু ইউসুফ কে বললেন-'হে আবু ইয়াকুব! আমার কাছ থেকে যা শোন, সবই লিখে নিও না। কেননা আমি আজ একটি অভিমত পেশ করি আর কাল তা পরিবর্তন করি, আর কাল যে রায় দেই, তা পরদিন পরিবর্তন করি। সুতরাং তোমরা মজলিশে শূরায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মাসয়ালা লিখে নিবে।[৬৬]

এভাবে আবু ইউসুফ (র) ইমাম আযমের চিন্তাধারা ও মতামত লিখিত আকারে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতেন। পরে তা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা ও পর্যালোচনা মাসয়ালা-মাসাঈল অনুধাবনের মাধ্যমে নিজ অভিমতের অনুপ্রবেশ ঘটাতেন। সুতরাং এসব চিন্তাধারা বর্ণিত হয়ে পরবর্তী (متاخرين) পর্যন্ত পৌঁছল। অতঃপর তা বিভিন্ন ইমামের সামগ্রিক চিন্তাধারার রূপ পরিগ্রহ করল এবং হানাফী ফিকহ, পূর্ণাঙ্গ চিন্তা-ধারার ফল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।

হাদীসের ভিত্তিতে মতামত গ্রহণঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইমাম আযম আবু হানিফা (র) এর ওফাতের পর ব্যাপকভাবে আরও অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছিলেন। রায়পন্থী ফকীহগণ ও উলামায়ে হাদীসের পরস্পর মেলামেশা এবং বিভিন্ন চিন্তাধারার ফকীহগণের মতামত বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র) অনেক হাদীস রেওয়াত করেন। যে হাদীসগুলো দ্বারা ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক কিংবা মজলিশে শূরা কর্তৃক গৃহীত মাসয়ালাগুলোকে ব্যাপক ভিত্তিক হাদীস দ্বারা সমৃদ্ধ করেন এবং তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় মতবাদের দলীলরূপে রূপ পরিগ্রহ করেন। যখন তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের হাদীস পেতেন তখন রায়, কিয়াস কিংবা ইসতেহসান কোনকিছুকেই হাদীসের উপর কস্মিনকালেও প্রাধান্য দেন নাই। ইবনে আবুল আওয়াম ইমাম আবু ইউসুফ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন-

كان ابو حنيفة اذا وردت عليه المسألة قال ما عندكم فيها من الأثار ؟ فإذا رأينا الاثار ، وذكرنا هو ما عنده نظر ، فان كانت الاثر فى أحد القولين أكثر ، أخذ بالأكثر ، فاذا تقاربت تكافأت نظر فاختار-

অর্থাৎ- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-যখন ইমাম আবু হানিফা (র) এর নিকট কোন মাসয়ালা উপস্থিত হত। তখন তিনি ছাত্রগণকে উদ্দেশ্য করে বলতেন এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কি হাদীস ও আছার রয়েছে? তা বর্ণনা কর। অত:পর আমরা যখন হাদীস ও আছার পেশ করতাম সে ভিত্তিতে নিজেদের অভিমত বর্ণনা করতাম। তখন তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। তারপর উভয় বক্তব্যের মধ্যে যে পক্ষে হাদীস ও আছার অধিক হত; সেই সব হাদীস ও আছার-ই তিনি গ্রহণ করতেন। আর

[৬৬] ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ, পৃ. ৪৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

যদি উভয় পক্ষের হাদীস ও আছার সমান-সমান হত তখন তিনি চিন্তা-গবেষণা করে একটি মতকে গ্রহণ করতেন।[৬৭]

আবার অনেক সময় সহীহ ও যুক্তিযুক্ত হাদীসের প্রাপ্তিতে ইমাম আবু হানিফার মত থেকে সরে আসেন এবং হাদীসের ভিত্তিতে আমল করেন। আর এটা মোটেও দোষণীয় নয় কেননা ইমাম আযম আবু হানিফা (র) বলেছেন- إذا صح الحديث فهو مذهبى 'সহীহ তথা বিশুদ্ধ হাদীসই আমার মাযহাব।'[৬৮]

তিনি শিষ্যগণকে আরো বলেন- আমার অভিমতসমূহ থেকে শুধু সেটিই গ্রহণ কর, যেটিকে তোমরা দলীলযুক্ত মনে কর।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) সরকারী পদস্থ ব্যক্তি হিসেবে মানবীয় ও বাস্তবিক দিক-বিবেচনায় এক নিজস্ব মতবাদ তৈরী করেন। তিনি নারী, কিতাবী, অমুসলিম সকলের জন্য ছিলেন বাস্তবতার এক মূর্ত প্রতীক। তাঁর প্রণীত আইন চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে কুরআনের ভাষ্যের মাধ্যমে সর্ব-সাধারণের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এ ব্যাপারে Gazi Shamsur Rahman বলেন-

The Hanafi School has enjoyed from its very foundation, the continuous favour of the caliphs and Emperors. The state manship of Abu Yusuf made the doctrines on the whole, more human and practical than those of other schools, notably in the treatment of women, the kitabias and non-muslims. The same practical character is noticeable in the recognition of human legistation. Custom and changing conditions. The characteristic feature of this school was that it placed little reliance on the mass of oral traditions which had not yet been reduced to writing but developed the exegesis of the Qu'ran by a subtle method of reasoning and analogy and clearly defined the principle that the universel concurrence an evidence of Gods, will.[৬৯]

---

[৬৭] ড. মোস্তফা হুসনী আস-সুবায়ী, *السنة مكانتها فى التشريع الإسلامى*, পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, আল-আযহার ইউনিভার্সিটি, মিশর, ১৩৬৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

[৬৮] *রুসয়ুল মুফতী*, পৃ. ২৪।

[৬৯] Gazi Shamsur Rahman, Islamic Law, (Dhaka : Islamic Foundation-1981), 1st Edition, p. 45.

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর অবদান-

বিচারপতি থাকাকালীন অবস্থায় হানাফী ফিকহকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) কয়েকটি দিক-দিয়ে উপকৃত করেন।-

১. দীর্ঘকাল তিনি বিচার বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। ফিকহ্'র দৃষ্টিকোণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা বিচারালয় হচ্ছে তাত্ত্বিক চিন্তা ও মতবাদসমূহ প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান। এখানে এমন সব বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যেমন মামলা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে সাক্ষী কে পেশ করবে, ক্বসম কে করবে, লোকটি ন্যায়বান কি না? তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি না? ইত্যাদি। যিনি চার দেয়ালের ভিতরে কিংবা মসজিদের হালকায় কিয়াস, ইসতিহসান প্রয়োগ করেন। কিতাব লিখেন বা প্রার্থীত ফাতওয়ার জবাব দেন তিনি গভীর রহস্য তলিয়ে দেখেন না। এ কারণেই আবু ইউসুফের পক্ষে ইমাম আবু হানিফার মাযহাবকে বাস্তবতার আলোকে বিন্যস্ত করা এবং এর সাথে প্রয়োজনীয় মাসাইল সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। মোটকথা, তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে সালতানাতের সামগ্রিক অবস্থা, চিন্তা ও কর্মের গতি ও প্রকৃতি এবং বিচিত্র সমস্যা ও তার সমাধান যেভাবে অনুধাবন করতেন তা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। এজন্য হানাফীরা বলে বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে আবু ইউসুফের মতামতই অনুসরণ করা হবে।

২. তিনি বাগদাদের বিচারপতি থেকে ক্রমান্বয়ে প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। সারা দেশে বিচারপতি নিয়োগ ও বদলির কাজ যেহেতু তাঁর হাতে ন্যাস্ত ছিল, ফলে হানাফী চিন্তাধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় বিচারক পদে নিয়োজিত হয় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে হানাফী ফিক্হ আপনা-আপনি দেশের আইনে পরিণত হয়।

৩. ইমাম আবু ইউসুফ (র) মুহাদ্দিস ছিলেন। তাই মুহাদ্দিসদের সাথে তাঁর যোগাযোগ আবু হানিফা (র) এর মাযহাবকে সু-সংহত করার পথ সুগম করে দিয়েছিল। সেই সুবাদে হিজাযী আলিমদের কিছু কিছু মতামত হানাফী মাযহাবে সংযোজিত হয়েছিল আবার হানাফী মতামতও তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো কখনো বিশুদ্ধ হাদীস অবগত হয়ে তিনি আবু হানিফার মতামত বর্জন করেন।

৪. ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাঁর শিক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষাদান কার্য অব্যাহত রাখেন। তালহা ইবনে মুহাম্মদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে খাল্লিকান লিখেন যে, আবু ইউসুফ (র) প্রথম ব্যক্তি যিনি ফিক্হ শাস্ত্রের সকল মৌলিক বিভাগের উপর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এ সকল গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (র) এর মজলিশের ফায়সালা এবং তাঁর নিজের উক্তি যথাযথভাবে বিধিবদ্ধ করেন।[৭০]

তিনি সালাত, সিয়াম, ফারাইয, ক্রয়-বিক্রয়, হদ ও শাস্তি, ওয়াকিলের দায়িত্ব ও ভূমিকা, ওয়াসিয়্যাত, শিকার, যবেহ, অপহরণ, বিভিন্ন শহরের আলিমদের মতপার্থক্য, মালিক বিন আনাসের বিরুদ্ধে জবাব ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্থ প্রণয়ণ করেছেন। كتاب الجوامع নামে ইয়াহ্ইয়া খালেদ বারমাকীর জন্য তিনি একটি গ্রন্থ লিখে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি আলেমদের পথ-পার্থক্য এবং গ্রহণযোগ্য মত কোনটি সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৭১]

এ সকল গ্রন্থ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি কেবল সূধী সমাজকেই প্রভাবিত করেননি বরং হানাফী ফিক্হ এর অনুকূলে আদালত ও সরকারী বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মতও গঠন করেন। কেননা তখন একটি কেন্দ্রীয় আইনের শূন্যতা বিরাজ করছিল। এর ফল হল- ইমাম আবু ইউসুফ (র) ক্ষমতায় আসার আগেই মানুষের মন, মগজ ও দৈনন্দিন কার্যে হানাফী ফিক্হ এর প্রভাব বিস্তার করে বসে। কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা তাকে দেশের যথারীতি আইনে পরিণত করে।

৫. ইমাম আবু ইউসুফ (র) বিচারপতি থেকে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রুতগতিতে পৃথিবীতে হানাফী মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয়ভাবেই হানাফী আইন-কানুনকে স্বীকৃতি প্রদান ও বিচারকার্যে হানাফী মত প্রয়োগের ফলে সর্বসাধারণে হানাফী মাযহাবের বিধান সমাদৃত হয়। ফলে কিফ্হ হানাফী অল্প কিছু দিনের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোটা অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লামা ইবন হাযম উন্দুলুসী (র) বলেন:

مذهبان انتشر فى بدء امرهما بالرياسة الحنفى بالمشرق والمغرب والمالكى بالاندلس

'ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয়ভাবে দু'টি মাযহাব গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানাফী মাযহাব, আর উন্দুলুসে স্পেনে মালিকী মাযহাব।[৭২]

এরই সমর্থন জানিয়ে Al-Haj Muhammed Jmoh Ajijola বলেন- Hanafi school originated in Iraq and was sponsored by the Abbasi Government when Abu Yusuf one its classical exponents was appointed as Qazi. It spreadly rapidly in the Middle-East, Afganistan, Indian subcontinent, China and Balkan states.

---

[৭০] ইবনে নাদীম, *ফিহরিস্ত*, (মিশর : ১৩৩৮ হিঃ), রহমানিয়া প্রেস।
[৭১] ড. আহমদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ই.ফা.বা, খণ্ড-২. পৃ. ২০৩।
[৭২] وفيات الاعيان , ২য় খন্ড, পৃ. ২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

Hanafi law is applied officially by court in Tunisia but Tunisians are over whelmingly Maliki. There are two Qazis in Tunisia, one applying Hanafi law and the other applying Maliki law.[73]

তা'ছাড়া ইমাম আযমের অনেক শাগরীদ থাকার কারণেও তা বলখ, খোরাসান, সমরকান্দ, বুখারা, রায়, সিরাজ, তুসি, জানজান, ইসতিরাবাদ, বুসতাম, ফারগানা, খাওয়ারেযম ভারত ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।[৭৪]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন মুজতাহিদ ছিলেন

ইনসাফপূর্ণ বক্তব্য হল যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (র) এর শিষ্যগণ (বিশেষত প্রথম সারীর শিষ্যগণ) স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁরা স্বীয় চিন্তাধারা ও অভিমত প্রকাশে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ব্যক্তি ছিলেন। চাই তাঁদের এই চিন্তাধারা ইমাম আবু হানিফা (র) এর পক্ষে হোক অথবা বিপক্ষে হোক। অবশ্য সামগ্রিক দিক থেকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর চিন্তাধারা অভিমত অনুসৃত পথ ইমাম আযম থেকে দূরে ছিল না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর গ্রন্থরাজি অধ্যয়নে বুঝা যায় তাঁর অধিকাংশ অভিমত ইমাম আযম থেকে ভিন্ন। অবশ্য মত-পার্থক্য কোন মৌলিক বিষয়ে ছিল না।

এরূপ পন্থা অবলম্বন এমন ব্যক্তির দ্বারা কখনো সম্ভব নয় যিনি উস্তাদের আনুগত্য করবেন তা থেকে আর মুখ ফিরাবেন না। ওয়াক্ফ বাধ্যতামূলক হওয়া, ঋণগ্রস্ত ও নির্বোধের উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান।[৭৫]

তাই ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) তাঁরা যে স্বতন্ত্র মাযহাব প্রবর্তনের যোগ্যতা রাখতেন এ বিষয়ে মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী (র) বলেন-

فالحق انهما مجتهدان مستقلان تالا رتبه الاجتهاد المطلق الا انهما لحسن لعظمهما لان شاذهما وفرط اجلا لهما لامامهما أجد أصله وسلكا نحو وتوجه الى نقل مذهبه وتائيده واستنصاره والانتساب

অর্থাৎ: প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) হলেন-মুজতাহিদ মুস্তাকিল অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা উস্তাদের মর্যাদা ও আদব সম্মানের লক্ষ্যে তাঁর উসূল ও নীতির অনুসরণ করেছেন এবং তাদের উস্তাদের মাযহাব প্রচারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন এবং নিজেদেরকে উস্তাদের মাযহাবের অনুসারী হিসেবেই প্রকাশ করেছেন।[৭৬]

---

[৭৩] Al-Haj Muhammed Jmoh Ajijola, *Introduction to Islamic Law*.
[৭৪] *আসারুল ফিকহিল ইসলামী*, ১ম খণ্ড, (পাকিস্তান: দারু মা'আরিফ, লাহোর), পৃ. ২৩০।
[৭৫] *আসারুল ফিকহিল ইসলামী*, ১ম খণ্ড, (পাকিস্তান: দারু মা'আরিফ, লাহোর), পৃ. ২৩০।
[৭৬] امادة الرياء , পৃ. ৮-৯। (ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ)।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ এ সকল শ্রেণীর মুজতাহিদগণ তাদের ফিক্‌হী ব্যক্তিত্বকে আলাদা করে উপস্থাপনের সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন তা সত্ত্বেও তাঁরা স্বীয় গ্রন্থরাজীকে স্বীয় ইমাম আযম আবু হানিফা (র) এ অভিমতকে নিজের মতের সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন। যাতে ফিক্‌হ অনুসন্ধানী গবেষকগণ বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, ইমাম আযম (র) তাঁর প্রথম শ্রেণীর ছাত্র/মুজতাহিদ ব্যতীত স্বয়ং সম্পূর্ণ নন। কেননা তারা চিন্তা-গবেষণা ও মতামত প্রয়োগে সহযোগিতা করেছেন। আর এ শ্রেণীর মুজতাহিদগণ ও ইমাম আবু হানিফা (র) স্নেহ, ভালোবাসা, তার জ্ঞান-গরিমায় সিক্ত হয়ে সুশোভিত হয়েছিলেন। তাই ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- ما أعظم بركة ابى حنيفة فتح لنا سبيل الدنيا والاخرة

অর্থাৎ: ইমাম আবু হানিফা (র) এর বরকত এতই মহান ছিল যে, তিনি আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।[৭৭]

হাদীস শাস্ত্রে অবদান

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ফিক্‌হ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করলেও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। মূলতঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন একজন হাফেযে হাদীস।

হাদীসে তাঁর সুখ্যাতি ছিল প্রচুর। এ কারণে তিনি রেওয়াত করতেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুঈন, আহমদ বিন হাম্বল, অলী ইবনুল মাদানী প্রমূখ আরো অনেকে তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উমর বিন মুহাম্মদ নাকিদ বলেন-

ما احب ان اروى عن احد من اصحاب الراى الا عن ابى يوسف ، فانه كان صاحب سنة -

অর্থাৎ-আমি আসহাবুর রায়ের মধ্যে আবু ইউসুফ (র) ছাড়া আর কারো থেকে বর্ণনা করতে পছন্দ করি না। কেননা তিনি সুন্নাহর অনুসারী।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) বলেন- كان منصفا فى الحديث তিনি হাদীসের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কুরতুবী বলেন- ثقة صدوقا তিনি ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন।

তার নিকট থেকে অগণিত ছাত্র হাদীস শ্রবণ করেছেন। অলী ইবনুল জুদ বলেন-

اخبرنا ابويوسف ، وكان مجلسه حافلا من الناس

আবু ইউসুফ যখন বর্ণনা করতেন তখন মজলিশ মানুষের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত।[৭৮] এটাই ছিল তার হাদীসের বড় খেদমত।

---

[৭৭] আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
[৭৮] *হুসনুত তাকাদী*, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

খতীবে বাগদাদী (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন- 'প্রথম যখন আমার ইলমে হাদীসের উপর আগ্রহ জন্মাল আমি আবু ইউসুফের শরণাপন্ন হলাম।' জ্ঞানের জগতে তাঁর উচ্চতার দলীল এর চাইতে আর কি হতে পারে? ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ আরো অনেকে ইমাম আবু ইউসুফ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৭৯]

ইমামা আবু ইউসুফ (র) বিভিন্ন স্থানে গিয়ে মানুষকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা দিতেন এবং সে মোতাবেক রায়ও প্রদান করতেন। আব্দুল্লাহ বিন আলী ইবনুল মাদানী বলেন-

سمعت ابى يقول : كنا تاتى أبايوسف لما قدم البصرة سنة ثمانين ومأة فكان يحدث بعشرة أحاديث وعشرة رأى-

অর্থাৎ 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি আবু ইউসুফ (র) যখন ১৮০ হিজরীতে বসরায় আসলেন তখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তখন দশটি হাদীস অতঃপর দশটি রায় বর্ণনা করলেন।[৮০]

তিনি বিচারপতি থাকা অবস্থায় হাদীস দ্বারা অনেক রায় প্রদান এবং বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন।

ইমাম আবু (র) এর হাদীস গ্রন্থ হল كتاب الآثار যা তার ছেলে ইউসুফ তার পিতা আবু ইউসুফ (র) থেকে এবং তিনি ইমাম আবু হানিফা (র) থেকে বর্ণনা করেন।

এ গ্রন্থের কতক সনদ রাসূলুল্লাহ (র) পর্যন্ত অথবা সাহাবী পর্যন্ত অথবা তাঁর পছন্দনীয় তাবেঈ থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। অর্থাৎ তিনি মারফু মওকুফ ও মাকতু হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থখানা মুসনাদ বা ফিকহের আলোকে বিন্যাস করা হয়েছে।[৮১]

এতদসত্ত্বেও অনেক মুহাদ্দিস তার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থের কোনটিতেই তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা হয়নি।

এর কারণ ছিল কাযী পদ গ্রহণ ও রায়ের প্রাধান্য দান। ঐতিহাসিক তাবারী লিখেন-'আহলে হাদীসের একদল তাঁর হাদীস এ কারণে গ্রহণ করতেন না যে তাঁর মধ্যে রায় এর প্রাধান্য ছিল। মাসাইল ও আহকাম থেকে যুক্তি ও অনুমানের ভিত্তিতে শাখা-প্রশাখা (فروعات) বের করতেন। তদুপরি শাহী দরবারের সাথে সম্পৃক্ততা এবং কাযীর পদ গ্রহণও আরেকটি কারণ ছিল।[৮২]

---

[৭৯] রঈস আহমদ জাফরী, *চার ইমামের জীবন কথা*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।
[৮০] হুসনুত তাকাদী, পৃ. ৩৯।
[৮১] প্রাগুক্ত।
[৮২] ইমাম আযম আবূ হানিফা (র), পৃ. ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর রচনাবলী

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তবে কিছু প্রামাণ্য কিতাবসমূহের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর কিতাবসমূহ ইমাম আবু হানিফা (র) এর মাযহাব অনুযায়ী প্রণীত প্রথম মৌলিক ও লিখিত গ্রন্থ। তালহা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর বলেন- ইমাম আবু ইউসুফ (র)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের সকল মৌলিক শাখার উপর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং আবু হানিফার ইলমকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৮৩] ইবনে নাদীম (র) তাঁর বিশেষ গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা প্রদান করেছেন; যা নিম্নরূপ:

১. কিতাবুস-সালাত
২. কিতাবুয-যাকাত
৩. কিতাবুস-সিয়াম
৪. কিতাবুল ফারাঈদ
৫. কিতাবুল বুয়ূ
৬. কিতাবুল হু'দূদ
৭. কিতাবুল ইকালা
৮. কিতাবুল ওয়াসায়া
৯. কিতাবুস সা'য়দ ওয়ায যাবাইহ্
১০. কিতাবুল গা'সব ওয়াল ইস্তিবরা
১১. কিতাবু ইখতিলাফিল আনসার
১২. কিতাবুর-রাদ্দ আলা মালিক ইবনে আনাস
১৩. কিতাবুল জাওয়ামি।
১৪. রিসালাতুল-খারাজ (খলীফা হারুনুর রশীদের নিটক প্রেরিত এক খানা পত্র) খলীফা হারুনুর রশীদের নির্দেশে রচিত "রিসালাতুল খারাজ" গ্রন্থখানি রচিত।[৮৪]
১৫. "আদাবুল কা'দী-ইমাম আবু ইউসুফ রচিত যা 'কাশফুজ জুনূন' গ্রন্থে হাজ্জী খলীফা উক্ত নাম খানা উলেখ করেছেন।

---

[৮৩] ওয়াফিয়াতুল আয়ান, খ. ৬, পৃ. ৩৮২; হুসনুত-তাকাদী, পৃ. ৩৩।
[৮৪] *হুসনুত তাকাদী*, পৃ. ৩৩; ইবনিন নাদীম, *আল-ফিহরিস্তালি*, পৃ. ২৮৬; কিতাবুল খারাজ-এর ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. তিনি আরও লিখেছেন- ইমাম আবু ইউসুফের কিছু আ'মালী গ্রন্থ রয়েছে। যেইগুলি কাযী বিশর ইবনুল ওয়ালীদ রিওয়ায়াত করেছেন। তা ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং তিন শতাধিক অংশে বিন্যস্ত। ইহা আবু ইউসুফের অভিমতের সমষ্টি।[৮৫] কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর খুব কম সংখ্যক কিতাবই টিকে আছে।

ইবনুন-নাদীম তাঁর গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ কয়েকটি কিতাবের নাম উলেখ করেন নাই। আরো কিছু তাঁর রচিত কিতাব রয়েছে যেগুলোতে ইমাম আবু হানিফার চিন্তাধারা ও অভিমত এবং তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ খন্ডন করা হয়েছে।

১. কিতাবুল আছার

২. ইখতিলাফ আবী হানিফা ওয়া ইবন আবী লায়লা

৩. আর-রাদ্দ 'আলা সিয়ারিল আওযা'ঈ

৪. কিতাবুল খারাজ।

এক ঃ কিতাবুল আছার (كتاب الآثار) : ইহা ইমাম আবু হানিফা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংকলন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর পুত্র আবু মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন ইয়াকূব (মৃ. ১৯৯ হিঃ) স্বীয় পিতা হতে হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন। কিছু হাদীস স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (র) ও বর্ণনা করেছেন। এই কিতাবের অপর নাম মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা।

১৩৫৫ হিজরী সনে দক্ষিণ হায়দারাবাদের লাজনাতুল ইহ্য়া আল-মা'আরিফ আন-নুমানিয়ার উদ্যোগে কিতাবটি মুদ্রিত হয়েছে। ২২৪ পৃষ্ঠার এই কিতাবে ৩৯টি অধ্যায় ও ১০৬৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। শাখত এর বর্ণনানুযায়ী এতে মহানবী (স) হতে ১২৮৯টি হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরাম হতে ৩৭২টি দুর্লভ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কোন সংকলনে পাওয়া যায় না। প্রকাশক মিশরের দারুল কুতুব, গ্রন্থাগারে হাতের লেখা পান্ডুলিপিতে শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা রয়েছে। কিতাবুন-নিকাহ, কিতাবুল আয়মান এর অধিকাংশ, কিতাবুল হুদূদ ও কিতাবুশ শাহাদাত মোটেই পাননি। শায়খ আবু যুহরা লিখেছেন- তিনটি কারণে এই কিতাব মর্যাদা রাখে-

১. এ কিতাবটি মুসনাদে ইমাম আবু হানিফার মর্যাদা রাখে এবং তাঁর ফাতওয়া ও আহকাম ইস্তিম্বাত করার জন্য যেসকল হাদীসে সাহায্য গ্রহণ করেছেন তা নির্ণয় করা যায়।

২. ইমাম আবু হানিফা কিভাবে সাহাবায়ে কেরামের ফাতওয়াসমূহ গ্রহণ করতেন এবং মুরসাল হাদীসকে মা'রফু এর শর্তারোপ করা ব্যতীত গ্রহণযোগ্য করতেন এবং কোন ধরণের নির্ভরযোগ্য মনে করতেন তা আলোচিত হয়েছে।

---

[৮৫] হু'সনুত তাকাদী, পৃ. ৩৪। *কিতাবুল খারাজ*-এর ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. এ কিতাবে কূফায় অবস্থানকারী তাবি'ঈ ফকীহগণের এবং সাধারণ ইরাকী ফকিহগণের মতামত সন্নিবেশিত হয়েছে যা ইমাম আবু হানিফা পছন্দ করতেন।[৮৬]

দুই ঃ (الرد على سير الاوزاعى) আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল আওযাঈ-এ কিতাবে সমরনীতি এবং এতদসম্পর্কীয় বিষয়সমূহ যেমন-নিরাপত্তা, সন্ধি, শত্রুসম্পত্তি, গণীমত, শত্রুসেনা, মুরতাদ, বিদ্রোহী, যিম্মি প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইমাম আওযাঈ (র) ইমাম আবু হানিফার কিতাব আস-সিয়ার এর অভিমতসমূহ খন্ডন করেছিলেন। এরই জবাবে আবু ইউসুফ (র) উক্ত কিতাব রচনা করেন। এতে প্রথমে তিনি ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। পরে ইমাম আওযাঈ'র আপত্তি ও মতামত তুলে ধরে যুক্তিযুক্তভাবে তা খন্ডন করেন।[৮৭] ১৩৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই কিতাব খানা ১৩৫৭ হিজরীতে লাজনাতু আল-ইয়াহইয়া আল-মাআ'রিফ আন-নুমানিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করা হয়।

তিনঃ كتاب اختلاف ابى حنيفة وابن ابى ليلى কিতাব ইখতিলাফি আবী হা'নিফা ওয়া ইবন আবী লায়লা। ইমাম আবু ইউসুফ (র) দুই উস্তাদ কাদী ইবনে আবী লায়লা ও ইমাম আবু হানিফার মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালা সংকলন করেন। তিনি প্রতিটি মাসয়ালা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ মাসয়ালায় তিনি ইমাম আবু হানিফার মতকে সমর্থন করেছেন। কোন কোন বিষয়ে ইবন আবী লায়লার মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৮৮] এ কিতাবের পৃ. ২২৬। ১৩৫৭ হিজরীতে লাজনাতু আল-ইয়াহইয়া আল-মাআ'রিফ আন-নুমানিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করা হয়।

৪. **কিতাবুল খারাজ** : যা আলোচ্য গবেষণার অন্তর্ভূক্ত। যার বিশদ বিবরণী সামনে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

---

[৮৬] *হায়াতে ইমাম আবূ হানিফা*, পৃ. ৩৫৮; ইমাম আযম আবূ হানিফা, পৃ ২২৭-৮।

[৮৭] *ইসলাম কা নিজামে মা'হাসিল*, পৃ. ৪৭।

[৮৮] *ইসলাম কা নিযামে মাহাসিল*, পৃ. ৪৮; *ইমাম আযম আবূ হানিফা*, পৃ ২৭৮-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও তাঁর সমসাময়িক ফকীহ্ ও হাদীসবেত্তাগণ

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর তৎকালীন সময়ে অনেক প্রথিতযশা কুরআন বিশেষজ্ঞ, হাদীসবেত্তা, ফকীহ, কাযী জন্ম গ্রহণ করেন যারা ছিলেন পৃথিবীখ্যাত, তারা সকলেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক কেন্দ্রে একীভূত হয়েছিলেন। যেখানে ছিল ইমাম আযম আবু হানিফার বিদ্যাঙ্গন,তৎকালে অন্য কোন মুহাদ্দিস বা ফকীহ এর এত সংখ্যক ছাত্র ছিলনা। মক্কা মুয়ায্যমা, মদীনা মুনাওয়ারা,দামেশক, বসরা, কূফা,ওয়াসিত, মুসিল, জাযীরা, রিক্কাহ, রামাল্লাহ, মিশর, ইয়ামেন, বাহরাইন,বাগদাদ. আহওয়ায, কিরামান, ইস্ফাহান, ইস্তারাবাদ, হালওয়ান, হামাদান, দামগান, তাররিস্তান, জুরজান, সারাখসী, নিশাপুর, মারু, বুখারা, সমরকন্দ, তিরমিয, বলখ, কুহিস্তান, খাওয়ারিজম, সিজিস্তান, মাদইয়ান, হিমস থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইমাম আযমের দারসে শরীক হতেন। যাদের প্রায়ই ছিলেন অনন্য জ্ঞানের আধার, মুজতাহিদ, সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, তাদের কেউ না কেউ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর সাথে পড়ালেখা করেছেন। কেউ বা হাদীসবেত্তা ছিলেন, কেউবা আবু ইউসুফ সহযোগে ইমাম আযম (রঃ) এর ফিক্হ সম্পাদনে নিয়োজিত থেকেছেন কেউবা ইসলামের অনন্য সেবায় ব্রতী হয়েছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বিদগ্ধজনের নাম উল্লেখিত হল-

১. ইমাম আযম আবু হানিফা (র)
২. ইমাম মালেক ইবন আনাস
৩. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল
৪. মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ শায়বানী
৫. যুফার ইবনে হুযায়ল আম্বারী (মৃতঃ ১৫৮হিঃ)
৬. হাম্মাদ ইবন আবু হানিফা (মৃতঃ ১৭৬ হিঃ)
৭. হাসান ইবনে যিয়াদ (মৃতঃ ২০৪ হিঃ)
৮. আবু ইসমত নূহ ইবন মরিয়ম আল জামি (মৃতঃ ১৭৩ হিঃ)
৯. কাযী আসাদ ইবন আমর আবু মূতী।
১০. হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ বালখী।
১১. ফযল ইবন মূসা (মৃতঃ ১৯২ হিঃ)
১২. মুগীরা ইবনে মিকসাম।
১৩. যাকারিয়া ইবনে আবু যায়দা।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আসাদ ইবনে উমার (মৃতঃ ১৮৮হিঃ)

১৫. মিস'আর ইবনে কুদাম।

১৬. সুফিয়ান সাওরী- বিশ্বকোষ।

১৭. মালিক ইবনে মিগওয়াল।

১৮. ইউসুফ ইবন খালিদ সিমতী (মৃতঃ ১৮৯ হিঃ)

১৯. ইউনুস ইবন আবু ইসহাক।

২০. দাউদ আত তাঈ (মৃতঃ ১৬০ হিঃ)

২১. আফিয়া ইবন ইয়াযীদ (মৃতঃ ১৬০ হিঃ)

২২. মিন্দাল ইবন আলী (মৃতঃ ১৬০ হিঃ)

২৩. হাসান ইবনে সালিহ।

২৪. আবু বকর ইবন আয়্যাশ।

২৫. ঈসা ইবনে ইউনুস।

২৬. আলী ইবনে মযহির (মৃতঃ ১৮৯ হিঃ)

২৭. হাসান ইবনে গিয়াস (মৃতঃ ১৮৯ হিঃ)

২৮. ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া ইবন আবু যায়িদ (মৃতঃ ১৮২ হিঃ)

২৯. আবুল আসিম নাবীল (মৃতঃ ২১২হিঃ)

৩০. জারীর ইবন আব্দুল হামীদ।

৩১. আমীরুল মু'মিনীন ফীল হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। (মৃতঃ ১৮১ হিঃ)

৩২. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (মৃতঃ ১৮৭ হিঃ) (বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠ খন্ড)

৩৩. হাব্বান ইবনে আলী (মৃতঃ ১৭২ হিঃ)

৩৪. আবু ইসহাক ফাযারী।

৩৫. ইয়াযীদ ইবন হারুন (মৃতঃ ২০৬ হিঃ)

৩৬. আব্দুর রাজ্জাক ইবনে ইব্‌রাহিম।

৩৭. আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাদ সান'আনী।

৩৮. আব্দুর রহমান আল যুফরী।

৩৯. হায়সাম ইবন বাশীর।

৪০. কাসিম ইবন মা'আন (মৃতঃ ১৭৫ হিঃ)

Dhaka University Institutional Repository

৪১. আলী ইবন আসিম।

৪২. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল কাত্তান (মৃত: ১৯৮ হি:)

৪৩. জাফর ইবনে আত্তন।

৪৪. ইব্রাহিম ইবন তাহসান (মৃত: ১৬৯হি:)

৪৫. হামযাহ ইবন হাবীব আযযায়্যাত (মৃত: ১৫৮হি:)

৪৬. ইয়াযীদ ইবন রাফী।

৪৭. যুবায়র।

৪৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামান।

৪৯. খারিজা ইবন মুস'আব।

৫০. মুস'আব ইবন কুদাম।

৫১. রাবীয়া ইবন আব্দুর রহমান রাঈ আল মাদানী (র:) প্রমূখ।

উপরোল্লেখিত বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের মাঝে যারা কর্ম জীবনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন, জ্ঞান-গরিমায়, সাহিত্য, বাগ্মিতে, হানাফী ফিকহ প্রণয়নে, প্রসারে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। ফিকহ জগতের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন। নিজস্ব মত প্রয়োগ করেছেন, মাসয়ালা মাসাইল বের করনে শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটিয়েছেন। হাদীস শাস্ত্রের দিকপাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের জীবন ও কর্ম পরিধি তুলে ধরা হল।

১। ইমাম আবু হানিফা (র)

ইমাম আবু হানিফা (র) ইমাম আযম নামে প্রসিদ্ধ। তার নাম–নোমান বিন সাবিত। উপনাম– আবু হানিফা। তিনি ৮০ হিজরীতে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মকালে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন।[৮৯] তিনি শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ছিলেন। হযরত আনাসসহ কয়েকজন সাহাবী (রা) কে তিনি দেখেছেন এবং ৭ জন সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়াত করেছিলেন।[৯০] তিনি অর্থের মোহ উপেক্ষা করে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। মক্কা ও মদিনার খ্যাতনামা মুহাদ্দিস আতা ইবনে আবি রাবাহ, ইকরিমাহ, কাতাদাহ, ইবনে শিহাব যুহরী, মাওলা ইবনে ওমর, মুহারিব ইবনে দিসার, হায়সাম ইবনে হাবিব, আমর ইবনে দীনার, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী, সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ এবং হাম্মাদ ইবনে সোলায়মান (র) প্রমুখ অসংখ্য হাদীস বেত্তাদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৯১]

---

[৮৯] আল-যাহাবী : শামসুদ্দীন মুহাম্মদ : সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা (বৈরুত : মুয়াস্সাতু আল-রিসালাহ, ১৯৯০), ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৯১।
[৯০] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১৯ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।
[৯১] আল-যাহাবী : কিতাবু তাযকিরাতিল হুফ্ফায, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ইমাম আবু হানিফা (র) ফিকহ শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন। জন্মগতভাবে ফিকহী প্রতিভার অধিকারী ইমাম সাহেব প্রথমে কুফার প্রখ্যাত ইমাম হাম্মাদ (র) এর কাছে ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে বহু উস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করে ফিকহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি ও গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রের আবিষ্কারক ও জনক ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (র) নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ণ করেনঃ[৯২]

১. কিতাবু আল-ফিকহ আল-আকবর (كتاب الفقه الاكبر)
২. কিতাবুল-আল ওয়াল মুতাআল্লিম (كتاب العلم والمتعلم)
৩. কিতাব আল-রাদ্দ আলা আল-কাদরিয়্যাহ (كتباب الرد على القدرية)
৪. কিতাবু রিসালাতিহী ইলা উসমান আল-বাত্তী (كتاب رسالة الى عثمان البتى)
৫. মুসনাদু আবী হানিফাহ (مسند أبى حنيفة)।

ইমাম আবু হানিফার (রহ.) অসাধারণ খ্যাতি ও যশ ছড়িয়ে পড়লে আব্বাসীয় খলিফা মানুসর তাকে রাষ্ট্রীয় কাজীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইমাম সাহেব দ্বিধাহীন চিত্তে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। খলিফা মনসুর ১৪৪ হিজরীতে ইমাম আবু হানিফাকে (রহ.) কারাগারে আবদ্ধ করেন। তারপর ১৫০ হিজরী সনে গোপনে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁকে শহীদ করা হয়। বাগদাদে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

২। ইমাম মালিক (রহ.)

ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) ৯৩ হিজরীতে/৭১২ সালে মদীনার উত্তরে 'যুলমারওয়া' নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৯৩] অল্প বয়সেই তিনি কুরআন ও হাদীসের উপর গবেষণা করে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। মদীনা শরীফেই তিনি ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রের পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ উস্তাদ ছিলেন– আব্দুর রহমান বিন হরমুজ, জুহুরী, নাফে (রঃ) ইত্যাদি আর ফিকহ শাস্ত্রে তার প্রসিদ্ধ উস্তাদ ছিলেন রবীয়াতুর রায় (রঃ)। ইমাম মালিক (রহ.) হাদীস শাস্ত্রের সর্বজন স্বীকৃত প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। আলকামাহ ইবনু আবী আলকামাহ, ইবনে শিহাব যুহরী, সুফিয়ান সাওরী, লাইস, আওজায়ী (রঃ) ইত্যাদি অনেকেই ইমাম মালিক (রহ.) হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।[৯৪] তার রচিত গ্রন্থ "মুয়াত্ত-ই-ইমাম মালিক" হাদীস জগতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি। আর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর শিক্ষকতা ও ফতোয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তার শিষ্যগণ তার ফতোয়া ও উত্তর ইত্যাদিকে একীভূত করেন। এটাই 'ফিকহে মালেকী' নামে অভিহিত।

---

[৯২] ইবনু নাদীম : *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ২০২।

[৯৩] ইবনু হাযম আল-আন্দালুসী, আলী ইবনু আহমদ : জামহারাতু আনসা আল-আরব (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩),পৃ. ৪৩৫।

[৯৪] ড. আ.ক.ম. আব্দুল কাদের : ইমাম মালিক (র) ও তাঁর ফিকহ চর্চা, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০০৪), পৃ. ৫৪-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অন্যতম শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন আশহাব ইবনু আবদিল আযীয, মুগীরা ইবনে আব্দুর রহমান আল-মাখযূমী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, ইবনে ওহাব, ইবনে কাসেম (রঃ) প্রমুখ।[৯৫] তার সমকালীন খলিফা মানসুরের সাথে কিছু ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও খলিফা মনসুর তাকে অতি মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন, ইমাম মালিক (রহ.) গোটা জীবন দ্বীনের কাজে ব্যয় করার পর ১৬৯ হিজরীতে ৭৬ বৎসর বয়সে মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন।[৯৬]

৩। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)

আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হেলাল (রঃ) ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সেই তিনি এতিম হয়ে যান। অতঃপর তিনি তার মায়ের হাতে লালিত-পালিত হন। শিশু বয়সেই তিনি ইমাম আবু ইউসুফের (রঃ) মজলিশে উপস্থিত হতে আরম্ভ করেন। ষোল বছর বয়সে তিনি হাদীস শিক্ষা অর্জন আরম্ভ করেন। হামিম এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রঃ) হতে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বহু মুসলিম দেশ ভ্রমণ করে হাদীসের উপর গবেষণা করেন এবং ইসলামী আইন শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'মুসনাদ-ই-আহমদ নামক গ্রন্থ। তিনি তদানীন্তন মুসলিম সমাজকে শিরক ও বিদ'আত থেকে রক্ষা করেছিলেন।[৯৭] বাগদাদে তিনি শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করেন এবং তখন হতেই তিনি ফতোয়া দিতে আরম্ভ করেন। ২১২ হিজরী সালে 'খালকুল কুরআন' এর মতবিরোধ আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) এর উপর খলিফা মামুনের পক্ষ হতে নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর আমলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) কয়েদ, বেত্রাঘাত ইত্যাদি শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। অবশেষে ইমাম আহমদ (রহ.) ২৪১ হিজরী সনে ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে ৭৭ বছর বয়সে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন।

৪। মুহাম্মদ ইবনুল হাসান-আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হি./৮০৫ খ্রি.)ঃ ইনি প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম আবু হানিফার শীর্ষস্থানীয় শিষ্যগণের অন্যতম। প্রথম জীবনে হাদীস শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি ইমাম আবু হানিফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রমুখের নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইমাম মালিক বিন আনাস (র) হতে 'মুয়াত্তা-ইমাম মালিক অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে এরই অনুকরণে 'মুয়াত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ' রচনা করেন।[৯৮] গ্রন্থ রচনা ও কাযীর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি হানাফী ফিকহ্ এর বিকাশ সাধন করেন। ইমাম শাফেয়ী (র) তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হন।[৯৯]

---

[৯৫] ড. আ.ক.ম. আব্দুল কাদের : ইমাম মালিক (র) ও তাঁর ফিকহ চর্চা, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০০৪), পৃ. ৬২-৬৩।

[৯৬] Schacht : "Malik b. Anas", *First Encyclopedia of Islam*, Vol. V, P-206.

[৯৭] শেখ মুহাম্মদ আল-খুদরী বেক, *তারীখ আত্তাশরী' আল-ইসলামী*, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরুত, ১৯৮৮, পৃ. ১৫২-১৭৪।

[৯৮] মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, *মুয়াত্তা-ই-ইমাম মুহাম্মদ*, ভূমিকা।

[৯৯] ইবনু খাল্লিকান : *ওফিয়াতুল আয়ান*, ৩য় খণ্ড, দারুস সদর, বৈরুত, লেবানন, পৃ. ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

কিতাবুল খারাজ প্রণয়ণের প্রেক্ষাপট

ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রণীত কিতাবুল খারাজ-পৃথিবীর একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। এই কিতাব যে প্রেক্ষাপটে রচনা করা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো-

১। ওমর বিন আব্দুল আজিজ ব্যতীত কোনো উমাইয়া খলিফাই আইন রচয়িতা ও ধর্ম নেতাদের সাথে সাধারণত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন না। বরং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বৈদেশিক অভিযান এবং সালাতানাতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাসহ যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন। দরস ও ফতওয়া দানের দায়িত্ব তারা উলামাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাযীদের নিযুক্ত করেই তারা ভারমুক্ত হয়ে যেতেন। কাযীরা নিজ নিজ বিবেচনায় বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তারা ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখতেন। অতঃপর যখন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল এবং আব্বাসীয়দের অনুকূলে ক্ষমতার হাত বদল হল তখন থেকে সালতানাত ধর্মীয় রূপ গ্রহণ করল। প্রথম পর্বের আব্বাসী খলীফাদের ধর্মীয় মনোভাব ছিল সুস্পষ্ট ও সু-সংহত এবং আলিম ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর ও গভীরতর। আবু জাফর মানসুর আলিমদেরকে তার কাছে ডেকে নিয়ে পুরস্কৃত করতেন। খলিফা আল-মাহদী যিন্দীকদের প্রতি কঠোর ছিলেন। হারুনুর রশীদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মাঝে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন- তিনি এমন মর্যাদার সাথে হারুনুর রশীদের দরবারে হাযির হতেন যে, সওয়ারীর উপর আরোহন করে পর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন (যেখানে উজীরকেও পায়ে হেটে যেতে হত)। খলীফা এগিয়ে এসে তাঁকে প্রথমে সালাম করতো।

মোটকথা আব্বাসীয়গণ নিছক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে চাননি বরং যুগপৎ রাজনৈতি ও ধর্মীয় ভূমিকা পালনে সচেষ্ট ছিলেন। (আব্বাসীয়গণ আলেম-ওলামাদের সাথে সম্পর্ক রাখলেও বহু আলেম তাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছে)। তারা সালতানাতের যাবতীয় কর্মকান্ডকে ধর্মীয় রূপদানে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। সেচ ব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, খাল খনন ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা, দীওয়ান

---

[১] ড. আহমদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাসহ সবকিছুতেই তারা ধর্মীয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) রাজস্ব ব্যবস্থার উপর "কিতাবুল খারাজ" গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

২।প্রয়োজনীয় যে কোন সমস্যা-সমাধানে ফকীহদের কাছেই ফাতওয়া তলব করা হত এবং তারাও জিজ্ঞাসিত বিষয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইজতিহাদ করতেন। মোটকথা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়েই মুফতীদের ফাতওয়া এবং ধর্মনেতাদের ফায়সালাই ছিল শেষ কথা। বলা বাহুল্য এমতাবস্থায় ফকীহদের দায়িত্বকে দুরূহ এবং তাদের কর্মের পরিধিকে ব্যাপকতর করে দিয়েছিল। আর অবস্থা বিবেচনা করে রচিত হয় "কিতাবুল খারাজ"।

৩।ইসলামী সালাতানাতের অন্তর্ভূক্ত জাতিবর্গ ইসলামে প্রবেশ করলো। সালতানাতের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জাতি-সম্প্রদায়ের সামাজিক-রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠান, অভ্যাস ও ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা ইমামদের সামনে পেশ করা হল-ইরাকে পারসিক, নাবাতীদের সমস্যাবলী ইমাম আবু হানিফার সামনে পেশ করা হল। সিরিয়ার সমস্যাবলী পেশ করা হলো-ইমাম আওযায়ী (র) ও অন্যান্যদের সামনে। সেখানে ছিল রোমান সমাজ সভ্যতা ও রোমান বিচার ব্যবস্থার প্রভাব। মিশরের সমস্যাবলী পেশ করা হলো লায়ছ বিন সা'আদ, ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্যদের সামনে। সেখানেও মিশরীয় রোমান আচার-অভ্যাসের প্রভাব ছিল। তেমনি নবনির্মিত বাগদাদ বহু জাতি ও ধর্মের সম্মিলনে বিচিত্র মানুষের সমাগম হয়েছিল। এই বহুজাতি ধর্মের সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব পড়েছিল ইমাম আবু ইউসুফের উপর। সুতরাং তাদের আচার-আচরণ বিচার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছিল 'কিতাব আল খারাজ'।

৪।প্রাচীনকাল থেকেই মক্কার ফিকহশাস্ত্র হজ্জ ও ব্যবসা সংক্রান্ত মাসায়েল দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ছিল। মদীনার ফিকহ্ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল কৃষি বিষয়ক মাসায়েল ও রাসূল (স) এর মাদানী জিন্দেগীর কর্মকান্ড দ্বারা। বিভিন্ন শহর জয়ের পর সেখানেও একই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। মিশরীয়দের আচার-অভ্যাস এবং নীল নদের অবদান শাফেয়ীকে তার ফিকহ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তেমনি দজলা ও ফোরাত বিধৌত উর্বর ভূমি ইউসুফ (র) কে كتاب الخراج রচনায় চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল।[২]

৫। ইসলামী ফিকহের আরেকটি অভিপ্রকাশ ছিল আলোচ্য বিষয়ের পরিসর-পরিধির ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। বাণিজ্য বিষয়ক আইন, নাগরিক আইন, শাস্তি বিষয়ক আইন সবই তাঁর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এমনকি ইবাদাত ব্যবস্থাও তার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এর কোন কোন অংশের প্রয়োগ দক্ষতা অর্পন করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের হাতে। পক্ষান্তরে কোন কোন অংশের প্রয়োগ ক্ষমতা তথা শাস্তিদানের ভার

---

[২]. দুহাল ইসলাম, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে দেয়া হয়েছে আল্লাহর হাতে। মোট কথা ওযু থেকে মীরাছ পর্যন্ত মানব জীবনের প্রতিটি কর্ম-ইসলামী ফিকহের অন্তর্ভূক্ত। এর কারণ হলো যে, ইসলামী আইনের প্রধান উৎস আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ। আর সেখানে উপরোক্ত সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাতে ওযু, তাহারাত বিষয়ক আয়াত-হাদীস যেমন রয়েছে তেমনি ঋণ বিষয়ক এবং বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি বিষয়ক আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

ফিকহ শাস্ত্রের এ ব্যাপক পরিধি ফকীহ ও মুজতাহিদদের নিঃসন্দেহে সীমাহীন ও জটিল ও দুরূহ করে তুলেছিল। কেননা ফিকহশাস্ত্রের প্রতিটি শাখায় তাকে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হতো। এতে করে একজন ফকীহকে সকল বিষয়েই ফকীহ হতে হত। একজন চিকিৎসককে সকল বিষয়ে চিকিৎসক হতে হত। বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারত যদি একদল ফকীহ ইবাদাত শাখায় এবং অপরদল অর্থনীতি শাখায়-কিংবা অপরাধ শাখায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতো। এমনিভাবে সকল দিক ও বিভাগের বিষয়ে ফিকহ ও হাদীস রচনা না করে ইমাম আবু ইউসুফ ভূমি বন্দোবস্ত, খাজনা, জমির ভাগ-বাটোয়ারা, ঋণ, বন্দী বিষয়ক রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে এক ব্যতিক্রমধর্মী কিতাব প্রণয়ণ করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এ কারণেই বিষয় ভিত্তিক ফিকহ গ্রন্থ হিসেবে "কিতাবুল খারাজ" সমাদৃত হয়েছে।

৬। اعلام الموقعين গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং ইমাম মালিক (র) খলীফা হারুনুর-রশীদকে এমর্মে নিষেধ করেছিলেন যে, জনগণকে মালিকী ফিকহ অনুসরণে বাধ্য করবেন না। হারুনুর-রশীদ এর অভিপ্রায় ছিল জনগণকে 'ফিকহে মালেকী' অনুকরণে বাধ্য করা। এবং রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবে সংরক্ষিত করে রাখা যার দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র) বলেন[৩]-

قد تفرق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عند كل طائفة منهم علم ليس عند غيرهم

"রাসূলুল্লাহ (স) এর সাহাবাগণ দূর-দূরান্তের দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নিকট এমন এক জ্ঞান বিদ্যমান ছিল যা অন্যদের নিকট ছিল না।"

এর দ্বারা বুঝা যায় যে-ইমাম মালেক (র) এর মতে মদীনাবাসীদের আমল সারা উম্মতে মুসলিমার জন্য হুজ্জত হিসেবে অবশ্য অনুকরণীয় ছিল না। তিনি শুধুমাত্র তাদের আমলের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কখনো বলেননি মুয়াত্তা অথবা মদীনাবাসীগণ ব্যতীত অন্যদের বা অন্য শহরের আমল গ্রহণীয় নয়।

---

[৩] এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম : *ইমাম আযম আবু হানিফা (র)*, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৭। ইমাম আবু ইউসুফ (র) খলীফা হারুনুর রশীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণাবলী দেখেছিলেন। তিনি একদিকে ছিলেন কড়া মেজাযের সৈনিক, আরাম প্রিয় বাদশাহ, অন্যদিকে ছিলেন একজন আল্লাহভীরু দ্বীনদার। আবুল ফারাজ ইস্পাহানী তাঁর গুণ উল্লেখ করে বলেন- ওয়ায-নসীহতের ক্ষেত্রে তিনি সকলের চেয়ে বেশী কাঁদেন, ক্রোধকালে সবচেয়ে বেশী অত্যাচারী ছিলেন।[৪]

ইমাম আবু ইউসুফ একান্ত প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা বলে তার দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ না করে তার দ্বীনী প্রকৃতিগুলোকে আপন জ্ঞান এবং নৈতিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন হারুনুর রশীদ নিজের রাষ্ট্রের জন্য একটি আইন গ্রন্থ প্রণয়ণের অনুরোধ জানান। যার আলোকে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র শাসন ও কার্যপরিচালনা করা যায়। তখন আবু ইউসুফ (র) كتاب الخراج রচনা করেন।

৮। হারুনুর রশীদ খারাজ ও জিযিয়া সম্পর্কে তার কাছে মৌখিকভাবে জানতে চেয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি তার জবাব লিখিত আকারে পাঠিয়েছিলেন। এই ধরণের প্রশ্ন-উত্তরগুলোর সম্মিলিত সংস্করণ كتاب الخراج ; এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের উপরেও লেখা আছে। খারাজ সংক্রান্ত মাসআলা বেশী প্রধান্য পাওয়ার কারণে এ কিতাবকে 'খাজনার বিধান সংক্রান্ত কিতাব' বলা যেতে পারে। উক্ত কিতাবে জমিরবন্টন বিভিন্ন পদ-মর্যাদা অনুযায়ী এবং বিভিন্ন শ্রেণী মানুষের মান অনুযায়ী ভাগ করার নিয়ম, খাজনার বিভিন্ন পরিমাণ, কৃষকের শ্রেণী বিন্যাস এবং ফসলের ভাগ-বন্টন ইত্যাদি নিয়ম-কানুন সমকালীন বাস্তবতার আলোকে এত সুন্দর করে বিন্যাস করা হয়েছে যা আজও বিস্ময় জাগাতে পারে। স্বাধীনচেতা বর্ণনাভঙ্গী, সঙ্গত এবং ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার বন্টনের পরামর্শ এবং বিভিন্ন সরকারী অসাম্যতার কঠোর সমালোচনা করে তৎকালীন খলীফা হারুনুর রশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।[৫]

৯। كتاب الخراج -এর বিভিন্ন স্থানে হারুন-উর-রশীদ এর প্রেরিত প্রশ্নমালার উত্তরে মনে হয় যে, সেক্রেটারীয়েটের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক, আইনগত, প্রশাসনিক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর আলোকে প্রশ্নমালা প্রণীত হয়েছিল, যাতে আইন বিভাগ থেকে এসকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব পেয়ে রাষ্ট্রের একটা স্বতন্ত্র নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। গ্রন্থের নাম থেকে বাহ্যত মনে হয় রাজস্ব (Revenue) এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যেমন লেখক বলেন-

---

[৪]. কিতাবুল আগানী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮।
[৫]. রঈস আহমদ জাফরী, চার ইমামের জীবন কথা, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

ان امير المؤمنين ايده الله تعالى سألتى ان وضع له كتابا جامعا يعمل به جباية الخراج والعشور والصدقات والجوالى وغير ذلك مما يجب عليه والنظر فيه والعمل به-

অর্থাৎ "আমীরুল মু'মিনীনের ইচ্ছা আল্লাহ তাঁর সহায় হোন। আমি তাঁর জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়ন করি যে গ্রন্থ অনুযায়ী কর, উশর, সদকা, জিযিয়া, উসূল ও অন্যান্য ব্যাপারে আমল করা যায়। যেসব বিষয়ে দায়িত্ব পালন তার হাতে ন্যস্ত। কিন্তু সত্যিকারার্থে এতে রাষ্ট্রের প্রায় সকল বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। এতে রাষ্ট্রের মূল-দর্শন এবং ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে।

ইরাদাতুল কুরআন ওয়াল-উলূমুল ইসলামিয়া করাচী পাকিস্তান: ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৪০৭ হিজরীতে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। মূল আরবী কিতাবের প্রচ্ছদ সূত্রে বুঝা যায় যে, কিতাবের এই পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রিতকারে 'আল-খাজানাহ আত-তইমুরিয়াহ' নম্বর ৬৭৪ এ সংরক্ষিত যা ১৩০২ সনে বোলাক নামক ছাপাখানা থেকে মুদ্রিতাকারে হয়েছে। এ কিতাবটি ২৪৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি অধ্যায় ও ৪১টি পরিচ্ছেদ বিভক্ত। নিম্নে এই অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের আলোকে অত্র গ্রন্থের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

খলীফা হারুনুর রশীদের প্রতি সংকলকের সম্বোধন ও উপদেশ

সম্বোধনঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) রচিত "কিতাবুল খারাজ" গ্রন্থের পরিচ্ছেদ-এ আব্বাসীয় খেলাফাতের প্রভাবশালী ও পরাক্রমশালী খলীফা হারুনুর রশীদের প্রতি প্রশংসাসূচক সম্বোধন, অত্রগ্রন্থ প্রণয়ণে খলীফার বিশেষ অনুরোধ, জনগণের প্রতি খলীফার যথার্থ দায়িত্বপালন এবং দায়িত্ব অবহেলায় আখেরাতের কঠিন শাস্তির ভয়াবহতা উল্লেখ করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বাদশাহ হারুনুর রশীদের প্রতি সম্বোধন করে বলেন- আল্লাহ তা'য়ালা খেলাফাতের শাসন কর্তৃত্ব বহাল এবং জীবিত অবস্থায় তাঁর অবস্থানকে দীর্ঘায়িত করেন। আর গৌরব, মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা, দুনিয়া ও আখেরাতে প্রাপ্য নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজি নিঃশেষ না হওয়া এবং পরকালে নবীজীর সান্নিধ্য নসীবের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

আমীরুল মু'মিনীন ইমাম আবু ইউসুফ (র)-কে যাকাত, উশর, সাদ্‌কা, জিজিয়া সংগ্রহ ও অন্যান্য বিবরণী সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করার অনুরোধ করেন। গ্রন্থের শুরুতেই রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণা পেশ করা হয়েছে। যেমন-প্রজা সাধারণের উপর অবিচার দূরীকরণ, তাদের মঙ্গল সাধন এবং আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা ভীতি ও শংকামুক্তভাবে পালন করতে আল্লাহ তাকে সাহায্য করুন।

আল্লাহতা'য়ালা আমীরুল মু'মিনীনকে বিশাল সাম্রাজ্যের বিশাল কাজের যে দায়িত্বভার অর্পন করেছেন তার প্রতিদানও বিশাল, শাস্তি ও কঠিনতর। অধিকাংশ সৃষ্টির বিনির্মাণের জন্য আপনার সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়েছে, তাদের রক্ষক ও আমানতদার বানিয়ে আপনাকে পরীক্ষা করেছেন। লেখক আরও বলেন-

وليس يلبث البنيان اذا اسس على غير التقوى ان يأتيه الله من القواعد فهدمه على من بناه وعان عليه - فلا تضيعن ما قلدك الله من امر هذه الامة والرعية ، فان القوة فى العمل بإذن الله -

যখন কোন প্রাসাদ তাকওয়া বিহীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আল্লাহ ঐ প্রাসাদের নির্মাতা, নির্মাণ সহযোগীদের ধ্বংস করে দেন। এই মুসলিম জাতি ও প্রজাদের যে দায়িত্বভার আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন, তার দ্বারা জনগণ কোন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আজকের কাজ আপনি আগামী কালের জন্য ফেলে রাখবেন না। কেননা মানুষের আয়ু কম, আশা-প্রত্যাশা অনেক বেশী। সুতরাং মৃত্যু আসার পূর্বেই কাজগুলো সমাপ্ত করে নিন। তিনি বাদশাহ হারুনুর রশীদকে পুনরায় প্রজাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন-

ان الرعاة مؤدون الى ربهم ما يودى الراعى الى ربه-

দুনিয়ার রাখাল যেমন মেষ পালের মালিকের সামনে হিসেব দেয়। তেমনি এই জাতির রক্ষককেও আপন প্রভূর কাছে হিসাব দিতে হবে।

আপনি এই জাতির যিম্মাদার! তাই মূহুর্তকালও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতন হওয়া যাবে না। জনসাধারণ সুখী হলে কিয়ামতের ময়দানে ঐ দায়িত্বশীল সৌভাগ্যবান হবে। বাঁকা পথে চলবেন না, তাহলে মেষপালও বাঁকা পথে চলতে শুরু করবে।[৬]

সংকলকের উপদেশ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বাদশাহ হারুনুর রশীদকে উপদেশ দিয়ে বলেন-

১. নিজের খেয়াল-খুশি, স্বেচ্ছায় মর্জি মোতাবেক কাজ- কর্ম পরিহার করুন, তাহলে আল্লাহর ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকবেন।

২. দুনিয়া ও আখেরাতের দু'টি বিষয় একত্রিত হলে আখেরাতের বিষয়কে দুনিয়ার বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিন। কেননা আখেরাত চিরস্থায়ী, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী।

৩. আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করুন, তাহলে পাপ কার্য থেকে বিরত থাকতে পারবেন। দূর-নিকটের সকল মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে সমান স্থান দিন এবং কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় করবেন না এবং জাতির ব্যাপারে অন্তর দিয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকুন।

৪. সংকলক ইমাম আবু ইউসুফ (র) কেয়ামত দিবসের অবস্থা ও চিত্র তুলে ধরেন- আপনি এমন চালিত পথ ও গৃহীত রাস্তার জন্য কাজ করুন যে কাজ, কর্ম (সৎ কর্ম) এমন ঘাটে (কেয়ামত দিবস) উপনীত করে, যা বিশাল অবস্থান স্থল, যেখানে আত্মাসমূহ ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে, যুক্তি-দলীল ফুরিয়ে যাবে, মহান মালিকের প্রভাব-প্রতাপে সকল সৃষ্টি অবনত চিত্তে বিচার ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে এবং শাস্তির আতংকে আতংকিত হয়ে যাবে। সেই অবস্থান স্থলে আফসোস ও পরিতাপ ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। সেদিন কদম হোচট খাবে, রং বিবর্ণ হয়ে যাবে, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ব্যক্তির সময় এত দীর্ঘ হবে এবং হিসাব এত কঠিন হবে।

---

৬. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহকে ভয় করুন! কেননা স্থায়িত্ব সামান্য আর বিপদ ভয়াবহ। দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তাও ধ্বংসশীল। আখেরাত স্থায়ী নিবাস, সেইদিন আমল অনুসারে প্রতিদান প্রদান করা হবে, অবস্থান অনুসারে নয়।

আর আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে সতর্ক করেছেন। আপনাকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। সেদিন সকল কিছুর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আপনি কিসের উপর আছেন, কি আমল করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عامه ما عمل فيه ، وعن عمره فيما افناه ، وعن ماله من اين اكتسبه وفيم انفقه ، وعن جسده فيما ابلاه -

রাসূল (স) বলেছেন-"কেয়ামতের দিন বান্দা এক কদম নড়াচড়া করতে পারবে না যতক্ষণ না চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ১) তার ইলম সম্পর্কে সে তা অনুযায়ী কি আমল করেছে? ২) তার যৌবন, জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছে? ৩) তার সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে ব্যয় করেছে? ৪) তার দেহ সম্পর্কে তা কোথায় ক্ষয় করেছে? সুতরাং আমীরুল মু'মিনীন প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য তৈরী থাকুন।

৫।আল্লাহ তা'য়ালা আমীরুল মু'মিনীনকে প্রজাদের হেফাজতের দায়িত্বশীল করেছেন। আর আমানতদার বানিয়েছেন তাই জনগণের সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তাতে আপনার বিশালতা সংকীর্ণ হয়ে যাবে।

ঐ ব্যক্তির মত প্রবৃত্তির সাথে ঝগড়া করে প্রবৃত্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। কেননা খেয়ানতকারী রক্ষক যদি সম্পদ লুণ্ঠন বা অধিকার হরণের মত ধবংসাত্মক কাজ হতে ফিরে আসে তাহলে তা তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

রক্ষক যদি তার দায়িত্ব বিমূখ তথা আমানতদারিতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে বরবাদী ও ক্ষতিযুক্ত হয়। আর যদি যোগ্যতার কাজ করে তাহলে ভাগ্যবান হবে আর আল্লাহ তা'য়ালা বহুগণ সওয়াব দিবেন।

সুতরাং আপনি সাবধান থাকুন প্রজাদের ক্ষতি ও অকল্যাণমূলক কার্যক্রম থেকে, অন্যথায় আল্লাহ তা'য়ালা আপনার প্রতিদানকে নষ্ট করে দেবেন।

আপনি দায়িত্বশীল হিসেবে জনগণের জন্য যতটুকু মঙ্গল করেছেন, সেই আমলের ততটুকুই উপকারে আসবে। আর সেই পরিমাণ দূর্ভোগ আপনার উপর পতিত হবে যে পরিমাণ (হক) নষ্ট করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, আল্লাহ আপনাকে যে ক্ষমতা প্রদান করেছেন সে দায়িত্ব সূচারুরূপে আদায় করতে ভুলবেন না। তাহলে আপনাকে মনে রাখা হবে না এবং তাদের অবহেলা, উপেক্ষা করবেননা; তাহলে আপনাকেও উপেক্ষা করা হবে না।

৬। এই পার্থিব জগত, রাতদিন আল্লাহ তা'য়ালার তাসবীহ, তাহমীদ ও তাহলীল ও নবী (স) এর দরূদ পড়া থেকে বিরত না রাখে।

৭। আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তার জমিনে শাসকদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তাদেরকে আলোকিত করেছেন। এই আলোকিত করার অর্থ হলো-

- শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত করা।
- আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর আদর্শকে পুনরুজ্জিবীত করা-যা নেক সম্প্রদায় করেছিল। আর এটা কল্যাণ কাজের অংশ যা বেঁচে থাকে, মৃত্যুবরণ করে না।
- পাওনাদারের হক সু-নিশ্চিতভাবে আদায় করে দেয়া।
- রক্ষকের যুলুম থেকে প্রজাদের রক্ষা করা।
- অনির্ভরযোগ্য লোকদের দ্বারা সাহায্য কামনা না করা যা সর্বসাধারণের ধ্বংসের কারণ হয়।

সুতরাং আল্লাহ শাসন-কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে যে নেয়ামত দান করেছেন, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। উত্তম সান্নিধ্য দ্বারা অধিক নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন।

৮। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কল্যাণ ও সংশোধনের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় কোন কাজ নেই। আর ফাসাদ, অবাধ্যতা ও নিয়ামতকে অস্বীকার করার মতো ঘৃণিত কাজ আল্লাহর নিকট নেই।

আর এমন খুব কম হয়েছে-কোন সম্প্রদায় নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে-ফলে আল্লাহ তাদের নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তাদের উপর শত্রুদের প্রবল করেছেন।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করছি, যিনি অনুগ্রহ করেছেন।[৭]

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক হাদীস

আল্লাহ তা'য়ালা ওলী ও তার প্রিয় বান্দাদের অভিভাবকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করে নেন। তেমনিভাবে আমীরুল মু'মিনীনের দায়িত্ব যেন আল্লাহ নিজে গ্রহণ করে নেন।

আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে বিভিন্ন বিষয় ও প্রশ্নাবলীর উত্তর জানতে চেয়ে যে নির্দেশ দিয়েছেন-আমি তা "কিতাবুল খারাজ"-এ লিখে দিয়েছি এবং সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করে দিয়েছি। আর আপনার এবং মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শান্তির ভয়ে যে নছীহত পেশ করছি তা গভীরভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবনের চেষ্টা করুন। আর বার বার পাঠ করুন যাতে তা মুখস্থ হয়ে যায়। আমি আশাবাদী এতে যে বিবরণ রয়েছে তা পালন করলে মুসলমানদের উপর যুলুম ও বাড়া-বাড়ি ছাড়াই প্রজাগণ আপনাকে পর্যাপ্ত খাজনা প্রদান করবে। আর আপনার প্রতি তারাও সন্তুষ্ট থাকবে।

প্রজাদের সংশোধন হলো-

- তাদের উপর দণ্ডবিধান প্রতিষ্ঠিত করা।
- তাদের উপর অবিচার দূর করা।
- তাদের প্রাপ্য হক সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের অভিযোগ দূর করা।

আর আমি (ইমাম আবু ইউসুফ) কতিপয় উৎসাহ উদ্দীপনামূলক হাদীস লিখে দিয়েছি যার দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সমাধান ও কার্য সমাধা করতে পারবেন।

১নং হাদীসঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন- আমাকে আমার কয়েকজন শায়খ হাদীস বর্ণনা করেছেন-হযরত নাফে থেকে, নাফে ইবনে ওমর (রা) থেকে যে, হযরত আবু বকর (রা) ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে শামের দিকে প্রেরণ করেছেন-তাদের সাথে তিনিও প্রায় দুই মাইল পায়ে হেটে চলেছেন-তখন তাকে বলা হলো- হে রাসূলুল্লাহর খলীফা যদি আপনি ফিরে যেতেন, তখন তিনি বলছেন না, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি, যার পদদ্বয় আল্লাহর পথে ধূলোয় মলিন হবে, আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন উভয় পায়ের উপর হারাম করে দিবেন।

২নং হাদীসঃ আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-আমাকে মুহাম্মদ বিন আজলান আবু হাযেম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু হাযেম আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহর পথে এক সকাল অথবা এক বিকাল (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম।"[৮]

আর এক সকাল অথবা এক বিকাল তাঁর এই বাণী সম্পর্কে আমাদের কাছে মাকহুল থেকে পৌঁছেছে যে, উহা এমন এক সকাল অথবা এমন এক বিকাল যাতে তুমি স্বয়ং বের হয়ে দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম।[৯]

৩নং হাদীস: আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্বান ইবনে আবু আইয়্যাশ তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করবেন এবং দশটি পাপকে হ্রাস করে দিবেন।

৪নং হাদীসঃ ইমাম আবু ইউসুফ (রে) বলেছেন- আমাকে আমাশ হাদীস বর্ণনা করেছেন-ইয়াযীদ রাক্কাশী সূত্রে আনাছ (রা) থেকে তিনি বলেন- যখন নবী কারীম (স) কে মেরাজের রাত্রিতে ভ্রমণ করানো হল এবং তিনি যখন আসমানের নিকটবর্তী হলেন, তখন একটি গুঞ্জন শুনতে পেলেন-তখন তিনি জিব্রাইল (আ) কে জিজ্ঞাসা করলেন- হে জিব্রাইল (আ) ইহা কী? তিনি বললেন-একটি পাথর তাকে জাহান্নামের কিনারা থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে অতঃপর উহা সত্তর বছর ধরে পতিত হচ্ছে, আর এখন এটা তার তলায় এসে পৌঁছেছে।

৫নং হাদীসঃ তিনি বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইসহাক হাদীস বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন যে, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগীরা হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবনে আমর থেকে আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি-[১০] তিনি বলেন- পুলসিরাত স্থাপন করা হবে জাহান্নামের মধ্যে, তার উপর সুদানের কাটার মত কাটা থাকবে (সুদানের এক প্রকার গুল্ম জাতীয় গাছ) অতঃপর লোকজন পুলসিরাত অতিক্রম করবে, এতে নিরাপদ লোকেরা নাজাত পাবে আর আছাড় খাওয়া লোকেরাও পরবর্তীতে নাজাত পাবে এবং কাটায় আটকে যাওয়া লোকেরা জাহান্নামে অধোমুখি হয়ে পতিত হবে।

৬নং হাদীসঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন- আমাদের ফজল ইবনে মারজুক আতিয়্যাহ বিন সা'আদ থেকে হযরত আবু সাঈদ (রা) সূত্রে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- আমার নিকট লোকদের থেকে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি এবং কিয়ামতে তাদের থেকে আমার মজলিশের অধিক

---

[৮] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬।
[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

নিকট ব্যক্তি হল ন্যায় পরায়ণ শাসক, আর আমার কাছে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি এবং কঠোর শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তি হল যালেম শাসক।

৭নং হাদীসঃ তিনি বলেছেন-আমাদেরকে হিশাম ইবনে সায়াদ দাহহাক ইবনে মুযাহিমের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- "যখন আল্লাহ তা'য়ালা কোন সম্প্রদায়ের কল্যাণ চান তাদের উপর ধৈর্য্যশীলদের শাসক বানান এবং তাদের সম্পর্কে[১১] দানশীল লোকদের কর্তৃত্ব দান করেন; আর যখন আল্লাহ তা'য়ালা কোন সম্প্রদায়ের দুর্ভোগ চান তখন তাদের উপর মূর্খদেরকে শাসক বানান এবং তাদের সম্পদের কর্তৃত্ব কৃপণদের হাতে দান করেন। সাবধান আমার উম্মতের ব্যাপারে কোন কিছুর দায়িত্বশীল হবে অতঃপর তাদের প্রয়োজনের বেলায় সদয় হবে আল্লাহ তা'য়ালাও তার প্রয়োজনের দিন সদয় হবেন। আর যে তাদের প্রয়োজনের বেলায় অনুপস্থিত থাকে, আল্লাহ তা'য়ালাও তার প্রয়োজন ও বন্ধুত্বের বেলায় অনুপস্থিত থাকবেন।

৮নং হাদীসঃ তিনি বলেন- আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আলী আবু ঝিনান থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, আ'রাজ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন-তিনি বলেছেন- শাসক হলো ঢাল, তার পশ্চাদ থেকে লড়াই এবং তার দ্বারাই আত্মরক্ষা করা হয়। যদি তিনি আল্লাহ ভীতি ও ন্যায়পরায়ণতার হুকুম করেন এতে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। আর যদি ভিন্ন কোন কাজের নির্দেশ দেন তাহলে তার পাপ তার উপর বর্তাবে।

৯নং হাদীসঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমাকে মুতরাফ ইবনে তারীফ আবু জাহাম থেকে, তিনি খালিদ ইবনে ওহরান থেকে, তিনি হযরত আবু যর (রা) থেকে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুলাহ (স) বলেছেন-"যে ব্যক্তি ইসলাম ও জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গেল সে তার গলা থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।"

১০ নং হাদীসঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আব্দুস সালাম থেকে তিনি যুহরী থেকে তিনি জুবাইর ইবনে মুতঈম থেকে তিনি তার পিতা আবু মুতঈম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- রাসূলুলাহ (স) মিনাতে খাইফ নামক স্থানে দাড়িয়ে বলেছেন[১২]-"আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তিকে আলোয় উদ্ভাসিত করুন যে ব্যক্তি আমার কথাকে শ্রবণ করেছে অতঃপর যেমন শুনেছে তেমনি তা পৌঁছিয়েছে, অনেক জ্ঞান বাহক রয়েছে যারা জ্ঞানী নয়, আবার অনেক জ্ঞান বাহক এমন রয়েছে যারা তার থেকে অধিক জ্ঞানীদের কাছে জ্ঞান পৌছায়। তিনটি বস্তু এমন রয়েছে যাতে কোন মু'মিনের অন্তর খিয়ানত করতে পারে না।

---

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

১. আল্লাহ তা'য়ালার জন্য খাঁটি নিয়্যতে আমল করা।

২. মুসলিম শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা।

৩. মুসলিমদের জামায়াতকে আবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণ করা, কেননা তাদের দোয়া তাকে পিছন থেকে বেষ্টন করে নেয়।

১১নং হাদীসঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাদেরকে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক, আব্দুল আল-কারশী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হাকিম থেকে, তিনি বলেছেন, আবু বকর (রা) আমাদেরকে ভাষণ দিয়ে বললেন- আমি আপনাদেরকে আল্লাহর ভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং তিনি যেমন প্রশংসারযোগ্য সেরূপ প্রশংসা করতে এবং আগ্রহকে ভয়ের সাথে মিশ্রিত করতে এবং প্রার্থনাকে কাকুতির সাথে সমন্বয় করতে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁর পরিবারের প্রশংসা করে বলেন-

وانهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانواالخ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তাঁরা ছিলেন-কল্যাণের প্রতি দ্রুতগামী এবং তারা আমাকে ডাকতে থাকতো আগ্রহ ও ভয় করে। আর তারা ছিলেন আল্লাহভীরু।"

হে আল্লাহর বান্দাগণ! জেনে রাখুন- আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হককে তোমাদের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন এবং অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের থেকে নশ্বর সামান্য আর অবিনশ্বর বেশী সামগ্রীর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। আল্লাহর কিতাব প্রদান করেছেন বিস্ময়তা শেষ হবে না, জ্যোতি নির্বাপিত হবে না। সুতরাং তার বাণীকে সত্য প্রমাণিত করে একে মেনে চলুন। অন্ধকার দিবসের জন্য উহা আলো গ্রহণ করুন। আপনাদেরকে ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনাদের কর্ম জেনে নিতে কিরামান-কাতেবীন নিযুক্ত করা হয়েছে। অত:পর হে আল্লাহর বান্দাগণ! জেনে নিন- আপনাদের সকাল-সন্ধ্যায় অতিবাহিত গোপনীয় বিষয়গুলো। আর আপনারা আমলরত অবস্থায় আপনাদের হায়াতে জিন্দেগী শেষ করুন। আল্লাহর তৌফিক ছাড়া কখনো সম্ভব নয়।

সুতরাং আপনারা জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পূর্বেই (নেক আমল) দ্রুতগামী হোন। আর আপনারা সেই সম্প্রদায়ের মত হবেন না যারা নিজেদের কথা ভুলে অন্যের তরে তাদের আয়ু নিঃশেষ করেছে।

সুতরাং মুক্তির পথ অবলম্বন করতে বিনীত পীড়াপীড়ি করছি। কেননা পশ্চাতে লাগাতার অনুসন্ধানকারী বিষয়টা দ্রুত ঘটবে।

১২নং হাদীসঃ তিনি বলেছেন- আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু হামীদ বর্ণনা করেছেন- আবুল মালিহ ইবনে উমামা আল হুযালী থেকে তিনি বলেছেন- হযরত ওমর (রা) তাঁর ভাষণে বলেন- হে লোক

Dhaka University Institutional Repository

সকল! আপনাদের উপর আমাদের হক রয়েছে অনুপস্থিতিতে কল্যাণ কামনা করার এবং কল্যাণ জনক কাজে সহযোগিতা করার।

হে দায়িত্বশীলগণ! আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সহনশীলতা অপেক্ষা প্রিয় কোন আমল নেই এবং ইমামের সহনশীলতা ও তার কোমলতা অপেক্ষা উপকারী কোন কিছু নেই। আর অজ্ঞতা অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত কোন কিছু নাই এবং ইমামের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা অপেক্ষা ব্যাপক ক্ষতিকর কোন কিছু নাই।[১৩]

আর যে দায়িত্বশীল তার সম্মুখস্থ বিষয়াবলী থেকে সুস্থতাকে অবলম্বন করবে তার উপর থেকে সুস্থ্যতা প্রদান করা হবে।

১৩নং হাদীসঃ তিনি বলেছেন- আমাদেরকে কয়েকজন শাইখ হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল মালেক ইবনে মুসলিম থেকে তিনি ওসমান ইবনে আল-আল কালায়ী থেকে তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেছেন হযরত ওমর (রা) লোকদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনা করে বলেছেন। আম্মাবাদ! আমি আপনাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি যিনি চিরস্থায়ী এবং তিনি ব্যতীত সকল কিছু ধ্বংসশীল; যার আনুগত্যের দ্বারা তার প্রিয় বান্দাগণ উপকৃত হন এবং যার অবাধ্যতার দ্বারা তার দুশমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর ধবংসশীলের জন্য যে ধবংস হয়ে গেছে তার কোন ওজর নেই আর সত্যকে পরিত্যাগ করার বেলায়ও তার কোন ওজর নেই, তার জন্য ভ্রষ্টতাই যথেষ্ট।

আর দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার অধীনস্তদের বিষয়ের উপর দায়িত্বপালন করবেন। যে দুনিয়াবী ও দ্বীনি দায়িত্ব পালনে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর (অধিনস্তদের) নির্দেশ দিয়েছেন তা হল- আল্লাহ তা'য়ালা যে বিষয়ে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা আর অবাধ্যতার বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা করেছেন সেই সম্পর্কে আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি। আমরা দূরের ও কাছের সব লোকের মাঝে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করব কাউকে পরওয়া করব না।

জেনে রাখুন! আল্লাহ তা'য়ালা সালাতকে ফরজ করেছেন এবং অযু, খুশু, রুকু ও সুজুদকে শর্তারোপ করেছেন। হে লোক সকল! লোভই হলো দরিদ্রতা এবং আশাহীনতাই হলো ধনাঢ্যতা, আর মন্দলোকদের মেলামেশা থেকে একাকীত্বের মাঝে রয়েছে স্বস্থি।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হয়নি তার তাকদীর তাকে সে বিষয়ে আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ের দায়িত্ব সে পালন করে নাই।

---

[১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

আর আপনারা জেনে রাখুন! আল্লাহর এমন বান্দাগণ রয়েছেন অসত্যের পরিত্যাগের মাধ্যমে তার মৃত্যু ঘটায় এবং আলোচনা দ্বারা সত্যকে জীবিত করে। তারা উৎসাহিত কারণে উৎসাহিত হয়েছে এবং ভীতি দেখানোর ফলে তারা ভীত হয়েছে।

ভয় তাদেরকে নির্ভেজাল বানিয়ে দিয়েছে; ফলে তারা এমন সব বস্তু পরিত্যাগ করেছে যা সর্বদা তাদেরকে বেষ্টন করে আছে। জীবন হলো তাদের জন্য নেয়ামত এবং মৃত্যু হলো তাদের জন্য কারামত।[১৪]

১৪নং হাদীসঃ তিনি বলেছেন- আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে যুহরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জনৈক ব্যক্তি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এর কাছে এসে বলল- হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহর কাছে কারো নিন্দাবাদের পরওয়া করি না। (অর্থাৎ আমি অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরতে পিছপা হই না যেই হোক না কেন?) তাই এটা কি আমার জন্য ভাল না আমি নিজের সংশোধনের দিকে এগিয়ে যাব? তখন তিনি বলেন- বস্তুত: যে ব্যক্তি মুমিনদের কোন ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে সে আল্লাহর ব্যাপারে কারো তিরস্কারকে ভয় করবে না। আর যে ব্যক্তি মুমিনদের কোন ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত সে যেন নিজের ব্যাপারে মনোযোগী হয় এবং শাসকের জন্য কল্যাণ কামনা করে।

১৫নং হাদীসঃ তিনি বলেন- আমাকে ইসমাঈল ইবনে খালিদ তিনি সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-হযরত ওমর (রা) হযরত আবু মূসা (রা) এর নিকট পত্র লিখেছেন-'আম্মাবাদ! আল্লাহতা'য়ালার নিকট ঐ সকল দায়িত্বশীলগণ অধিক ভাগ্যবান[১৫] যারা দ্বারা প্রজাসাধারণ ভাগ্যবান হয়। হতভাগ্য ঐ দায়িত্বশীলগণ যার দ্বারা প্রজা সাধারণ দুর্ভাগা হয়। আর নিজের বিচ্যুতির ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। যদি আপনি বিচ্যুত হয়ে যান তবে আপনার কর্মকর্তারাও বিচ্যুত হয়ে যাবে। ফলে আপনার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে ঐ চতুষ্পদ জন্তুর মত হবে যা কোন সবুজ-শ্যামল ভূমিতে দৃষ্টিপাত করেছে অত:পর তাতে ঘাস খেয়ে বেড়িয়েছে। উদ্দেশ্য হলো মোটা হওয়া অথচ মোটা হওয়ার মাঝেই তার মৃত্যু অবধারিত হয়ে আছে।

১৬নং হাদীসঃ আবু ইউসুফ (র) বলেছেন- আমাদের কয়েকজন শাইখ মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আন কায়যী থেকে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ যখন খলীফা নিযুক্ত হন তখন আমার কাছে মদীনাতে খবর পাঠান, সুতরাং আমি তাঁর নিকট গমন করলাম।

যখন আমি তার নিকট গেলাম এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে দৃষ্টিপাত করলাম কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলাম না।

---

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
[১৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তখন তিনি বললেন হে ইবনে কা'ব আমার প্রতি এরূপভাবে তাকাচ্ছেন যা ইতোপূর্বে তাকাননি। আমি বললাম আমি আশ্চর্য হয়ে তাকাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কিসের আশ্চর্য? আমি বললাম- আপনার দেহ বিবর্ণ দেহ, কৃশকায় শরীর এবং লম্বা চুল দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।

ওমর বিন আব্দুল আজীজ বললেন- তিন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরে যদি আমাকে দেখতে তাহলে কেমন লাগত? যে, আমি আমার গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, আমার নয়নতারা আমার গন্ডদেশের উপর অশ্রুপাত করছে ও আমার নাসরান্ধ্র দূষিত ও রক্ত নিঃসরণ করছে, তবে তো তুমি আমার ব্যাপারে বেশী অচেনা হয়ে যেতো।

১৭নং হাদীস: আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-আমাদেরকে কয়েকজন শাইখ হাদীস বর্ণনা করেছেন ওমর ইবনে যার থেকে তিনি বলেছেন ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের কোন মিশন ছিল না একমাত্র যুলুম অত্যাচারকে দূর করা ও লোকদের মাঝে সম্পদের সুষম বন্টন ছাড়া।[১৬]

১৮নং হাদীসঃ আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-শামের অধিবাসী একজন শাইখ আমাকে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন- ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র) যখন খলীফা নিযুক্ত হন, জনসাধারণের বিষয়াদি নিয়ে দুইমাস পর্যন্ত দুঃখ ও পেরেশানীতে নিমগ্ন হন যা ছিল তার জন্য এক মহান পরীক্ষা।

তারপর লোকদের ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া শুরু করেন। অত্যাচারীর কাছে তার অত্যাচারকে ফিরিয়ে দিতে শুরু করলেন, এমনকি জনগণের কাজ-কর্ম তার নিজের কাজ-কর্মের উপর প্রাধান্য দিতে লাগলেন আর আয়ু শেষ হওয়া পর্যন্ত এ কাজেই ব্রতী ছিলেন।

তিনি যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন তার স্ত্রীর কাছে ফুকাহায়ে কেরাম আগমন করলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মুসলমানদের উপর যে বিশাল মুসিবত নেমে এসেছে তা উপস্থাপন করলেন।

তখন তারা ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র) সম্পর্কে বিশদ জানার আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। কেননা ঘরের পুরুষ সম্পর্কে তার পরিবারই অধিক অবগত থাকে।

বর্ণনাকারী বললেন যে, তার স্ত্রী বললেন, আল্লাহর ক্বসম! তিনি আপনাদের চেয়ে অধিক সালাত ও সিয়াম আদায়কারী ছিলেন না কিন্তু আমি ওমরের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয়কারী কাউকে দেখি নাই। ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র) তার দেহমন লোকদের জন্য উজাড় করে দিয়ে ছিলেন। তিনি তার সারাটা দিন লোকদের প্রয়োজন পূরণে বসে থাকতেন। লোকদের কাজের বোঝা থেকে যেতো[১৭] এবং রাত্রেও এ কাজ অব্যাহত রাখতেন। একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল আর তিনি লোকদের কাজ-কর্ম থেকে

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

অবসর হয়ে একটি বাতি আনার জন্য ডাক দিলেন। উল্লেখ্য যে, বাতি জ্বালানোর ব্যয় তার নিজস্ব সম্পদ থেকে বহন করা হত।

তারপর দুই রাকায়াত সালাত আদায় করলেন অত:পর থুতনির নীচে হাত রেখে নিথর হয়ে গেল আর তার চোখ দিয়ে গালে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, আর এমন করেই প্রভাত ঝলকিয়ে উঠল। আর তিনি রোজাদার হিসেবে সকাল করলেন। আমি তাঁকে বললাম- হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি কাজের জন্য আপনাকে রাত্রে দেখিনি? তিনি বললেন- আমি এই উম্মতের কালো, লাল সবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি তখন মনে হল ঐ প্রবাসীদের কথা, যারা খেয়ে না খেয়ে তুষ্ট থাকছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। অভাবী-দরিদ্রদের কথা, কারাপ্রকোষ্ঠে আবদ্ধ কয়েদীদের কথা, তাদের মতো আরো অন্যান্যদের কথা, যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন- ফলে আমি ভীত ও শংকিত হয়ে গেলাম যে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমার কৈফিয়ত দেয়ার কিছুই থাকবে না। আর মুহাম্মদ (স) এর সামনেও আমার কোন প্রমাণ দাঁড়াবে না।

(স্ত্রীর কথা) আল্লাহর ক্বসম! অবশ্যই যদি ওমর এমন স্থানে অবস্থান করেন যে স্থানে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে পুলুকের সীমায় অবস্থান করেন। আর তিনি আল্লাহর কথা মনে করেন। .....তবে একটি চড়ুই পাখি পানিতে পতিত হয়ে যেভাবে ছটপট করে সেভাবে তিনি ছটপট করে, কাতরা-কাতরী করেন।

তারপর তার কান্না উচ্চ হয়ে গেল, এমনকি আমার ও তার উপর দিয়ে লেপ সরিয়ে দিলাম, তারপ্রতি দয়া সৃষ্টি হয়। তখন (তার স্ত্রী) বললেন- আল্লাহর ক্বসম! মন চেয়েছিল আমাদের এই রাজত্বের মাঝে পূর্ব-পশ্চিমের মতো দূরত্ব হোক।[১৮]

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস সম্পর্কে আলোচনা

যাকাত ঃ যাকাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পবিত্রকরণ, পরিশুদ্ধিকরণ, বেড়ে যাওয়া, বরকতময় হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, বিশুদ্ধ হওয়া।[১] ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত সম্পদ পরিশুদ্ধ করার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ বলেন- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

অর্থ: "তাদের অর্থ সম্পদ থেকে যাকাত উসূল করো যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে"।[২] যেহেতু যাকাত প্রদানের দ্বারা সম্পদ পবিত্র হয় এবং এর কল্যাণে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করেন তাই এর নাম যাকাত।

পরিভাষায় যাকাত ও উশর হলো- 'নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বিশেষ শর্তে নির্ধারিত খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করা'। এছাড়া যাকাত কখনো সদকাত এবং কখনো ইনফাক শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ইনফাক শব্দটি ব্যাপক, সদকাহ শব্দটি সাধারণ ও যাকাত শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও হয়েছে, অর্থাৎ এ তিনটি শব্দ একে অন্যের স্থলে ব্যবহার হয়েছে।

যাকাতের প্রকারভেদ ঃ যাকাত প্রধানত ৪ প্রকার। যথাঃ ১. ফসলের যাকাত, (যাকে পরিভাষায় উশর বলা হয়)। ২. সোনা-রূপা, নগদ টাকা ও ব্যবসাপণ্যের যাকাত। ৩. গবাদী পশুর যাকাত। ৪. রোজার যাকাত, (যাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়)। এছাড়াও রয়েছে কুরবানী যা ওয়াজিব হলেও হুকুমের ভিন্নতা রয়েছে।

মুসলিম রাষ্ট্রে আয়ের উৎসগুলো হলোঃ

(১) যাকাত ঃ যাকাতই ছিল সরকারী রাজস্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বস্তুতঃ সে আমলে এ উৎস হতেই আদায় হতো সরকারী কোষাগার বা 'বায়তুল মাল'-এর সিংহভাগ অর্থ। আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

অর্থ: "সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় করো।"[৩] ধনসম্পদ বা উপার্জিত অর্থের ক্ষেত্রে যাকাতের হার ২.৫%। নিসাব পরিমাণ সম্পদ বা অর্থ না থাকলে যাকাত দিতে হবে না। স্বর্ণের ক্ষেত্রে

---

১ মুয়জামুল-লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, *আল মু'অজামুল অসীত*, আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তেহরান, পৃ. ১/৩৯৮

২ *আল-কুরআন*, সূরা তাওবা, ১০৩।

৩ প্রাগুক্ত, সূরা বাকারা, ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

নিসাব ৭.৫ তোলা এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে নিসাব ৫২.৫ তোলা। অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে যাকাতের হার হাদীসে পাওয়া যায়।

(২) খারাজ (ভূমিরাজস্ব) ঃ গুরুত্বের দিক দিয়ে খারাজের স্থান দ্বিতীয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ রাজস্বের প্রেক্ষিতে জমিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল-উশরী জমি ও খারাজী জমি। প্রথমটির ক্ষেত্রে করের পরিমাণ ছিল উৎপাদনের ১০% বা ১/১০ অংশ; তবে যে জমিতে সেচ দিয়ে ফসল ফলাতে হয় সেক্ষেত্রে এ পরিমাণ ৫% বা ১/২০ অংশ। যেসব জমিতে উশর আদায় করা হয় না কিন্তু খারাজ আদায় করা হয় সেসব জমিকে খারাজী জমি বলে। আরব দেশের বাইরের জমি অর্থাৎ মুসলিমদের বিজিত দেশগুলোর জমি খারাজী জমি বলে পরিচিতি। এ সব জমির খাজনার বা ফসলের রাজস্বের কোন সুনির্দিষ্ট বা নির্ধারিত হার ছিল না।[৪]

(৩) জিজিয়া ঃ এটা বিশেষ ধরনের কর যা ইউরোপের Poll Tax- এর সমতুল্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম এলাকায় বসবাসরত সক্ষম অমুসলিমদের উপর এ কর আরোপিত হত। দেশের প্রতিরক্ষার কাজে লিপ্ত না হওয়ার বিপরীতে এ কর দিতে হতো। বিনিময়ে অমুসলিমগণ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করত।

(৪) গণীমাত বা খুমুস ঃ গণীমাত বলতে যুদ্ধে পরিত্যক্ত সম্পদকেই বুঝায়। পরিত্যক্ত সম্পদের ১/৫ অংশ বা ২০% যা রাষ্ট্রের প্রাপ্য এর নাম খুমুস। এটা রাষ্ট্রীয় কোষাগারেই জমা হবে। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে বাকী ৪/৫ অংশ বা ৮০% যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যেই বাঁটোয়ারা হয়ে যাবে।[৫]

(৫) ফাই (শত্রুসম্পত্তি) ঃ ফাই ঐ সম্পদকেই বলে যা শত্রুপক্ষ কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদ কোন যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানরা লাভ করেছে, যে সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী বা মালিক নেই। এ ধরণের সমুদয় জিনিস বায়তুল মালে জমা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটিও ছিল সরকারী রাজস্বের অন্যতম উৎস।

(৬) বাণিজ্য শুল্ক ঃ এ ধরনের শুল্ক প্রথম আরোপিত হয় ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের (রা) সময়ে। ঐ সময়ে কতিপয় দেশ মুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর এ শুল্ক আরোপ করায় তিনি পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(৭) খনি ও গুপ্তধনের উপর কর ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে খনি ও গুপ্তধন হতে প্রাপ্ত সম্পদের উপর ২০% হারে কর আদায় করা হত।

---

৪ মুফ্তী মুহাম্মদ শফী, *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা*, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৮৬)।

৫ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

গণীমতের মাল বন্টন সম্পর্কে আলোচনা

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-হে আমীরুল মু'মিনীন! দুশমনদের থেকে প্রাপ্ত গণীমতের মাল বন্টন সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন। যার বর্ণনা কিতাবে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ-তা'য়ালা বলেন[৬]-

واعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى ولذى واليتامى والمساكين وابن السبيل - ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيئ قدير-

অর্থাৎ "তোমরা জেনে রাখ! তোমরা যে গণীমতের সম্পদ পেয়েছ নিশ্চয়ই তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (স) এবং তার আত্মীয়-স্বজনের জন্য, এতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। যদি তোমরা আল্লাহ-তা'য়ালার প্রতি ঈমান আয়ন কর এবং আমার বান্দার প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি- মীমাংসার দিন অর্থাৎ দুই দলের সাক্ষাতের দিন উহার প্রতি ঈমান পোষণ করে থাক। এই হলো আল্লাহর নির্দেশ আর আল্লাহ তা'য়ালাই অধিক জানেন।"

এই গণীমতের মাল মুশরিক সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত। যা মুসলমানদের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। সে গণীমত হচ্ছে- বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী, অস্ত্র-শস্ত্র ও জীবজন্তু।

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে সায়েব আল-কালাবী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-আবু সালেহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে- যে এক পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ (স) এর যুগে পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এক অংশ। নবী (স) এর আত্মীয়দের জন্য এক অংশ, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ছিল তিন অংশ। তারপর আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা) তিনভাগে বন্টন করেছেন-রাসূলুল্লাহ (স) এর অংশ এবং আত্মীয়দের অংশ রহিত করে দিয়েছেন। আর বাকী তিন অংশকে ভাগ করেছেন। পুনরায় হযরত আলী (রা) উহাকে বন্টন করেছেন যেভাবে আবু বকর, ওমর ও উসমান (রা) বন্টন করেছেন। যেমন-

- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে, তিনি বলেছেন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) আমাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছেন এক পঞ্চমাংশ থেকে আমাদের বিধবাদের বিবাহ করি এবং তা থেকে আমাদের ঋণ পরিশোধ করি।[৭]

অত:পর আমরা এই গণীমত আমাদের কাছে হস্তান্তর করা ব্যতীত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি আর তিনি ঐ প্রস্তাব আমাদের থেকে প্রত্যাহার করেছেন।

---

[৬] সূরা আনফাল : আয়াত, ৪১।
[৭]. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

- তিনি আরো বলেছেন- আবু জাফর থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন- আমি তাকে বললাম-খুমুসের ব্যাপারে আলী (রা) এর কি মত? তিনি বলেছেন- তাঁর মত আহলে বাইতের অনুরূপ ছিল কিন্তু আবু বকর (রা), ওমর (রা) এর খেলাফ করতে অপছন্দ করেছেন।
- তিনি আরো বলেছেন- আমাদের মুগীরা, ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-আল্লাহ তা'য়ালার বাণী, فان الله خمسه তিনি বলেছেন- আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সকল জিনিষ এবং তাঁর বাণী مفاتح الكلام অর্থাৎ কথা চাবি।
- তিনি আবার বলেছেন -আমাকে আশআছ ইবনে সিওয়ার আবু যুবায়ের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে- জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ তিনি যুদ্ধে এক পঞ্চমাংশ মাল বহন করে নিয়ে যেতেন এবং তা থেকে সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নিয়োজিত তাঁর নায়েবদেরকে প্রদান করতেন। যখন সম্পদ অধিক হলো তখন ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে বন্টন করে দিলেন।
- তিনি বলেছেন-আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে তিনি যুবাইর ইবনে মুতঈম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) আত্মীয়দের অংশ বণী হাশেম এবং বণী মুত্তালিবের মাঝে বন্টন করেছেন।
- তিনি বলেছেন-আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা হাদীস বর্ণনা করেছেন- তার পিতা থেকে, তিনি বলেছেন- আমি হযরত আলী (রা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি মনে করেন যে আমাকে মালে খুমুস থেকে একমুঠ মাল দিবেন আর আমি তা আপনার জীবদ্দশায় বন্টন করে দিব যাতে কেউ আপনার পরে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে না পারে। যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি করব। তিনি বললেন, যাও তুমি কর। হযরত আলী (রা) বলেন যে, অতঃপর রাসূল (স) আমাকে উহার দায়িত্ব দিলেন, আমি তার জীবদ্দশাতে বন্টন করেছি। অতঃপর আবু বকর (রা) আমাকে এর দায়িত্ব দিলেন। আর আমি তার জীবদ্দশায় তা বন্টন করেছি। তারপর ওমর (রা) ও আমাকে উক্ত দায়িত্ব দিলেন। আর আমি তার জীবদ্দশায় তা বন্টন করেছি।[৮] এমনকি হযরত ওমর (রা) এর খেলাফাতের শেষ বছর যখন তাঁর কাছে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ নিয়ে আসল সেই সময় তিনি আমাদের পাওনা রহিত করে দেন। অত:পর আমাদের ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি তা বন্টন করে দেন। তখন আমি (আলী (রা)) বললাম- হে আমীরুল মু'মিনীন! এই বৎসর তা আমাদের প্রয়োজন নেই। অন্য মুসলমানদের প্রয়োজন রয়েছে। ফলে ঐ বৎসর তা

[৮] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদের কাছে দেয়া হলো। অত:পর ওমর (রা) এরপর তাতে আমাদের কাউকে ডাকেন নি। আমার এই অবস্থানে অবস্থান করা অবধি। ওমর (রা) এর নিকট থেকে বের হয়ে আসার পর আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আমার সাথে দেখা করে বললেন যে, হে আলী! (রা) আপনি এমন কিছু থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।

- তিনি বলেছেন- যুহরী থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নাজদাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নাজদাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর কাছে পত্র লিখে জিজ্ঞাসা করেছেন- আত্মীয়দের অংশ তা কার জন্য? তখন ইবনে আব্বাস (রা) তাকে লিখলেন-উহাতো আমাদের অংশ। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) আমাদের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন[৯] যেন আমরা আত্মীয়দের অংশ থেকে আমরা আমাদের বিধবাদের বিবাহ করি, ঋণ পরিশোধ করি এবং তা থেকে আমাদের পরিবারের সেবা করি। তখন তা আমাদের কাছে সোপর্দ করা ব্যতীত তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম আর তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন।
- তিনি বলেছেন- হাসান বিন মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ থেকে কায়ছ ইবনে মুসলিম আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স) এর ওফাতের পর এই দুই অংশ নিয়ে মতবিরোধ করেছে: রাসূলের অংশ এবং তাঁর আত্মীয়দের অংশ। তখন এক সম্প্রদায় বলল- রাসূলের (স) অংশ পরবর্তী খলীফার জন্য, অন্যরা বলল-আত্মীয়ের অংশের (এর ব্যাপারে) রাসূল (স) এর আত্মীয়ের জন্য। তখন তারা সবাই এইকথার উপর একমত হলো এই দুই অংশ অস্ত্র-শস্ত্র ও বাহন সংগ্রহের খাতে ব্যয় করা হবে।
- তিনি বলেছেন- আতা ইবনুস সায়েব আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র) রাসূলের অংশ এবং আত্মীয়দের অংশ বণী হাশেমের কাছে প্রেরণ করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা ও আমাদের অধিকাংশ ফুকাহাগণ মনে করতেন চার খলীফা ঐ দুই অংশ যেভাবে বন্টন করেছেন সেইভাবে বন্টন করবে।

- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-মুসলিমগণ মুশরিক সৈন্যবাহিনীর নিকট থেকে সকল পণ্য-দ্রব্য, অস্ত্র-শস্ত্র এবং বাহন ইত্যাদি পেয়েছে তাও উপরোক্ত বন্টন করা হবে।

পূর্বেই আমি গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বন্টন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। পাঁচ ভাগের চার ভাগ গণীমতের মালে সৈন্যবাহিনী, বিভাগীয় লোক ও অন্যান্যরা অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

---

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মধ্যে থেকে অশ্বারোহীকে দেওয়া তিন অংশের দুই অংশ হল অশ্বের জন্য, এক অংশ সৈন্যের নিজের জন্য। আর পদাতিকের জন্য এক অংশ। এই বন্টন প্রক্রিয়া হাদীস ও আসারের ভিত্তিতে হয়েছে। এতে এক ঘোড়াকে অন্য ঘোড়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। যেমন আল্লাহ বলেন-

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

"আর ঘোড়া, খচ্চর, গাধা তোমাদের আরোহনের এবং সৌন্দর্যের জন্য।" এবং তাঁর বাণী-

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"তোমরা প্রস্তুত করে রাখ তাদের জন্য তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী শক্তি এবং অশ্বের প্রস্তুতি তার দ্বারা আল্লাহ এবং তোমাদের শত্রুকে ভয় দেখাতে পারবে।"[১০]

আরবীতে خيل দ্বারা অশ্বকে বুঝালেও এর দ্বারা শুধু অশ্বকেই নির্ধারণ করা হয়নি। বরং কোরআনে উল্লেখিত অন্যান্য প্রাণী, যেমন, গাধা, খচ্চর অথবা হাতী ও শক্তিশালী প্রাণীকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আর সবল ঘোড়াকে দুর্বল ঘোড়ার উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এবং পরিপূর্ণ অস্ত্রধারী বীর পুরুষকে ভীত কাপুরুষের উপরও প্রাধান্য দেয়া যাবে না। যার নিজের তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র তার সাথে নাই।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র) রাসূল (স) এর হাদীস উল্লেখ করেন-

১. আবু ইউসুফ (র) বলেছেন- হাকাম ইবনে আলী ইবনে ওমারাহ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাসান ইবনে উতাইবাহ থেকে, তিনি মুকসিস থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে, রাসূল (স) বদর যুদ্ধের গণীমতের মাল বন্টন করেছেন অশ্বারোহীর জন্য দুই অংশ এবং পদাতিকের জন্য এক অংশ।

২. তিনি বলেছেন-আমাদেরকে কায়ছ ইবনে রবী, মুহাম্মদ ইবনে আলী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন- তিনি ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে তিনি আবু হাযেম থেকে, তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু যর গিফারী (রা) বলেছেন-আমি ও আমার ভাই হুনাইন যুদ্ধে রাসূল (স) এর সাথে উপস্থিত হই আর আমাদের সাথে আমাদের দুটি ঘোড়া ছিল; তারপর রাসূল (স) আমাদের জন্য ছয় অংশ ধার্য্য করেন।[১১] চার অংশ আমাদের দুই ঘোড়ার জন্য আর দুই অংশ আমাদের জন্য। তারপর দুটি কুমারীর বিনিময়ে আমরা ছয় অংশ বিক্রি করলাম ।

---

[১০] আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ২১।

[১১] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন, অগ্রগণ্য ফকীহ ইমাম আবু হানিফা (র) বলতেন- ব্যক্তির জন্য এক অংশ, আর ঘোড়ার জন্য এক অংশ। তিনি বলেছেন-একটা জন্তু একজন মুসলিম ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তিনি ঐ হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেন- যা আমরা বর্ণনা করেছি। যাকারিয়া ইবনুল হারিস থেকে তিনি মানযুর ইবনে আবু খুমাইছাহ আল হামদানী থেকে যে ওমর (রা) এর কোন এক কর্মচারী সিরিয়ার কোন এক স্থানে ঘোড়ার জন্য এক অংশ এবং ব্যক্তির জন্য এক অংশ হিসেবে বন্টন করেছেন, তখন হযরত ওমর (রা) এর কাছে উত্থাপন করলে তিনি উহাকে গ্রহণ করলেন এবং অনুমতি প্রদান করেন। সুতরাং আবু হানিফা (র) এই হাদীসকে গ্রহণ করেন এবং অশ্বের জন্য এক অংশ এবং ব্যক্তির জন্য এক অংশ নির্ধারন করেন।

এই বন্টন পদ্ধতি সর্ব-সাধারণের কল্যাণের জন্য প্রাধান্যদানের জন্য নয়। আর যদি বন্টন প্রক্রিয়া প্রাধান্যদান মূলক হত তাহলে উচিত হতো না ঘোড়ার জন্য এক অংশ এবং ব্যক্তির জন্য এক অংশ হওয়া। কেননা এতে ঘোড়াকে একজন মুসলিমের বরাবর করা হয়েছে।

এই বন্টননীতিতো কেবল একজন লোকের প্রস্তুতির জন্য প্রদান করা হয়েছে। আর ঘোড়ার অংশ এই জন্য যে, লোকেরা যাতে আল্লাহর পথে ঘোড়াকে প্রস্তুত রাখতে উৎসাহী হয়। এজন্য আপনি কি দেখেন না ঘোড়ার অংশ কেবল ঘোড়ার মালিকের কাছে পৌঁছে। সুতরাং মালিক বাদ দিয়ে ঘোড়ার অংশ হয় না। আর স্বেচ্ছাসেবক এবং বিভাগীয় লোকেরা বন্টনের বেলায় সমান অংশ পাবে।

সুতরাং হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি দুইটি মত তথা -

১. অশ্বারোহীর এক অংশ আর ঘোড়ার দুই অংশ অথবা ২. ইমাম আবু হানিফা (র) মতানুযায়ী অশ্বারোহী এক অংশ ও অশ্বের জন্য এক অংশ। এই থেকে উম্মতে মুসলিমার জন্য শ্রেষ্ঠ ও অধিক কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী বন্টন করতে পারেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমি মনে করি না যে, একজন ব্যক্তিকে দুই ঘোড়ার চেয়ে বেশী বন্টন করা হবে।

১ নং হাদীস- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন- আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ হাছান থেকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন- যে ব্যক্তি কোন অভিযানে থাকে এবং তার সাথে অনেকগুলি ঘোড়া থাকে, তিনি বলেছেন-তার জন্য গণীমতের মাল দুই ঘোড়ার অংশের চেয়ে বেশী হবে না।

২নং হাদীস-তিনি বলেছেন-আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইয়াযীদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে তিনি জাবের থেকে, তিনি মাকহুল থেকে, তিনি বলেছেন-"দুই ঘোড়ার অংশ থেকে অধিক বন্টন করা হবে না।[১২]

[১২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমর (রা) কর্তৃক সাহাবীদের জন্য গণীমত ধার্য্য করন

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন কিভাবে সাহাবাদের মাঝে বিজিত সম্পদ গনীমতের মাল, ভূমির খাজনা ইত্যাদি সম্পদ বণ্টন করেছেন তার বিবরণ বিভিন্ন আছারের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন– আমাকে ইবনু আবি নাজিহ হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে মাল আসল, তখন তিনি বললেন–নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রতিশ্রুতি ছিল জাবের (রা) যেন আসে। তখন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) এসে বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন–যদি বাহরাইন থেকে সম্পদ আসে তবে আমি তোমাকে এইভাবে, এইভাবে দিব এবং তিনি তার অঞ্জলী দ্বারা ইশারা করলেন। তখন আবু বকর (রা) তাকে বললেন, নিন তখন তিনি তার অঞ্জলী ভরে নিলেন। তারপর গণনা করে পাঁচশত পেলেন। তখন তিনি বললেন, এর সাথে আরো এক হাজার নিন। তখন তিনি এক হাজার নিলেন।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিশ্রুতি ছিল এমন প্রত্যেকজনকে কিছু দিবেন তারপর অবশিষ্ট ছোট-বড় স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, মহিলা সবার মাঝে ভাগ করে দিলেন এবং মাথা পিছু সাত দিরহাম এবং এক দিরহামের তৃতীয়াংশ হিসাবে বেরিয়ে আসল। যখন সামনের বছর আসল তখন অনেক সম্পদ আমদানী হল যা আগের চেয়ে বেশি। তখন তিনি বিশ দিরহাম করে লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক এসে আবু বকর (রা) কে বললেন-হে রাসূলুল্লাহর খলীফা আপনিতো এই সম্পদ লোকদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করেছেন। অথচ লোকদের অনেকের মাঝে রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব, অগ্রগামীতা, অগ্রগণ্যতা, সেই কারণে তাদের প্রাধান্য দিতেন। তখন তিনি বললেন, আপনি যে অগ্রগামীতা, অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন ঐ ব্যাপারে তো আমাকে চিনিয়ে দেয়া হয় নি। আর তা এমন বিষয় যার প্রতিদান আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে। আর এই তো জীবিকা তাই এতে সমতাই উত্তম।

তারপর যখন ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে সাফল্যসমূহ আসল তিনি রাসূলের সাথে যারা যুদ্ধ করেছেন এবং অগ্রগণ্য, অগ্রগামীদের প্রাধান্য দিলেন। তিনি মুহাজির ও আনছার মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের পাঁচ হাজার করে ধার্য্য করেন। বদর যুদ্ধে যারা শরীক হয় নাই তাদের জন্য চার হাজার ধার্য্য করেন। আর বদরী সাহাবাদের ইসলামের/ ঈমানের দৃঢ়তা ও অগ্রগামীতা অনুযায়ী তাদের জন্য ধার্য্য করলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন– আমাকে আবু মিশার উমারার গোলাম ও অন্যান্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তিনি বলেন, যখন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর কাছে সাফল্য এবং অর্থসম্পদ আসতে লাগল,

Dhaka University Institutional Repository

তখন তিনি বললেন– আবু বকর (রা) এই সম্পদের বিষয়ে একটি মত পোষণ করেন আর আমারও একটি মত আছে যা ভিন্ন। আমি ঐ ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির মত করবনা যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল কিন্তু যুদ্ধ করেনি আর যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে যুদ্ধ করেছে। (উভয়ের বন্টন পদ্ধতি সমান হতে পারে না)

তখন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনছারদের জন্য পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে ধার্য্য করলেন। আর যাদের ইসলাম বদরীদের ইসলামের মত ছিল অথচ বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি তাদের জন্য চার হাজার চার হাজার করে ধার্য্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের জন্য বার হাজার করে ধার্য্য করেছেন কিন্তু ছফিয়্যাহ ও জুওয়াইরিয়াহ (রা) ছাড়া, তাদের জন্য ছয় হাজার করে ধার্য্য করলেন তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তখন ওমর (রা) তাদেরকে বললেন– তাদের হিযরতের কারণে (ঐ পরিমাণ) ধার্য্য করা হয়েছে। তারা বললেন না, কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের মত তাদের মর্যাদা ছিল।

তখন ওমর (রা) তা বুঝতে পারলেন এবং তাদের জন্য বার হাজার করে ধার্য্য করলেন। রাসূলুল্লাহর চাচা আব্বাস (রা)-এর জন্য বার হাজার নির্ধারণ করলেন। আর উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেসার জন্য চার হাজার এবং ইবনে উমরের জন্য তিন হাজার ধার্য্য করেন। তিনি বললেন– হে ছেলে আমার জন্য এক হাজারের বেশী করি নাই। তার পিতার যে মর্যাদা তা আমার পিতার হয় নাই এবং তার যে মর্যাদা তা আমার হয় নাই। অতঃপর বললেন– উসামার পিতা তোমার পিতা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন। আর উসামা তোমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন। আর হাসান ও হুসাইনের জন্য পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে ধার্য্য করেন। তাদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পৃক্ততা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদারকারণে প্রদান করা হয়েছে। মুহাজির ও আনছারদের সন্তানদের জন্য দুই হাজার দুই দুই হাজার করে ধার্য্য করেন।

ওমর ইবনে আবু সালামাহ গমন করেছিলেন তখন ওমর (রা) বললেন– আপনারা তাকে আরো এক হাজার বৃদ্ধি করে দিন। তার পিতার যে মর্যাদা ছিল তা আমাদের পিতার ছিল না। তখন ওমর (রা) বললেন– আমি তার পিতা আবু সালমার জন্য দুই হাজার ধার্য্য করেছি এবং তার মাতা উম্মে সালমার কারণে তাকে এক হাজার বাড়িয়ে দিয়েছি। তাই উম্মে সালমার মত আপনার যদি মা থাকে আপনাকেও এক হাজার বাড়িয়ে দিব। আর মক্কার অধিবাসী লোকদের জন্য আটশত করে ধার্য্য করেছেন। সে সময় তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ তার ভাই ওসমানকে নিয়ে আসেন তখন তার জন্য আটশত ধার্য্য করা হয়। এমন সময় নযর বিন আনাছ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ওমর (রা) বললেন– আপনার জন্য দুই হাজার ধার্য্য করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তখন ত্বালহা ওমর (রা)-কে বললেন–আপনার কাছে তার মতই একজন নিয়ে এসেছি, আপনি তার জন্য আটশত ধার্য্য করেছেন, আর এই লোকের জন্য দুই হাজার ধার্য্য করেছেন। তখন তিনি বলেন- এই লোকের পিতা উহুদের দিন আমাকে পেয়ে বলেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করছে? তখন আমি বললাম আমি তাকে নিহত হয়েছেন বলে মনে করি। তখন তিনি তার তরবারী উন্মুক্ত করেন এবং তার খাপকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং বলেন যদি আল্লাহর রাসূল নিহতই হয়ে থাকেন তবে আল্লাহ তাআলা তো জীবিত, তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। তারপর তিনি যুদ্ধ করে অবশেষে নিহত হয়েছেন। আর এই লোকের পিতা অমুক অমুক স্থানে বকরীর রাখালী করত। কাজেই ওমর (রা) তাঁর খেলাফত আমলে এই নীতি বজায় রাখতেন।[১৩]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আবু জাফর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, ওমর (রা) লোকদের জন্য (ভাতা) ধার্য্য করতে ইচ্ছা করলেন। লোকেরা তাঁকে বললেন, আপনাকে দিয়ে শুরু করুন। তিনি বললেন না। তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতর লোকদের দিয়ে শুরু করলেন, তাই আব্বাস (রা)-এর জন্য ধার্য্য করেন। তারপর হযরত আলী (রা)-এর জন্য ধার্য্য করেন। এমনকি পাঁচটি কবিলার মাঝে পর্যায়ক্রমে করতে থাকেন। অবশেষে বনি আদী ইবনে কা'ব-এ এসে শেষ করেন।[১৪]

আবু ইউসুফ (র) বলেন– আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়ালীদ আল মাদানী, মূসা ইবনে যায়েদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, আবু মূসা আশআরী (রা) ওমর (রা)-এর কাছে দশ লক্ষ নিয়ে আসলেন, তখন ওমর (রা) বললেন, কত নিয়ে এসেছেন? তখন তিনি বললেন, দশ লক্ষ।

বর্ণনাকারী বলেন হযরত ওমর (রা) উহা বিশাল মনে করলেন এবং বললেন আপনি যা বলেন তা কি জানেন? তিনি বলেন হ্যাঁ আমি একশত হাজার নিয়ে এসেছি, আরো একশত হাজার নিয়ে এসেছি এইভাবে দশবার গণনা করে বলেছেন, তখন হযরত ওমর (রা) বলেন– আপনি যদি সত্যবাদী হন তাহলে ইয়ামেনে অবস্থানরত রাখালও এই সম্পদ থেকে তার অংশ নিবে, যদিও সে ইয়ামেনে আর তার চেহারায় রক্ত বিদ্যমান।

আবু ইউসুফ (র) বলেন যে, আমাকে মদীনার এক শাইখ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সায়েব থেকে তিনি যায়েদ থেকে তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন– ঐ আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, এমন কেই নাই যার এই সম্পদে হক নাই, তাকে দেয়া হোক বা তাকে নিষেধ করা হোক। আর এমন কেউ নেই যে, কারো চেয়ে এতে অধিক হকদার হবে কিন্তু অধিকন্তু গোলাম, আর আমিও এতে আপনাদের

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

মতই একজন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কুরআনের আলোকে হবে। আর আমাদের অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের আলোকে হবে। সুতরাং ব্যক্তি ও তার ওয়ারেশী সম্পদ ইসলামের মধ্যে এবং ব্যক্তি ও তার কদম ইসলামের মধ্যে এবং ব্যক্তি ও তার প্রাচুর্যতা ইসলামের ভিতরে আর ব্যক্তি ও তার অভাব ইসলামের মধ্যে, আল্লাহর কসম, আমি যদি জীবিত থাকি এই সম্পদ থেকে সানার পাহাড়ের অবস্থানরত যেই রাখালের কাছেও তার অংশ পৌঁছবে, এই অবস্থায় যে সে তার আপন জায়গায়ই থাকবে, তার চেহারাটা লাল হওয়ার আগে অর্থাৎ তার অংশ খোঁজ করার আগেই।

বর্ণনাকারী বলেন হিময়ারীদের খাতা আলাদা ছিল, আর এলাকার সরদার এবং সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের জন্য ভাতা ধার্য্য করা হতো সাত থেকে নয় হাজারের মধ্যে, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম সারতে যা দরকার হতো সেই অনুপাতে হতো। আর সদ্য প্রসূত বাচ্চা যখন প্রসব করেছে তখনই তার জন্য একশত দেরহাম ধার্য্য হত। যখন সে লালিত পালিত হয়ে বড় হতে থাকত তখন তাকে দুইশত পৌঁছানো হত, আর যখন বালেগ হতো তখন তাকে বাড়িয়ে দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি দেখলেন সম্পদ অর্ধেক হয়েছে, তখন তিনি বলেন, যদি আগামী বছরের এই রাত পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে অবশ্যই শেষ লোকটিকে তাদের প্রথম লোকের সাথে মিলিয়ে দেব যাতে ভাতার ক্ষেত্রে সবাই সমান হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি ঐ সময়ের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে রহম করুন।[১৫]

আবু ইউসুফ (র) বলেন– আমাকে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন ওমর (রা)-এর কাছে পারস্যের গনীমতের এক পঞ্চমাংশ আনা হয় তখন তিনি বলেন আল্লাহর কসম ইহাকে আসমান ব্যতীত কোন ছাদ ঢেকে রাখবেনা যতক্ষণ না আমি তা মানুষের মাঝে বন্টন করব। বর্ণনাকারী বলেন- তখন উক্ত সম্পদের বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হল, তাই মসজিদের দুই কাতারের মাঝখানে রাখা হলো এবং আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তারা এর দেখা-শুনা করে রাত্রি পার করলেন, তারপর হযরত ওমর (রা) লোকদের নিয়ে সকালে উহার নিকটে এসে চাদর সমূহকে সরাতে নির্দেশ দিলেন, তখন চাদরগুলি সরানোর পর ওমর (রা) এমন জিনিষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যা তাঁর দুচোখ এমন জহরত মনি মুক্তা স্বর্ণ রূপা দেখে নাই। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা) তাঁকে বললেন-এটা তো শুকরিয়া আদায় করার জায়গা, তবে আপনাকে কিসে কাঁদাল? তখন তিনি বললেন হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই সম্পদ কোন সম্প্রদায়কে তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ নিক্ষেপ করা ব্যতীত দেন নি। তারপর বললেন তাদেরকে ছিটিয়ে

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছিটিয়ে দিব? (অর্থাৎ হাত ভরে ভরে দিব?) নাকি সা' দ্বারা ভরে মেপে দিব? বর্ণনাকারী বলেন তারপর সিদ্ধান্ত স্থির হলো যে তারা তাদেরকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিবে। তাই তিনি তাদেরকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন এটা ছিল তথ্য পুস্তক তৈরি করার আগে।[১৬]

উপরোক্ত হাদীস ও আসার থেকে আমাদের উপলব্ধি হয় বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার) কে বাদশাহের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে স্রষ্টা এবং জনগণের আমানত বলে অভিহিত করেন। আর এজন্য তিনি সকলের জন্য বেশী বেশী ধার্য্য করলেও নিজের জন্য মাত্র একহাজার ধার্য্য করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ বাদশাহ হারুনুর রশীদকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন-কোন ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে ব্যয় করার ব্যাপারে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে, বায়তুল থেকে ব্যায়ের ব্যাপারে খলীফা ওমর (রা)-এর চেয়েও বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার অনুযায়ী/ রাসূলের নিকটবর্তী অনুসারে ভাতা প্রদান করাকে শ্রেয় বলে মনে করতেন।

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

ফাই ও খারাজ সম্পর্কিত আলোচনা

ফাই কি?

ফাই বলা হয় বিনাযুদ্ধে লব্ধ শত্রুর সম্পদ ও সম্পত্তিকে। মুসলিম বাহিনীর ভয়ে ভীত হয়ে শত্রু যদি মাল সম্পদ রেখে পালিয়ে যায়, কিংবা যুদ্ধের পরে যদি সন্ধির মাধ্যমে তাদের ভূ-সম্পত্তি নির্ধারিত করের বিনিময়ে তাদের মালিকানায় রেখে দেয়া হয়, অথবা যদি তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করে দেয়া হয় তাহলে উপরোক্ত পন্থায় যে সম্পদ অর্জিত হয় তাকে বলা হয় ফাই।[১৭]

খারাজের সংজ্ঞা ঃ

খারাজ মূলত ফার্সী শব্দ যা আরবীতে ব্যবহৃত হয়। আরবী ভাষায় বলা হয় طسق। কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে বলা হয়েছে- وعلى ارضهم الطسق অর্থাৎ -তাদের (অমুসলিমদের ভূমির উপর ট্যাক্স ধার্য হবে।" এই আরবী طسق কেই ইংরেজীতে Task কিংবা Tax বলা হয়। কিন্তু ইসলামী বিশ্বকোষ বলা হয়েছে-এই শব্দটি মূলত আরবী ভাষায় Choregia শব্দ হতে গৃহীত যার অর্থ-রাজস্ব।[১৮]

খারাজ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল ما أخرجته الأرض ভূমি থেকে যা উৎপন্ন হয়।

আর মুসলিম নাগরিকগণ ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত উশর প্রদান করেন যা বিধিবদ্ধ ইবাদাত; অমুসলিম নাগরিকদের থেকে উশর এর পরিবর্তে রাষ্ট্র বা সরকারকে যে ভূমি কর প্রদান করতে হয় তাকে 'খারাজ' বলা হয়।[১৯]

হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামলে, পারস্য বিজয়ের পর, কুফাতে সর্বপ্রথম খারাজের প্রবর্তন হয়। তখন একর প্রতি বাৎসরিক খারাজ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৭ দিরহাম। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের উপর ভিত্তি করেই খারাজ নির্ধারণ করা হয়।[২০]

বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ ফাই ও খাজনা

বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদই হলো ফাই আর খারাজ মানে খাজনা তথা জমিনের খাজনা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহই অধিক জানেন তাঁর বাণী-

---

১৭ আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন*, কওমী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, দ্বিতীয় স.২০০৩, পৃ. ৫১৬।

১৮ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ৪র্থ স. আগষ্ট-১৯৮৭, পৃ. ২২৫।

১৯ আবূ ইউসুফ (র), *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ২৩-২৭।

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯; মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র), *ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা* (ই.ফা.বা), পৃ. ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ -

অর্থ: "আল্লাহ তা'য়ালা আহলে কুরা (খায়বারবাসীদের থেকে) যে মালে ফাই দান করেছেন তা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এবং তাঁর রাসূলের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়।"[২১] আল্লাহ-তা'য়ালা আরও বলেন-

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"(আর ঐ মালে ফাই) দরিদ্র-মুহাজিরদের জন্য যাদের বের করে দেয়া হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ী সহায় সম্পদ থেকে, যারা আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে অনুগ্রহ ও সন্তোষ তালাশ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। ওরাই হলো সত্যবাদী।"[২২] আল্লাহপাক আরও বলেন-

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"(আর মালে ফাই তাদের জন্য) আর যারা ঘর-বাড়ী স্থাপন করেছে এবং ঈমান এনেছে তাদের পূর্বে (অর্থাৎ আনছারগণ) তারা ঐসকল লোকদের ভালোবাসে, যারা তাদের কাছে হিজরত করেছে এবং তারা অনুভব করেনা তাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ তাদের যা দেয়া হয়েছে সেই কারণে [অর্থাৎ আনছারগণ কোন হিংসা-বিদ্বেষ অনুভব করে না তাদের অন্তরে মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে] এবং তারা নিজেদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেন যদিও তাদের প্রয়োজন রয়েছে আর যাকে মনের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে ওরাই হলো সফলকাম।"[২৩] তারপর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

"এবং তাদের জন্য (মালে ফাই) যারা তাদের পরে এসে বলে আমাদের ঐ সকল ভাইদেরকে রক্ষা করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান নিয়ে অগ্রগামী হয়েছে এবং যারা ঈমানদার তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েন না। হে আমাদের প্রতিপালক নিশ্চয়ই আপনি স্নেহশীল দয়ালু।"[২৪]

হযরত বেলাল (রা) ও তার সাথীগণ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এর কাছে ইরাক ও শাম তথা সিরিয়া থেকে যে মালে ফাই আল্লাহ-তা'য়ালা তাদেরকে দিয়েছেন তার ভাগ চেয়েছেন। আর যারা ভূমি

---

[২১] *আল-কুরআন* : সূরা হাশর, আয়াত-৭।
[২২] প্রাগুক্ত, সূরা হাশর, আয়াত : ৮।
[২৩] সূরা হাশর, আয়াত : ৯।
[২৪] *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

সমূহ জয় করেছেন গণীমতের সম্পদের মত তা সৈন্যদের মাঝে ভাগ করে দিন। হযরত ওমর (রা) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে উপরোল্লেখিত আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন এবং বললেন- এই মালে ফাই এর মধ্যে পরবর্তী সময়ের লোকদের অংশীদার বানিয়ে দিয়েছেন। এখন জমিভাগ করে দিলে পরবর্তী লোকদের জন্য কিছুই থাকবে না।

আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-আমাদের কোন এক শাইখ ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবিব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সারমর্ম এই যে, সায়াদ (রা) যখন ইরাক জয় করেছেন তখন ওমর (রা) চিঠি লিখে বলেন যে, লোকেরা আপনার কাছে গণীমাতের মাল ও মালে ফাই বন্টন করে দিতে বলেছেন। সুতরাং আপনি উট, ঘোড়া ও অন্যান্য জমাকৃত সম্পদ উপস্থিত লোকদের মাঝে বন্টন করে দিবেন।

আর ভূমি, নদ-নদী কর্মকর্তাদের যিম্মায় রেখে দিবেন। কেননা উহা বন্টন করে দিলে পরবর্তী লোকদের জন্য অবশিষ্ট কিছুই থাকবে না।

আর যুদ্ধে মোকাবিলার পূর্বে ইসলামের আহবানে যারা সাড়া দিবে সেও মুসলমানদের একজন গণ্য হবে এবং মুসলমানদের মত সুযোগ-সুবিধা পাবে।

আর যে ব্যক্তি যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইসলামের দিকে সাড়া দিবে সেও মুসলমান বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য অর্থ সম্পদ সুযোগ-সুবিধা মুসলমানদের মত প্রাপ্য হবে এটাই আমার নির্দেশ।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন- মদীনার একাধিক আলেম আমাকে হাদীস বর্ণণা করে বলেছেন- যখন সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) এর পক্ষ থেকে ইরাকী বাহিনী হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এর কাছে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ ও তথ্য নথিভূক্ত করার জন্য আগমন করলেন। আর মানুষের মাঝে হযরত আবু বকর (রা) এর মত সমতা বিধানের মত অনুসরণ করার ব্যাপারে অনুরোধ করেন।

কিন্তু ইরাক যখন বিজয় হল তখন লোকেরা তার মতের পরামর্শ করল এবং একে একমাত্র মত বলে মনে করতে লাগল।

যখন তারা ইরাক ও সিরিয়া অঞ্চল থেকে যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি মালেফাই হিসেবে আল্লাহ দান করেছেন তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন ও তাদের হক আদায় করার ব্যাপারে তারা কথা-বার্তা বলতে লাগল।

তখন হযরত ওমর (রা) বললেন-পরবর্তী মুসলমানদের অবস্থা কি হবে যখন তারা দেখবে ভূমিকে তার খেজুর গাছসহ বন্টন করে দেয়া হয়েছে এবং বাপ-দাদা থেকে তারা উত্তরাধিকারী হয়ে গেছে এবং সংরক্ষিত হয়ে গেছে।

তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এতে দ্বিমত পোষণ করলেন। ওমর (রা) উত্তরে বললেন- আল্লাহর শপথ! আমার পরে এমন কোন দেশ জয় হবে না যাতে নীলনদের মত বড় নদ থাকবে। বরং সম্ভাবনা আছে উহা মুসলমানদের জন্য বোঝা হবে। তাই যদি আমি ইরাক, সিরিয়া ভূমি তার (গাছ-গাছালী

Dhaka University Institutional Repository

সহ) বাগিচাসহ বন্টন করে দেই তাহলে কি দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করব। এই শহরের বিধবা ও সন্তানদের কি হবে? এবং সিরিয়া ও ইরাকের বিস্তৃত অন্যান্য এলাকার কি হবে?

তারা বারবার ওমর (রা) কে বলতে লাগল- আপনি কি আল্লাহ আমাদের তলোয়ার দ্বারা যে মালে ফাই দান করেছেন তা এমন এক সম্প্রদায়ের কারণে মূলতবী রাখতে চান যারা উপস্থিত হয়নি এবং শরীক থাকেনি। এবং এমন এক সম্প্রদায়ের সন্তানদের জন্য এবং তাদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষণ করতে চান যারা উপস্থিত হয় নাই?[২৫]

তখন ওমর (রা) বললেন- এটা আমার সিদ্ধান্ত। তখন তারা বলল-আপনি পরামর্শ করুন। বর্ণনাকারী বলেন- তিনি প্রথম সারির মুহাজিরদের সাথে পরামর্শ করলেন তখন তারা মতবিরোধ করল।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এর মত ছিল তাদের হক তাদের জন্য বন্টন করে দেয়া হোক। আর ওসমান, আলী, তালহা ইবনে ওমর (রা) পক্ষে মত দিলেন।

তখন তিনি আনছারদের মধ্য থেকে আউস-খাযরাযদের পাঁচ জন করে মোট দশজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগণের সাথেও পরামর্শ করুন।

যখন তারা দশজন একমত হলেন- ওমর (রা) বললেন- আমি আপনাদের আমানত বহন করছি। যাতে আপনারা অংশ গ্রহণ করন। কেননা আমি আপনাদের মতই একজন। তখন তারা ওমর (রা) এর পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। ওমর (রা) বলেন-আজকে আপনারা সত্যকে স্বীকৃতি দিলেন। যে বিরোধীতা করার বিরোধীতা করেছে, আর যে সমর্থন করার সমর্থন করেছে। আমি আপনাদের সামনে এই বিষয় সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। তারা বললেন- হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি বলতে থাকুন।

তিনি বললেন-নিশ্চয়ই আপনারা এই সম্প্রদায়ের লোকদের কথা শুনেছেন যারা মনে করছে আমি তাদের পাওনার ব্যাপারে অবিচার করেছি। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি। যদি আমি তাদেকে কোন কিছুতে অবিচার করে থাকি। তাদের পাওনা যদি অন্যদেরকে দিয়ে থাকি তাহলে আমি তাদের দুর্ভোগে ফেলেছি। কিন্তু আমি দেখছি যে, কেসরার সাম্রাজ্য জয়ের পর এমন কিছু বাকী নাই যা জয় করার মত আছে। আল্লাহ-তা'য়ালা তাদের ধন-সম্পদ এবং ভূ-সম্পত্তি আমাদের গণীমত হিসেবে দান করেছেন। অত:পর পারস্যবাসীদের থেকে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ গণীমত স্বরূপ বন্টন করে দিয়েছি এবং খুমুছ বের করে এনেছি। তারপর উপযুক্ত স্থানে বিলি করেই আসছি। এই অবস্থায় আমি মনে করছি যে ভূ-সম্পত্তি বিলি না করে রেখে দিব এবং ভূ-সম্পত্তির মালিকদের উপর জিজিয়া নির্ধারণ করে দিব যা আদায় করে মুসলমান যোদ্ধাদের জন্য, তাদের সন্তানদের এবং পরবর্তী যারা আসবে তাদের মাঝে বন্টিত হবে।

---

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আপনারা কি এই প্রয়োজনটি দেখেছেন-বিশাল বিশাল এলাকাগুলি যেমন-সিরিয়া, জাযিরাতুল আরব, কুফা, বসরা এবং মিশর এইগুলি সৈন্য-সামন্ত দিয়ে পূরণ করা জরুরী এবং তাদের যোগান অব্যাহত রাখা জরুরী। এখন এদেরকে কোথা থেকে দেওয়া হবে, যদি আমি ভূমি ও বাগান বন্টন করে দেই?

তারা সবাই বললো আপনার সিদ্ধান্তই হলো সিদ্ধান্ত, কত উত্তম আপনি চিন্তা করেছেন। যদি এই ফাটল ভরাট করা না হয়, অর এই শহরগুলি লোক দিয়ে পুর্ণ করা না হয়[২৬] এবং তারা যা দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করবে তা যদি চালু না রাখা হয় তাহলে কাফিরপন্থীরা তাদের শহর সমূহ পূনর্দখল করে নিয়ে যাবে।

তখন ওমর (রা) বললেন-আমার কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এমন ব্যক্তি কে আছে যার রয়েছে-যথার্থ বুদ্ধি এবং সবাই তার কথা গ্রহণ করবে। ওসমান ইবনে হানীফের ব্যাপারে সবাই একমত হল এবং তারা বলল-আপনি তাঁকে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পদে পাঠাতে পারেন। কেননা তার রয়েছে দূরদৃষ্টি, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা। অতঃপর হযরত ওমর (রা) তাকে তাড়াতাড়ি সাওয়াদ এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর হযরত ওমর (রা) এর ওফাতের পূর্বে কুফার আশপাশ এলাকায় কর আদায় করে ১০ কোটি দেরহাম। আর সেই সময়ের দেরহাম ছিল (ইমাম ইউসুফের সময়কালে) বর্তমান সময়ের এক দেরহাম এবং দেড় দানানিক এবং দেরহামের ওজন ছিল মিসকালের ওজনের মত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) তার ফাই বন্টনের পূর্বে উল্লেখিত অনুরূপ হাদীস ও আসার বর্ণনা করেছেন যাতে হযরত ওমর (রা) ফাই এর প্রাপ্ত জমি বন্টন স্থগিত রেখেছেন। ভূমি-মালিকদের থেকে রাজস্ব আদায় করে অভূতপূর্ব ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার ফলাফল এই যে-

- ভূ-সম্পত্তি স্থায়ীভাবে কারো যিম্মা বা দখলে না থেকে পরবর্তী মুসলমানদের জন্য রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।
- আদায়কৃত রাজস্ব কর খুমুস আদায় করত: আনসার, মুহাজির ও তাদের মাঝে বন্টন করে দেন।
- নতুন শহর পূর্নগঠন এবং সেখানে বসবাস উপযোগী জনপদ গড়ে তুলেন।
- বিজিত অঞ্চলগুলোর সৈন্য সামন্তের খরচ ও শক্তি যোগানে খারাজ বা রাজস্বের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।
- নতুবা বিজিত শহর সমূহ কাফেরদের হাতে ফিরে যাবার বা পূর্ণদখল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
- রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণেও এই খারাজ অনেক অবদান রেখেছে।

---

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

▣ সাওয়াদে খাজনা আদায় ও প্রশাসক নিয়োগ

খাজনা আদায় প্রসঙ্গে: ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমি মনে করি সাওয়াদ এবং সাওয়াদ ছাড়া দেশসমুহের অন্যান্য স্থান থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা উচিত হবে না। কেননা খাজনা গ্রহণকারীরা খারাজের বাইরে অন্য কিছু আদায়কালে নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড আরোপিত করা বৈধ হবে না।

১. খাজনা দাতাদের উপর যুলুম করা যাবে না।

২. সাধ্যের অধিক খাজনা চাপানো যাবে না যা সে শোধ করতে পারবে।

৩. তাদের উপর অবিচার করা যাবে না।

৪. জনগণকে কষাঘাত করে দায়িত্বশীলগণের এমন অর্থ আদায় সংগত হবে না যা দেশ ও জনগণের সর্বনাশ ডেকে আনে।

৫. অতিরিক্ত আদায়ের পর আরো অতিরিক্ত উদ্ধৃত উত্তোলন বা প্রদর্শন সমূহ সম্পূর্ণ অবৈধ।

৬. খাজনা আদায়ে কঠোরতা আরোপ করা যাবে না।

৭. প্রহার করা যাবে না।

৮. রৌদ্র তাপে দাড় করানো যাবে না।

৯. গলায় পাথর ঝুলানোর মত বিশাল শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

১০.খাজনা আদায়ে আল্লাহ প্রদত্ত সহজপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

১১.খাজনা আদায়ে বাধ্য-বাধকতা বা তহশীলদারকে নির্দিষ্ট অংক বেঁধে দেয়া যে এই পরিমাণ আদায় করতে হবে তা আমার কাছে একেবারে অপছন্দনীয় কাজ।

১২.খাজনা দাতাদের উপর তহশীলদার এমন কিছু চাপিয়ে দেবে না যা আদায় করা ওয়াজিব নয়। কেননা এতে খাজনা আদায়ে তারা যা আবাদ করেছিল তা নষ্ট করে দেবে। ফলে খাজনা প্রদান ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। তিনি আরো বলেন-অন্যায়ের উপর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না এবং সততার কিছুতেই কোন কিছু হ্রাস পায় না।[২৭] যেমন আল্লাহ বলেন-

ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها

অর্থ: "তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না সংশোধনের পরে।" মহান আল্লাহ আরো বলেন-

وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل

অর্থ: "যখন সে প্রস্থান করে তখন জমিনে এই চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় যে ক্ষেত-খামার ও জীবজন্তু ধবংস করে দেবে।"

১৩.তারা হালাল জিনিষ গ্রহণ করবে এবং হারাম জিনিষ বর্জন করবে।

১৪.খাজনা আদায়ে ব্যক্তিকে এক পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না।

---

[২৭]. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৫.তাদেরকে এমনভাবে কয়েদ করে রাখা যাবে না যা তাদেরকে নামায আদায়ে বাঁধার সৃষ্টি করে।

১৬.লোকেরা খাজনা আদায়কালে রেওয়াজ বা তার ব্যায়ের নামে খাজনার টাকা থেকে কিছু অংশ কেটে রাখতে পারবে না।[২৮]

যদি কোন এলাকার লোকেরা এবং তাদের সাথে ধনাট্য পরিচিত ব্যক্তি আসে এবং সে শহরের লোকদের খাজনার জামিনদার হতে চায় এবং লোকেরা তাতে সন্তুষ্ট প্রকাশ করে তাহলে শহরবাসী বা প্রত্যন্ত এলাকাবাসীর কল্যাণে জামিনদার ঠিক করা হবে এবং এতে সাক্ষী রাখা হবে। ইমামের পক্ষ থেকে দ্বীনদারী ও ও আমানতদার আমীর নিয়োগ করা হবে। তার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা চালু হবে। আর যদি খাজনা দাতাদের প্রতি যুলুম করে অথবা খাজনা বৃদ্ধি করে অথবা এমন অনাবশ্যক কিছু চাপায় তাহলে আমীর তা কঠোরভাবে দমন করবে।

প্রশাসক নিয়োগের গুণাবলী ও পন্থা: খাজনা দাতাদের জন্য যথাযথ হবে, কোষাগারের সমৃদ্ধকারী হবে, জনগণের উপর যুলুম দূর করবে, তাদের উপর হুমকী-ধমকি প্রদান অথবা এমন কিছু চাপানো যা বহন করার ক্ষমতা তাদের নেই এমন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবে এমন গুণাবলী সম্পন্ন প্রশাসক ও তহশীলদার নিয়োগ করবে। নিম্নে তাদের যোগ্যতা ও গুণাবলী উল্লেখ করা হল-

১. সু-উচ্চ ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মচারী ও প্রশাসক নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

২. সৎ, আল্লাহ ভীরু, ধার্মিক, আমানতদার ব্যক্তি হতে হবে।

৩. গভীর জ্ঞান, বুৎপত্তিসম্পন্ন ও প্রত্যুতপন্নমতিত্ব সম্পন্ন হতে হবে।

৪. তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং লোকদের সাথে পরামর্শ করার মত নিষ্কলুষ লোক হতে হবে।

৫. তারা সাধারণ মানুষের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করবে না।

৬. আল্লাহ-তা'য়ালার ব্যাপারে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না।

৭. সে সকল হককে রক্ষা করবে এবং আমানত আদায় করবে।

৮. জান্নাত প্রত্যাশী, মৃত্যু পরবর্তী শাস্তিকে ভয়কারী হতে হবে।

৯. তার কাছ থেকে যুলুমের আশংকা করা যাবে না।

১০.ন্যায়পরায়ন, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত হতে হবে। নতুবা মানুষের অর্থ সম্পদের ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করা যাবে না।

১১.খাজনা বিভাগের লোকদের প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য্য। তাদের চিন্তাধারা আদর্শ অনুসন্ধান করা এবং তাদের প্রথা পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা অপরিহার্য্য। যেমন অপরিহার্য্য প্রশাসন ও বিচার ফয়সালায় নিয়োগের ক্ষেত্রে।

---

[২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

১২.খাজনা বিভাগের তহশীলদারদের সচেতন হতে হবে যাতে খাজনা আদায়কালে মুসলমানদের ঘাড়ের বোঝা হয়ে না দাড়ায়। অর্থাৎ তাদের দরজায় পড়ে না থাকে।

১৩.তাদের যথার্থ জ্ঞান ও সঠিক পথের দিশারী হতে হবে।[২৯]

১৪.ঐ সমস্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যারা নিজ কর্মক্ষেত্রের লোকদের জন্য নীপিড়ক না এবং তাদেররকে অবজ্ঞাকারী ও তাচ্ছিল্যকারী না হয়।

১৫.তাদের নম্র হতে হবে কঠোরতা পরিহার করতে হবে। নম্রতা হবে মুসলমানদের জন্য, কঠোরতা হবে পাপাচারীদের জন্য, ন্যায়ানুগতা যিম্মিদের জন্য, ইনসাফ হলো অত্যাচারিতদের জন্য, কঠোরতা জালেমের উপর, ক্ষমা হবে লোকদের জন্য।

১৬.জনগণের সাথে লেন-দেনের বিষয়ে অভিনবত্বকে পরিহার করা, বৈঠক করে তাদের সাথে সমতা বিধান করা, কাছের-দূরের, ভদ্র-অভদ্র সবাইকে সমান অধিকার প্রদান করা, রিপু তাড়িত না হওয়া কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব।

১৭.আল্লাহকে ভয় করা ও তার আদেশ ও আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়া।

১৮. আর আপনার (হারুনুর রশীদ-এর) নিয়োগকৃত প্রশাসকের সাথে একদল বিভাগীয় সৈন্য নিযুক্ত করেন যাদের ঘাড়ে আপনার প্রতি কল্যাণ রয়েছে। প্রজাদের যুলুম না করাও কল্যাণের অংশ। আর ঐ সকল সৈন্য যেন সততা, গভীর বুঝ জ্ঞানের অধিকারী হয় যাদের সহজসাধ্যতা ও সাচ্ছন্দ্যতা রয়েছে।

বেতন কাঠামো অপকৌশল রোধ পদ্ধতি: খাজনা বিভাগের প্রশাসক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, তহশীলদার, সংশ্লিষ্ট সৈন্যদের বেতন প্রদান করতে হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে, আদায়কৃত খাজনা ও খাজনার তহবিল থেকে বেতন প্রদান করা হবে না।

আর যদি খাজনাদাতাগণ বলে আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রশাসকদের একার বেতন দিব, তাদের পক্ষ থেকে উহা গ্রহণ করা হবে না।

কেননা কর্মকর্তা ও প্রশাসকদের অনুচরদের মধ্যে একদল রয়েছে যাদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ও মধ্যস্থতার সম্পর্ক রয়েছে তারা নিষ্পাপও নেককার নয়। যারা খাজনাদাতাদের সাহায্য চায়। তাদের যে বিষয়ে হেফাজতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা হেফাজত করে না। তারা লেনদেনে ইনসাফ করে না। তাদের ধর্মই হল কোন কিছু গ্রহণ করা তা খাবার অর্থ হোক বা জনসাধারণের অর্থ হোক তারা অন্যায় করে, যুলুম ও সীমালংঘন করে।

যখন কোন প্রশাসক ও তার অধীনস্তরা যখন কোন গ্রামে/এলাকায় যায় তখন তথাকার লোকদের কাছে আপ্যায়ন হিসেবে এই পরিমাণ গ্রহণ করে যা দিতে তারা অক্ষম এববং তাদের উপর তা আবশ্যকীয়

---

[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

নয়। প্রশাসকদের মধ্যে থেকে এমন লোক এই মর্মে পাঠানো হয়-যাদের কাছে খাজনা পাওনা রয়েছে[৩০] এবং বলে দেয়া হয় এই এই পরিমাণ খাজনা আদায় করবে। অনেক সময় এই পরিমাণ খাজনা ধার্য্য করে দেয়া হয় যা দাবীকৃত খাজনার চেয়েও বেশী আদায় করা হয়।

ঐ প্রেরিত লোক এসে বলে আমাকে আমার সম্মানী দিয়ে দাও- যা প্রশাসক আমার জন্য ধার্য্য করেছেন। আর আমার সম্মানী হল এত এত পরিমাণ। যদি তাকে লোকজন না দেয় তাহলে তারা তাদের প্রহার করে, যুলুম করে, দুর্বল কৃষকদের গরু, ছাগল নিয়ে যায় ও অন্যায় ও বাড়া-বাড়ি করে।

যা করদাতাদের জন্য ক্ষতিকর এবং মালে ফাই হ্রাসের কারণ হয়ে দাড়ায় আর গুনাহতো আছেই।

সুতরাং এটা এবং নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ বন্ধের নির্দেশ দিন এবং আদায়কারীদের নিজস্ব হস্তক্ষেপ পরিহারের নির্দেশ দিন।

এমনকি ওয়ালী/প্রশাসকের সাথে এ ধরণের লোক যেন না থাকে সে ব্যবস্থা করুন বা তাদেরকে বহিস্কৃত করুন।

আপনার জন্য বৈধ পন্থায় অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং প্রকৃত স্থানে রাখা হয়/খরচ করা হয়। এরকম সৎ কর্মচারী, সৈন্য নিয়োগ প্রদান করুন।

শস্য সংগ্রহ পদ্ধতিঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) খলীফাকে সম্বোধন করে বলেন- শস্য সংগ্রহ ও মাড়াইয়ের ব্যাপারে তা যেন মধ্যম পর্যায়ের হয়। শস্য সংগ্রহের পর আটকিয়ে রাখবে না। মাড়াই সম্পন্ন হওয়ার পর একদিনের জন্যও ফেলে রাখাবে না বরং খোলায় নিয়ে আসবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না খোলায় নিয়ে সংরক্ষণ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোন চাষী, পথিক, পাখি এবং গবাদী পশু নিয়ে যেতে থাকবে। তবে মালিকের বিষয় ভিন্ন। কেননা সে তা থেকে খায়। সে শস্য কাটার পূর্বে শিষে থাকা থেকে বণ্টন করা পর্যন্ত খাদ্য খায়। খাদ্য-শস্যকে খোলায় একমাস, দুই মাস বা তিন মাস পর্যন্ত খোলায় আটকে রাখাতে সুলতানের ক্ষতি হয়। এমনিভাবে চাষাবাদেও বিলম্ব হয়।[৩১]

খোলায় আন্দাজ করে বা অনুমান করে হিসাব করা যাবে না। অনুমানে যা কম হয় তাতে সরকারের ক্ষতি হয়। আর তা আবার খাজনাদাতাদের কাছ থেকে আদায় করলে তারা বিরক্ত হয়। আবার বেশী হলেও খাজনাদাতার ক্ষতি হয়।

আর কর্মচারীর জন্য উচিত নয় যে, নষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্য শস্যের ক্ষতিপূরণ খাজনাদাতাদের নিকট থেকে আদায় করা। তাহলে নির্ধারিত শর্তের চেয়ে বেশী পরিমাণ গ্রহণ করা হবে।

---

[৩০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

আর যখন খাদ্য-শস্য ও ভূট্টার মাড়াই হয়ে যাবে তখন প্রাপ্যদেরকে ভাগ করে দিবে। তাদেরকে দফায় দফায় মেপে দিবে না, যেমন-আজ একমন, কাল একমন, পাঁচ দিন পর আবার কিছু তারপর এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পর আবার কিছু। তারপর খোলায় এক মাস বা দুই মাস[৩২]রেখে দিবে আবার তা তাদের মাঝে ভাগ করে দিবে। ফলে দ্বিতীয়বার তাকে মেপে দিবে। আর যদি প্রথমবার মাপায় কম হয় তখন সে বলবে আমাকে পূর্ণ করে দাও। তাদের কাছ থেকে এমন জিনিষ গ্রহণ করবে যা তার নয়, এমন যেন না হয়।

খাদ্য-শস্য মাড়াই হয়ে যাওয়ার পর পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে বণ্টন করে দিবে। সে তার হক নিয়ে যাবে তা আটকাবে না।

সুলতানের জন্য দফায় দফায় কৃষককে মেপে দিবে না বরং উভয় পক্ষকে একই মাপ দিতে হবে লাগাতারভাবে।

- কর্মকর্তা/কর্মচারী খাবার বাবদ কোন খাদ্য-শস্য নিবে না সময় ও কালের বিনিময় বাবদ। বাদশার খাদ্যের বোঝা তারা নিবে না এবং তাদের কাছে কম হওয়ার দাবী করবে না যা তারা পরে নিয়ে যাবে।
- খাজনা দাতাদের কাছ থেকে কাগজ বা তার মূল্য; পরিমাপকারীদের মজুরী বা সম্মানী গ্রহণ করা যাবে না। ঐ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে ভাগ হিসেবে বা প্রতিনিধিত্ব হিসেবে বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে খরচ ধরা যাবে না।
- খাজনাদাতাগণ ভূষির মূল্য নিতে পারবে না এবং ভূষিকে ভাগ করা হবে গম ও যবের ভাগ অনুযায়ী কায়ল হিসেবে অথবা গম ও যবের সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে। তার মূল্য বণ্টন করা হবে ভূষি বণ্টন অনুযায়ী।

প্রাকৃতিক নদী খনন প্রসঙ্গেঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ঐ সমস্ত খাজনা আদায়কারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নির্দেশ দিন-যখন খাজনা প্রদানকারী লোকজন তাদের কাছে আসে তখন তারা যেন কর্মকর্তাদের মনে করিয়ে দেয় তাদের দেশে বহু প্রাকৃতিক নদী ও প্রচুর অনাবাদী ভূমি রয়েছে তারা যদি তাদের নদীগুলো খনন করে নাব্যতা দূর করে এবং পানি প্রবাহ এনে দেয় তবে এই অনাবাদী জমিগুলো আবাদ করা যাবে এবং তাতে খাজনা বৃদ্ধি পাবে।[৩৩]

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি অভিজ্ঞ সকলের সাথে পরামর্শ করে প্রাকৃতিক নদী সমূহ খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এর খরচাদী রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দিবেন, এতে লাভ-লোকসানের চিন্তা করবেন না।

---

[৩২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
[৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

এলাকাবাসীদের উপর ব্যয়ভার চাপাবেন না, তারা যদি তা আবাদ করে তবে তা বিরান ভূমি হওয়া থেকে উত্তম হবে, তাদের পলায়ন উত্তম হবে তাদের মাল খরচ থেকে, আর তারা যদি সক্ষম হয় তবে উত্তম হবে তাদের অক্ষম হওয়া থেকে এবং তাতে যে সকল উপকারীতা রয়েছে তা খাজনাদাতাদের নিজ দেশের ভূমি ও নদী সমূহে রয়েছে।

তারা যখন উহার সংস্কার চাইবে তখন তাদের ডাকে সাড়া দিবেন যদি তাতে অন্যান্য গ্রামবাসী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ক্ষতি না হয়।

যদি অন্যান্যদের ক্ষতি হয়, তাদের খাদ্য-শস্য নষ্ট হয়ে যায় এবং খাজনাতে ভাঙ্গন দেখা যায় তখন সাড়া দেয়া যাবে না।

- যখন সাওয়াদবাসী তাদের বড় বড় নদী সমূহ খনন করার প্রয়োজনবোধ করবে যা দজলা ও ফোরাত থেকে আনা হবে তখন তাদের জন্য খনন করে দেয়া হবে যার খরচ বাইতুল মাল ও সাওয়াদবাসীর পক্ষ থেকে দিতে হবে তবে খাজনাদাতাদের উপর উহা সম্পূর্ণরূপে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ যৌথভাবে খনন কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।
- আর যে সকল নদী তারা তাদের জমিনে, কৃষিকাজে, আঙ্গুর বাগানে, খেজুর বাগানে, উদ্যান সমূহে ও সবজি ক্ষেত সমূহে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবাহিত করে সেইগুলির খনন খরচ খাজনা দাতাদের উপর হবে। এর কোন কিছুই বাইতুল মালের উপর আসবে না।
- তবে নদী ভাঙ্গন, বাঁধ সমূহের নির্মাণ/সংস্কার সুইচগেট সমূহ দজলা, ফোরাত ও অন্যান্য বড় বড় নদীতে হয় সেগুলির সংস্কার ও মেরামতের অর্থ বাইতুল মাল থেকে দিতে হবে, করদাতাদের উপর চাপানো যাবে না। কেননা এর উপকারীতা বিশেষভাবে ইমামের উপর বর্তায় যেহেতু এটা আম কাজ বা সকল মুসলমানদের কাজ, যাদের দায়িত্বশীল ইমাম।

  আরেকটি বিষয় হলো ভূমি সমূহের ক্ষতি করে এমন জিনিষ বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে খাজনার উপর মন্দ প্রভাব পড়বে, তাই বাইতুল মালই একমাত্র খরচের উৎস।

  তাই আপনি এমন লোককে নিয়োগ প্রদান করুন –

  ১. যে অর্থ বা আমানতের খেয়ানত করবে না আর এমন কাজ করবে না যা তার জন্য অবৈধ। সে বাইতুলমাল নিজে ও তার সঙ্গীদের জন্য অর্থ আত্মসাৎ করবে না।

  ২. উক্ত কাজ চলাকালে বা নির্মাণকালে এমন স্থান বাদ দিবে না যাতে ভয়ের আশংকা থাকে। এমন কোন কাজ করবে না যাতে ঐ স্থান মজবুত না হয় এমনকি ভেঙ্গে পড়ে এবং লোকদের ফসলাদী ডুবে যাবে এবং ঘরবাড়ী ও জনপদকে নষ্ট করে দিবে।

  ৩. আর আপনি সেখানে এমন লোক প্রেরণ করুন আপনার গভর্নর কি কাজ করে? এবং ঐ সকল আশংকাজনক স্থানে যে কাজগুলো করার প্রয়োজন ছিল তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং

Dhaka University Institutional Repository

যা ভাঙ্গে ও ভাঙ্গার কারণ বুঝতে পারে।[৩৪] কেননা উক্ত স্থানগুলো যাতে ভেঙ্গে না যায়। আর ভাঙ্গার কারণও নির্ণয় করতে হবে।

যুলুমের প্রতিরোধ:- ইমাম আবু ইউসুফ (র:) বলেন- আমি মনে করি আপনি একদল সৎ ও নিষ্কলুষ লোককে প্রেরণ করুন যাদের দ্বীনদারী ও আমানতদারী সম্পর্কে আস্থা রাখা যায় তারা আপনার কর্মকর্তাদের চরিত্র এবং দেশে কিভাবে কাজকর্ম করছে? তারা কিভাবে খাজনা সংগ্রহ করছে এবং খাজনা দাতাদের উপর কি পরিমাণ ধার্য্য করছে? এ ব্যাপারে খোঁজ ও অনুসন্ধান চালাবে।

তাদেরকে শক্তভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তারা বেশী কিছু (খাজনা) আদায় করেছে কিনা? তাদেরকে যে হুকুম ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা লংঘন করেছে কিনা? নিশ্চয়ই কর প্রশাসক যে যুলুম ও অন্যায় করে তা অন্যের উপর দায়ভার চাপায়। এটা যে তারই হুকুম অথচ তা বুঝতে দিতে চায় না।

* যদি তারা খাজনাদাতাদের উপর যুলুম করে, সীমালংঘন করে তাহলে এমন কষ্টদায়ক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে যা দেখে অন্যরা ক্ষান্ত হবে, বিরত থাকবে ও ভয় করবে যে টাকা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দেবে।

* আর যখন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গভর্নরের পক্ষ থেকে সীমালংঘন, অন্যায় যুলুম, আপনার ও জনগণের সাথে খেয়ানত, মালে ফায় লুকানো, অসৎ লালসা এবং মন্দ চরিত্রের বিষয়টি আপনার কাছে সত্যবলে মনে হয় তবে তাকে দিয়ে কাজ করানো, সহযোগিতা নেয়া, জনসাধারণের কাজে দায়িত্ব প্রদান করা এবং আপনার কাজে শরীক করা হারাম।

মযলুমের প্রতি করণীয়:- মযলুমের সুবিচার করা এবং যুলুম পরিহার করায় প্রতিদান রয়েছে, তা দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি পাবে, তা দ্বারা দেশের আবাদ অধিক হবে। ন্যায় পরায়নতার সাথে বরকত থাকে আর যুলুমের সাথে তা হারিয়ে যায়। যুলুম দ্বারা সংগৃহীত খাজনা দেশে বরকত হ্রাস করে। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) খাজনা দাতাদের মাঝে ন্যায় পরায়নতা তাদের প্রতি সুবিচার এবং তাদের থেকে যুলুম দূর করার মাধ্যমে সাওয়াদ থেকে দশ কোটি দেরহাম খাজনা সংগ্রহ করেন। সেই সময় দেরহামের ওজন ছিল মিসকালের ওজনের মত।[৩৫]

- আপনি অন্যায়-অবিচার নিয়ে মাসে বা দুইমাসে একবার বৈঠক করবেন। মাযলুমের ফরিয়াদ শুনবেন। উল্টিয়ে তা জালিমদের উপর দিবেন। আপনি প্রজাদের প্রয়োজন থেকে পলায়নকারী হবেন না।

---

[৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।
[৩৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

আপনি একটি একটি বা দুটি বৈঠক যদি করেন তখন সেই সংবাদ শহরে নগরে ছড়িয়ে পড়বে তখন অন্যায়কারী অন্যায়ের বিষয়ে আপনার অবগত হওয়াকে ভয় করবে। অন্যায়ের প্রতি দুঃস্বাহস দেখাবে না। দুর্বল ও নির্যাতিত ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিদানে আশাবাদী হয়ে উঠবে। তার মনোবল শক্তিশালী হয়ে উঠবে। অধিক দোয়া করবে। যদি বৈঠকে আগত সকল অভিযোগকারীদের অভিযোগ শুনা আপনার সম্ভবনা হয় তবে কিছু লোকের বিষয়ে প্রথম বৈঠকে দৃষ্টিপাত করবেন। আরো কিছু লোকের বিষয়ে দ্বিতীয় বৈঠকে, এমনিভাবে তৃতীয় বৈঠকে। আর এ ব্যাপারে কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দিবেন না। যার ঘটনা আগে বের হবে প্রথমে তাকে ডাকা হবে। এমনিভাবে তার পরবর্তীজনকে যখন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও গভর্নর জানতে পারে যে আপনি লোকদের বিষয়ে খবরাখবর নেওয়ার জন্য বছরে, মাসে, নয় একদিন বসেন তবে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় তারা যুলুম থেকে বিরত থাকবে এবং নিজ থেকেই সুবিচার করবে। আর এর দ্বারা বিশাল প্রতিদান মিলবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তির পার্থিব কষ্ট দূর করে দেবে আল্লাহ তা'য়ালা তার আখেরাতের কষ্ট দূর করে দেবেন। এবিষয়ে হাদীসের উল্লেখ করে বলেছেন।

- আমাদেরকে আমাশ আবু সালেহ থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের কষ্ট মুছিবতকে দূর করে দিবেন। আল্লাহও কেয়ামতের দিন তার কষ্ট মছিবত দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে রাখবে। আল্লাহ তা'য়ালাও কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে রাখবেন।
- আবু ইউসুফ (র) বলেন: আমাদেরকে ইসমাঈল ইবনে আবু খালেদ কাইছ ইবনে আবু হাযেম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-আমি আদী ইবনে আদীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন-আমি রাসূলুল্লাহ (স) বলতে শুনেছি-যাকে আমরা কোন কাজে প্রেরণ করি সে যেন তার কমবেশী সবকিছুকে প্রকাশ করে যে ব্যক্তি শুধু সূতা খেয়ানত করে তবে তা চুরি হবে এবং কেয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে।
- তিনি বলেন- আমাদেরকে হিশাম, ক্বাছেম থেকে তিনি আবু আব্দুল ওয়াহিদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আকীল থেকে, তিনি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেছেন-আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে শুনেছি বান্দাগণ কেয়ামতের দিন নগ্ন খতনাহীন, নিগুঢ়, কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় উঠবে। তিনি বলেন-তখন এমন এক আওয়াজ দিয়ে ঘোষণা করা হবে যে, দূরের ও নিকটের সবাই শুনতে পারবে।" আমিই বাদশাহ! আমিই বিচারক! কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারবেনা এই অবস্থায়[৩৬] এই অবস্থায় যে কোন জান্নাতীর কাছে তার অনাচারের বিষয় রয়েছে।

[৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

আর কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এই অবস্থায় যে, তার কাছে কোন জাহান্নামীর প্রতি অবিচার রয়েছে যতক্ষণ আমি তার থেকে বদলা নিব।[৩৭]

- তিনি আমাকে মুজালিদ ইবনে সাঈদ, আমের থেকে, তিনি মুহাররির ইবনে আবু হুরায়রা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন- হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন-আপনারা আমাকে সহযোগীতা না করলে কে আমাকে সহযোগিতা করবে? তারা বললেন আমরা আপনার সহযোগিতা করব। তিনি বললেন- হে আবু হুরায়রা (রা) আপনি বাহরাইনে যান। তিনি বলেন- অত:পর আমি গেলাম এবং বছর শেষে দুটি থলি নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম, তাতে পাঁচ লক্ষ দিরহাম ছিল। তখন হযরত ওমর (রা) তাঁকে বললেন-আমি এর চেয়ে একত্রিত সম্পদ কখনো দেখিনি। তাতে মযলুমের বদ দোয়া জড়িত আছে অথবা এতীমের মাল আছে অথবা বিধবার মাল অছে। তিনি বলেন যে, আমি বললাম না! আল্লাহর ক্বসম! ঐ লোক মন্দ ঠিক আছে, তাহলে আপনি বিনা কষ্টের সম্পদ নিয়ে যান আর আমি আমার বেতন নিয়ে চলে যাই।

- আবু ইউসুফ (র) বলেছেন- আমাকে আমাদের এক শাইখ বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন- আমি মাইমুন ইবনে মেহরানকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, ওমর (রা) এর কাছে প্রতি বছর ইরাক থেকে দশ কোটি আওকিয়া আসত, তারপর তিনি কূফাবাসী ও বসরা বাসীদের থেকে দশজন দশজন করে তার নিকট নিয়ে আসেন, আল্লাহর নামে চারবার করে স্বাক্ষ্য দেয়ার জন্য যে, (প্রাপ্ত) অর্থ ভাল তাতে কোন মুসলমান বা যিম্মির উপর কোন অবিচার করা হয় নি।[৩৮]

- তিনি বলেন- আমাকে মাশায়েখদের থেকে কেউ আমর ইবনে মাইমুন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে তিনি বলেছেন-ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) লোকদেরকে ভাষণ দিয়ে বললেন- আল্লাহর শপথ আমার লোকদেরকে তোমাদের কাছে পাঠাইনা তোমাদের লোকদের প্রহার করতে। তোমাদের সম্পদকে নিয়ে আসতে বরং আমি তাদেরকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করি দ্বীন এবং নবীর সুন্নাত শিক্ষা দিতে। সুতরাং উহা ব্যতীত যে ব্যক্তি অন্য কিছু করবে তার বিষয়ে যেন আমার কাছে উত্থাপন করা হয়। আল্লাহর ক্বসম! যার হাতে আমার প্রাণ অবশ্যই আমি তার থেকে বদলা নিব। তখন আমর ইবনুল আস লাফ দিয়ে উঠে বললেন- হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি মনে করেন যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে কেউ প্রজাদের উপর শাসক নিযুক্ত হয় অত:পর তিনি কাউকে শাস্তি প্রদান করেন তবে আপনি তার থেকে বদলা নিবেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। ঐ সত্ত্বার ক্বসম! যার হাতে আমার প্রাণ আমি অবশ্যই তার থেকে বদলা নিব।

---

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
[৩৮] . কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে নিজের থেকে বদলা নিতে দেখেছি। সাবধান! তোমরা মুসলমানদের প্রহার করবে না; (যদি কর) তবে তোমরা অপদস্ত করলে। তাদের অধিকার থেকে বাধা প্রদান করবে না তাহলে তোমরা তাদের অস্বীকার করলে এবং তাদেরকে বন-জঙ্গলে জায়গা দিওনা তাহলে তোমরা তাদেরকে ধবংস করে দিলে।[৩৯]

- আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওলীদ আছেম ইবনে আবু নাজুদ থেকে, তিনি উমারাহ ইবনে খুযাইমা ইবনে সাবেত থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন- ওমর (রা) যখন কোন ব্যক্তিতে প্রশাসক নিয়োগ করতেন তখন এর উপর আনছার ও অন্যান্যদের থেকে একদল লোককে সাক্ষী রাখতেন এবং চারটি শর্তারোপ করতেন-

  ১. অনারব ঘোড়াতে আরোহন করবে না।

  ২. মিহি কাপড় পড়বে না।

  ৩. লোকদের প্রয়োজন থেকে দরজা বন্ধ করে রাখবে না

  ৪. কোন দ্বার রক্ষী রাখবে না।

বর্ণনাকারী বলেন- ওমর (রা) মদীনার এক রাস্তায় হাটছিলেন এমন সময় এক লোক ডেকে উঠল-হে ওমর (রা) আপনি কি মনে করেন ঐ শর্তগুলো আপনাকে আল্লাহ তা'য়ালার কবল থেকে বাঁচাবে-অথচ আপনার নিযুক্ত মিশরের কর্মকর্তা আয়ায ইবনে গনম-সে মিহি পোশাক পরিধান করেছে এবং দ্বাররক্ষীও নিযুক্ত করছে? তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে ডাকলেন তিনি ছিলেন প্রশাসকদের কাছে বার্তাবাহক, তাকে এই বলে পাঠালেন যে, তাকে আমার কাছে ঐ অবস্থায়ই নিয়ে আসবে যে অবস্থায় যে তুমি তাকে পাবে।

বর্ণনাকারী বলেন-যখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তার কাছে গিয়ে তাঁকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তার দরজায় দ্বাররক্ষী রয়েছে, যখন তিনি তার কাছে প্রবেশ করলেন দেখলেন যে, তিনি মিহি কাপড় পরিহিত। তখন তিনি বললেন, আপনি আমীরুল মু'মিনের প্রতি সাড়া দিন।

তিনি বললেন-আমাকে আমার আল খেল্লাটা পড়তে দিন, তিনি বললেন না। আপনি এই অবস্থায়ই চলুন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি তাকে নিয়ে ওমর (রা) এর কাছে নিয়ে আসলেন। তখন ওমর (রা) তাকে দেখে বললেন-তোমার জামা খোল। তিনি পশমের তৈরী একটি ঢিলা জামা, একপাল ছাগল ও একটি লাঠি আনতে বললেন। অত:পর বললেন এই ঢিলা জামা পরিধান কর, লাঠিটি ধর এবং এই ছাগল পালের রাখালি কর। আর তোমার পাশ দিয়ে যারা গমন করবে তাদেরকে পান করাবে এবং তুমি পান করবে, আর যা অতিরিক্ত হবে তা আমার জন্য সংরক্ষণ করবে, শুনছ! তিনি বললেন, হ্যাঁ এর চেয়ে মৃত্যুবরণ করা শ্রেষ্ঠ। এই কথাটি বারংবার তাকে বলতে লাগলেন।

---

[৩৯] . কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর ওমর (রা) বললেন-তুমি একে অপছন্দ কর নি। আর তোমার বাবা নামই রেখেছেন ছাগল হিসেবে। কেননা তিনি ছাগল চরাতেন। তুমি কি মনে কর এটা তোমার নিকট ভাল হবে? তিনি বললেন- হে আমীরুল মু'মিনীন! হ্যাঁ। ওমর (রা) বললেন খোল এবং তাকে তার কাজে ফিরিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন- অত:পর তাঁর (ওমর (রা)) এর কোন প্রশাসক ইয়ায এর মত হয়নি।[৪০]

- আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাদেরকে আমাশ ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেছেন যে, যখন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এর কাছে সংবাদ পৌছত যে, তার কর্মকর্তা অসুস্থ্য ব্যক্তিকে দেখতে যায় না এবং তার কাছে দুর্বল ব্যক্তি আসতে পারে না তখন তিনি তাকে অপসারণ করতেন।[৪১]
- তিনি বলেন- আমাকে আব্দুর রহমান ইবনে সাবেত ইবনে ছাওবান তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন-তিনি বলেন এক লোক এসে বলল- হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি একটি ক্ষেত চাষ করেছি। অত:পর সেখান দিয়ে শামের অধিবাসী সৈন্যদল গমন করেছে। ফলে তা নষ্ট করে দিয়েছে। তখন তিনি বললেন-তাকে দশ হাজার দেরহাম বদলা দিয়ে দাও।[৪২]

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।
[৪১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।
[৪২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

পশুর যাকাত সম্পর্কিত আলোচনা

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন উট, গরু, ছাগল, ঘোড়ায় কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হয় এবং কিভাবে যাকাত আদায়কারীর সাথে আদান-প্রদান করা উচিত হবে? আর উপরোল্লেখিত পশু সমূহ থেকে কোন প্রকারের পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব হয়?

সুতরাং আপনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে হক আদায় করা ও প্রাপকদেরকে যাকাত প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করুন। যার উপর যাকাত দেয়া ওয়াজিব তার থেকে গ্রহণ করবে। অত:পর ঐ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ও তার খোলাফায়ে রাশেদীন যে আদর্শ রেখে গেছেন সে অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ প্রদান করুন।

তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিযে বলেন[৪৩]-

واعلم أنه من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل اجر من عمل بها من غير ان ينتقص من اجورهم شيئ ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئ -

অর্থঃ "আর জেনে রাখবেন যে ব্যক্তি কোন উত্তম রীতির প্রচলন করল, তার জন্য তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। যারা তা পালন করবে তাদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান প্রচলনকারীকে দেয়া হবে। ঐ লোকদের (আমলকারীদের) প্রতিদান থেকে কোন কিছু হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথা চালু করবে তার জন্য তার গুনাহ হবে এবং ঐ সব লোকদের সমান গুনাহ হবে যারা তা পালন করেছে তাদের গুনাহ হ্রাস করা হবে না। আর এমনই নবী (স) বর্ণনা করেছেন।"

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমরা একটি হাদীস শ্রবণ করেছি যুহরী থেকে তিনি সালেম থেকে, তিনি ওমর (রা) থেকে যে. রাসূলুলাহ (স) যাকাতের বিষয়ে একখানা পত্র লিখেন অত:পর তিনি তা তাঁর তরবারীর সাথে যুক্ত করে রাখেন অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন-তাঁর উপদেশের সাথে যুক্ত করে রাখেন এবং তা বের করেন নাই তাঁর ওফাত পর্যন্ত। তারপর আবু বকর (রা) সেইভাবে কাজ করেছেন মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর ওমর (রা) ও সেই ভাবেই কাজ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন-তাতে পত্রে উল্লেখ ছিল-

---

৪৩ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আল-কুশায়রী (র), *সহীহ মুসলিম*, হা. ৬৯৭৫; আবু আব্দল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্নু মাযাহ আল-কাজবিনী (র.), *ইবনু মাযাহ*, হা. ২০; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরাতা আত-তিরমিযী (র.), হা. ২৬৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

ছাগলের যাকাত

প্রত্যেক ৪০টি ছাগলে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে ১২০টি পর্যন্ত। ১২০টির অধিক হলে-২টি ছাগল যাকাত দিতে হবে ২০০টি পর্যন্ত। ২০০টির বেশী হলে ৩টি ছাগল যাকাত দিতে হবে ৩০০টি পর্যন্ত। এভাবে প্রতি শতে ১টি করে ছাগল যাকাত প্রযোজ্য। শতের কোটা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তার কোন যাকাত হবে না।

উটের যাকাত

প্রতি ৫টি উটে ১টি ছাগল প্রযোজ্য

প্রতি ১০টি উটে ২টি ছাগল প্রযোজ্য

প্রতি ১৫টি উটে ৩টি ছাগল প্রযোজ্য

প্রতি ২০টি উটে ৪টি ছাগল প্রযোজ্য

প্রতি ২৫টি উটে ১টি বিনতে মা'খাদ (উট) প্রযোজ্য। এই হার ৩৫টি পর্যন্ত।

৩৫টি বেশী হলে ১টি ইবনে লাবুন (উট) প্রযোজ্য। এই হার ৪৫টি পর্যন্ত।

৪৫টির বেশী হলে ১টি হিক্কাহ (উট) প্রযোজ্য। এই হার ৬০টি পর্যন্ত।

৬০টির বেশী হলে ১টি জায়আহ (উট) প্রযোজ্য। এই হার ৭৫টি পর্যন্ত।

৭৫টির বেশী হলে ২টি বিনতে লাবুন(উট) প্রযোজ্য। এই হার ৯০টি পর্যন্ত।

৯০টির বেশী হলে ২টি হিক্কাহ (উট) প্রযোজ্য।এই হার ১২০টি পর্যন্ত।

১২০টির বেশী হলে প্রতি ৫০টি উটে ১টি করে হিক্কাহ ও প্রত্যেক ৪০টি উটে একটি করে বিনতে লাবুন প্রদান করা ওয়াজিব।[৪৪]

হযরত আলী (রা) আমাদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, তিনি বলেছেন- যখন উট ১২০টির অধিক হবে ঐ হিসাব অনুযায়ী যাকাতের উট গ্রহণ করা হবে। সেটা ইব্রাহীম নখঈ (র) এর মত এবং ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাই বলেছেন। সুতরাং উট যখন বেশী হবে তখন প্রতি ৫০টি উটে ১টি হিক্কা প্রযোজ্য হবে। অনুরূপ ছাগল বেশী হলে প্রতি শতে ১টি করে ছাগল প্রযোজ্য হবে।

- ভিন্ন জাতের একত্রিত করে হিসাব করা যাবে না। আর যে সকল গবাদী পশু যৌথ মালিকানাধীন তার যাকাত সমানভাবে উভয় মালিকপক্ষের উপর বর্তাবে।
- একই জাতের পশুকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা যাবে না।

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

মহিষ ও গরুর যাকাত

বিচরণকারী গরু ৩০টির কম হলে অর্থাৎ ২৯টি পর্যন্ত যাকাত নেই।

- ৩০টি গরু বা মহিষে ১ বছর বয়সী বাছুর তাবী বা তাবীয়া প্রযোজ্য। এই হার ৩৯টি পর্যন্ত।
- ৪০টি গরু বা মহিষে ২ বছর বয়সী মুসান্না/মুসিন্না প্রযোজ্য। অথবা পূর্ণ বয়স্ক গরু প্রদান করতে হবে।
- ৪০টির বেশী হলে ৪১-৬০টি পর্যন্ত ৩০টির যাকাতের দ্বিগুণ। অর্থাৎ ২টি ১ বছর বয়সী তাবী বা তাবীয়া প্রযোজ্য।
- তবে ৬০-৬৯-টি হলে ২টি ১বছর বয়সী তাবী/তাবীয়া প্রযোজ্য হবে।
- ৭০টি হলে ১টি তাবী ও মুসিন্না প্রযোজ্য। (উল্লেখ্য যে ৩০টির জন্য ১টি তাবী ৪টির জন্য ১টি মুসিন্না)।
- তারপর ৮০টির জন্য ২টি মুসিন্না।
- ৯০টির জন্য ৩টি তাবী।
- ১০০টির জন্য ২টি তাবী ১টি মুসিন্না।
- ১১০টির জন্য ১টি তাবী ২টি মুসিন্না।
- ১২০টির জন্য ৪টি তাবী বা ৩টি মুসিন্না।

এই হিসাব অনুযায়ী সীমাহীনভাবে চলবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: আমাদেরকে আমাশ, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি মাসরুক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন। যখন রাসূলুলাহ (স) হযরত মুয়ায (রা) কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতি ৩০টি গরু থেকে একটি ষাড় বাছুর অথবা একটি বকনা বাছুর প্রতি ৪০টি গরুতে ১টি করে পূর্ণবয়স্ক গরু গ্রহণ করতে। আর আমাদের কাছে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব থেকে অনুরূপ বর্ণনা পৌঁছেছে।

ঘোড়ার যাকাত

ঘোড়ার যাকাত প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (র) মাশায়েখদের নিকট থেকে বিরোধপূর্ণ মত পেয়েছেন।

১. ইমাম আবু হানিফা (র) বিচরণকারী ঘোড়ার ব্যাপারে ১ দিনার যাকাত ধার্য্য করেছেন। যা হাম্মাদ থেকে ইব্রাহীম সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আলী (রা) থেকেও।

Dhaka University Institutional Repository

২. কেউ বলেছেন- ঘোড়ার কোন যাকাত নাই। এব্যপারে হযরত আলী (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন- 'আমার উম্মতকে গোলাম বাদী ও ঘোড়া যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।'

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমাদেরকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আবু ইসহাক থেকে, তিনি হারেছ থেকে, তিনি আলী (রা) থেকে নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন যে, তোমাদের জন্য ঘোড়া ও গোলাম বাদীর উপর যাকাতের ছাড় দিয়েছি। আর চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত উট, গরু, তাতে কোন যাকাত নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-মহিষ এবং খোরাসানী উট হল উট ও গরুর মত। আর ভেড়া ছাগলের মত।

যে ধরণের পশুর যাকাত গ্রহণ করা হবেঃ যে ধরণের পশু যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- ছাগলের যাকাতে শুধুমাত্র সামনের দাঁত পড়েছে এমন বা আরো বয়সী ছাগল গ্রহণকরা হবে।[৪৫]
- একেবারে বয়স্ক প্রাণী, অন্ধপ্রাণী, এক চোখ কানা, বেশী ত্রুটি যুক্ত পশু, পাঠা, আসন্ন প্রসবা উটনী, গর্ভবতী প্রাণী এবং ছোট ছোট বাচ্চাওয়ালা ছাগভেড়া, মালিক খাওয়ার জন্য যে প্রাণীকে হৃষ্ট-পুষ্ট করেছে এবং আট নয় মাসের বা তার চেয়ে কম বয়সের কোন ছাগল বা ভেড়া যাকাতের জন্য গ্রহণ করা যাবে না। আর যদি আট-নয় মাসের চেয়ে বয়স বেশী হয় এবং উপরে উল্লেখিত কোন প্রকারের না হয় তবে যাকাত আদায়কারী যাকাত গ্রহণ করবে।
- যাকাত উসূলকারীর এই এখতিয়ার নেই যে তিনি বাছাই করে ভাল ভালগুলো গ্রহণ করবেন আর মন্দধরণের পশুগুলো রেখে দিবেন। বরং সুন্নাত হলো তিনি মাধ্যম ধরণের পশু যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবেন।
- যাকাত উসূলকারীর এক অঞ্চলের ছাগল/ভেড়া বা পশু অন্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার এই এখতিয়ার নাই।
- উট, গরু, ছাগলের যাকাত এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে না। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই যাকাত গ্রহণ করা হবে।
- আর গণনার ক্ষেত্রে ছোট বড়কে হিসাবে ধরা হবে, মেষ শাবককেও ধরা হবে যদিও তাকে রাখাল হাতে বহন করে নিয়ে আসে আর তা যদি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে হয়।

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে বাচ্চা হবে সেটাকে প্রথম বছরে হিসাব ধরা হবে না। সেটাকে বছর হিসবে ধরা হবে যদি বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকে। ছাগল, ভেড়া যাকাতের ক্ষেত্রে একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে।

- যদি চল্লিশটি উট হয় আর যদি এক বছর অতিক্রান্ত হয় ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন যে- তাতে কোন যাকাত নেই। তবে আবু ইউসুফ (র) বলেন যে, যাকাত আদায়কারী তা থেকে একটি উট নিবে।
- তেমনিভাবে আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ এর মতে বকনা বাছুর ও দুধ ছাড়ানো বাছুরের ক্ষেত্রে কোন যাকাত নেই।
- যদি কারো পূর্ণ বয়স্ক একটি ছাগল থাকে এবং উনচল্লিশটি উট থাকে আর এক বছর অতিবাহিত হয় তাতে পূর্ণ বয়সের একটি উট যাকাত দিতে হবে।
- যদি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ছাগল মারা যায় তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তাতে কোন কিছু ধার্য্য হবে না। তবে আবু ইউসুফ (র) মতে তাতে একটি উটের ৪০ ভাগের ৩৯ ভাগ যাকাত ধার্য্য করা হবে।
- যদি বছর পার হয় আর কারো যদি ৪০টি উট থাকে। তারপর যাকাত আদায়কারীর আগমনের পূর্বে বিশটি গরু মারা যায় আর মৃত্যুর পর যাকাত আদায়কারী আসে তাহলে পূর্ণ বয়সী একটি গরুর অর্ধেক যাকাত দিতে হবে।

আর যদি আরো কমসংখ্যক মারা যায় তবে সংখ্যানুপাতে যাকাত দিতে হবে।

যদি ৪০টি গরুর এক তৃতীয়াংশ মারা যায় তবে তাতে পূর্ণ বয়সী একটি গরুর তিন ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

যদি ৪০টি গরুর এক চতুর্থাংশ মারা যায় তাতে পূর্ণ বয়সী গরুর চারভাগে তিন ভাগ যাকাত দিতে হবে।

পূর্ণ বয়সী গরুতে যা ওয়াজিব হয় তা বকনা বাছুর দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না।

এমনিভাবে যদি তাঁর পঁচিশটি উট হয় আর এক বছর অতিবাহিত হয় তবে তাতে একটি বিনতে মাখায অর্থাৎ পূর্ণ এক বছর বয়সী উটের বাচ্চা ওয়াজিব হবে। আর যদি একটি উট ব্যতীত সকল উট মরে যায় তবে ঐ بنت مخاض (বিনতে মাখায) এর পঁচিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আর যদি তা থেকে ২০টি উট মরে যায় ৫টি জীবিত থাকে তবে[৪৬] তবে মালিক থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। আর যাকাত উসুলকারীর بنت مخاض এর এক পঞ্চমাংশ (বকেয়া পাওনা) থাকবে।

- যদি কোন ব্যক্তির ৫০টি গরু তার মালিকানায় এক বছর অতিবাহিত হয় অত:পর তা থেকে ১০টি গরু মরে যায় তবে তাতে সেই অবস্থায় একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরু যাকাত দিতে হবে। কেননা এখনো এমন পরিমাণ গরু জীবিত আছে তাতে প্রাপ্ত বয়স্ক ১টি গরু যাকাত ওয়াজিব হবে।

  আর যদি ৫০টি থেকে ২০টি গরু মরে যায় তাতে ১টি প্রাপ্ত বয়স্ক গরুর চার ভাগের তিন ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যদি তার ৪০টি গরু থেকে এক চতুর্থাংশ চলে যায় তাহলে প্রাপ্ত বয়স্ক গরুর এক চতুর্থাংশ রহিত হয়ে যাবে।

- আর যদি কারো ৫০টি উট থাকে তার যিম্মায় তা এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে একটি (حقة) হিক্কা যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে।

- আর যদি তা থেকে তিন/চারটি মারা যায় ফলে ৪৬টি উট জীবিত থাকে তাহলেও একটি (حقة) হিক্কাহ্ যাকাত দিতে হবে। কেননা ৪৫টি থেকে ৬০টি পর্যন্ত একই রকম হিক্কাহ্ ওয়াজিব হয়।

  আর যদি ৪৫/৪৬টি থেকে কম হয় তখন একটি হিক্কাহকে ৪৬টি ভাগে ভাগ করা হবে। তারপর দেখতে হবে কতটি উট জীবিত আছে। যতগুলি উট জীবিত আছে ঠিক তত অংশ ঐ লোকের উপর তাতে যাকাত আসবে।

- তেমনিভাবে ছাগলের হুকুম একই। ৪০টি থেকে ১২০টি পর্যন্ত ছাগলের ক্ষেত্রে ১টি যাকাত দিতে হয়।

  যদি ১২০টি ছাগল থেকে ২০-৪০ বা ৮০টি ছাগল মারা যায় তবে বাকী জীবিত ৪০টি ছাগল থাকে তবে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। কেননা এই পরিমাণ ছাগল জীবিত আছে যাতে যাকাত ওয়াজিব হয়।

  আর যদি ১০০টি ছাগল মারা যায় আর শুধু ২০টি ছাগল জীবিত থাকে তবে ১টি ছাগলের অর্ধেক ছাগল যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ ৪০টিতে যা ওয়াজিব হয় তার অর্ধেক যাকাত দিতে হয়। ৪০ এর পর ১২০টি পর্যন্ত হিসাবে ধরা হয় না।

---

[৪৬]. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

- আর যদি ১২১টি ছাগলের ১বছর অতিবাহিত হয় তবে তাতে ২টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ১২১টি ছাগল থেকে ১টি মারা যায় যাকাত উসূলকারীর আগমণের পূর্বের সেই হিসাব অনুপাতে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

যদি ছয় ভাগের এক ভাগ ছাগল মারা যায় তবে ২টি ছাগলের ছয় ভাগের এক ভাগ রহিত হয়ে যাবে। তেমনিভাবে পাঁচ ভাগের এক ভাগ মারা গেলে ২টি ছাগলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি ১২১টি ছাগল মারা যায় তবে তার উপর ২টি ছাগলের ১২১ ভাগের ১১৯ ভাগ যাকাত প্রযোজ্য হবে।

আর এ নিয়মেই উট, গরু, ছাগলের হিসাব হবে।[৪৭]

[বি:দ্রঃ এক বছর বয়সী উটের বাচ্চাকে بنت مخاض (বিনতে মাখায) বলা হয়। দুই বছর বয়সী বাচ্চাকে بنت لبون বলে। ৪র্থ বছরে পদার্পনকারী বাচ্চাকে حقة (হিক্কাহ) বলে। চার বছর বয়সী বাচ্চাকে جزعة বা জাযআ বলে।]

১ বছর বয়সী এড়ে বাছুরকে তাবী বলে

১ বছর বয়সী বকনা বাছুরকে তাবিয়া বলে।

মুসিন্ন হচ্ছে এড়ে বাছুর যাদের বয়স ২ বছর।

মুসিন্না হচ্ছে বকনা বাছুর যাদের বয়স ২ বছর।

▣ সদকার হ্রাস-বৃদ্ধি ও খুইয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

নিয়্যাত বিশুদ্ধকরণ: ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন-যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালা এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার উচিত নয় যাকাত প্রদান করতে নিয়্যাত না করা। আর যাকাতের এমন পরিমাণ সম্পদ নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে বা ভিন্ন সম্প্রদায়ে হস্তান্তর করার মাধ্যমে এমনভাবে বিভক্ত করা উচিত নয়, যাতে আর যাকাত প্রদান করার প্রয়োজন হয় না। এরকমভাবে যাকাত বাতিল করার পরিকল্পনা মোটেই বৈধ নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করেন- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেছেন, যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী ব্যক্তি মুসলমান নয়। আর যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে

[৪৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

না তার নামাজ নাই। আর হযরত আবু বকর (রা) বলতেন-'যদি তারা আমাকে উট বাঁধার কোন একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা রাসূলুল্লাহ (স) কে দিত, তবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।

যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করার সময় হযরত আবু বকর (রা) যুদ্ধ করা বৈধ বাধাহীন মনে করেছিলেন।

যাকাত আদায়কারীর যোগ্যতা: হে আমীরুল মুমীনীন! আপনি যাকাত আদায়ে

১. এমন একজন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, নিষ্কলুষ, কল্যাণকামী, আপনার ও প্রজাদের জন্য নিরাপদ ব্যক্তিকে বাছাই করবেন।
২. সে হবে দ্বীনদার ও আমানতদারীতায় পরিপূর্ণ।
৩. খাজনার সম্পদ আদায়কারীর যাকাত আদায় করা উচিত নয়।
৪. যাকাত আদায়ের নামে জনগণের উপর জুলুম করা, অপরিনামদর্শিক আচরণ করা এবং এমন সম্পদ নিয়ে আসা যা বৈধ নয় এবং পর্যাপ্ত নয়। এরকম আচরণের ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান না করা।

▣ যাকাত বন্টনের খাত সমূহঃ

খাজনার সম্পদ আর যাকাত ও উশরের সম্পদ একত্রিত করা উচিত হবে না। কেননা খাজনার সম্পদ হল মালে ফাই-এর মত অর্থাৎ বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত লব্ধ সম্পদ যা সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। আর যাকাত ও উশর আল্লাহর কিতাবে উল্লেখিত আট শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

সুতরাং উট, গরু, ছাগল বা অন্যান্য সম্পদ যখন জমা করা হবে তখন উশরী সম্পদ ও একত্রিত করা হবে। কেননা যাকাত ও উশরের ব্যয়ের ক্ষেত্র একই। যা আল্লাহ তা'য়ালা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

465876

যাকাততো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়ে কর্মচারীদের জন্য। যাদের অন্তরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে তাদের জন্য, গোলাম মুক্তির জন্য, ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তি, জেহাদ আর মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত।

১নং ও ২নং যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এক অংশ রয়েছে। তা বন্টন করা হবে ঐ শহর ও এর আশে-পাশের অধিবাসী ফকীর-মিসকীনদের মাঝে যে শহর থেকে যাকাত আদায় করা হয়েছে। উক্ত শহরের যাকাত অন্য শহরের ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বন্টন করা যাবে না।

৩. যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য সম্পদ ব্যয় করা হবে যা তাদের জন্য যথেষ্ট হয় এবং প্রয়োজনপূর্ণ হয়। যদিও তা মূল্য থেকে অধিক কম হয় বা বেশী হয়। তবে এই

[৪৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণ বেতন ভাতা দেয়া যাবে না যাতে যাকাতের অধিকাংশ সম্পদই তাদের পিছনে ব্যয় হয়ে যায়। এমন পরিমাণ দেয়া হবে অপচয় ও কৃপণতা ব্যতীত।

৪. যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা হয়েছে।

৫. ঋণগ্রস্থদের জন্য যারা ঋণশোধ করতে পারছে না।

৬. মুসাফিরের জন্য এক অংশ যারা এ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

৭. গোলাম আযাদীর জন্য অথবা যা কোন লোকদাস হিসাবে আছে যেমন-তার পিতা বা ভাই, বোন, মামা, মেয়ে অথবা স্ত্রী বা দাদা-দাদী বা চাচা, চাচী, ফুফা, ফুফী, মামা, খালা এই ধরণের কোন আত্মীয় দাস/দাসী থাকলে তাদের ক্রয়ের জন্য সাহায্য লাগানো হবে।

৮. আরেক অংশ জেহাদের জন্য অথবা মুসলমানদের রাস্তা সংস্কারের জন্য।

ইমাম উপরোক্ত খাত সমূহে নিজের ইচ্ছামতো বন্টন করতে পারেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, আমাদেরকে হাসান ইবনে ওমারাহ থেকে তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) এর কাছে যাকাতের সম্পদ আনা হলে তখন তিনি তা থেকে এরূপ পরিবারকেই সব দিয়ে দিলেন।[৪৯]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাকে হিশাম ইবনে ওরওয়াহ তার পিতা থেকে তিনি আবু হুমাইদ আস-সাদী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (স) এক লোককে নিযুক্ত করলেন বণী সুলাইমের যাকাত উসুল করার জন্য, যাকে ইবনে লুতাইবা নামে ডাকা হত। সে যখন যাকাত উসূল করে আসল তখন এসে বলল-এগুলো আপনাদের জন্য, আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন-তখন রাসূল (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ-তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনা করে বলেন-সেই কর্মচারীদের কি হল? যাকে আমি প্রেরণ করেছি, সে বলে ইহা আপনাদের জন্য, আর ইহা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। সে কি তার বাবা-মার ঘরে বসে থাকতে পারে না? যাতে সে দেখতে পায় তার কাছে উপঢৌকন দেয়া হয় নাকি?

সেই সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যাকাতের সম্পদ থেকে কেউ কোন কিছু নিলে কিয়ামতের দিন তা ঘাড়ে বহন করে নিয়ে হাজির হবে, সেটা যদি উট হয় তবে তার গরগর শব্দ হতে থাকবে, যদি গরু হয় তবে গর্জনের আওয়াজ হতে থাকবে, যদি ছাগল হয় তবে ব্যা ব্যা করতে থাকবে। তারপর তিনি তাঁর দুই হাত উত্তোলন করলেন এমনকি তাঁর বগলের নীচের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর বললেন-হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়েছি।[৫০]

---

[৪৯]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৮১।
[৫০]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করেন-আমাকে হিশাম ইবনে ওরওয়াহ তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূল করার জন্য প্রেরণ করেন যখন আল্লাহ-তা'য়ালা তাকে যাকাত উসূল করার জন্য হুকুম করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন-তুমি লোকদের নিকট থেকে বাছাইকৃত উত্তম সম্পদের কোন কিছুই গ্রহণ করবে না। পুরাতন বয়স্ক, বাচ্চা এবং ত্রুটিযুক্ত উট নিবে। নবী (স) লোকদেরকে আতংকিত করতে তাদের অসম বোঝা চাপিয়ে দিতে এবং এবং যাকাত প্রদানকে পূণ্যের কাজ মনে করাকে অপছন্দ করতেন। তারপর লোকটি চলে গেল এবং রাসূলুলাহ (স) যেভাবে বলে দিয়েছিলেন সেভাবেই যাকাত উসূল করল, এমনকি এক গ্রাম্য লোকের কাছে আসল। এসে তাকে জানাল যে, আল্লাহ-তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে আদেশ করেছেন লোকদের থেকে যাকাত উসূল করতে যার দ্বারা তাদেরকে আত্মশুদ্ধি করা এবং তাদেরকে পবিত্র করা হবে, তখন লোকটি তাকে বলল-উঠ গ্রহণ কর। তখন তিনি গিয়ে পুরাতন বয়স্ক উট বাচ্চা উট আর ত্রুটিযুক্ত উট নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকটি তাকে বলল-আল্লাহর শপথ! তোমার পূর্বে আমার উটের ব্যাপারে কেউ নিতে আসে নাই। আল্লাহর শপথ! তুমি অবশ্যই বাছাই করে নাও। তখন তিনি রাসূলুলাহ (স)-এর কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনাটি বললেন, তখন রাসূলুলাহ (স) তার জন্য দোয়া করলেন।[৫১]

উৎপন্ন ফলের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রসঙ্গেঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, ভূমির করদাতাগণ থেকে আদায়কৃত শস্য এবং তাদের ফলবান বৃক্ষ যেমন খেজুর, আঙ্গুর এবং অন্যান্য বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আপনি যে একটি বিশেষ ধরণের বন্টনের পক্ষপাতি, তার দলীল প্রমাণ কি? আপনি কেন হযরত ওমর ফারুক (রা) এর অনুসরণ করে সে পরিমাণ কর নিচ্ছেন না, যা হযরত ওমর (রা) ভূমির করদাতাদের খেজুর এবং অপরাপর বৃক্ষের উপর নির্ধারণ করেছিলেন এমতাবস্থায় যে, ভূমির করদাতাগণ সন্তুষ্ট ছিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তা আদায় করতেন?

ইমাম আবু ইউসুফ (র) জবাব দিচ্ছেন এভাবে যে, হযরত ওমর (রা) ভাল করে জানতেন যে, কর সে ভূমির জন্য ধার্য্য করা হয়েছে তা জমিনের উৎপাদন ক্ষমতার মানের দিক বিবেচনায় বেশী নয় বরং যুক্তিসংগত ও ন্যায়নুগ। তিনি কর ধার্য্যকালে একথা বলেননি যে, করদাতাগণের জন্য চিরস্থায়ীভাবে এ হারে কর আদায় করা জরুরী এবং অলংঘনীয়। আর আমার এবং পরবর্তী খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত কারো এতে কম-বেশী করার অধিকার থাকবে না। বরং ইরাকে নিযুক্ত তাঁর কর্মচারী হযরত হুযায়ফা ও হযরত উসমান ইবনে হানীফ (র) যখন সেখান থেকে উত্তম ধরণের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এলেন, তখন তিনি তাঁদের লক্ষ্য করে বললেন "সম্ভবত তোমরা সে ভূমির জন্য এত অধিক পরিমাণ ধার্য্য করেছ, যা তাদের আদায়ের ক্ষমতা বহির্ভূত।" হযরত উমর ফারুক (রা) এর বক্তব্যের ভাষায় একথা স্পষ্ট প্রমাণ

---

[৫১]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় যে, যদি তাঁর কর্মচারীগণ যদি স্বীকার করতেন যে, হ্যাঁ সেখানে এমন কর ধার্য্য করা হয়েছে যা তারা আদায়ে অক্ষম। অবশ্যই তিনি করের পরিমাণ কমিয়ে দিতেন। যদি তাঁর নির্ধারিত করের পরিমাণ অকাট্য ও অলংঘনীয় হত, তবে তাতে কম-বেশী করার সম্ভাবনা থাকতনা; আর এমনটি হলে তিনি কস্মিনকালেও কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করতেন না যে, ভূমির মালিক কর আদায়ে সক্ষম না অক্ষম।

আর কিভাবে ধার্য্যকৃত খাজনা হ্রাসবৃদ্ধি বৈধ হবে না অথচ উসমান হানীফ হযরত ওমর (রা) এর জবাবে বলেছিলেন: "আমার আওতাধীন ভূমিতে এমন পরিমাণ কর আরোপ করেছি যা কষ্টকর নয়, আপনি চাইলে এর দ্বিগুণ করতে পারি। তাই উসমান ইবনে হানীফ কি প্রকারান্তে একথা বুঝাতে চেয়েছেন-

(ক) তার আরোপিত কর ন্যায়ানুগ ছিল এবং তিনি অতিরিক্ত অংশ ছেড়ে দিয়েছেন। প্রয়োজনে হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আর হুযাইফা (রা) জবাবে বলেছিলেন-তিনি যে কর ধার্য্য করেছিলেন তা বহনে সক্ষম। তবে সেখানে অতিরিক্ত অংশ বেশী নাই।[৫২]

সুতরাং আমি দেখলাম-ভূমিতে যে কর আরোপ করা হয়েছে, তা তাদের জন্য কঠিন হবে, ভূমি তা বহন করতে পারবেনা এবং ঐ পরিমাণ কর আদায় করা তাদেরকে এলাকা থেকে থেকে বিতাড়ন ও ভূ-সম্পত্তি পরিত্যাগের শামিল হবে।

আর আমরা হযরত ওমর (রা) এর সংকোচন নীতিকেই অনুসরণ করছি, যাতে তাদের (জনগণের) উপর সাধ্যতীত বোঝা আরোপিত না হয়। আর তাদের ভূমি যা বহন করতে সক্ষম।

আরেকটি কথা প্রমাণিত যে, ইমাম খাজনা আদায়ে ব্যক্তির সামর্থনুযায়ী কম-বেশী করার এখতিয়ার রয়েছে। আর ইমামের এই বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে যে, লোকেরা যেন তাদের ফসলের অংশ সরিয়ে না নেয় অথবা তাদের নির্দিষ্ট উপত্যকার বাড়ী-ঘর থেকে সরিয়ে দেয়ার মত কাজ করে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) পূর্বালোচনা প্রসঙ্গ টেনে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন স্থান, পরিবেশ, জমির উর্বরতা, অনুর্বরতা, বক্তির উপযুক্ততা, অনুপুযুক্ততা, সামর্থ্য, চাহিদা, পরিমাণ বিবেচনা করে কর ধার্য্য করা উচিত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ প্রসঙ্গে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-আমাদেরকে আব্দুর রহমান বিন সাবেত বিন ছাওবান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-ওমর বিন আব্দুল আজিজ পত্র লিখেছেন-আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমানের কাছে যে তুমি ভূমির প্রতি লক্ষ্য কর, আর অনুর্বর

---

[৫২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

জমিকে উর্বর জমির উপর চাপিয়ে দিও না। অনুর্বর জমিকে দেখ যদি তা থেকে কৃষকেরা কিছু দিতে পারে। যা দিতে পারে তা গ্রহণ কর এবং তাকে সংস্কার কর যাতে উর্বর হয়ে যায়। আর যে উর্বর জমিতে কোন চাষ করা হয় না তা থেকে কিছু গ্রহণ কর না। আর যে সকল খারাজী উর্বর ভূমি নিঃস্ফলা হয়ে গেছে সেগুলি ভূমি মালিকদের থেকে সহানুভূতি ও শান্তনার মাধ্যমে নিও।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) আরও কতগুলো মৌলিক নীতিমালা তুলে ধরে বলেন-

- কর প্রশাসকের জন্য বৈধ নয় কোন লোককে ভূমির খাজনা থেকে কোন কিছু প্রদান করা। তবে ইমাম যদি জনগণের কল্যাণার্থে এবং খাজনা আদায়ে উৎসাহ প্রদানে প্রশাসককে দায়িত্ব অর্পন করে তাহলে সেটা বৈধ হবে।
- আর কর প্রশাসক ইমামের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে কিছু প্রদান করলে এবং ব্যক্তির কাছে পাওনা সকল খাজনা আদায় ব্যতীত তা প্রদান করা বৈধ হবে না। কেননা খাজনা হলো সকল মুসলমানদের জন্য মাঝে মালে ফাই।
- তবে কর প্রশাসক নিজেই যদি খাজনা গ্রহণকারী হয় তখন কোন কিছু প্রদান করা তার জন্য বৈধ হবে। গ্রহণকারীরও তা গ্রহণ করা দোষণীয় নয়।
- অথবা ইমাম দেখতে পেয়েছেন ভূমি মালিকদের মধ্য থেকে কারো কাছে ভূমি কর প্রদান করা কল্যাণকর প্রশাসক কর্তক নির্ধারিত ভূমি মালিকের কর গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।
- খাজনার কোন কিছু প্রদান করার একমাত্র অধিকার ইমাম অথবা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই রয়েছে।
- উশরী ভূমিকে খারাজী ভূমিতে আর খারাজী ভূমিকে উশরী ভূমিতে রূপান্তর করা বৈধ নয়।
- তবে হ্যাঁ রূপান্তর প্রক্রিয়াটি যদি এমন হয় কোন ব্যক্তির উশরী ভূমির পাশে খারাজী ভূমি রয়েছে এবং সে তা ক্রয় করল এবং ক্রয়কৃত ভূমিকে নিজের উশরী ভূমির সাথে মিলিয়ে নিল। আর খারাজের পরিবর্তে উশর আদায় করতে লাগল। অথবা কোন লোকের খারাজী ভূমির আর পাশের ভূমি হল উশরী এমতাবস্থায় তা ক্রয় করে নিয়ে নিজের খারাজী ভূমির সাথে মিলিয়ে আবাদ করে তখন তার বাবদ খারাজ আদায় করতে লাগল।

  এই উভয় রূপান্তর প্রক্রিয়া বৈধ। কাজেই উশরী ও খারাজী ভূমির ক্ষেত্রে সীমা রয়েছে।[৫৩]

[৫৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

উশর সম্পর্কে আলোচনা

রাজস্ব ঃ রাজস্ব হল রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের উপর ন্যায় সঙ্গতভাবে আরোপিত এমন অর্থনৈতিক দায়িত্ব যা সামষ্টিক কল্যাণে শরীয়াত সম্মত পন্থায় ব্যয় করার জন্য রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের বরাবরে জমা করতে হয়।

অধুনিক যুগে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডাল্টনের মতে, "একটি বাধ্যতামূলক দাবী-যা সরকারের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়"।[৫৪]

রাজস্বের প্রকার ঃ রাজস্বকে প্রথমত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

ক) ভূমি রাজস্ব

খ) অন্যান্য রাজস্ব (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত)।

গ) অতিরিক্ত কর (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়)।

উশর

উশর মূলতঃ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এক দশমাংশ। বস্তুতঃ এটি ইসলামী শরীয়তের একটি পরিভাষা। ইমাম আবু ইউসুফ (র) উশরের সংজ্ঞায় বলেন- প্রত্যেক ঐ ভূমি যাতে বহাল অবস্থায় তার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে চাই তা আরব ভূমি হোক অনারব ভূমি হোক। তা উশরী ভূমি। যেমন-মদীনার ভূমি। যখন মদীনাবাসী তাদের এলাকায় থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

উশর আদায়ঃ

তিনি বলেন, তারা যেন সম্পদকে দ্বিগুণ করে এক সম্পদকে অন্য সম্পদের সাথে মিলিত করে মূল্যের মাধ্যমে। তারপর মুসলমানদের থেকে চার ভাগের এক ভাগ উশর আদায় করবে আর যিম্মিদের থেকে অর্ধ উশর গ্রহণ করবে। আর শত্রু এলাকার প্রতিটি জিনিষ থেকে উশর গ্রহণ করা হবে।

- প্রতিটি ব্যবসায়িক দ্রব্য যার মূল্য দুইশত দেরহাম[৫৫] বা তার চেয়ে বেশি দেরহাম হবে তা থেকে উশর গ্রহণ করা হবে। আর যদি উহার মূল্য দুইশত থেকে কম হয় তা থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না।
- আর তেমনিভাবে যখন মূল্য বিশ মিসকালে পৌছবে তখন তা থেকে উশর গ্রহণ করা হবে, আর যদি বিশ মিসকালের কম মূল্য হয় তা থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

---

[৫৪] ডাল্টন, প্রিন্সিপল্‌স অব পাবলিক ফিনান্স, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ.২৬

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

- আর যদি উশর গ্রহণকারীর নিকট বার বার যাওয়া হয় প্রতিবার তা দুইশত দেরহামের কম হয় তাহলে তার থেকে উশর গ্রহণ করা হবে না। আর কয়েক বারের পণ্য, মূল্য ও যোগ এক হাজারও হয়ে যায় তবে তাতে কিছু ধার্য্য হবে না। আর কয়েকবারের মূল্য যোগ করাও নীতিগতভাবে বৈধ নয়।
- আর ব্যক্তি যদি উশর আদায়কারীর নিকট ছাচে ঢালাইকৃত দুইশত দেরহাম অথবা বিশ মিসকাল স্বর্ণ নিয়ে যায় অথবা দুইশত স্বর্ণের দেরহাম বা বিশ মিসকান সাইজকৃত নিয়ে যায় তাহলে মুসলমানদের নিকট থেকে চার ভাগের এক ভাগ নেয়া হবে। আর যিম্মিদের নিকট থেকে অর্ধ উশর এবং শত্রুপক্ষের লোকদের নিকট থেকে উশর নেয়া হবে।
- আর ঐ সকল সম্পদ বছর না পার হওয়া পর্যন্ত আদায় করা যাবে না।
- ব্যবসায়িক পণ্য সামগ্রী যদি দুইশত দেরহাম বা বিশ মিসকাল এর সমান হয় তবে তা থেকে গ্রহণ করা হবে। এর কম হলে কোন কিছু গ্রহণ করা হবে না।[৫৬]
- তিনি বলেন যদি কোন ব্যবসায়ী উশর আদায়কারীর নিকট দিয়ে পণ্য সম্পদ নিয়ে গমন করে আর যাকাত আদায় করার শপথ করে তবে তার শপথ কবুল করা হবে। আর তার থেকে কিছু আদায় করা হবে না। যিম্মি বা শত্রু এলাকার লোকের পক্ষ থেকে এই কথা গ্রহণ করা হবে না কেননা তাদের উপর যাকাত নাই।
- কেউ যদি কোন সম্পদ বা মুদারাবার মাল এর ব্যাপারে শপথ করলে তার নিকট থেকে উশর আদায় করা হবে না।
- এমনিভাবে যদি কোন গোলাম তার মালিকের সম্পদ বা বাণিজ্যের সম্পদ নিয়ে হাজির হয় অথচ তার মালিক উপস্থিত হয় না তবে তার উপর উশর নাই। মুকাতিব বা গোলামের সম্পদে কোন উশর প্রযোজ্য হয় না।
- যদি কেউ ব্যবসার জন্য আঙ্গুর, তাজা খেজুর বা ফলমূল ক্রয় করে আর তা যদি দুইশত দেরহাম বা তার চাইতে বেশী মূল্যের হয় ব্যক্তি মুসলমান হলে চার ভাগের এক ভাগ উশর আদায় করা হবে। যিম্মি হলে অর্ধ উশর, শত্রু এলাকার লোক হলে উশর গ্রহণ করবে।

---

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

- আর যদি তা দুইশত দেরহামের কম হয় আর প্রতিবারই দুইশত দেরহামের কম হয়, এতে কয়েক বারের মূল্য যোগ করে হাজারও হয়ে যায় তবুও এতে যাকাত হবে না। আর কয়েকবারের মূল্য যোগ করা উচিত হবে না।[৫৭]
- আর যে সম্পদ ব্যবসার জন্য নয় উশর আদায়কারী তা থেকে কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না।
- আর যদি কোন যিম্মি বা শত্রু এলাকার লোক মদ ও শূকর নিয়ে যায় তাহলে উশর আদায়কারী ঐগুলিকে মূল্যায়িত করে তার মূল্য বাবদ যথাক্রমে অর্ধ উশর এবং উশর গ্রহণ করবে।
- আর যদি কোন মুসলমান ছাগল, গরু এবং উট নিয়ে উশর আদায়কারীর নিকট এই মর্মে শপথ করে যে 'এইগুলি বিচরণশীল নয়, তবে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করা হবে না।
- এমনিভাবে খাদ্য দ্রব্য[৫৮] যেমন খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ক্ষেতের ফসল বা বাগানের ফলফলাদীতে উশর ধার্য্য হবে না। উশর ধার্য্য হবে কেবল ব্যবসায়িক পণ্যর জন্য যা ক্রয় করা হয়েছে। এই হুকুম যিম্মির ক্ষেত্রে একই তবে শত্রু এলাকার লোকের পক্ষ থেকে ঐ কথা গ্রহণ করা হবে না।
- যদি মুসলিম কবলিত এলাকার লোকের কাছে উশর গ্রহণ করা হয় এর পর সে যদি শত্রু দেশে প্রবেশ করে তারপর উশর নেয়ার এক মাসের মধ্যে সে যদি বের হয়ে আসে অতঃপর উশর আদায়কারী তার নিকট থেকে উশর আদায় করবে যদি তার সাথে থাকা জিনিষের মূল্য দুইশত দেরহাম বা বিশ মিসকাল মূল্যের সমান হয়। আর এটা এজন্য যে সে শত্রুদেশে প্রবেশের কারণে ইসলামী আহকাম তার উপর থেকে রহিত হয়ে গেছে। আর যদি সাথে থাকা জিনিষের মূল্য কম হলে কিছুই নেয়া হবে না।

সুতরাং দুইশত দিরহামে মুসলমান হলে পাঁচ দেরহাম প্রযোজ্য, যিম্মির উপর দশ দেরহাম আর শত্রুপক্ষের লোকের উপর বিশ দেরহাম প্রযোজ্য।

এই হিসাবের ভিত্তিতে স্বর্ণ ওয়াজিব হলে মুসলমানদের উপর অর্ধ মিসকাল, যিম্মির উপর এক মিসকাল, শত্রু এলাকার লোকের উপর দুই মিসকাল প্রযোজ্য।*[৫৯]

---

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪
[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৩
[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-নিশ্চয়ই ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)উশর ধার্য্য করেছেন। কাজেই তা গ্রহণ করাতে অসুবিধা নাই। শুধু দেখতে হবে যাতে লোকদের উপর সীমালংঘন না হয় এবং তাদের কাছে আবশ্যকীয় পাওনার চেয়ে বেশী গ্রহণ না করা হয়।

মুসলমানদের নিকট থেকে যে উশর আদায় করা হয় তা খরচের নিয়ম হল যাকাতের খরচের মত।

সকল যিম্মি এবং শত্রুদেশের লোকদের নিকট থেকে যা গ্রহণ করা হয় তা ব্যয়ের পন্থা হল খারাজের ব্যয়ের পন্থার ন্যায়।

তেমনিভাবে সকল যিম্মি থেকে মাথাপিছু যে জিজিয়া গ্রহণ করা হয় এবং বনি তাগলিবের নিকট থেকে যে পশু সম্পদ গ্রহণ করা হবে তা খারাজের মতই বণ্টন করা হবে, সাদকার মত নয়।[৬০]

এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হাদীসের অনেক উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন যার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

১. তিনি বলেছেন-আমাকে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুহাজির হাদীস বর্ণনা করেছেন, যে আমি আমার পিতাকে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন আমি যিয়াদ ইবনে হুদাইবকে বলতে শুনেছি। যে হযরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে উশর আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন সে ব্যক্তিটি হলাম আমি। তিনি বলেন অতঃপর আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি কাউকে অনুসন্ধান না করি এবং আমার নিকট যা কিছু নিয়ে যাওয়া হয় আমি যেন প্রতি চল্লিশ দেরহাম হিসেবে মুসলমানের নিকট থেকে এক দেরহাম গ্রহণ করি এবং যিম্মিদের থেকে প্রতি বিশ দেরহামে এক দেরহাম গ্রহণ করি, আর যার বিষয়ে কোন দায় দায়িত্ব নাই তার নিকট থেকে দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করি।

তিনি বলেন, আর আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন বনি তাগলিবের খ্রিষ্টানদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করি এবং তিনি বলেন তারা হল আরব জাতি। তারা আহলে কিতাব নয়। হয়ত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।

তিনি বলেন, আর ওমর (রা) বনী তাগলিবের খ্রিষ্টানদের সাথে শর্তারোপ করেছিলেন যে, তারা তাদের সন্তানদের খ্রিষ্টান বানাতে পারবে না।

২. তিনি বলেন, আমাদেরকে আবু হানিফা কাসেম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আনাছ থেকে তিনি ইবনে সিরীন থেকে, তিনি আনাছ ইবনে মালেক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন আমাকে ওমর (রা) উশর আদায়ে প্রেরণ করেছেন এবং আমার জন্য একটি নির্দেশ লিখে দিয়েছেন যে মুসলমানগণ ব্যবসার জন্য যে সকল মালামাল নিয়ে আসা যাওয়া করে তা থেকে যেন আমি চার

---

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

ভাগের এক ভাগ উশর আদায় করি, আর যিম্মিদের থেকে অর্ধ উশর আদায় করি আর শত্রু পক্ষের এলাকার লোকদের থেকে উশর আদায় করি।

৩. তিনি বলেন অমাকে সিবউ ইবনে ইসমাইল আমের শাবী থেকে, তিনি যিয়াদ ইবনে হুদাইব আল আসাদী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) তাকে ইরাক ও শামের উশর আদায় করার জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি মুসলমানদের থেকে চার ভাগের এক ভাগ উশর আদায় করেন আর যিম্মিদের থেকে অর্ধ ভাগের একভাগ উশর আদায় করেন আর যিম্মিদের থেকে অর্ধ উশর আদায় করেন এবং শত্রু এলাকার লোকদের নিকট থেকে উশর আদায় করেন।

একদা তার (যিয়াদ ইবনে হুদাইব) নিকট দিয়ে বনী তাগলিবের এক খ্রিষ্টান লোক গমন করেছে আর তার সাথে একটি ঘোড়া ছিল তখন তারা ঘোড়াটির মূল্য নিরূপণ করলেন।*[৬১] বিশহাজার। অতঃপর বললেন ঘোড়াটি আমাকে দাও এবং আমার নিকট থেকে উনিশহাজার নিয়ে যাও। অথবা ঘোড়াটি তোমার কাছে রাখ এবং আমাকে একহাজার দাও।

বর্ণনাকারী বলেন, সে তাকে একহাজার টাকা প্রদান করে ঘোড়াটি নিজের কাছে রেখে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আবার সে বছরই ফিরতি পথে তার নিকট দিয়ে গমন করার সময় তাকে তিনি বললেন আমাকে আরেক হাজার দাও। তখন তাগলিবী তাকে বলল, যখনই আপনার নিকট দিয়ে যাই তখনই কি আমার নিকট থেকে একহাজার করে নিবেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, বর্ণনাকারী বলেন অতঃপর তাগলিবি লোকটি ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট ফিরে গেলেন আর তাঁকে মক্কার কোন এক ঘরে পেলেন। অতঃপর সে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি বললেন তুমি কে? সে বলল, আরব খৃষ্টানদের একজন এবং তার ঘটনা বলল। তখন ওমর (রা) তাকে বললেন তোমার যথেষ্ট হয়েছে। তারপর তিনি এর চেয়ে বেশী কিছু বৃদ্ধি করেন নাই। বর্ণনাকারী বলেন- তারপর তাগলিবী লোকটি যিয়াদ ইবনে হুদাইবের নিকট ফিরে গেল এবং নিজের মনকে আরো একহাজার দেয়ার জন্য মানিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর সে দেখল তার পৌছার আগে ওমর (রা) এর চিঠি পৌছে গেছে (তার বিষয়বস্তু ছিল এমন) যে বক্তি তোমার নিকট দিয়ে যায় অতঃপর তার কাছ থেকে যদি সাদকা গ্রহণ কর তবে ভবিষ্যতে তার নিকট থেকে ঐরূপ গ্রহণ করবে না। কিন্তু যদি তার কাছে পূর্বের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ দেখ তবে তা থেকে গ্রহণ করতে পার।

---

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তখন লোকটি বলল, আল্লাহর কসম আমার অন্তর আপনাকে একহাজার দেয়ার জন্য খুশী হয়ে গিয়েছিল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ঐ লোকের ধর্মের উপর হয়ে গেছি যিনি আপনার নিকট পত্র লিখেছেন।[৬২]

৪. তখন বলেন, আমাদেরকে কাইছ ইবনে রবি, আবু ফাঝারা থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনে আছম থেকে তিনি আবু যুবাইর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন এই সকল শিকল এবং সেতু সমূহ যা নদীতে লম্বালম্বিভাবে টানানো হয়েছে নৌযান আটকিয়ে উশর আদায় করার জন্য তা অবৈধ ব্যবসা, যা দিয়ে উশর আদায় করা বৈধ হবে না।

ইয়েমেনে কর্মকর্তাদেরকে পাঠানো হয়েছে এবং তাদেরকে শিকল টানানো দ্বারা, সেতু থেকে এবং রাস্তা থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে ।

অতঃপর (ইয়েমেন থেকে) আগমন করেছে অল্প মাল নিয়ে যার ফলে তিনি মালকে কম মনে করলেন, তখন তারা বললেন আপনি তো আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তখন তিনি বললেন ঠিক আছে আগে যেভাবে তোমরা আদায় করতে সেই ভাবে আদায় কর।[৬৩]

---

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬

[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ

জিজিয়া কর আরোপ প্রসঙ্গে বর্ণনা

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-জিজিয়া সকল অমুসলিমদের উপর ওয়াজিব। তাদের মধ্যে রয়েছে-

১. সাওয়াদ ওহীরার অধিবাসী যিম্মি

২. সকল ইহুদী ও খ্রিষ্টান

৩. অগ্নিপূজক; তারকাপূজারী

৪. ইহুদীদের সামিরা গোত্র।

তবে বণী তাগলিবের খ্রিষ্টান ও নাজরানের খ্রিষ্টানদের উপর জিজিয়া প্রযোজ্য নয়।

জিজিয়া কেবল তাদের পুরুষদের উপর ওয়াজিব হবে মহিলা ও শিশুদের উপর হবে না।

- ধনীদের উপর আটচল্লিশ দেরহাম, মধ্যবিত্তের উপর চব্বিশ দেরহাম এবং অভাবী খেটে খাওয়া চাষীর উপর বার দেরহাম। এইগুলি তাদের কাছ থেকে প্রতি বছর গ্রহণ করা হবে। আর যদি তার দেরহামের বদলে অন্য কোন সামগ্রী নিয়ে আসে যেমন পশু ও পণ্য সামগ্রী তবে তা গ্রহণ করা হবে; তা মূল্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

আর জিজিয়া হিসেবে মৃত জন্তু, শূকর ও মদ গ্রহণ করা হবে না। হযরত ওমর (রা) ঐগুলি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের মালিকদের কাছে বিক্রয়ের জন্য অর্পন করে মূল্য গ্রহণ করতে বলেছেন।

হযরত আলী (রা) খেজুর গাছে পরাগয়নের মাধ্যমে খেজুরের কাঁদি থেকে জিজিয়া হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং মাথাপিছু হিসাব করে রাখতেন।

- অসহায়, মিসকীন অন্ধ, বৃদ্ধ, রুগ্ন, বেকার, ধর্মযাজক, উপাসনালয়ের কর্মচারী, মঠের সন্ন্যাসী, আশ্রমবাসী ও এর তত্ত্বাবধায়ক প্রতিবন্ধী এদের নিকট জিজিয়া কর আদায় করা যাবে না। বরং অচল, অক্ষম অভাবী যিম্মিদের সরকারী ভান্ডার থেকে লালন পালন করা উচিত।
- হ্যাঁ এদের মধ্যে কেউ যদি ধনী হয় বা তাদের প্রাচুর্যতাও স্বচ্ছলতা আসে তবে জিজিয়া আরোপ করা যাবে।
- মঠ, আশ্রমের মালিক স্বচ্ছল হলে তার থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে। আর যদি মঠ বা আশ্রম মালিক যদি ঐ সকল বিষয় দখলের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে আর সে আল্লাহর নামে অথবা তার ধর্মে স্বীকৃত ধরনের আলোকে শপথ করে তার দখলে ঐ সকল বিষয় কিছুই নেই, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং জিজিয়া গ্রহণ করা হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

- নওমুসলিমের কাছ থেকে ধার্যকৃত জিজিয়া গ্রহণ করা হবে না। হ্যাঁ যদি সে বছর পার হয়ে যাওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তবে (বিগত বছরের) জিজিয়া গ্রহণ করা হবে।[৬৪]
- আর যদি বছর পার হওয়ার এক দুইদিন বা একমাস দুইমাস আগে অথবা কমবেশী আগে ইসলাম গ্রহণ করে তবে জিজিয়ার কোন কিছু তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না।[৬৫]
- সে যখন বছর শেষ হওয়ার পূর্বে ইসলাম কবুল করে এবং তার উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয় অতঃপর তার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করার পূর্বে সে মৃত্যুবরণ করে অথবা কিছু গ্রহণ করা হয়েছিল এবং কিছু বাকী আছে তবে ঐ কারণে তার ওয়ারিশদের ধরা যাবে না বা পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তা গ্রহণ করা যাবে না।
- তেমনিভাবে অতিবৃদ্ধ লোক ও আকল বুদ্ধি লোপ পাওয়া ব্যক্তি থেকেও জিজিয়া গ্রহণ করা যাবে না।
- যিম্মিদের উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশুতে যাকাত নেই, এ ব্যাপারে তাদের নারী ও পুরুষ সমান।

এ ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-

আবু ইউসুফ বলেছেন, আমাদেরকে সুফিয়ান, আব্দুল্লাহ ইবনে তাউছ থেকে; তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন-যিম্মিদের সম্পদে কোনো কিছু ধার্য্য নাই, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে (তাকে কিছু ধার্য্য করা যেতে পারে)।

- তবে তারা যে সম্পদ ব্যবসায় খাটায় তাতে অর্ধ উশর প্রযোজ্য হবে।
- তাদের কোনো সম্পদ থেকে নেয়া যাবে না যতক্ষণ না দুইশত দিরহাম বা বিশ মিসকাল স্বর্ণ অথবা সমমূল্যের ব্যবসায়িক সম্পদ না হবে।
- যিম্মিদের জিজিয়া আদায় করতে প্রহার করা, রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা, তার দেহে কষ্টদায়ক কোনো শাস্তি প্রদান করা যাবে না বরং কোমল আচরণ করতে হবে।
- জিজিয়া আদায় না করা পর্যন্ত তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা যাবে, বন্ধিত্ব থেকে মুক্ত করা যাবে না।
- খ্রিষ্টান, ইহুদী, অগ্নিপূজক, তারকা পূজারী এবং ইহুদী সামিরী গোত্রের লোকদের নিকট জিজিয়া গ্রহণ না করা কোন প্রশাসকের জন্য বৈধ নয়। আবার একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনের নিকট থেকে জিজিয়া আদায়ের সুযোগ নাই। কেননা এর দ্বারা জানমালের নিরাপত্তা লাভ হয়।
- মদীনা, কুফা, বছরা এই ধরনের শহরের মত খাজনা আদায়ের জন্য সৎ, উত্তম, নির্ভরযোগ্য, দ্বীনদার, আমানতদার, আস্থাশীল ব্যক্তিদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিবেন।

---

[৬৪] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১২২।
[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ:১২২

Dhaka University Institutional Repository

- তারা নানা ধর্মের লোককে একত্রিত করবেন। শ্রেণী বিন্যাস সাধন করবেন যেমন
- স্বচ্ছল ব্যক্তি মুদ্রা ব্যবসায়ী, কাপড় ব্যবসায়ী, ভূসম্পত্তির মালিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকদের নিকট থেকে আটচল্লিশ দেরহাম গ্রহন করবেন।*[৬৬]

(২) মধ্যম শ্রেণীর যারা শিল্প, কলকারখানা, দোকান অফিসে চাকুরী করে যাদের আয় সীমিত, তাদের নিকট চব্বিশ দেরহাম।

(৩) নিম্নবিত্ত যেমন খেটে খাওয়া মানুষ, দর্জি, রংকারক, মুচি, কসাই এই জাতীয় লোকদের নিকট বার দেরহাম গ্রহণ করা হবে।

- যাদের নিকট জিজিয়া ওয়াজিব নয় তাদের নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা এবং তাদের উপর যুলুম অত্যাচার করা যাবে না।
- কোনো গ্রামের অধিপতি জিজিয়া আদায়কারীদের সাথে যদি এই চুক্তি করতে চায়- আপনাদেরকে আমি এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিব, তখন তার কথায় সাড়া দেয়া যাবে না। কেননা সে যা দিবে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ জিজিয়া হাত ছাড়া হয়ে যাবে। যেমন-গ্রাম অধিপতি তাদের সাথে পাঁচশত দেরহামের চুক্তি করল। কিন্তু গ্রামের স্বচ্ছল ব্যক্তি যার জিজিয়া আটচল্লিশ দেরহাম, ফলে গ্রাম থেকে আদায় হবে।[৬৭]
- একহাজার দেরহাম। কিন্তু পাঁচশত দেরহাম করায় স্বচ্ছল ব্যক্তির ভাগে বার দেরহাম পড়ল। ফলে খাজনা বা জিজিয়ায় ঘাটতি দেখা দিবে। যা বৈধ বা হালাল হবে না।

অথবা গ্রাম অধিপতি যিম্মিদের থেকে কিছু অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা আছে জিজিয়া কমানোর দ্বারা।

- এই জিজিয়া কর কর্মকর্তাগণ খাজনার সাথে বাইতুল মালে জমা দিবে।
- যিম্মিদের দখলে যে উশরী ভূমি রয়েছে তা থেকে কিছু গ্রহণ করা হবে।
- বণী তাগলিবের গবাদী পশু, ঘর বাড়ি থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হবে তা সবকিছু খারাজের মত হবে। খাজনা যে খাতে বণ্টন করা হবে ঐগুলিও সেই খাতে বণ্টন করা হবে। যাকাত ও খুমুছের মত বণ্টন করা যাবে না।
- আবু ইউসুফ (র) বলেন, আমাকে হুসাইন ইবনে আমর ইবনে মাইমুন, ওমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে যিম্মিদের কল্যাণের বিষয়ে অছিয়ত করছি যে, (১) তিনি যেন তাদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন; (২) তাদের সমর্থনে লড়াই করেন; (৩) তাদের সামর্থের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে না দেন।
- তিনি বলেন- আমাদের কোন এক শাইখ ওরওয়া থেকে তিনি হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিযাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইয়ায ইবনে গানামকে পেলেন যে তিনি যিম্মিদেরকে জিজিয়ার জন্য রৌদ্রে দাড় করিয়ে রেখেছেন অতঃপর তিনি বললেন-

[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৩
[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

হে ইয়ায একি? নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন যারা লোকদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয় আল্লাহ তাদেরকে আখেরাতে শাস্তি দিবেন।

- তিনি বলেছেন, আমাকে পূর্ববর্তী কোন শাইখ হাদীস বর্ণনা করেন এবং হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (স) এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন যে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম কে যিম্মিদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। যখন তিনি তার নিকট থেকে ফিরে এসে তাকে ডেকে বললেন-
  ১. সাবধান যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে যুলুম করে;
  ২. তার অমতে কোন কিছু তার কাছ থেকে নিবে;
  ৩. তার সাধ্যতীত চাপিয়ে দিবে তো কেয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে তর্ক করে জয়ী হব।[৬৮]

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন-আমাকে ওমর ইবনে নাফে আবু বকর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এক সম্প্রদায়ের গেটের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন এবং গেটে একজন ভিক্ষার্থী ভিক্ষা প্রার্থনা করছে যে অতিবৃদ্ধ এবং দৃষ্টিহীন, অতঃপর পিছন থেকে তিনি তার বাহুতে হাত রেখে বললেন তুমি কি আহলে কিতাব? সে বলল-ইহুদী, তিনি বললেন আমি যা দেখতে পাচ্ছি তাতে তোমাকে কিসে বাধ্য করেছে? সে বলল- আমি জিজিয়া ভিক্ষা করছি এবং আমার প্রয়োজন প্রার্থনা করছি এবং বয়স চাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন হযরত ওমর (রা) তার হাত ধরে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। অতঃপর বাড়ীর কিছু জিনিষ তাকে সোপর্দ করলেন। তিনি তাকে বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়কের নিকট প্রেরণ করলেন এবং বললেন একে দেখ। আল্লাহর কসম আমরা তাকে ইনসাফ করি নাই। আমরা তার যৌবনকে শেষ করে দিয়েছি তারপর তার বার্ধক্যেকে শেষ করে দিব। আর সাদকা তো কেবল ফকীর, মিসকীনদের জন্য। হে মুসলমানগণ এই লোক তো আহলে কিতাবের একজন মিসকীন। তিনি তার থেকে জিজিয়াকে রহিত করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন আবু বকর বলেছেন, আমি ওমর (রা) থেকে উহা প্রত্যক্ষ করছি এবং ঐ বৃদ্ধকে দেখেছি।

তিনি বলেছেন আমাদেরকে ইসরাঈল ইবনে ইউনুস, ইব্রাহীম ইবনে আব্দুল আ'লা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হলাম যে তাঁর কাছে তার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ একত্রিত হয়েছে। তিনি বললেন হে উপস্থিত লোকেরা! আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, তোমরা জিজিয়া গ্রহণ করতে গিয়ে মৃত প্রাণী, শূকর, আর মদ গ্রহণ করছ, তখন বিলাল বলেন হ্যাঁ, যারা এইরূপ করে তখন ওমর (রা) বললেন তোমরা আর করবেনা যদি উহার মালিক তা বিক্রয় করে দেয়। তারপর তাদের থেকে মূল্য নিয়ে নিবে।

---

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা

বিজিত অঞ্চল থেকে খনিতে প্রাপ্ত খনিজদ্রব্য যেমন সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সীসা ইত্যাদি উপরোল্লেখিত হারে অর্থাৎ খুমুছ (خموس) হারে বন্টিত হবে, চাই তা আরবভূমিতে হোক বা অনারব ভূমিতে হোক। সমুদ্র থেকে আহরিত সকল মনিমুক্তা, আম্বর প্রত্যেকটিতে খুমুস রয়েছে।[৬৯]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- খনি থেকে খনিজ দ্রব্য কম-বেশী যা পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিতে এক পঞ্চমাংশ নির্ধারিত রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি খনিতে দুইশত দেরহাম ওজনের চেয়ে কম ওজনের রৌপ্য পায় অথবা বিশ মিসকাল কম ওজনের সোনা পায় তাতেও খুমুছ নির্ধারিত আছে।

আর খুমুছ ঐ মাটিতে বা খনিতে প্রাপ্ত কয়লা অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হবে না। বরং নিরেট সোনা, রূপা, লোহা, তামা, সীসা ইত্যাদিতে (খুমুছ) নির্ধারিত হবে।

আর যে ব্যক্তি নিরেট সোনা, রূপা, লোহা, তামা, সীসা ইত্যাদি বের করে আনবে, তখন উক্ত সম্পদের উদ্ধার কাজের খরচ ধরা হবে না সুতরাং তাতে খুমুছ ওয়াজিব হবে না।

উক্ত খনিজদ্রব্য পরিশোধনের পর কম বেশী যা কিছু তাতে খুমুছ ধার্য্য হবে। আর উদ্ধারের খরচ রাষ্ট্র বহন করবে না।

সোনা, রূপা, লোহা, তামা, সীসা ইত্যাদি উদ্ধারকারী বা প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর ঋণের ভারী বোঝা থাকে, তখন তার খুমুছ বাতিল করা হবে না। কেননা সৈন্যবাহিনী কোন শত্রু সেনাদলের নিকট থেকে যখন গণীমত লাভ করে তখন বন্টনের ক্ষেত্রে তার উপর ঋণের বোঝা আছে কি না তা দেখা হয় না। তখন ঐ ঋণ খুমুছ আদায়ে বাধা প্রদান করে না।

উপরোল্লিখিত সকল খনিজ দ্রব্য ব্যতীত যা বের করে আনবে তথা পাথর যেমন ইয়াকুত, ফাইরুযুজ, সুরমা, পারদ, গন্ধক, গিরিবাটি ইত্যাদি কোন কিছুর খুমুস ধরা হবে না কেননা ঐগুলির সবই কাঁদা মাটির স্থলাভিষিক্ত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) গুপ্তধন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- সোনা, রূপা যা আল্লাহ সৃষ্টিলগ্ন থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতেই খুমুছ রয়েছে।

যদি গুপ্তধন মালিকানাধীন ভূমিতে পাওয়া যায় তাহলে সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর বা কাপড় এতেও খুমুছ ধার্য্য করা হবে আর বাকী পাঁচ ভাগের চার ভাগ গুপ্তভান্ডার যে পেয়েছে সে পাবে।

---

[৬৯] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত গুপ্তভান্ডারের (সম্পদ) গণীমতের মালের স্থলাভিষিক্ত হবে। যে গণীমত কোনো সম্প্রদায় পেয়েছে তা থেকে এক পঞ্চমাংশ খুমুছ নেয়া হবে, বাকী চার ভাগ তাদের হবে।

যদি কোন হরবী বা শত্রুপক্ষের লোক ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সনদ নিয়ে প্রবেশ করে এমতাবস্থায় সে গুপ্তধন পেলে তার থেকে সম্পূর্ণ গুপ্তধন নিয়ে নেয়া হবে। তাকে কিছুই দেয়া হবে না।

আর যদি যিম্মি হয়ে থাকে তাহলে তার থেকে খুমুছ নেয়া হবে আর বাকী চার ভাগ একজন মুসলিমের মত সে পাবে।

অনুরূপভাবে যে গোলাম বা মুকাতেব [যে গোলাম নিজ মালিকের সাথে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধের শর্তে মালিকের সাথে মুক্তির চুক্তি করেছে] ইসলামী রাষ্ট্রে গুপ্তধন পেলে খুমুছ প্রদানের বাকী চার ভাগ তার হবে।

উম্মে ওয়ালাদ অর্থাৎ যে বাদীর গর্ভে মালিকের সন্তান জন্ম নিয়েছে সেই বাদীর (মালিকের মৃত্যুর পর মুক্তির শর্ত রয়েছে) থেকে খুমুছ রেখে বাকী অংশটুকুর মালিক সে হবে।

আর কোন মুসলিম নিরাপত্তার সনদ ব্যতীত শত্রু এলাকার বা রাষ্ট্রে প্রবেশ করে আর যদি গুপ্তধন পায় তাতে কোন ক্রমে খুমুছ ধার্য্য হবে না চাই তা শত্রু এলাকার মালিকানাধীন ভূমি কিংবা মালিকানাহীন ভূমি থেকে খুমুছ ধার্য্য হবে না। কেননা ঐ এলাকাতে উক্ত ব্যক্তি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রবেশ করেছে। আর মুসলিম বাহিনী ঘোড়া ধাবড়ায়নি বা কোনো অভিযান পরিচালনা করেনি।

আর যদি সে নিরাপত্তার সনদ নিয়ে প্রবেশ করে এবং কোনো লোকের মালিকানাধীন স্থানে পায় তাহলে মালিকের হবে। আর যদি মালিকানাহীন ভূমিতে পায় তাহলে তা যে পেয়েছে তার জন্য প্রযোজ্য হবে।

আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আল মাকবারী তার দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন-জাহেলী যুগে যখন কোনো লোক কোনো গর্তে পড়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যেত তখন লোকেরা ঐ গর্তে কবর দিত। আর যখন কোনো জীবজন্তু তাকে হত্যা করত তখন ঐ জন্তুকে মেরে ফেলত। আর যখন খনি তাকে হত্যা করত অর্থাৎ খনিতে পড়ে নিহত হত তখন ঐ খনি থেকে তুলে অন্যত্র কবর দিত।

এক জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি রাসূল (স) কে ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন তখন রাসূল (স) বললেন- বোবা প্রাণী দায়মুক্ত, খনি দায়মুক্ত এবং কূপ দায়মুক্ত। আর গুপ্তধনে রয়েছে খুমুছ, কেউ তাকে বলল-গুপ্তধন কি? হে আল্লাহর রাসূল! (স) তিনি বললেন- সোনা, রূপা যা আল্লাহ-তা'য়ালা সৃষ্টিলগ্নে তাঁর জমিনের ভিতর সৃষ্টি করেছেন।[৭০]

---

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

তাই রাসূল (স) গণীমতের মালে যেমন উট, তলোয়ার অথবা বাদী বাছাই করে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। তাই তিনি খাইবার যুদ্ধের দিন ছফিয়্যাকে বাছাই করে নিয়েছিলেন। ঐ খুমুছ থেকে স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করে নিতেন।

রাসূল (স) এর জন্য গণীমতের মাল তিন ভাবে বন্টন করতেন।

১. পছন্দসই বাছাই করা অংশ।

২. পাঁচ ভাগের চার ভাগের মধ্যে অন্যান্য মুসলমানদের মতো সৈনিক হিসেবে প্রাপ্য। অর্থাৎ খুমুছ ব্যতীত বাকী চার ভাগের মধ্যে অন্যান্য মুসলমানদের অংশ অনুরূপ। যেমন খাইবার যুদ্ধের বন্টনে আছেম ইবনে আদীর সাথে তাঁর একশত অংশ ছিল। তাদের মাঝে রাসুল (স) ছিলেন।

৩. খুমুছ যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আর খাইবারে বন্টন হয়েছিল আঠারো ভাগে। প্রতি একশত অংশ একজন লোকের সাথে। আর বদর দিবসে পছন্দসই বাছাই ছিল একটি তলোয়ার।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-আশআছ ইবনে ছিওয়ার, মুহাম্মদ ইবনে ছিওয়ার থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে সীরিন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রত্যেক গণীমত থেকে পছন্দ সই একটা অংশ ছিল যা তিনি বাছাই করে নিতেন। খায়বারের দিন ছফিয়্যাহ্ বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব ছিল তার পছন্দকৃত।[৭১]

[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

ভূমি সংক্রান্ত আলোচনা

ভূমি রাজস্বঃ ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি দুই প্রকার- ১. উশরী ভূমি ২. খারাজী ভূমি

উশরী ভূমির সংজ্ঞাঃ প্রত্যেক ঐ ভূমি যাতে বহাল অবস্থায় তার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে চাই তা আরব ভূমি হোক অনারব ভূমি হোক। তা উশরী ভূমি। যেমন-মদীনার মত। যখন মদীনাবাসী তাদের এলাকায় থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ইয়ামানের মত-ঐ সকল লোক থেকে ইসলাম গ্রহণ ছাড়া কোন জিজিয়া করা হয় না, তাদের ভূমি এবং আরব মূর্তিপূজকদের ভূমি এগুলো উশরী। কেননা তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে হত্যাই একমাত্র পন্থা।

রাসূলুলাহ (স) আরব ভূ-খন্ডের উপর বিজয়ী হয়েছেন এবং সেগুলিকে রেখে দিয়েছেন। আর তা কেয়ামত পর্যন্ত উশরী ভূমি।

আর কোন অনারব ভূ-খন্ডে ইমাম বিজয়ী হলে সেই ভূ-খন্ড মুসলিম সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দিলে তা উশরী হিসেবে গণ্য হবে।

খারাজী ভূমির সংজ্ঞাঃ যে কোন অনারব ভূ-খন্ড যার উপর ইমাম বিজয়ী হয়েছেন এবং তার অধিবাসীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন তা খারাজী ভূমি। (ইমাম যদি বিজয়ীদের মাঝে বন্টন করে দেন তবে উশরী ভূমি)। যেমন হযরত ওমর (রা) আজমী দেশের উপর জয়ী হয়ে তার অধিবাসীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন তাই তা খারাজী। আর প্রত্যেক অনারব ভূমি যার অধিবাসীরা মুসলিমদের সাথে সন্ধি করেছে এবং তারা যিম্মি হিসেবে আশ্রয় পেয়েছে সেই ভূমিও খারাজী ভূমি।[১]

ভূমি উশরী ও খারাজী কিভাবে হয়?

যুদ্ধলব্ধ সকল ভূমির মালিক সরকার। এই সকল ভূমি সরকার বা রাষ্ট্র নিজে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করবে অথবা খারাজের বিনিময়ে নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য প্রদান করবে। তাই এগুলো খারাজী হিসেবে গণ্য। খারাজী জমি ব্যবহারকারী বিক্রয় করতে পারে না।

---

[১] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে ফারকাদ নামে এক ব্যক্তি কিছু খারাজী জমি ক্রয় করে তখন হযরত উমর (রা) কে সে বিষয় বললে তিনি বলেন- তুমি কার কাছ থেকে কিনেছ? লোকটি বলল জমির মালিক থেকে। তিনি উপস্থিত লোকদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন এই জমির মালিকতো এরা (অর্থাৎ মুসলিম জনগণ); তারপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন- তোমরা কি এই লোকের নিকট ঐ জমি বিক্রয় করেছ? তারা সমস্বরে উত্তর দিল- না। হযরত উমর ঐ লোককে বললেন- তুমি এখনি গিয়ে সে লোকের কাছ থেকে তোমার টাকা ফেরত নাও।[২]

হযরত উমর (রা) এর খেলাফতের সময় বহু প্রভাবশালী ও বিত্তশালী অমুলিম ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের ভূমি খারাজ মুক্ত করা হয়নি। যদিও তাদের জিযিয়া কর রহিত করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতাও প্রদান করা হয়েছে। একই রীতি ছিল খলিফা হযরত উছমান (রা) এর খেলাফতের সময়ও। হযরত আলী (রা) এর খেলাফতের সময় কোন খারাজী ভূমির মালিক ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি বলতেন- তোমার জিযিয়া কর রহিত হবে, কিন্তু খারাজ মাফ হবে না।

তাই ইমাম আযম আবু হানিফা (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিয়ী (র) ও ইমাম আহমদ ইবনে বাম্বল (র) সহ চার মাযহাবের সকল মুজতাহিদ ফকীহ ইমামগণ একমত যে, খারাজী ভূমির খারাজ পদ্ধতি কখনো পরিবর্তন করা যাবে না। খারাজী ভূমি কোনো মুসলমান ক্রয় করলেও তাকে খারাজই প্রদান করতে হবে।[৩]

যাকাত ও উশর প্রবর্তনে শাসকদের অনীহা এবং জনগণ তা সরকারকে প্রদান না করার কারণ ঃ যাকাত ও উশর ব্যবস্থার প্রবর্তন ও তা আদায়ে শাসকদের অনীহা ও জনগণ তা সরকারকে প্রদান না করার কারণ প্রধানত ২টি। ১. যাকাত ও উশর বিতরণের যেহেতু নির্ধারিত খাত রয়েছে, তাই শাসকদের ইচ্ছামতো তা ব্যয় করা যায় না; এজন্য শাসকগণ যাকাত উশর আদায় না করে সাধারণ করারোপ করেছেন। যা তাদের ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারেন। ২. শাসকগণ সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ না হওয়ায় মুসলিম জনগণ তাদের উপর আস্থা রাখতে পারেনি। তাই তারা যাকাত ও উশর সরকারকে প্রদান না করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিতরণ করেছে। তাই ধীরে ধীরে যাকাত ও উশর ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে এবং সরকার তার পরিবর্তে মুসলমানদের যাকাতের পরিবর্তে কর (Incom tax) আরোপ করে ও উশরের পরিবর্তে খারাজ ব্যবস্থা চালু করে। এক সময় খারাজ ব্যবস্থাকেও পরিহার করে এতেও ভূমিকর বা খাজনা (tax) প্রথা প্রবর্তন করে।

---

[২] ইয়াহইয়া ইবনে আদম (র), *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ৫৭।

[৩] ইবনে রজব, *আল ইস্তিখরাজ*, প. ৮৩; ওয়াহহাব যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামী*, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ১৯০৫।

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

সন্ধি ও বল প্রয়োগকৃত বিরাণভূমির হুকুম

আর হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ঐ সকল ভূমি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যা শক্তি প্রয়োগে বা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। আর কতক গ্রামে এমন প্রচুর ভূমি রয়েছে যাতে চাষাবাদ বা স্থাপনার কোন চিহ্ন নেই। সে ক্ষেত্রে কল্যাণকর কি হতে পারে?

বিরাণ ভূমি সম্পর্কে আলোচনা

ঐ সকল বিরাণ ভূমিতে কোন স্থাপনা বা চাষাবাদের নির্দেশ নেই, তাতে গ্রামবাসীদের কোন ছাপ বিদ্যমান নেই এবং তাতে চারণক্ষেত্র বা কবরস্থানও নেই, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, পশুপাল ও ছাগল বকরী চরানোর ক্ষেত্রেও নেই। কারো মালিকানা বা কারো দখলে নেই সেই ভূমি হল موات তথা বিরাণভূমি।

সুতরাং এই সকল ভূমি যে আবাদ করবে বা কিছু অংশ আবাদ করবে[৪] উহা তারই হবে। আর (আমীরুল মু'মিনীন!) আপনার জন্য করণীয় হবে।

১. আপনি যাকে ইচ্ছা বরাদ্দ দিতে পারেন।

২. অথবা ভাড়া দিবেন।

৩. অথবা কল্যাণকর যা মনে করেন তাই করবেন।

আর বিরাণ ভূমি যে আবাদ করবে তারই হবে। ইমাম আবু হানিফা (র) এ প্রসঙ্গে বলেন- যে ব্যক্তি বিরাণভূমি আবাদ করবে তার হবে, যদি ইমাম অনুমতি প্রদান করেন। আর যে ব্যক্তি ইমামের অনুমতি ছাড়া বিরাণ ভূমি আবাদ করবে তা তার হবে না। ইমামের এখতিয়ার আছে তার হাত থেকে তা উদ্ধার করা এবং তিনি যা মনে করবেন ভাড়া দেয়া, বরাদ্দ দেয়া বা অন্য কিছু করতে পারেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে বলা হল-ইমাম আবু হানিফা (র) এর এই কথা সমীচিন হয়নি। যেহেতু হাদীসে এসেছে নবী কারীম (স) এরশাদ করেছেন– "যে ব্যক্তি কোনো বিরাণভূমি আবাদ করবে উহা তার হবে।" সুতরাং আপনি সুস্পষ্ট করে বলুন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য হল বিরাণ ভূমি ইমামের অনুমতি ব্যতীত আবাদ হবে না তার বক্তব্যের দলীল হচ্ছে-

---

[৪] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

- যদি দুই ব্যক্তি তারা প্রত্যেকেই একই স্থান পছন্দ করে এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে জায়গা নিতে নিষেধ করে এমতাবস্থায় কে বেশি হকদার? তাই হক নির্ণয়ে, দুই ব্যক্তির মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনে, ঝগড়া ফাসাদ দূরীকরণে ও অনিষ্ট করনের হাত হতে পরিত্রাণের জন্য ইমামের ফায়সালা ও মধ্যস্থতা প্রয়োজন।
- এক ব্যক্তি বিরাণ ভূমি আবাদ করতে চাইছে অথচ তা অন্যের বাড়ীর আঙ্গিনায়। অথচ সে ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে ওখানে তার কোন হক নেই। মালিকটিও বলল আপনি যদি আমার বাড়ীর আঙ্গিনায় আবাদ করেন তাহলে আমার ক্ষতি হবে। এজন্য ইমাম আবু হানিফা (র) ইমামের অনুমতিকে ফায়সালার জন্য উল্লেখ করেছেন । যখন কোন ইমাম মানুষের কল্যাণে অনুমতি প্রদান করেন তাহলে আবাদ করা তার জন্য বৈধ। আর এই অনুমতি জায়েয ও সঠিক। নচেৎ অনুমতি বৈধ হবে না। ইমাম যদি বাধা প্রদান করেন তবে তার বাঁধাও বৈধ।
- ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য হাদীস প্রত্যাখ্যান করা নয়। ইমামের অনুমতি তো বিরাণ ভূমি আবাদ করা। আর এটাতো হাদীসের অনুসরণ। ইমামের অনুমতির অর্থ হল- তাদের পরস্পর ঝগড়া এবং একে অন্যের অনষ্টি করণের হাত থেকে রক্ষা করা।

ইমাম আবু ইউসুফের বক্তব্যঃ তিনি বলেনঃ আমি মনে করি যখন এতে কারো ক্ষতি থাকবে না এবং কারো কোন ঝগড়া থাকবে না তখন রাসূলুলাহ (স) এর অনুমতিই কেয়ামত পর্যন্ত বৈধকারী। আর যখন কোন ক্ষতির (কথা) আসবে তখন তা এই হাদীসের আলোকে ফায়সালা হবে- ليس لعرق ظالم حق

অর্থাৎ-"কোন যালেমের আসলে হক নাই।" এ প্রসঙ্গে আবু ইউসুফ (র) হাদীসের দলীল পেশ করেন।

- আবু ইউসুফ (র) বলেছেনঃ আমাকে হিশাম ইবনে ওরওয়াহ তার পিতা থেকে তিনি হযরত আয়েশা (রা) তিনি রাসূলুলাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন-"যে ব্যক্তি কোন বিরাণ ভূমি আবাদ করবে উহা তার হবে এবং যালেমের কোনো হক নেই।"
- তিনি বলেছেন- আমাকে লাইছ তাউছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুলাহ (স) বলেছেন- যুগ যুগ ধরে মালিকের ভোগ-দখলকৃত ভূমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। তারপরে তোমাদের, আর যে ব্যক্তি বিরাণ ভূমি আবাদ করে তা তার হবে। যে ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত আবাদ করবে না তাতে তার কোন হক নেই।
- আবু ইউসুফ (র) বলেনঃ আমাকে সাঈদ ইবনে আবি ওরওয়াহ কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে তিনি সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন-'যে ব্যক্তি কোন ভূমিতে (মালিকানাবিহীন) দেয়াল দ্বারা বেষ্টনী দিবে উহা তার হয়ে যাবে।[৫]

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইউসুফ (র) বলেন: আমাদের এই হাদীসের অর্থ হল- বিরাণ ভূমির (বেষ্টনী নির্মাণ করা) যাতে কারো কোন অধিকার নেই; কারো কোন মালিকানা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা আবাদ করবে তাও তার অনুরূপ হয়ে যাবে। উহা যে চাষাবাদ করবে অথবা ভাড়া দিবে। ঐ ভূমিতে (যদি) নদী-নালা থাকে, ভাড়া দিবে ঐ ভূমিতে যা যা কল্যাণকর আছে তা আবাদ করবে। যদি তা উশরী ভূমি হয় তা থেকে উশর আদায় করবে। আর যদি খারাজী ভূমি হয় তাহলে খারাজ আদায় করবে। ঐ ভূমিতে যদি কূপ খনন করা হয় বা খাল খনন করা হয় তাহলে তা উশরী ভূমিতে পরিণত হবে।

শত্রুপক্ষের বিরাণ ভূমি সম্পর্কে আলোচনাঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- শত্রুপক্ষের যে কোন সম্প্রদায় (জনবসতি ছেড়ে) বেদুঈন (মরুবাসী) হয়ে যায় আর তাদের কেউ অবশিষ্ট না থাকে, আর তাদের ভূমি সমূহ বেকার হয়ে পড়ে। আর ভূমির দখলদারিত্ব ও মালিকানা সম্পর্কে জানা যায় না। এমন অবস্থায় কোন ব্যক্তি তা আবাদ করে চাষাবাদ করে, বৃক্ষ রোপন করে এবং তা বাবদ খাজনা বা উশর আদায় করে তাহলে সেটা তার হয়ে যাবে। আর ইমামের কোন এখতিয়ার নেই জানাশুনা হক ব্যতীত তা ফিরিয়ে নেয়া। প্রত্যেক বিরাণ ভূমি ও মালিকানাহীন ভূমি মুসলমানদের কল্যাণকর ও দ্বীনি বিষয় বিবেচনা করে বরাদ্দ প্রদান ইমামের কর্তব্য।

শক্তি প্রয়োগে অর্জিত বিরাণ ভূমিঃ মুসলানগণ শক্তি প্রয়োগ করে মুশরিকদের হাত থেকে এমন বিরাণ ভূমি বিজয় লাভ করেছে। ফলে ইমাম মুসলিম সৈন্যদের মাঝে তা বন্টন করে দেন এবং এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছেন তবে সেই ভূমি উশরী। কেননা ইমাম কর্তৃক বন্টিত ভূমি চাষাবাদ করে তখন তার থেকে উশর অদায় করা হবে।

- ইমাম যদি ঐ বিজিত ভূমি সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে না দেন তা তার বাসিন্দাদের হাতে ছেড়ে দেন যেমন হযরত ওমর (রা) সাওয়াদ এলাকার বাসিন্দাদের হাতে দিয়েছিলেন তবে তা খারাজী ভূমি হিসেবে গণ হবে। তাই বাসিন্দাগণ কিছু অংশ চাষ করলেও ইমাম যেভাবে বহাল রেখেছেন সেভাবে খারাজ আদায় করবে।
- কোন ব্যক্তি যদি হিযাজ ও আরব অঞ্চলের কোন বিরাণ ভূমি আবাদ করবে সে অঞ্চলের লোকেরা তার উপর বহাল থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেই ভূমি উশরী হবে এবং সেটা তারই হবে।
- যদি ভূমি সমূহ এমন হয় যা পূর্বে মুশরিকদের ছিল। পরবর্তীতে মুসলমানগণ তা বিজয় করেছে। এ ধরণের ভূমি থেকে কেউ যদি বিরাণ ভূমি আবাদ করে এবং মুশরিকদের হাতে থাকা পানি নিয়ে আসে তবে তা খারাজী হবে। আর যদি ঐ পানি ছাড়া অন্য কোন পানি দ্বারা আবাদ করে। যেমন ঐ ভূমিতে খননকৃত কূপের পানি দ্বারা অথবা ঝর্ণার পানি দ্বারা যা সে বের করে নিয়েছে তাহলে ঐ ভূমি উশরী। আজমীদের হাতে থাকা শহর থেকে পানি প্রবাহ নিয়ে আসলে খারাজী ভূমি হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আরব ও আজমীদের প্রসঙ্গে বর্ণনাঃ আরব ভূমি এবং অনারব ভূমির মধ্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান। কেননা অনারব বা আজমী মুশরিকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে এবং জিজিয়া কর প্রদানের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আরবরা শুধুমাত্র লড়াই করে ইসলামের বিরুদ্ধে। ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন কিছু কবুল করা হয় না। ইমাম যদি তাদেরকে দেশের কিছু অংশ প্রদান করেন তাহলে ঐ ভূমি উশরী হবে। আর তাদের জন্য কিছু না রাখেন তাও উশরী হবে।

আর রাসূলুলাহ (স), সাহাবীগণ বা পরবর্তী খলীফাগণ আরব মূর্তিপূজক মুশরিকদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করেছেন তা আমাদের জানা নেই। আরবদের ব্যাপারে বিধান হচ্ছে ইসলাম গ্রহণ নয়তো হত্যা। যখন তাদের উপর বিজয় হবে তখন নারী ও শিশুদের কয়েদ করা হবে।[৬] যেমন রাসূল (স) হুনাইন দিবসে হাওয়াযীন গোত্রের শিশু ও নারীদের কয়েদ করেছিলেন পরবর্তীতে তাদেরকে ক্ষমা ও মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আর তা তিনি মূর্তি পূজকদের সাথেও করেছিলেন।

আর আরবদের আহলে কিতাব হল-আজমীদের মত। তাদের কাছ থেকে সাদকা গ্রহণ করা হবে যেমন-হযরত ওমর (রা)[৭] বণী তাগলিবের সাদকাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছিলেন খারাজের বদলে এবং যেমন রাসূলুলাহ (স) ইয়েমেনবাসী প্রত্যেক বালেগ পুরুষের উপর এক দিনার বা সমমূল্যের মুয়াফিরিয়্যা কাপড় ধার্য্য করেছিলেন। সুতরাং এটা নাজরানবাসী আহলে কিতাবীদের সাথে মুক্তিপনের ভিত্তিতে আপোষ করেছেন।

আর আজমী আহলে কিতাব, মুশরিক, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক পুরুষদের নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে। রাসূলুলাহ (স) আহলে হিজরের অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করেছেন। আর আহলে শিরকের অগ্নিপূজকগণ আহলে কিতাব নয়। এরা আমাদের নিকট আজমীদের অংশ হিসেবে গণ্য। আর তাদের নারীদের বিবাহ করা যাবে না এবং তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া যাবে না। হযরত ওমর (রা) ইরাকের আজমী মুশরিকদের উপর জিজিয়া ধার্য্য করেছেন। মাথাপিছু ধনী-গরীব, মধ্য-বিত্ত হিসেবে ধার্য্য করেছেন।

আর আরব আজমের মুরতাদদের হুকুম হল আরবের মূর্তিপূজকদের হুকুমের মত। তাদের কাছ থেকে ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু গ্রহণ করা হবে না। হযত ইসলাম গ্রহণ নয়তো হত্যা। তাদের নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে না।[৮]

---

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
[৭] প্রাগুক্ত, ৬৬।
[৮] প্রাগুক্ত, ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

পল্লীবাসী ও মাদায়েনবাসীদের ভূমির বর্ণনা

পল্লী অধিবাসী, আরাদীনের অধিবাসী, মাদায়েন ও তার অধিবাসী এবং তাতে যা কিছু আছে সে ব্যাপারে ইমামের এখতিয়ার আছে। তিনি চাইলে তাদেকে তাদের ভূমিতে বাড়ী-ঘরে বহাল রাখতে পারেন এবং তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করতে পারেন। তাদের উপর জিজিয়া ও খারাজ ধার্য্য করতে পারেন। তবে আরব মূর্তিপূজক পুরুষ ব্যতীত। (কারণ তাদের উপর জিজিয়া গ্রহণ করা হবে না কেবল ইসলাম গ্রহণ নয়তো হত্যা) আর পল্লীবাসীদেরকে আল্লাহ যে মালে ফাই দিয়েছেন তা পাঁচ ভাগ হবে না।

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

অর্থ: "আল্লাহ তা'য়ালা আহলে কুরা (খায়বারবাসীদের থেকে) যে মালে ফাই দান করেছেন তা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এবং তাঁর রাসূলের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়।"[৯]

সুতরাং পল্লীবাসীদের মধ্যে এরা সবাই হকদার। আর ইহা সৈন্যদের গণীমত থেকে ভিন্ন। রাসূলুলাহ (স) পল্লী থেকে প্রাপ্ত সম্পদ রেখে দিয়েছেন যা তিনি বন্টন করেননি। তিনি মক্কাতে শক্তি প্রয়োগে বিজয়ী হয়েছেন সেখানে অনেক সম্পদ ছিল তিনি তা বন্টন করেননি।

তিনি বনী কুরাইযা ও বনী নাযির সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী হয়েছেন আরব এলাকা ছাড়াও অন্যান্য এলাকার উপর জয়ী হয়েছেন তথাপি তিনি খায়বার ছাড়া অন্য কোন ভূমি বন্টন করেননি।

সুতরাং ইমামের এখতিয়ার আছে তিনি যদি বন্টন করেন যেমন করেছেন রাসূল (স) তাহলে ভাল।

আর যদি তিনি রেখে দেন যেমন-রেখে দিয়েছিলেন রাসূলুলাহ (স) খায়বার ব্যতীত, তবুও ভাল।

আর হযরত ওমর (রা) সাওয়াদ এলাকা, সিরিয়া, মিশর এর চেয়ে অনেক বেশী রেখে দিয়েছিলেন যা বন্টন করেননি। এই সমস্ত নগর সমূহ শক্তি প্রয়োগে বিজয় অর্জন করেছেন। ঐ সকল এলাকার শুধু দুর্গাবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। হযরত ওমর (রা) ভূমি সমূহ বন্টন না করে আনাগত

---

[৯] *আল-কুরআন* : সূরা হাশর, আয়াত-৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে ইমামও মুসলমানও দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপই গ্রহণ করবেন।[১০]

▣ হিজায, হারামাইন, ইয়ামান ভূমি

আর হিজায ভূমি, মক্কা মদীনা, ইয়েমেন এবং আরব ভূমি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয় করেছেন সে সকল ভূমির উপর হ্রাস বৃদ্ধি করা যাবেনা। কেননা তা এমন বিষয় যার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু[১১] আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্ব ও আদেশ কার্যকর হয়েছে। কোন ইমামের জন্য তা সম্পূর্ণ, আংশিক বা ভিন্নভাবে পরিবর্তন জায়েয নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেছেন– আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে আরব ভূমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয় করেছেন তার উপর উশর ধার্য্য করেছেন। কোন উৎপন্ন দ্রব্যের উপর খারাজ ধার্য্য করেন নাই।

মক্কা ও হেরেম অঞ্চলের জন্য যেমন খারাজ ধার্য্য করেননি তেমনি সমস্ত আরব ভূমি একই গতিধারায় চলেছে। মদীনা, হিজায, বাহরাইন ও তায়েফ ও খারাজ ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।

সমস্ত আরব মূর্তিপূজকদের হুকুম হল ইসলাম গ্রহণ নয়তো হত্যা, কোন জিজিয়া কবুল করা হবেনা। অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে আরবের ভিন্ন হুকুম।[১২]

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনী এক সম্প্রদায় যাদেরকে আহলে কিতাব মনে করা হত তাদের মাথাপিছু খারাজ ধার্য্য করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এই বাণী ومن يتولهم منكم فانه منهم (তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, সে তাদের হিসাবে গণ্য হবে)।

এই আয়াত নাযিলের পর তাদের সাথে খারাজী চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

তিনি প্রত্যেক বালেগ নারী পুরুষের জন্য এক দীনার ধার্য্য করেছিলেন অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের মুয়াফিরিয়্যা (নামক কাপড়) ধার্য্য করেছিলেন। তবে ভূমির উপর খারাজ ধার্য্য করেন নাই।

---

[১০] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬৮।
[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
[১২] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল ভূমিতে প্রবাহের দ্বারা সেচ দেয়া হয় সে সকল ভূমির উশর ধার্য্য করেছেন। আর যেগুলিতে কৃত্রিমভাবে সেচ দেয়া হয় সেগুলির উপর অর্ধ উশর ধার্য্য করেছিলেন।[১৩]

খারেজী সম্প্রদায়ের ভুল উপলব্ধি

খারেজী সম্প্রদায় তারা পথহারা। তারা ভুল করেছেন। তারা আরবীয় জনপদকে অনারবীয় জনপদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ (স) এর সাহাবীদের ঐক্যমতের কথা গ্রহণ করেননি। তারা হযরত ওমর (রা) ও আলী (রা) এর মতামতও গ্রহণ করেননি।

আর রাসূল (স) এর সাহাবাদের মধ্যে যারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তারা খারেজীদের থেকে অধিক সুন্দর ব্যাখ্যাকারী এবং তাওফিক প্রাপ্ত, আর সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

[১৩] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

বসরা ও খুরাসানের ভূমি সম্পর্কিত আলোচনা

বসরা ও খুরাসান অঞ্চল সাওয়াদ অঞ্চলের ন্যায়। ঐ অঞ্চলের যে সকল এলাকা শক্তি প্রয়োগ করে বিজয় করা হয়েছে সে সকল এলাকা খারাজী ভূমি। আর যে সকল এলাকা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে তাও খারাজী ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। সেখানে সন্ধি শর্তে যে পরিমাণ করের চুক্তি হয়েছে সেই পরিমাণই প্রযোজ্য হবে বৃদ্ধি করা যাবে না।

আর যে সকল লোক তাদের এলাকায় বহাল অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছে সেই এলাকা উশরী। আমি সাওয়াদ এবং এই সব অঞ্চলের মাঝে কোন পার্থক্য দেখি নাা। কিন্তু এই সকল অঞ্চলের সে সব এলাকাতে পূর্ব থেকে সুন্নাহ মোতাবেক হুকুম জারী হয়ে আসছে এবং যারা খলীফা ছিলেন তারা তা কার্যকর করেছেন। আপনি ঐ সকল এলাকাগুলো আপন অবস্থায় বহাল রাখবেন?

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- ইরাক, হিজায, ইয়ামান, তায়েফ এবং আরব অঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রত্যেক এলাকা যা বসতিপূর্ণ অথচ কারো মালিকানা নেই, কারো দখলে নেই, কোন ওয়ারিশ নেই এবং তার উপর কোন স্থাপনার চিহ্নও নেই এই ভূমিকে শাসক যদি কাউকে বরাদ্দ দেয় এবং ঐ লোক আবাদ করে তবে ঐ ভূমি যদি খারাজী হয় তাহলে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি খারাজ আদায় করবে। খারাজী ভূমি হল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চল-যেমন সাওয়াদ ভুমি।

ইমাম যদি কাউকে কোন খারাজী ভূমি বরাদ্দ করেন তবে তাতে খারাজ ধার্য্য হবে। তবে ইমাম যদি তার উপর উশর, অর্ধ উশর বা দুই উশর বা আরো অধিক (অর্থাৎ ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ বা দশ ভাগের দেড় ভাগ বা দশ ভাগের দুই ভাগ বা আরো অধিক) ধার্য্য করেন অথবা খারাজ ধার্য্য করতে পারেন। ইমাম এলাকার অধিবাসীদের উপর যে কোন একটি ধার্য্য করার ক্ষমতা রাখেন। আর তা হবে তার জন্য প্রশস্তকারী হবে।

হিজায, মক্কা, মদীনা, ইয়েমেনে যে সকল ভূমি রয়েছে তাতে খারাজ প্রযোজ্য হবে না। ইমামেরও কিছু করার নেই, কিছু করাও জায়েয নয়। কেননা এখানে রাসূলুল্লাহ (স) এর আদেশ ও হুকুম কার্যকর রয়েছে তা তিনি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

কাজেই আপনি (বাদশাহ হারুনুর রশীদ) মুসলমান ও সাধারণ সর্বশ্রেণীর জন্য ব্যাপক উপকারী ও কল্যাণকার ও দ্বীন-ধর্মের জন্য নিরাপদ মনে করবেন সে মতই গ্রহণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমাকে মুজালিদ ইবনে সাঈদ, আমের শা'বী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) উৎবা ইবনে গাজওয়ানকে বসরায় প্রেরণ করেছেন। সেই সময় বসরাকে হিন্দ ভূমি বলা হত। কূফাতে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) এর আগমণের পূর্বে উৎবা ইবনে গাজওয়ান সেখানে প্রবেশ করলেন এবং তথায় অবস্থান করলেন, আর যিয়াদ ইবনে আবিহি তিনি কূফার মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আর তিনি আজ তার স্থানেই আছেন। আবূ মুসা আশয়ারী (রা) তুস্তর, ইস্পাহান, মহরযান, কুযাক ও মাহযিবান বিজয় করেন এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস মাদায়েন অবরোধ করে রাখেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: হেদায়াতপ্রাপ্ত শাসকগণের সাওয়াদ বা আরব অঞ্চলের কোন ভূমি এবং নানা ধরণের পাহাড়সমূহ যে কোনো কাউকে বরাদ্দ দেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং পরবর্তী খলীফাগণের জন্য এটা কখনো বৈধ হবে না ঐ বরাদ্দ প্রত্যহার করা। কেউ ওয়ারিশ সূত্রে অথবা ক্রয় সূত্রে প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত ভূমি শাসকগণ কেড়ে নিতে পারবে না। যদি তা হয় তবে তা জোর করে মাল ছিনতাইয়ের মত হবে। কারণ এগুলো হবে মানুষের অধিকার ও প্রতিশ্রুতি নষ্ট করার মত কাজ। কিন্তু এমন কোন হক্ব যদি তার উপর পাওনা থাকে যা ওয়াজিব তবে ঐ হক্বের বিনিময়ে ঐ বরাদ্দ নিয়ে নিতে পারবেন এবং লোকদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন উহা তার জন্য বৈধ।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: আমার মতে ভূমি মালের মতই, কাজেই ইমামের জন্য উচিত বায়তুল মালের পক্ষ থেকে তিনি এমন কাউকে (ঐ ভূমির ভোগ দখলের) অনুমতি দিবেন যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। যার দ্বারা ইসলামের উপকার হয় এবং যার দ্বারা শত্রুর উপর শক্তিশালী হওয়া যায়। ইমাম ঐ ব্যক্তির সাথে ভূমির লেনদেন করতে পারেন।[১৪]

যাকে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামী ও অধিক উপযুক্ত মনে করেন উপরোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ইমাম তাকেই প্রদান করবেন।

আমি মনে করি না ভূমিকে পরিত্যক্ত রাখা হবে যাতে ইমামের বরাদ্দ ছাড়া কারো মালিকানা নেই, যাতে কোন স্থাপনা নেই। কেননা বরাদ্দের দ্বারা এলাকা অধিক আবাদ হয় এবং অধিক খাজনা আদায় হয়। সুতরাং ইহাই হল আমার নিকট বরাদ্দের সীমা যা আপনাকে অবগত করেছি।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: রাসূল (স) ও পরবর্তী খলীফাগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বরাদ্দ দিয়েছেন।

- আমাকে ইবনে আবু নাজিহ, আমর ইবনে শোয়াইব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) খুজাইনা অথবা জুহাইনা গোত্রের লোকদেরকে (ভূমি)

[১৪] . কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

বরাদ্দ দিয়েছেন অত:পর তারা উহা চাষাবাদ করে নাই, ফলে অন্য লোকেরা এসে তা চাষাবাদ করেছে। ফলে তাদের বিষয়ে ভিন্ন লোকেরা হযরত ওমর (রা) এর কাছে মোকাদ্দমা দায়ের করে। তখন হযরত ওমর (রা) বলেন যে, যদি আমার পক্ষ থেকে অথবা আবু বকর (রা) এর পক্ষ থেকে বরাদ্দ হত: তবে অবশ্যই তা প্রত্যাহার করে নিতাম। কিন্তু উহাতো রাসূলুল্লাহ (স) এর বরাদ্দ করা (তাই আমার পক্ষে তা রদ করা সম্ভব নয়) অত:পর বললেন-যার কোন ভূমি আছে তারপর সে তা তিন বছর পরিত্যক্ত রাখে, কোনো চাষাবাদ করে না, আর অন্য লোকেরা এসে তা চাষাবাদ করে তখন তারাই এই ভূমির অধিক হকদার বলে গণ্য হবে।

- তিনি বলেন: আমাদেরকে হিশাম ওরওয়াহ তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (স) যুবাইর (রা) কে একটা ভূমি বরাদ্দ দিয়েছেন যাতে বণী নযীর গোত্রের সম্পদের একটি খেজুর গাছ ছিল। আর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ঐ ভূমিটা এমন এলাকায় ছিল যাকে জরূফ বলা হত। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ওমর (রা) পুরা আক্কিক এলাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। এমনকি ঐ (বরাদ্দ) হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) এর বরাদ্দপ্রাপ্ত ভূমি কে ছাড়িয়ে গেছে। তখন (ইবনে যুবাইর) বললেন-আজ থেকে বরাদ্দ প্রার্থীরা কোথায়। যদি তাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকে তবে তা আমার পদতলে। খাওয়াত ইবনে যুবাইর বললেন-তা আমাকে বরাদ্দ দিন তখন তিনি তাকে তা বরাদ্দ দিয়েছিলেন।
- তিনি বলেন: আমাকে সুফিয়ান ইবনে উওয়াইনাহ, আমর ইবনে দীনার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন-যখন নবী (স) মদীনায় আগমন করেন। হযরত আবু বকর (রা) কে বরাদ্দ দেন এবং হযরত ওমর (রা) কেও বরাদ্দ দেন।[১৫]
- তিনি বলেন: আমাকে আ'মাশ ইব্রাহীম ইবনুল মুহাজির থেকে, তিনি মূসা ইবনে তালহা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে নাহরাইন এলাকায় বরাদ্দ দিয়েছেন। আর আম্মার ইবনে ইয়াসার ইস্তনিয়ায় বরাদ্দ দিয়েছেন। আর খাব্বাব (রা) সানায় বরাদ্দ দিয়েছেন এবং সা'দ ইবনে মালিককে হরমুজান গ্রাম বরাদ্দ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন- তারা সবাই প্রতিবেশী ছিলেন। বর্ণনাকারী আরও বলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও সা'দ (রা) তারা তাদের ভূমির (উৎপাদিত ফসলের) যথাক্রমে এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশ প্রদান করতেন।

[১৫]. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

- আবু ইউসুফ (র) বলেন: আমাকে হিশাম ইবনে ওরওয়াহ তার পিতা থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে যায়েদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন- রাসূলুলাহ (স) বলেছেন- অন্যায়ভাবে যে ব্যক্তি এক বিঘত ভূমি গ্রহণ করবে সাত তবক জমিন তার গলায় (কেয়ামতের দিন মালার মত করে) ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[১৬]

উপরের আলোচনা থেকে একথাই উপলব্ধি হয়:-

- অনাবাদী বা মালিকানাহীন ভূমি,পরিত্যক্ত ভূমি, ওয়ারিশবিহীন ভূমি বা স্থাপনা চিহ্নহীন ভূমি হেদায়তেপ্রাপ্ত শাসকগণ ইসলামের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ দিতে পারেন।
- জমি প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষাবাদ করা। ব্যক্তি যদি তিন বছর যাবৎ তা অনাবাদী ফেলে রাখে, তাহলে তা ফেরত নিতে হবে।
- কোন আইনানুগ বা সুবিহিত অধিকার ব্যতিরেকে মুসলিম বা যিম্মির অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার ইমাম বা রাষ্ট্র নেতার নেই। আপন খুশীমতে জনগণের মালিকানা ছিনিয়ে নিয়ে তা অন্য কাউকে দেয়া, তাঁর মতে ডাকাতি করে আদায়কৃত অর্থ অপরকে দান করার সমর্থক।
- রাসূল (স) এর বরাদ্দকৃত ভূমি প্রত্যহার করার অধিকার কারো নেই।

[১৬]. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শত্রু ও মরু এলাকার ভূমির বর্ণনা

আবু ইউসুফ (র) বলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি শত্রু অধ্যুষিত এলাকার লোকদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। যারা নিজেদের জানের ভয়ে ও ভূ-সম্পত্তি রক্ষায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। উহার ব্যাপারে কি হুকুম রয়েছে?

নিশ্চয়ই তাদের রক্ত নিষিদ্ধ অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা বা আহত করা যাবে না। তারা যে সকল ধন-সম্পদে বহাল অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছে সে সকল ধন-সম্পদ তাদেরই থাকবে। অনুরূপভাবে তাদের ভূমি তাদেরই থাকবে এবং তা উশরী বলে গণ্য হবে মদীনার মত। যখন মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল তখন তাদের ভূমি উশরী বলে গণ্য হয়েছিল। অনুরূপভাবে তায়েফ ও বাহরাইন উশরী ভূমি।[১৭]

অনুরূপভাবে মরুবাসী লোকেরা যখন তাদের মরু অঞ্চল ও এলাকাতে যে সকল সহায় সম্পদ বহাল অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছে তা তাদের দখলেই এবং তাদের মালিকানায় থাকবে।

অন্যান্য গোত্রের লোকদের কারো কোনো এখতিয়ার নেই তাতে কিছু নির্মাণ করে তার অধিকারী হওয়া। তাতে কোনো কূপ খনন করতে পারবে না, যে কূপে তাদের হক থাকবে। তাদের কোন অধিকার হরণ করতে পারবে না। যেমন-ঘাস থেকে বাঁধা দেওয়া। রাখাল ও পশুদেরকে পানির নিয়ন্ত্রণে বাধা দিতে পারবে না। উট ও ঘোড়ার বিচরণ করিয়ে ঐ সকল এলাকায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। আর তাদের ভূমি হবে উশরী। পরবর্তীতে তারা ঐ সম্পদের খাজনা দিবে না। তারা একে-অপরের উত্তরাধীকারী হবে। ঐ সকল ভূমি ও সম্পদের ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। এমনিভাবে দেশের অধিবাসীরা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন দেশ ও দশের সব কিছু তাদের হবে।

আর যে কোনো মুশরিক সম্প্রদায়ের সাথে ইমাম এই শর্তে আপোষ করে যে, তারা তার নির্দেশ মত চলবে এবং তাদের সম্পদ বন্টন হবে এবং তারা কর আদায় করবে; তখন তারা যিম্মি হিসেবে গণ্য হবে। আর তাদের ভূমি হবে খারাজী ভূমি। তাদের কাছ থেকে সন্ধির শর্ত মোতাবেক গ্রহণ করা হবে এবং তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তাদের উপর কর বৃদ্ধি করা যাবে না।

ইমাম যদি কোন ভূমি শক্তি প্রয়োগে বিজয় লাভ করেন। অতঃপর তা বিজয়ীদের মাঝে বন্টন করে দিতে পারেন। ইমাম এই ভূমির প্রশস্ততা উত্তম মনে করেন তবে ঐ ভূমি উশরী ভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারেন।

---

[১৭] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

আর ইমাম যদি বন্টন করতে না চান এবং অধিবাসীদের হাতে রেখে দেয়া কল্যাণকর মনে করেন যেমনটি হযরত ওমর (রা) সাওয়াদ এলাকায় করেছেন তাহলে তিনি তা করতে পারেন। তখন এই ভূমি খারাজী ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে সেই ফিরিয়ে নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে না।[১৮] সেটা তখন তাদের মালিকানায় হয়ে যাবে এবং তাতে ওয়ারেশী চালু হয়ে যাবে। ক্রয়-বিক্রয় ও চালু হয়ে যাবে। আর তাদের উপর খাজনা ধার্য্য হবে এবং সাধ্যাতীত কোন কিছু তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না।[১৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো উপলব্ধি হয়:

- শত্রু অধ্যুষিত ও মরু অঞ্চলের লোক আত্মরক্ষার্থে ইসলাম গ্রহণ করে তাদের জীবন সম্পদ, ভূমি তাদের অধিকারেই থাকবে।
- তাদের ভূমিতে অন্য কোন গোত্র নির্মাণ (স্থাপনা) করতে পারবেনা। কূপ খনন করতে পারবে না। ঘাস, রাখাল, উট, ঘোড়ার বিচরণ ক্ষেত্র ও পানীয় থেকে বাঁধা দিতে পারবে না।
- তাদের জমি উশরী বলে গণ্য হবে।
- মুশরিক বা যিম্মিদের ভূমি খারাজী ভূমি হবে। সন্ধির শর্তানুযায়ী গ্রহণ করা হবে। কোনো মতে কর বৃদ্ধি করা যাবে না।
- বল প্রয়োগ বিজিত ভূমি বিজয়ীদের মাঝে বন্টন করত: তা উশরী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।
- স্থানীয় অধিবাসীদেরকে ভূমি প্রদত্ত হলে তা খারাজী ভূমি হবে। আর মালিকানা তাদেরই হবে। আর তা ফেরত নেয়া যাবে না।
- উক্ত ভূমিতে ওয়ারেশী ব্যবস্থা এবং ক্রয়-বিক্রয় চালু হবে।

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়

অমুসলিমদের অধিকার ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোচনা

১ম পরিচ্ছেদ

বণী তাগলিবের খ্রিস্টান ও যিম্মিদের হুকুম

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি বণী তাগলিবের খ্রিস্টানদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন তাদের সম্পদের উপর সদকাকে দ্বিগুণ করা হয়েছে কেন? তাদের উপর থেকে কি কি জিজিয়া কর রহিত করা হবে? সকল যিম্মিদের মাথাপিছু জিজিয়া কর, খাজনা, সদকা, উশর ও পোষাক এর ব্যাপারে তাদের সাথে কি ধরণের ব্যবহার করা উচিত?

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: আমাকে মাশায়েখদের কোনো একজন হাদীসবেত্তা সফফাখ থেকে, তিনি দাউদ ইবনে কারদুস থেকে, তিনি উবাদাহ ইবনে নোমান আত্-তাগলিবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) কে বলেছেন হে আমীরুল মু'মিনীন! নিশ্চয়ই বণী তাগলিব যাদের অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) তাদের সাথে এই শর্তে আপোষ করলেন যা বর্ণনাকারীর ভাষায়-

قال فصالحهم عمرعلى ان لا يغمسوا احدا من اولادهم فى النصرانية

১. তারা তাদের সন্তানদের কাউকে খৃষ্টধর্মে নিমজ্জিত করবেনা।

বর্ণনাকারী উবাদা বলতেন যে তারা করেছে। অর্থাৎ তাদের সন্তানদের খ্রিস্টধর্মে নিমজ্জিত করেছে। তাই তাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি নাই। যিয়াদ ইবনে হুদাইব বলেন-

قال وأمرنى أن اغلظ على نصارى بنى تغلب قال انهم قوم من العرب ليسوا من اهل الكتاب فعلهم يسلمون - وقال وكان عمر قد اشترط على نصارى بنى تغلب ان لا ينصروا اولادهم

আমাকে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বণী তাগলিবের খ্রিস্টানদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে বলেছেন। তারা খ্রিস্টান হলেও আহলে কিতাবদের মত তাদের গণ্য করা হবে না। যেহেতু তারা আরব জাতি। আর আরব জাতির ব্যাপারে হুকুম হল যে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা তাদের হত্যা করা হবে।[১] তাদের উপর জিজিয়া কর নেই। এজন্যই ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) শর্তারোপ করেছিলেন তারা তাদের সন্তানদের খ্রিস্টান বানাবে না। তাদের এমন শিক্ষা দিতে বলেছেন যাতে-ইসলাম গ্রহণ করে।

---

[১] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

২। ويضاعف عليهم الصدقة - তাদের উপর সদকাকে দ্বিগুণ করে দেয়া হবে। অর্থাৎ বণী তাগলিব গোত্র তাদের সদকা এবং প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য দ্বিগুণ হারে প্রদান করবে। এ ব্যাপারে আবু ইউসুফ (র) স্পষ্ট করে বলেন- যা লেখকের ভাষায়-

قال ابو يوسف : وكل ارض من ارض العشر اشترها نصرانى تغلبى فان العشر يضاعف عليه كما يضاعف عليهم فى اموالهم التى يختلفون بها فى التجارات- وكل شئ يجب على المسلم فيه واحد فعلى النصرانى التغلبى اثنان

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: প্রত্যেক উশরী ভূমি যা কোনো তাগলিবী খ্রিস্টান ক্রয় করবে তাতে দ্বিগুণ উশর প্রযোজ্য হবে। যেমনভাবে তাদের উপর দ্বিগুণ করা হয় ঐ সকল সম্পদ যা তারা ব্যবসাতে আদান-প্রদান করে আর প্রত্যেক এমন জিনিষ যাতে মুসলমানদের উপর একটি ওয়াজিব হয় তো তাদের উপর দুটি ওয়াজিব হবে।[২]

বণী তাগলিবের প্রত্যেক খ্রিস্টানদের বিচরণকারী ছাগল ছিল, তাতে কিছু ধার্য্য ছিল না। যখন ছাগল চল্লিশে পৌছবে তখন তাতে দুটি ছাগল ধার্য্য হবে একশত বিশটি পর্যন্ত। সাধাণ মুসলমানদের উপর চল্লিশটি ছাগলে একটি যাকাত দিতে হয়। তাই তাদের দ্বিগুণ দিতে হবে।

যখন একশত বিশটির চেয়ে একটিও বেশী হবে তখন তাতে চারটি ছাগল ধার্য্য হবে।

এমনিভাবে গরু ও উটে মুসলমানদের উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হলে বনী তাগলীবের খ্রিস্টানদের উপর দ্বিগুণ ওয়াজিব হবে। আর সদকার বেলায় তাদের মহিলাগণ পুরুষদের মত। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে কোনো কিছু প্রযোজ্য নয়।

শিশু ও পাগল সম্পর্কে ইরাকীগণ বলেন-তাদের ভূমি থেকে দ্বিগুন সদকা নেয়া হবে। সন্ধির দিন হতে বণী তাগলিবের যে ভূমি সমূহ ছিল তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে। আর তাদের পশুদের থেকে নেয়া হবে না।

হেজাযীগণ বলেন: তাদের পশুদের থেকে সদকা নেয়া হবে এবং তার বৈধতা হল খাজনার বৈধতার মত। কেননা তা জিজিয়ার স্থলে প্রযোজ্য হবে। আর অন্যান্য সম্পদ ও গোলাম বাদীর উপর তাদের কোনো কিছু প্রযোজ্য নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: আমাদেরকে আবু হানিফা ঐ ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-তিনি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন-তিনি বনী তাগলীবের খ্রিস্টানদের উপর খাজনার বদলে সদকাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: আমাদেরকে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে ইবনে মুহাজির হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- আমার পিতা যিয়াদ ইবনে হুদাইব থেকে বর্ণনা করেন: ওমর ইবনে

---

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

খাত্তাব (রা) এখানে যাকে প্রথম উশর আদায় করতে প্রেরণ করেছেন সেই ব্যক্তি হলাম আমি (যিয়াদ ইবনে হুদাইব)। তিনি বলেন[৩]-অতঃপর আমাকে ওমর (রা) হুকুম করেছেন যেন আমি কাউকে খোঁজাখুজি না করি এবং আমার নিকট দিয়ে কোনো জিনিষ গেলে তা থেকে চল্লিশ দেরহাম হিসেবে এক দেরহাম মুসলমানদের নিকট থেকে গ্রহণ করি। যিম্মিদের ক্ষেত্রে বিশ থেকে এক দেরহাম গ্রহণ করতে বলেছেন। যাদের প্রতি কোনো যিম্মাদারী নাই তাদের নিকট থেকে উশর নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: কোনো লোক যদি বণী তাগলিব ব্যতীত অন্য কোনো যিম্মির নিকট থেকে কোনো উশরী ভূমি ক্রয় করে তবে ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন- সেই ভূমির উপর খারাজ ধার্য্য করা হবে অতঃপর একে আর রূপান্তর করা যাবে না। অর্থাৎ খারাজ ধার্য্য করার পর ঐ ভূমিতে আবার উশর ধার্য্য করা যাবে না।

- আর যদি কোনো যিম্মি মুসলমানের নিকট থেকে ভূমি ক্রয় করে এবং মুসলিম ব্যক্তি বলেন- যিম্মির উপর কোনো যাকাত নেই। তার উশরই হল যাকাত তবে সেই ভূমিকে খারাজী ভূমিতে রূপান্তরিত করা হবে। আর ইমাম ইউসুফ (র) বলেন- সেই ভূমির উপর দ্বিগুণ উশর ধার্য্য করা হবে। দ্বিগুণ উশরই হল তার খারাজ।
- তারপর সেই ভূমি ক্রয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট ফিরে যায় অথবা খ্রিস্টান ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায় তবে সেই ভূমি উশরের দিকে ফিরে যাবে যা মূলত: প্রথমে ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: হাসান ও আতার মতই হল আমার কাছে অধিক উত্তম, ইমাম আবু হানিফার (র) চেয়ে। তিনি আরো বলেন-আপনি কি দেখেন না মুসলমানের ব্যবসার মাল উশর গ্রহণকারীর নিকট নিয়ে গেলে তাতে এক চতুর্থাংশ উশর ধার্য্য হবে। আর তা যিম্মি ক্রয় করে উশর গ্রহণকারীর কাছে নিয়ে গেলে তাতে অর্ধ উশর ধার্য্য করা হয় যা পরিমাণে মুসলমানদের দ্বিগুণ।

যদি আবার তা মুসলমানদের নিকট ফিরে যায় তখন এক চতুর্থাংশ উশর ধার্য্য করা হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে হুকুমও ভিন্ন হয়।

তেমনিভাবে আপনি কি লক্ষ্য করেননি যদি কোনো যিম্মি আরব ভূ-খন্ড যেমন-মক্কা, মদীনা এবং এই জাতীয় অন্যান্য এলাকার জমি ক্রয় করে যাতে কখনো কর, খারাজ বা খাজনা ধার্য্য করা হয়নি। আর হেরেম ভূমিতে খাজনা হয় না এজন্য তার উপর সদকাকে দ্বিগুণ করে দেয়া হবে। যেমনিভাবে ঐ সকল ব্যবসা, লেনদেনে দ্বিগুণ করা হয়। আর তাদের মধ্যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার ভূমি উশরী হয়ে যাবে কেননা তাতে খারাজ ধার্য্য করা হয়নি।[৪]

---

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

[৪] . কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

▣ মুশরিক ও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ ও দাওয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা:

হে আমীরুল মুমিনীন আপনি মুশরিকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন তাদেরকে কি যুদ্ধের পূর্বেই দাওয়াত দেয়া হবে? নাকি দাওয়াত ছাড়াই তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে? তাদেরকে দাওয়াত প্রদান তাদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের শিশুদেরকে বন্দী করার ক্ষেত্রে সুন্নাহ কি? আর কেবলা ওয়ালা বিদ্রোহীদের সাথে কিভাবে যুদ্ধ করা হবে? তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে যাওয়ার পূর্বে তাদেরকে কি ইসলামের প্রতি এবং জামায়াতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আহ্বান করা হবে? তাদের মধ্য থেকে যার উপর জয়ী হয় তার মাল সম্পদ ও তার শিশু - সন্তানদের বিষয়ে কি হুকুম রয়েছে?

আবু ইউসুফ (র) বলেন-রাসূলুল্লাহ (স) মুশরিকদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদান ব্যতীত কখনও আগে যুদ্ধ করেন নি। এ ব্যাপারে হাদীসের একাধিক বর্ণনা এসেছে। যেমন –

আমাদেরকে হাজ্জাজ ইবনে আবু নাজীহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করেননি যতক্ষন পর্যন্ত তাদেরকে দাওয়াত না দিয়েছেন।

আমাকে আতা ইবনুস সাঈব, আবুল বুখতারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যখন সালমান (রা) পারস্যের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা থাম। যাতে আমি তাদেরকে সেভাবে দাওয়াত প্রদান করি যেমনিভাবে আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি-আমরা তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি। যদি তোমরা ইসলাম কবুল কর তবে তোমাদের জন্য জাযা রয়েছে। এবং আমাদের উপর যা যা করনীয় রয়েছে তোমাদের উপরও তা তা করনীয় রয়েছে। যদি তোমরা ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার কর তবে আমাদেরকে তোমরা নত হাতে জিজিয়া দিবে। আর যদি তাও অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করব। তখন তারা বলল আমরা ইসলাম গ্রহণ করব না। আর জিজিয়ার কথা তো আমরা জিজিয়াও দিব না। আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবই। অতঃপর তিনি তাদেরকে অনুরূপ তিনবার দাওয়াত দিলেন। তারা প্রত্যাখান করল, তখন তিনি লোকদেরকে বললেন তাদের প্রতি ঝাপিয়ে পড়।

কতিপয় ফকীহ ও তাবেয়ী বলেন যে মুশরিকদের কেউ এমন নয় যার নিকট আমাদের সৈন্যবাহিনী পৌঁছেছে। অর্থাৎ মুশরিক প্রতিটি লোকের কাছে প্রতিজনকে আলাদা আলাদাভাবে দাওয়াত পৌঁছানো ছাড়াই যুদ্ধ করা যাবে। আর মুসলমানদের জন্য বৈধ আছে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া ছাড়াই তাদের সাথে যুদ্ধ করা।[৫]

আমাদেরকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আব্দুল মালেক বিন নওফল থেকে, তিনি মুযানী গোত্রের এক লোক থেকে তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যখন রাসূলুল্লাহ (স) কোনো

---

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তিনি তাদেরকে বলে দিতেন যদি তোমরা মসজিদ দেখ অথবা আযান কোনো তবে কারো সাথে লড়াই করো না। আর শত্রুদের উদাসীন অবস্থায় হামলা কর। আর আমাদের কাছে বর্ণনা পৌছেছে যে রাসূল (স) বনী মুস্তালিক সম্প্রদায়ের উপর আক্রমন করেছেন অথচ তারা ছিল অপ্রস্তুত উদাসীন। আর তাদের কেউ ছিল পানি পানরত অবস্থায় আর জুয়াইরিয়া বিনতে হারেছ ঘোড়ার উপর সাওয়রী অবস্থায় ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোনো দুশমনের উপর অভিযানের ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন সেই সংবাদ কাউকে জানাতেন না কিন্তু তাবুক অভিযানের ব্যাপারে জানিয়ে ছিলেন। কেননা তিনি প্রচন্ড উত্তাপের মাঝে সফর করেছেন এবং দীর্ঘ সফরের মুখামুখি হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। তাই লোকদেরকে উক্ত সংবাদ দিয়েছিলেন যাতে লোকেরা দুশমনদের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন দুশমনের সাথে লড়াই করতেন তখন দিনের শুরুতে করতেন না। সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত এবং বাতাস প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত এবং সাহায্য নাজিল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতেন।

আমাকে আছেম, হারিছ বিন হাসান থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন আমি মদীনায় আসলাম, এসে দেখি নবী (স) মিম্বারের উপর বসা আর পতাকা (কে দেখি) কালো, তখন আমি বললাম ইহা কার? তারা বলল- আমর বিন আস অভিযান থেকে এসেছেন, তার এবং বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ (স) এর সম্মুখে তরবারী গলায় ঝুলন্ত অবস্থায় আছেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোনো সৈন্য বাহিনী বা কোনো অভিযান প্রেরণ করতেন। দিনের শুরুতে করতেন আর তিনি তাঁর উম্মতের জন্য তাদের প্রত্যুষকালীন সময়ের মধ্যে বরকতের জন্য দোয়া করতেন এবং তিনি বৃহস্পতিবার সফর করা পছন্দ করতেন।[৬]

আমাকে সাঈদ ইবনে আবু উরুবা কাতাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর বিজয় লাভ করতেন তখন তাদের চত্বরে তিনদিন অবস্থান করাকে পছন্দ করতেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) যখন সফরে বের হওয়ার জন্য ইচ্ছা করতেন। তখন বলতেন -

اللهم انت لصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل ، اللهم انى اعوذبك من لفزعة فى سفروا سكابة فى المنقلب — ا للهم اقبض لنا الارض وهون علينا السفر-

"হে আল্লাহ আপনিই সফরে সঙ্গী এবং পরিবারের প্রতিনিধি, হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, সফর কালীন ভয়ভীতি থেকে এবং প্রত্যাবর্তন স্থলে দু:খ নিরাশা থেকে, হে আল্লাহ আমাদের জন্য জমিনকে সংকুচিত করে দিন এবং আমদের উপর সফরকে সহজ করে দিন। আর যখন তিনি ফিরে আসতেন তখন বলতেন- أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون

---

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

আর যখন তাঁর পরিবারে আসতেন তখন বলতেন- توبا توبا لربنا او بلا يغادر علينا

হযরত ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস এ সুস্পষ্টভাবে নীতি বর্ণিত হয়েছে। আবু ইউসুফ (র) আবু জুনাব আবুল মিহজাল থেকে, তিনি আলকামা ইবনে মিরছাদ থেকে অথবা কোনো এক লোক থেকে তিনি আলকামা ইবনে মিরছাদ থেকে, তিনি সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এর নিকট যখন ঈমানদার সৈন্যবাহিনী সমবেত হত তখন তিনি তাদের দায়িত্বে একজন ফকীহ্ আলেমকে পাঠাতেন। তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করেন তার মূল কথাগুলো বর্ণিত হল– "যদি তোমরা মুশরিকদের সাথে লড়াই কর তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ে আহ্বান করবে-

১. যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা তাদের ঘরবাড়ীতেই থাকতে চায় তবে তাদের মাল সম্পদের যাকাত আদায় করা অপরিহার্য্য। আর মুসলমানদের মালে ফাইয়ে তাদের কোনো অংশ নাই। যদি তারা তোমাদের সাথে থাকতে চায় তোমাদের উপর যা করনীয় তাদের উপরও তা করনীয়।

২. ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করে তবে তাদের জিজিয়া কর দেয়ার সুযোগ করে দেবে, তাদের সামর্থের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেবে না।

৩. যদি তারা জিজিয়া দেয়ার কথা অস্বীকার করে তবে তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।[৭]

যদি তারা আত্মরক্ষার জন্য দূর্গে প্রবেশ করে তাহলে আল্লাহ তার রাসূলের যিম্মাদারীতে দিওনা বরং নিজেদের যিম্মাদারীতে দিবে।

তোমরা লড়াইকালে বিশ্বাসঘাতকতা কর না, গনীমতের মালের খেয়ানত কর না, লাশকে বিকৃত কর না এবং বাচ্চা ও শিশুদেরকে হত্যা কর না।

হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (স) মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রকার অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে বলেছেন, আর তাদের ঘরবাড়ী ডুবিয়ে দেয়া, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া, গাছপালা ও খেজুর বাগান কেটে দেয়া ও তোপকামান দিয়ে গোলা বর্ষণে কোনো নিন্দাবাদ করেন নি কিন্তু শিশু নারী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরকে টার্গেট করা যাবে না। তাদের মুদাব্বির গোলামদেরকে বিক্রি করা যাবে এবং তাদের আহতদের উপর বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করা যাবে। তাদের আটকৃতদের হত্যা করা যাবে যদি তাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর কোনো রূপ ক্ষতি বা হামলার আশংকা থাকে। হত্যার ক্ষেত্রে তার উপর ক্ষুর চালান হবে যার গুপ্ত পশম হয়েছে। যার উপর ক্ষুর চলেনা অর্থাৎ গুপ্ত পশম হয়নি বা নাবালেগ তাদের হত্যা করা হবে না।[৮]

---

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৩।

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ:১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আর যখন বন্দীদেরকে ধরে ইমামের নিকট হাজির করা হবে তখন তাদের বিষয়ে ইমামের এখতিয়ার রয়েছে ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন অথবা ইচ্ছা করলে তাদের পক্ষ থেকে মুক্তিপন প্রদান করে ছেড়ে দিতে পারেন।

এক্ষেত্রে তাই করতে হবে যা মুসলমান ও ইসলামের জন্য অধিক উপযুক্ত। তাদের মুক্তিপন স্বর্ণ, রৌপ্য ও পন্য সামগ্রী দিয়ে দেয়া যাবে না। কেবল মুসলিম বন্দীদের জন্য তিনি মুক্তিপন দিবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি দলীল পেশ করেন।

১. আবু ইউসুফ বলেন - আমাদেরকে আবু হানিফা (র) হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন বন্দীদের বিষয়ে ইমামের এখতিয়ার রয়েছে। তিনি চাইলে মুক্তিপনের বিনিময়ে ছেড়ে দিবেন এবং তিনি চাইলে এমনিতেই ছেড়ে দিবেন। অথবা তিনি চাইলে তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন।

২. আমাদেরকে আশাআছ হাসান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন তিনি বন্দীদেরকে হত্যা করতে অপছন্দ করতেন। আর তারা যে সকল মাল/সম্পদ ও দ্রব্যাদী নিয়ে মুসলিম শিবিরে আসবে তা মালে ফাই হিসেবে গন্য হবে। তা পাঁচভাগ করা হবে। তার একভাগ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যাদের কথা বলেছেন তাদের জন্য। চারভাগ ঐসকল সৈন্যদের মাঝে বন্টন করা হবে যারা এ গনীমত অর্জন করেছে। অশ্বের জন্য দুই অংশ পায়ে হেটে যুদ্ধকারীর জন্য (পদাতিকের জন্য) এক অংশ। সাধারণ সৈন্যদের জন্য এক অংশ।

যদি কোনো এলাকা বিজয়লাভ করেন তবে এ ব্যাপারে ইমামের প্রশস্ততা রয়েছে। তিনি মনে করলে সম্পূর্ণ তাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন যেমন সাওয়াদ এলাকাকে হযরত ওমর (রা) তার অধিবাসীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের উপর কর ধার্য্য করেছিলেন।

আর যদি তিনি তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিতে চান তাও পারেন এবং তা থেকে খুমুছ বের করেও নিতে পারেন।

রাসূল (স) মহিলাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আমাকে উবাইদুল্লাহ নাফে থেকে তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন কোনো এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পেয়েছি, ফলে নবী (স) মহিলা ও শিশুদের কে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

আমাদেরকে দাউদ, ইকরামা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন নবী (স) যখন তার সৈন্যদল সমূহকে প্রেরণ করতেন তখন বলে দিতেন- তোমরা মঠবাসীদেরকে (আশ্রমবাসী) হত্যা করবে না।[৯]

---

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুশরিক, বিধর্মী বা শত্রুদের হাতে আটক মুসলিম বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা অবশ্য করনীয়। এবিষয়ে দলীল হচ্ছে- "আমাকে মুহাম্মদ যুহরী তিনি হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন- হযরত ওমর (রা) বলেছেন কাফেরদের কবল থেকে একজন মুসলমানকে উদ্ধার করা অবশ্যই আমার নিকট জাজিরাতুল আরব থেকেও অধিক প্রিয়।

আমাদেরকে মাশায়েখদের কেউ আলী ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি ইউসুফ ইবনে মেহরান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন মুশরিকদের হাতে আটক সকল মুসলমানের মুক্তির খরচ বাইতুল মাল থেকে প্রদান করা হবে।

যদি মুসলমান মুশরিকদের কাছ থেকে কোনো গনীমতের মাল পায় তবে আমার নিকট পছন্দনীয় হল যে শত্রু এলাকা থেকে ইসলামী ভূখন্ডে ফিরে আসা পর্যন্ত তা বণ্টন না করা। কেননা শত্রু এলাকায় থাকা পর্যন্ত তা সংরক্ষিত নয়। যদি শত্রু এলাকায় বণ্টন করে তবে বণ্টন কার্যকর হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (স) বদরের গনীমত মদীনায় ফিরে আসার পর বণ্টন করেছেন। তাতে ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) এর অংশ ধার্য্য করেছেন। তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ (স) এর মেয়ে রুকাইয়া এর খেদমতে রেখে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) হুনাইনের গনীমত তায়েফ থেকে ফেরার পর জাআরবানাতে এসে বণ্টন করেছেন। কিন্তু খায়বর বিজয় করে ইহুদীদেরকে বিতাড়ন করে গনীমতের মাল বণ্টন করেন। তেমনিভাবে বনী মুস্তালিক যুদ্ধের গনীমত সেখানেই বণ্টন করেছেন। কেননা এই উভয় এলাকা বিজয় করে ইসলামী শাসন কায়েম করেছেন।

আমাদেরকে আমাশ, আবু ছালেহ থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- তোমাদের পূর্বে কালো মাথার কারো জন্য গনীমত হালাল করা হয়নি। আকাশ থেকে আগুন এসে তা খেয়ে ফেলত।[১০]

যখন বদরের দিন লোকেরা গনীমতের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তখন আল্লাহতায়ালা আয়াত নাজিল করলেন- لولا كعب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوما غنمتم حلالا طيبا

অর্থ:- যদি আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে পূর্বে সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে অবশ্যই ভয়াবহ শাস্তি স্পর্শ করত। তাই তোমরা যে গনীমত পেয়েছ তা খাও হালাল ও পবিত্র মাল হিসেবে।

গনীমত বণ্টন হওয়ার পূর্বে কারো অংশ বিক্রি করা উচিত নয়। আর আমাদেরকে আমাশ, মুজাহিদ থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (স) গনীমত বণ্টন হওয়া পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

আর খাদ্য জাতীয় যে সকল বস্তু গনীমত হিসেবে মুসলমানগণ পেয়েছে তা খেতে কোনো অসুবিধা নেই। ঘাস যব যা পাওয়া যায় তা তাদের গবাদী পশুকে খাওয়াতে অসুবিধা নেই। যদি তারা প্রয়োজন

---

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

বোধ করেন ছাগল গরু জবেহ করে খেতে পারেন। তারা পশুকেও খাদ্য খাওয়াতে পারে, তাতে কোনো খুমুছ নেই। তা রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবাগণ পশুদেরকে খাইয়েছেন তা থেকে কিছুই বিক্রি করেননি।

যদি কেউ বিক্রি করে তবে তার মূল্য খাওয়া এবং উপকৃত হওয়া হালাল হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না তা বণ্টনস্থলে ফেরত দিবে। সুতরাং খাওয়া এবং পশুকে খাওয়ানো ব্যতীত কেউ অন্যত্র সীমালংঘন করে তবে তা হবে খেয়ানত।

তিনি বলেন আমাদেরকে মুগীরা হাম্মাদ থেকে তিনি ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন শত্রু এলাকায় থাকা অবস্থায় তারা খাবার জাতীয় জিনিষ খেতেন এবং তা পাঁচ ভাগে ভাগ করার পূর্বে তা থেকে পশুদেরকে খেতে দিতেন।

- ইমাম বা গভর্নর যদি কোনো সৈন্যদলের বা কোনো অভিযানের লোকদেরকে অতিরিক্ত প্রদানের ঘোষণা দেন। যে কাউকে আহত বা নিহত করবে ঐ ব্যক্তির লুণ্ঠিত মাল তার হবে অথবা তাকে এই এই দেয়া হবে। এই ঘোষণায় কোনো অসুবিধা নেই। গনীমত হিসেবে সংরক্ষিত করার পূর্বেই তা দিতে হবে।[১১]

গনীমত হিসেবে সংরক্ষিত হওয়ার পর ইমাম/গভর্নরের অতিরিক্ত প্রদানের ক্ষমতা থাকবে না।

আমাদেরকে হাসান ইবনে উমারা হাবিব ইবনে নাহার থেকে, তিনি তার পিতা থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন "আমি ছিলাম তুস্তার গেটে প্রথম অগ্নি প্রজ্বজলনকারী। যখন আমরা উহা জয় করলাম আবু মূসা আশআরী (রা) আমার সম্প্রদায়ের দশজনের একটি দলের জন্য আমাকে অধিনায়ক বানিয়ে দিলেন। গনীমত বণ্টনের পূর্বেই আমার অংশ ও আমার ঘোড়ার অংশ ছাড়া আমাকে একেবারে বেশ কিছু অংশ দিয়েছেন।

- আবু ইউসুফ বলেন, কেউ যদি কোনো পশু বা ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে তার পশুর জন্য গনীমতের অংশ সংরক্ষণ করা হবে। কেউ যদি গনীমত বণ্টনের পূর্বে তার ঘোড়াকে জবাই করে ফেলে তবে তার ঘোড়ার জন্যও অংশ নির্ধারণ করা হবে।

আর যদি পদাতিক ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ঘোড়া পায় যার উপর আরোহন করে সে যুদ্ধ করে তবে সেই ঘোড়ার জন্য কোনো অংশ ধার্য্য হবে না।

- যিম্মি ও কৃতদাস যাদের দ্বারা মুসলমানগণ যুদ্ধে সহযোগিতা নিয়ে থাকে তাদের জন্য কোনো অংশ নির্ধারণ করা হবে না। তবে অল্প কিছু দেয়া হবে।

---

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আবীল লাহামের গোলাম ওমাইর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন আমি খায়বার যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলাম তখন আমি কৃতদাস ছিলাম যখন নবী (স) তা জয় করেছেন আমাকে একটি তলোয়ার দিয়ে বললেন গলায় ঝুলাও। আর আমাকে তিনি একটি ফেলনা বস্তু দিয়েছিলেন। আমার জন্য হিস্যা ধার্য করেন নাই।

যিম্মি ও কৃতদাস কোনো উপকার না হলে তাদের জন্য কোনো কিছু দেয়া হবে না।

অনুরূপভাবে মহিলাদের কাউকে কোনো কিছু দেয়া হবে না যদি তাদের দ্বারা আহতদের চিকিৎসা এবং অসুস্থদের পানি পান করানো হয় তাহলে সামান্য কিছু দিয়ে দেয়া হবে। তবে কুলি, শ্রমিক, সূতার এ জাতীয় পেশার লোক ও বাজারী লোক যদি যুদ্ধে উপস্থিত থাকে তবে তাদের জন্য হিস্যা নির্ধারণ করা হবে। আর যদি উপস্থিত না হয় তবে তাদের জন্য অংশ ধার্য্য করা হবে না ।

আবু ইউসুফ (র) বলেন - ইমামের অনুমতি ছাড়া অথবা তিনি যাকে সৈন্যদের অধিপতি বানান তার অনুমতি ছাড়া অভিযান প্রেরণ করা যাবে না।[১২]

সেনাপতির অনুমতি ছাড়া মুসলিম শিবির থেকে কোনো লোক মুশরিকদের উপর হামলা করতে পারবে না এবং কোনো বাহাদুরী দেখাবার জন্য এগিয়ে যাবে না।

আমাদেরকে আমাশ আবু সালেহ থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন আল্লাহ তায়ালার বাণী - اطيعوا الله واطيعوا الرسول والى الأمر منكم তিনি বলেন তারা হলেন আমীরগণ।

আর যদি কোনো মুসলমান মুশরিকদের কোনো লোককে হত্যা করে অতঃপর শত্রু পক্ষের লোকেরা লাশ ক্রয় করে নিতে চায় তবে ইমাম আবু হানিফার মতে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা জান মাল-সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া জিনিষ মুসলমানদের জন্য হালাল। এক্ষেত্রে যেহেতু তারা এগিয়ে এসেছে তবে তা অধিক হালাল হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন - আমি তা অপছন্দ করি রাসূল (স) তা করতে নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে ইবনে আবি লায়লা হাকাম থেকে তিনি মুকাসিম থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন- এক মুশরিক লোক গর্তে পড়ে গেছে তারপর মুসলমানদেরকে লাশের বদলে সম্পদ দেয়া হল। তখন তারা রাসূলুল্লাহ (স) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল তিনি তাদের এ থেকে নিষেধ করেছেন।

মুসলমানদের জন্য মদ, শূকর, মৃত লাশ, শত্রু ও অন্যান্যদের রক্ত বিক্রি করা জায়েয নাই।

আবু ইউসুফ (র) বলেন- মুসলমানদের যে সকল গবাদী পশু শত্রু এলাকায় আটকা পড়েছে অথবা যে সকল অস্ত্র শস্ত্র বা মাল পত্র তাদের জন্য বোঝা স্বরূপ হয়েছে তখন তার ভয়ের কারণে বা অন্য কোনো

[১২] কিতাবুল খারাজ পৃঃ ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

কারণে শত্রু এলাকা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করে তবে এ সমস্ত মালপত্র নিয়ে কি সিদ্ধান্ত হবে এ ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন।

- কেউ বলেছেন মুসলমানগণ সেই গুলিকে নিজ অবস্থায় রেখে আসবে।
- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- গবাদী পশুগুলিকে জবেহ করে জ্বালিয়ে দেবে এবং অন্যান্য যা কিছু আছে তাও জ্বালিয়ে দেবে যাতে শত্রুরা তা দিয়ে উপকৃত হতে না পারে।

মুসলমানদের গোলাম বাদী, গবাদী পশু ইত্যাদি মাল পত্রের উপর শত্রু পক্ষ বিজয়ী হয়, পুনরায় যদি মুসলমানরা তা জয় করে নিয়ে আসে তখন কোনো মালিকের মাল গনীমতের মালে থাকে তখন তা বণ্টন করার পূর্বেই মালিক আসে তখন মূল্য গ্রহণ না করে তার মাল নিয়ে যাবে।

আর যদি বণ্টন করার পরে সে যায় তাহলে উক্ত মাল যার ভাগে পড়েছে তার মূল্য পরিশোধ করে নিয়ে যাবে।[১৩]

গনীমতের মাল যার ভাগে পড়েছিল তার কাছে তা কেউ ক্রয় করে নেয় অথবা শত্রু পক্ষের কোনো লোক তা ক্রয় করে নেয় তাহলে মালিক তা ক্রেতার কাছ থেকে ক্রয়কৃত মূল্য দিয়ে নিয়ে যাবে। অথবা শত্রুপক্ষের লোক কোনো মানুষকে তা করে দেয় তবে মালিক তার মূল্য প্রদান করে নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে দলীল হচ্ছে

আমাদেরকে সিমাক ইবনে হারব, তামিম ইবনে তরফা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন মুসলমান ব্যক্তির উট মুশরিকগণ পেয়েছে তখন তা শত্রু পক্ষের লোক কিনে নেয় অতঃপর তার মালিক রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট নালিশ দিল এবং মালের জন্য দলীল পেশ করল। তখন নবী (স) এই মর্মে ফায়সালা করে দিলন যে তুমি তাকে ঐ মূল্য প্রদান করবে যা দিয়ে সে তা ক্রয় করেছে। অন্যথায় তার পথ ছেড়ে দাও।

তেমনিভাবে উম্মে ওয়ালাদ ও মুকাতিব গোলামকে যদি শত্রু পক্ষ বা লোক পেয়ে আযাদ করে দেয় তবে সে আর গোলাম থাকবে না। আর যদি মালিক মূল্য দিয়ে নিয়ে আসে তবে তারা পূর্বের মত উম্মে ওয়ালাদ ও মুকাতিব গোলাম বনে যাবে।

তবে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে দুশমন বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তাকে গোলাম বানাতে চায় তা হবে না। কেননা সে স্বাধীন ব্যক্তি। আর মুসলমনাদের কাছে চলে আসলে পুরো স্বাধীন ।

যদি শত্রু পক্ষের লোক গোলাম বা বাদী অথবা কোনো মালপত্র হস্তগত করে তা হস্তগত অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার হয়ে যাবে এবং পূর্বের মালিক তা নিতে পারবে না।

---

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরকে ইবনে জুরাইজ আতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যখন আমি স্বাধীন মহিলাদের কথা বললাম যাদেরকে দুশমনগণ হস্তগত করেছে অতঃপর একলোক তাদের কে ক্রয় করে নিয়েছে সে কি তাদের সাথে লিপ্ত হতে পারবে? তিনি বললেন না এবং তাদেরকে দাসীও বানাতে পারবে না বরং সে তাদেরকে স্বাধীন করে দিবে ঐ অর্থের বিনিময়ে যা দিয়ে সে ক্রয় করেছে। আর তাদেরকে তার কাছে ফেরত দেয়া হবে না।

যখন মুসলমানগণ দুশমনদের কোনো দূর্গ অবরোধ করে তখন তারা এমন একজনের ফয়সালার ভিত্তিতে নিয়ে বের হয়ে আসতে চায় এবং তারা নামও বলে দেয় অতঃপর সে যোদ্ধাদের কে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করার ফায়সালা দেয় তবে এটা জায়েয আছে। যেমন হাদীসে এসেছে আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (স) বনী কুরাইযাকে অবরোধ করেন তখন তারা সা'দ ইবনে মুয়াযের ফায়সালার ভিত্তিতে নেমে আসে। আর তিনি তীরের আঘাতে আহত হন যা খন্দকের যুদ্ধে লেগেছিল। তখন তিনি সহযোগীদের তাবুতে ছিলেন। অতঃপর লোকেরা এসে তাঁকে গাধার পিঠে উঠিয়ে দিল। তারপর বলল নিশ্চই রাসূল (স) আপনাকে বনী কুরাইযার ফায়সালার বিষয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন আর তারা আপনার মিত্র। তখন তিনি বললেন এখন সা'দের জন্য সময় হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালার বিষয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। তখন তার সাথে যারা ছিল তারা এই কথা শুনে তাদের সম্প্রদায়ের বাড়ী ঘরে চলে গেল এবং বনী কুরাইযার লোকদেরকে মৃত্যুর সংবাদ দিল। তারপর সেখান থেকেই রাসূল (স) তার দায়দায়িত্ব তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিলেন।

তখন সা'দ বললেন আমি তাদের বিষয়ে ফায়সালা করছি যে যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে এবং শিশুদেরকে বন্দী করে হবে।

তখন নবী (স) বললেন আপনি তাদের বিষয়ে সাত আসমান উপর থেকে ফায়সালাকৃত আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা করেছেন।

অতঃপর ইহুদীদেরকে নামিয়ে বনী নাজ্জারের এক মহিলার ঘরে আটক করল তাকে হারিছের মেয়ে বলা হত। অবশেষে তাদেরকে হত্যা করা হয়।

আর যদি ফয়সালাটা জিজিয়া প্রদানের ব্যাপারে হয় তাও সঠিক হবে। আর তাদেরকে যদি ইসলামের দিকে দাওয়াতের ফায়সালা হয় আর তারা ইসলাম গ্রহণ করল তাও জায়েয আছে।

তারা যদি ইমাম বা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কর্তৃক ফায়সালা চায় উপরোক্ত বর্ণনা ও নিয়মের আলোকে তাও জায়েয হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তারা যদি কোনো মুসলমানদের বিচারে সম্মত হয়ে নেমে আসে অতঃপর উক্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের পূর্বে মৃত্যু বরণ করে সে ক্ষেত্রে প্রশাসক অন্য কাউকে বিচারের দায়িত্বের প্রস্তাব দিয়ে তারা গ্রহণ বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী হবে।

আর যদি তারা গ্রহণ না করে তবে বিষয়টি তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। [১৪] তখন বিষয়টি তাদের দূর্গে অবস্থান এবং লড়াইরত অবস্থা বলে গন্য হবে। আর যদি নীচে নেমে আসে দূর্গে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে।

যদি তারা দুইজন ব্যক্তির ফায়সালায় নেমে আসে অতঃপর একজন ব্যক্তি ফায়সালা করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে তারপর দ্বিতীয় জন বর্ণিত পদ্ধতির কোনো পদ্ধতিতে ফায়সালা দেয় তবে তা জায়েয হবে না। যতক্ষণ না তারা সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। যদি তারা সম্মত না হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির স্থলে দ্বিতীয় জীবিত একজনের নাম বলবে।

যদি বিচারকদ্বয় ফায়সালাতে মতবিরোধ করে তা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি তারা সম্মিলিতভাবে কোনো এক বিচারকের রায় মেনে নেয় তা জায়েয হবে।

আর যদি এক পক্ষ রাজি হয় অপর পক্ষ রাজি না হয় অথবা সকল পক্ষ পৃথক পৃথক ব্যক্তি ফায়সালায় রাজি হয় তবে তা জায়েয হবে না। আর যদি উভয় বিচারক রায় দেয় তারা আগের মত দূর্গে ফিরে যাবে তবে এটা ফায়সালা হিসেবে গন্য হবে না এটা খারিজ হয়ে যাবে। আর বিচারকদ্বয় তাদেরকে দারুল হরবে নিরাপদ স্থানে পাঠানোর রায় দেয় তবে এই ফায়সালা জায়েয হবে না। বিচারকদ্বয় খারিজ হয়ে যাবে। নতুন করে সালিশ করা হবে যদি তারা সম্মত থাকে নতুবা তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা হবে।

যদি তারা কুরআনের ফায়সালা বা আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিতে চায় কিন্তু হাদীসের ফায়সালাকে নিষেধ করে তাহলে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া যাবে না। তাদের ফায়সালার দায়িত্ব ইমামের উপর বর্তাবে যিনি দ্বীন ইসলামের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিবেন।

ক) তিনি চাইলে যোদ্ধাদের হত্যা ও শিশুদের বন্দী করতে পারেন।

খ) যদি তাদেরকে যিম্মি হিসেবে রেখে জিজিয়া আদায়ের মাধ্যমে মালে ফাইয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চান যাতে মুশরিকদের উপর শক্তিশালী হওয়া যায় তাই কার্যকর করবেন।

যেমনটি ওমর (রা) রক্তপাত বন্ধ করতে সাওয়াদবাসীদের উপর করেছিলেন।

গ) ইমামের ফায়সালা করার পূর্বে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা স্বাধীন মুসলিম দেশ তাদেরই থাকবে এবং তাদের ভূমি উশরী হিসেবে গন্য হবে।[১৫]

---

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

- যদি শাসক ভুল করে তাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয় এবং তাদের পক্ষে এমন ধরনের ফায়সালা দেয় তবে তার অনুমোদন দেয়া হবে না।

- আর যদি শাসক যিম্মি হিসেবে জিজিয়া প্রদানের শর্তে ফায়সালা দেয় তবে তা গ্রহণ করা হবে। কেননা অবরুদ্ধ থাকলে তারা এমনিতেই যিম্মি হয়ে যেত।

- যদি মহিলা বা গোলাম যারা যুদ্ধ করেছে তারা যদি শত্রুদেরকে নিরাপত্তা দেয় এবং মুসলমানদের থেকে একজন বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে। আর সেই বিচারক যোদ্ধা মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যার আদেশ দেয় তবে তার এই ভুল বিচার গ্রহণ করা হবে না। কেননা এই বিচার সুন্নতের খেলাফ। কেননা শুধুমাত্র যোদ্ধাদেরকেই হত্যার নির্দেশ এসেছে।

- আর বিচারক যদি পুরুষদের এবং চাষীদের হত্যার আদেশ দেয় যাদের থেকে ক্ষতি ও হুমকির আশংকা রয়েছে এবং বাকী লোক ও মহিলা শিশুদের যিম্মি হিসেবে রাখার রায় দেয় তাহলে জায়েয আছে।

- শিশু, নারী, গোলাম, যিম্মি, অন্ধ, অপবাদের দায়ে দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি, ফাসেক, সন্দেহজনক লোক মন্দ লোককে বিচারক বানান যাবে না।

- দ্বীনদান, জ্ঞানী গুনী, ধর্মভীরু অথবা সৈন্য বাহিনী থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নির্ধারণ করা যাবে।[১৬]

- যদি তার ফায়সালার জন্য মুসলমানদের থেকে একজন এবং তাদের পক্ষ থেকে একজনকে নির্ধারণ করার প্রস্তাব দেয় তারা মুসলমানদের নামও বলে দেয় তাহলে তাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়া যাবে না। শাসক যদি ভুলক্রমে তাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয় অত:পর ফায়সালা করে উপরোক্ত তিনটি নীতি (ইসলাম গ্রহণ, জিজিয়া ও যুদ্ধ) ছাড়া তাহলে ইমাম তা কার্যকর করবে না। মুসলমানদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও ধর্মীয় ব্যাপারে কাফেরদের ফায়সালা গ্রহণ করা হবে না।

- কাফেরদের হাতে আটক মুসলিম বন্দী থাকে বা কোনো মুসলিম ব্যবসায়ী তাদের বাড়ীতে অবস্থান করে অথবা তাদেরই কোনো লোক মুসলিম শিবিরে রয়েছে যদি সে মুসলমানও হয় এবং তাদের মধ্যস্থতায় ফায়সালা করা মোটেই সমীচিন নয়। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন কেননা এই ফায়সালার গুরুত্ব, ঝুঁকি এবং মুসলমানদের প্রতি আশংকা থেকে যায়।

---

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

[১৬] ১. কিতাবুল খারাজ পৃ: ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

- তারা যদি মুসলিম ব্যক্তির ফায়সালায় নীচে নেমে আসে তখন তাদের অর্থ সম্পদ নারী, শিশু ও গোলাম বাদী ও বন্দী মুসলিম ব্যক্তিকে সহ নেমে আসে আর মধ্যস্থতাকারী লোকটি ফায়সালা দেয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাদের দূর্গে বা নিরাপদ স্থানে চিন্তা ভাবনা করার জন্য চলে যেতে পারে। তখন মুসলিম বন্দীদের ছাড়া সকল কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। মুসলিম বন্দীকে রেখে দেয়া হবে। তাদের কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে সে তাদের সাথে ফেরত যেতে চাইলেও তাদের সাথে ফেরত দেয়া হবে না। আমাদের স্বাধীন যিম্মিও তাদের হাতে আটক থাকলে তাকেও রেখে দেয়া হবে।

- তেমনিভাবে তাদের গোলামগণ ইসলাম গ্রহণ করে তারা তাদের ফেরত নিতে চাইলে তাদেরকে মূল্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেয়া হবে। কেননা মুশরিকদের জন্য এমন হুকুম কার্যকর করা হবে যা মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

আর যিম্মিদের থেকে যাদের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে তাদের কারো দুশমনের জন্য নিরাপত্তা দেয়ার অধিকার নেই। আর যে গোলাম যুদ্ধ করে তার জন্য কাফেরদের নিরাপত্তা প্রদান করা জায়েয আছে। যেমন হাদীসে এসেছে- يسعى بذمتهم ادناهم যিম্মাদারীর বিষয়ে তাদের নিম্নতর লোকটিও চেষ্টা করতে পারে।

আর যে গোলাম যুদ্ধ না করে থাকে তবে সেই গোলাম বিধর্মীদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন জায়েয নেই। কেউ বলেছেন জায়েয আছে। তবে ওমর (রা) গোলামের নিরাপত্তা প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন।[১৭]

মহিলাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা জায়েয আছে, এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) থেকে যে বর্ণনা এসেছে যয়নাব তার স্বামীকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।

আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ থেকে, তিনি আক্বীল ইবনে আবু তালেবের গোলাম আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি উম্মে হানী (আবু তালেবের মেয়ে) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন রাসূল (স) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন আমার দেবরদের থেকে দুইজন লোক আমার নিকট পালিয়ে এসেছে, তখন আমি তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি অথবা তিনি এই ধরণের কোনো শব্দ বলেছেন। আমার ভাই আমার কাছে এসে বলল অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব। আমি তাদেরকে ভিতরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর আমি রাসূল (স) এর কাছে আসলাম তখন তিনি মক্কার উচু ভূমিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন স্বাগতম, উম্মে হানীকে। কিসে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে? তিনি বলেন যে আমি বললাম হে আল্লাহর নবী আমার নিকট আমার দেবরদের দুইজন লোক পালিয়ে এসেছে, আমি তখন তাদেরকে আশ্রয়

[১৭] কিতাবুল খারাজ পৃ: ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলাম। তখন আমার ভাই এসে তাদেরকে হত্যা করার কথা ভাবছে, তখন তিনি বললেন না আপনি যাকে আশ্রয় দিয়েছেন আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম এবং আপনি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

যে সকল শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, তাদের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষমতা নেই।

যদি কোনো লোক আঙ্গুলের ইশারা বা কোনো ভাব ভঙ্গিমা দ্বারা মুখের ভাষা দিয়ে তা আরবী, ফার্সী বা অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করে নিরাপত্তা প্রদান করে তবে তার নিরাপত্তা কার্যকরী হবে। যেমন কেউ দূর্গের শত্রুকে বলল لا توجل ভয় পেওনা لا تخف ভয় করনা অথবা ফার্সীতে বলল مطرس ভয় পেওনা তবে সে তাকে নিরাপত্তা দিল তা জায়েয রয়েছে।

এই পদ্ধতিতে নিরাপত্তা প্রদান করা হযরত ওমর (রা) এর হাদীস দ্বারা সমর্থিত। যেমন আমাকে কোনো এক মাশায়েখ আবান ইবনে সালেহ থেকে তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে ওমর (রা) বলেছেন মুসলমানদের যে কোনো ব্যক্তি দুশমনদের কোনো লোকের প্রতি ইশারা করে বলে যদি তুমি নেমে আস তবে তোমার সাথে আমরা যুদ্ধ করব না। আর যদি নির্দোষ হয়ে থাকে তবে তা (ইশারা) নিরাপত্তা প্রদান বলে ধরা হবে। কেউ কেউ অবশ্য ইশারার পক্ষে মত ব্যক্ত করেননি।[১৮]

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয় গনীমত বন্টনের পূর্বে কোনো দাসীর সাথে সহবাস করা। বন্টন করার পরও এক বা দুই হায়েজ দ্বারা অব্যহতি না পেলে সহবাস করা বৈধ নয় যদি সে ঋতুবতি হয় তাহলে সমস্যা নেই। আর যদি সে ঋতুবতি না হয় তবে তাকে দুই মাস বা তিন অপেক্ষা করতে হবে যাতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে গর্ভবতী হলে প্রসব হওয়া পর্যন্ত রাসূল (স) সহবাস করতে নিষেধ করেছেন।

যদি কোনো মাজুসী মহিলা ভাগে পড়ে তাহলে তার সাথে সঙ্গম করা হালাল হবে না। এ ব্যাপারে হাদীসের দলীল হল –

১. তিনি বলেন, আমাদেরকে মুগীরা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যখন মাজুসী ও মূর্তিপূজক মহিলাদেরকে বন্দী করা হবে তখন[১৯] তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়া হবে এবং তাদেরকে এর উপর বাধ্য করা হবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে তাদেরকে ব্যবহার করা হবে কিন্তু তাদের সাথে সহবাস করা হবে না।

২.তিনি বলেন আমাদেরকে মুগীরা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে ঐ সকল ইয়াহুদী ও ডখ্রস্টান মহিলা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদেরকে বন্দী করা হয়েছে। তিনি বলেছেন তাদের সামনে

---

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামকে পেশ করা হবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা ইসলাম গ্রহণ না করে তাদের সাথে সহবাস করা হবে এবং তাদেরকে ব্যবহার করা হবে এবং তাদেরকে গোসল করতে বাধ্য করা হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন কোনো শাসক যদি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য সন্ধি স্থাপন করে এই শর্তে যে তার কাছে মুসলমান হয়ে যারা আসবে তাদেরকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিবে তখন এই শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে দেয়া বা সন্ধিকে অনুমোদন দেয়া ইমামের উচিৎ হবে না

যদি বিধর্মীদের চেয়ে মুসলমানদের শক্তি অধিক থাকে তাহলে শাসকের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করা জায়েয হবে না। আর যদি তাদের মন জয় করে ইসলামে প্রবেশ করানো মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

আর যদি দুশমনদের কোনো দল মুসলিম কোনো দলকে দূর্গে অবরুদ্ধ করে ফেলে অত:পর তারা নিজেদের উপর আশংকা থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে শক্তি না থাকে তখন তাদের সাথে সন্ধি করা ও মাল সম্পদ দ্বারা মুক্তিপন দেয়া এবং এই শর্তে সন্ধি করা যে তাদের কেউ মুসলমান হয়ে আসলে তারা তাকে তাদের কাছে ফেরত পাঠাবে এভাবে সন্ধি করতে কোনো অসুবিধা নেই।

কিন্তু যদি তাদের উপর মুসলমানদের শক্তি থাকে তবে তা তাদেরকে এ দুটির কোনোটিই দেয়া বৈধ হবে না।

এ বিষয়ে দলীল পেশ করেন- আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যুহুরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (স) খন্দকের দিবসে মদীনার ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ মুক্তিপন হিসেবে দিতে চেয়েছেন। অত:পর তিনি সা'দ ইবনে মুয়ায ও সা'দ ইবনে উবাদার সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন আমি আরবদেরকে তোমাদের থেকে এক ধনুক পরিমাণ দূরত্বে দেখছি এবং চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখতে দেখছি। আর আমি চিন্তা করছি যে মদীনার এক তৃতীয়াংশ ফসল মুক্তিপণ হিসেবে দিব। উহাতে তাদেরকে একটা সময় পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ করে রাখতে পারব।

তখন তারা বলল হে আল্লাহর রাসূল (স) আমরা এবং এরা শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম ঐ সময়েও মুশরিকরা তারা বন্দীদের ফল ফসলের বা মেহমানদের ফল ফসলের আকাংখা করত না । আর যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আপনার কাছে এবং ইসলামের আশ্রয়ে নিয়ে এসেছেন তখন আমরা তাদেরকে আমাদের সম্পদ প্রদান করব। আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই। বর্ণনা কারী বলেন তখন রাসূল (স) বললেন ঠিক আছে তাহলে তোমাদের কথাই রইল আর উহা বাতিল করা হল।

আবু ইউসুফ (র) বলেন রাসূল (স) কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার বছর সন্ধি করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং ইমামের এখতিয়ার রয়েছে মুশরিকদের সাথে সন্ধি করার যাতে দ্বীন ইসলামের কল্যাণ নিহিত আছে।[২০] আল্লহ বলেন -

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ

"নিশ্চই আল্লাহ তার রাসূলের স্বপ্নকে বাস্তবে রুপায়িত করেছেন। আল্লাহ ইচ্ছা হলে তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে। কেউ মস্তক মুন্ডন করবে, কেউ চুল কর্তন করবে, তোমাদের কোনো প্রকার ভয় থাকবে না।[২১]

স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে ১৪০০ সাহাবা নিয়ে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। যা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক কালাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (স) রমযান মাসে হুদাইবিয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। আর হুদাইবিয়ার ঘটনা ছিল শাওয়াল মাসে তখন তিনি উসফানে অবস্থান করছিলেন। তখন বনী কাবের লোকেরা তার সাক্ষাৎ পেয়ে বলল হে আল্লাহর রাসূল কুরাইশগণ আপনাদেরকে বায়তুল্লাহ প্রবেশে বাধা দান করতে তাদের গোলামদের একত্রিত করে খাযীর খাওয়াচ্ছে (এক ধরনের গোস্তের তরকারী)। তখন রাসূল (স) উসফান থেকে বের হলেন কুরাইশদের অগ্রবর্তী দল খালেদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বাধীন দলকে এড়িয়ে গমীমে অবতরন করলেন। তখন রাসূল (স) সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করলেন -

يريدون ان يصدون عن البيت ، فاشروا على ما ترون أترون ان نعمد الى الراس ، يعنى اهل مكة او نعمد الى الذين اعانوهم فنخالفهم الى نسائهم وصبيانهم ، فان جلسوا جلسوا مهزومين موتودين ، وان طلبونا طلبا مدابنا صعيفا، فأخزاهم الله -

অর্থ "তারা আমাদেরকে বাইতুল্লাহ থেকে বাধা দিতে চাইছে সুতরাং তোমরা কি ভাবছ আমাকে বল, তোমরা কি চাও যে আমরা মাথার দিকে ইচ্ছা করব অর্থাৎ মক্কাবাসীর দিকে। অথবা তাদের দিকে ইচ্ছা করব যারা তাদেরকে সাহায্য করছে। অত:পর আমরা তাদেরকে, তাদের স্ত্রী ও বাচ্চাদের কাছে রেখে আসব? তারা যদি বসে থাকতে চায় বসে থাকবে পরাজিত হয়ে ও আটসাট করে বাধা অবস্থায়। আর যদি তারা চায় তবে তারা ঋণগ্রস্ত দুর্বলের মত চাইবে। আর আল্লাহতায়ালা তাদেরকে লাঞ্চিত করবে না।"

"হযরত আবু বকর (রা) বললেন আমরা মাথার দিকে ইচ্ছা করব অর্থাৎ মক্কার দিকে আর আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।

তারপর রাসূল (স) বের হলেন এমনকি হেরেম ও তার সীমানা চিহ্নের ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন রাসূলের জাদআ উটনী বসে গেল। রাসূল (স) বললেন তার (উটনীকে) আটকিয়ে দিয়েছেন মক্কা

---

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৭।

[২১] আল-কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত : ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে। হাতী বাহিনীকে আটকানোওয়ালা।" রাসূল (স) সাহাবীদেরকে রাস্তার ডান দিক সানিয়্যার দিকে চলতে বললেন-[২২]

অবশেষে হুদাইবিয়াতে গিয়ে অবতরণ করলেন। তখন লোকেরা কূপ থেকে পানি পান করতে চাইল যা শুকিয়ে গেছে। তখন রাসূল (স) তাঁর তূনির থেকে একটি তীর বের করে বললেন গেড়ে দাও। তারা তীরটি কূপে গেড়ে দিল। এরপর পানি উথলিয়ে উঠল এবং কানায় কানায় ভরে গেল, এমনকি উট বসার স্থানে লোকেরা তার থেকে দূরে থাকল।

কুরাইশগণ এ সংবাদ শুনে বনী হিলসের ভাইকে প্রেরণ করল, যারা হাদীকে সম্মান করত। তারা গলায় মালা পরিয়ে হাদী প্রেরণ করল। তা দেখে হিলসের ছেলে কুরাইশদের কাছে প্রত্যাবর্তন করল। তারা বিষয়টি ভাল করে দেখতে বলল এবং তাদেরকে সতর্ক করল। কুরাইশগণ তাকে অযোগ্য ও অভদ্র হিসেবে চিহ্নিত করল।

এরপর তারা উরওয়া ইবনে মাসউদ আস সাকাফীকে প্রেরণ করল। অত:পর উরওয়া ইবনে মাসউদ বলল হে মুহাম্মদ! আপনি ইতর লোকদেরকে একত্রিত করেছেন আপনার কূল ও মূল বংশের দিকে যাত্রা করেছেন। যা আপনার থেকে উদ্ভাসিত হয়েছে যাতে তাদের সবুজ শ্যামল তাকে নির্মূল করে দিবেন। জেনে রাখুন আমি আপনার নিকট কাব ইবনে লুওয়াই ও আমের ইবনে লুওয়াইয়ের নিকট থেকে এসেছি তারা বাঘের চামড়া পরিধান করেছে বাচ্চাওয়ালীর আশ্রয়ের সময়। তখন রাসূল (স) বললেন আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, বরং আমরা আমাদের উমরা আদায় এবং হাদী গুলিকে কুরবানী করতে ইচ্ছা করছি। আর যুদ্ধ তো তাদেরকে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে। আর তা তাদেরকে খেয়েছে। তাই তারা আমার ও তাদের মাঝে একটি মেয়াদ নির্ধারিত করে দিক যাতে বৃদ্ধি করা যায় আমরা তাদের সাথে শান্তি চুক্তি করব যাতে ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়। তারা আমার ও বাইতুল্লাহ্‌র মাঝে খালি করে দিক যাতে আমরা উমরা পালন করতে পারি এবং হাদীগুলোকে কুরবানী করতে পারি। এভাবে আরো অনেক কথা বলেন।[২৩]

এরপর ওরওয়া ইবনে মাসউদ কুরাইশদেরকে গিয়ে বলল– "আমি কোনো বাদশাকে বা মহান ব্যক্তিকে দেখিনা যিনি তার সাথীদের মাঝে মুহাম্মদ (স) অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত। তাদের মধ্যে কেউ কথা বলতে চাইলে অনুমতি না নিয়ে কথা বলেন না। যখন সে অনুমতি দেয় তখন কথা বলে, না দিলে চুপ থাকে। অযুর পানি ও মাথায় ঢালার পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায়।

তারা ওরওয়ার সমস্ত কথা শুনে সন্ধি করার জন্য সুহাইল ইবনে আমর ও মকরাস ইবনে হাফছকে মুহাম্মদ (স) এর কাছে পাঠাল। অতঃপর দীর্ঘ বাদানুবাদের চুক্তির শুরুতেই সুহাইল বিন ওমর লিখল

بسمك اللهم هذا ما قضى من محمد من عبد الله وسهيل بن عمر

[২২] কিতাবুল খারাজ পৃ: ২০৮।
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

এই সন্ধি হুদাইবিয়া সন্ধি নামে পরিচিত। যার চুক্তি সমূহ ছিল :

১. এ বছর মুসলমানগণ হজ্জ না করে ফিরে যাবে। বায়তুল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হবে না। যাতে আরবের লোকেরা জানতে পারে আমরা বাধা দিয়েছি।
২. চুক্তির মধ্যে ধোকা ও বিশ্বাসঘাতকতা থাকবে না।
৩. কোনো মুসলমান মদীনা হতে মক্কায় চলে আসলে মক্কাবাসীরা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।
৪. কোনো মক্কাবাসী মদীনার আশ্রয় প্রার্থনা করলে মুসলমানগণ তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।
৫. আরব উপদ্বীপের যে কোনো গোত্র মুসলমান বা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।

বনী কাব বলল হে আল্লাহর রাসূল আমরা আপনার সাথে আছি। বনী বকর বলল কুরাইশদের সাথে আছি।[২৪]

যাদুল মা'য়াদ গ্রন্থে মোট ১২টি সন্ধির কথা আলোচনা করা হয়েছে।

চুক্তি লেখালেখিরত অবস্থায় আবু জন্দল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর লোহার শিকল পরিহিত অবস্থায় মুসলমান হয়ে রাসূল (স) এর নিকট আসল। তিনি চুক্তি অনুযায়ী তাকে সুহাইল বিন আমর ও মিকরাজ এর হাতে অর্পণ করেন। অত:পর সে পালিয়ে যুলহলায়ফা নামক স্থানে পৌছে। পরবর্তীতে আবু বাছির নামক কাফের মুসলমান হয়ে আসলে সেও যুলহুলায়ফাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবে পরবর্তীতে সত্তর জন লোক এসে জমায়েত হয়।

বর্ণনাকারী বলেন রাসূল (স) বলেন হে লোক সকল তোমরা কুরবানী কর, মাথা মুন্ডন কর, হালাল হয়ে যাও। লোকদের কেউ উঠেনি। কেউ হালাল হয়নি। তখন নবী (স) উম্মে সালমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি মনে কর লোকদের মধ্যে কি হয়েছে? উম্মে সালমা বললেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যান আপনার হাদীকে কুরবানী করুন। মাথা মুন্ডন করুন এবং হালাল হন। নিশ্চই লোকেরা হালাল হবে। রাসূল (স) তাই করলেন। তখন লোকেরা মাথা মুন্ডন ও কুরবানী করল এবং হালাল হয়ে গেল।[২৫]

এরই মাঝে বনী বকর ও বনী কাবের মধ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল। বনী বকরকে তাদের মিত্র কুরাইশগণ অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য সাহায্য দিয়ে আশ্রয় দিয়েছে। অবশেষে বনী কাবের উপর বনী বকর জয়ী হয়েছে। বনী বকর বনী কাবের উপর নির্মম হত্যাকান্ড চালিয়েছে। আর কুরাইশগণ বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

কুরাশগণ আবু সফিয়ানকে মুহাম্মদ (স) এর সাথে চুক্তি নবায়ণ এবং লোকদের সাথে আপোষ করতে বলল। তখন আবু সুফিয়ান মদীনায় যাত্রা করল। অবশেষে সে মদীনায় এসে পৌছল। তখন রাসূল

---

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ: ২১০।
[২৫] প্রাগুক্ত পৃ: ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

(স) বললেন তোমাদের নিকট আবু সফিয়ান এসেছে শীঘ্রই সে কোনো প্রয়োজন পূরণ ছাড়াই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাবে।

আবু সুফিয়ান, আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা) ফাতেমা (রা) এর কাছে চুক্তি নবায়নের জন্য ধর্না দিল। তারা বলল বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে। এরপর আলী (রা) নিকটে গেলে তিনি বলেন আজকের মত অধিক বিভ্রান্ত কোনো লোককে দেখিনি।

আপনি লোকদের সর্দার। সুতরাং আপনি মৈত্রী নবায়ণ করুন এবং লোকদের মাঝে কল্যাণ সাধন করুন।

বর্ণনাকারী বলেন তখন সে এক হাতে আরেক হাতের উপর চাপড়াতে লাগল এবং বলল লোকদের একজন থেকে আরেকজনের কাছে গিয়ে ধর্না দিলাম আর একে একে সকলে চলে গেল।

তারপর সে মক্কায় পৌছল এবং যা যা করেছে তা অবগত করল। তখন তারা বলল আল্লাহর শপথ আজকের মত কোনো দূতকে দেখিনি। যে এসেছে আল্লাহর শপথ আপনি আমাদের নিকট এমন কোনো যুদ্ধ নিয়ে আসেন নাই যাতে আমরা যার বিষয়ে সতর্ক থাকতে পারি এবং এমন সন্ধিও নিয়ে আসেন নাই যাতে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি।

বর্ণনাকারী বলেন বনী কাবের দূত রাসূল (স) এর কাছে এসে কুরাইশদের কর্মকান্ড ও বনী বকরকে সহযোগিতার বিষয়ে তাঁকে অবগত করায় এবং তাদেরকে সাহায্য করার আহ্বান জানায় এবং এই গীতগায়।[২৬]

لاهم أنى ناشد محمدا — حلف ابيه وابينا الا تلدا

ووالدا كنا وكنت ولدا — ثمة اسلمنا فلم تنزع يدا

ان قريشا اخلفوك الموعدا — ونقضوا ميثاقك المؤكدا

وزعموا ان لست تدعوا احدا — فهم اذل واقل عددا

هم بيوتنا بالوتير سجدا — وقتلونا ركعا وسجدا

وجعلولى فى كداء رصدا — فانصر رسول الله نصراعتدا

وابعث جنود الله تاتى مددا — فى فيلق كالبحر ياتى مزيدا

فيهم رسول الله قد تجردا — ان سيم خفا وجهه تربدا-

অর্থ হে আল্লাহ আমি মুহাম্মদ (স) এর দোহাই দিচ্ছি তাঁর ও আমাদের প্রাচীন মৈত্রীর এবং (দোহাই) পিতার (যার) আমরা ও আপনি সন্তান। সেখান থেকেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। হাতকে টেনে নেই নাই। নিশ্চই কুরাইশগণ আপনার প্রতিশ্রুতির অন্যথা করেছে এবং আপনার জোরদার চুক্তিকে ভঙ্গ

[২৬] কিতাবুল খারাজ পৃঃ ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

করেছে এবং তারা মনে করেছে আপনি কাউকে ডাকবেন না, কাজেই তারা অধিকতর দুর্বল ও স্বল্পসংখ্যক অবস্থিত। আমাদের ঘরে রাত্র যাপন করে এবং তারা ওয়াতীরে আমাদেরকে রুকু ও সেজদা অবস্থায় হত্যা করেছে এবং তারা আমার জন্য কিদাতে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। তাই হে আল্লাহর রাসূল! আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং আল্লাহর সৈন্যকে প্রেরণ করুন যারা তাদের দলে করে সাহায্য নিয়ে আসবে ধেয়ে আসা ফেনা সৃষ্টিকারী সমুদ্রের মত। তাদের মধ্যে রাসূল (স) প্রস্তুত হয়ে নিশ্চই অসম্মানের চিহ্ন তার চেহারা কুঞ্চিত করেছে।

বর্ণনাকারী বলেন (সেই সময়) একটি মেঘ অতিবাহিত হচ্ছিল তখন সে বজ্রনিনাদ কাঁপিয়ে দিল। তখন রাসূল (স) বললেন নিশ্চই মেঘ বজ্রধ্বনি করেছে বনী কাবের সাহায্য করতে।

অতঃপর রাসূল (স) হযরত আয়শা (রা) কে বললেন আমাকে প্রস্তুত করে দাও এবং এই খবর কাউকে জানিওনা। তিনি তাঁকে মক্কার দিকে প্রস্তুত করে দিলেন।

হযরত আবু বকর (রা) আসলে রাসূল (স) বলেন কুরাইশরাই প্রথম গাদ্দারী করেছে।

রাসূল (স) মক্কার উদ্দেশ্যে দশ হাজার সাহাবা নিয়ে রওয়ানা হলেন। অত:পর আল্লাহ তায়ালা মক্কা বিজয় দান করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বললেন হে আল্লাহর রাসূল আমাকে যদি অনুমতি দিতেন তবে আমি মক্কাতে গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিতাম ও তাদেরকে নিরাপত্তা দিতাম।

অত:পর তাকে অনুমতি দেয়া হল, তখন সে রাসূল (স) এর ধূসর রঙ্গের খচ্চরে আরোহন করে যাত্রা করেন। তখন নবী (স) বলেন- ردوا على ربى ردوا على ربى তারা আমার কাছে আমার পিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আর ব্যক্তির চাচা তো পিতার মতই। অবশেষে আব্বাস (রা) মক্কায় পৌছেই বললেন হে মক্কাবাসী! তোমারা ইসলাম গ্রহণ কর তোমরা নিরাপদে থাকবে। তোমরা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছ। যুবায়ের মক্কার উঁচু দিক থেকে আসছে। আর খালেদ মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে আসছে, যে তার অস্ত্রকে ফেল দিবে সে নিরাপদ।[২৭]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন ঐ লোক সম্পর্কে যারা আহলে কেবলা তখন দাওয়াত দেয়ার পূর্বে বা দাওয়াত দেয়ার পরে কিভাবে তাদের সাথে লড়াই করা হবে? তাদের সম্পদের ব্যাপারে এবং তাদের নারী ও শিশুদের ব্যাপারে কি হুকুম? এবং তারা তাদের শিবিরে যা কিছু নিয়ে এসেছে সেইগুলির বিষয়ে কি হুকুম?

হযরত আলী (রা) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমাদের মতে সঠিক কথা হল কেবলাওয়ালা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কখনো দাওয়াত দেয়ার পূর্বে লড়াই করা যাবে না। আর তাদের সাথে লড়াই

---

[২৭] কিতাবুল খারাজ পৃ: ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

করার এবং তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার পর তাদের মিরাসী সম্পত্তি এবং তাদের নারী ও শিশুদের কোনো কিছুতে হাত দেয়া যাবে না, তাদের কোনো বন্দীকে হত্যা করা যাবে না এবং তাদের মুকাব্বির কোনো গোলামকে বিক্রি করা যাবে না। আর তাদের শিবিরে যা কিছু আছে এবং তা থেকে যা কিছু আনা হয়েছে সে সকল বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ বলেছেন তাদের শিবিরে যা কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হয়েছে তা থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে বাকীটা বন্টন করে দেয়া হবে।

আবার কেউ বলেন ঐগুলি তার নিজের লোকদের (সাহাবীদের) মাঝে ওয়ারেশী সম্পদ হিসেবে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

আর যে সকল সম্পদ তাদের শিবিরে নেই যেমন তাদের অর্থ সম্পদ,বাড়ী ঘর, স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি এইগুলি তার নিজের লোকদের (কুরাইশদের) জন্য রেখে দেয়া হবে। এই গুলিতে হাত দেয়া যাবে না। যেমন কুফার নাশাস্তাজ নামক স্থানে ত্বালহার জন্য যে সম্পদ রেখে দেয়া তা এবং মদীনাতে ত্বালহা ও যুবায়ের (রা) এর যে সম্পদ রয়েছে তা এবং বসরাবাসীর ভূ-সম্পত্তি তাদের বাড়িঘর, অর্থ সম্পদ এর কোনো কিছুতেই হাত দেয়া যাবে না।

আমাদের কতিপয় মতপন্থী বলেন- যে যদি বিদ্রোহীদের শিবির স্থায়ী হয় তাহলে তাদের বন্দীদের হত্যা করা হবে এবং আহতদেরকে দ্রুত মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হবে।

আর যদি বিদ্রোহীদের কোনো শিবির বা বাহিনী না থাকে যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে সে ক্ষেত্রে তাদের মুদাব্বির গোলামকে বিক্রয় করা যাবে না এবং আহতদের দ্রুত মেরে ফেলার কোনো কিছু করা যাবে না এবং তাদের বন্দীদের হত্যা করা যাবে না।

- আর যদি বন্দীদের বিষয়ে আশংকা হয় যে তাকে ক্ষমা করলে দল সৃষ্টি হবে, সেখানে সবাই আশ্রয় নিবে তাহলে তাদেরকে জেলখানায় রাখা হবে যে পর্যন্ত না তারা তওবা করে।

- আর বিদ্রোহী নিহত ব্যক্তির জানাযা হবে না।

- বিদ্রোহীকে যদি কোনো ন্যায় পন্থী লোক হত্যা করে তাহলে ন্যায়পন্থী লোক ওয়ারেশী সম্পদ পাবে। যদি সে ওয়ারিশদার হয়ে থাকে। (ইসলামী আইনে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ পায়না। যেমন ছেলে পিতাকে হত্যা করল তবে ছেলে পিতার ওয়ারেশী সম্পদ পাবে না। কিন্তু বিদ্রোহের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন হবে। যদি পিতা বিদ্রোহী হয়ে যায় আর ছেলে ন্যায় পন্থীদের পক্ষে লড়াই করে পিতাকে হত্যা করে ফেলে সে ক্ষেত্রে ছেলে পিতার ওয়ারিশ পাবে।

কোনো ন্যায়পন্থী লোককে বিদ্রোহী হত্যা করে তবে বিদ্রোহী ব্যক্তি ন্যায়পন্থী লোকের ওয়ারিশ পাবে না। কেননা তার হত্যা করাটা ওয়ারিশ হওয়াকে বাতিল করে দিয়েছে। আর ন্যায়পন্থী নিহত ব্যক্তির

Dhaka University Institutional Repository

জানাযা পড়া হবে এবং তার জানাযা ও দাফন শহীদের মতই হবে। তাদেরকে গোসল দেয়া হবে না এবং তার নিজ নিজ কাপড়ে যেভাবে আছে সে ভাবেই সমাহিত করা হবে।[২৮]

তবে তাদের পরনে কোনো লৌহ বা চামড়া থাকে তাহলে তা খুলে ফেলতে হবে। তাদের লাশে সুগন্ধ জাতীয় কোনো কিছু দেয়া হবে না। আর এগুলো তখন করা হবে যখন তা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয়।

যদি ন্যায়পন্থী লোককে আহত অবস্থায় কিংবা এমন অবস্থায় আনা হয় তার জীবনটুকু বাকী আছে। অত:পর বহনকৃত লোকের হাতে মারা যায় বা যাত্রাকালে মারা যায় তবে তাকে গোসল দেয়া হবে, কাফন পড়ানো হবে এবং তার লাশে সুগন্ধি বা কর্পূর জাতীয় কিছু দেয়া হবে, তার জানাযা পড়ানো হবে। মৃত ব্যক্তির সাথে যা যা করা হয় তার সাথেও তা করা হবে।

আর বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে যারা তওবা করে ইসলামের অনুসরণ করে এবং তাঁর কথা শুনে ও মানে তবে তাকে হত্যা, আহত করা কিংবা কোনো জিনিষ নষ্ট করার জন্য ধরা হবে না। তবে তার হাতে যদি ন্যায়পন্থী লোকের কোনো কিছু হুবহু পাওয়া যায় তবে তার কাছ তা নিয়ে মালিকের কাছে ফেরত দেয়া হবে।

তেমনিভাবে ঐ লড়াইকারী রাস্তায় ডাকাতি করে, হত্যা করে এবং অর্থ সম্পদ নিয়ে যায় তবে তাকে পাকড়াও করার পূর্বে সে যদি তওবা করে ফিরে আসে, নিরাপত্তা চায় ইমামের কথা শুনে ও মানে তবে তার সংঘটিত অপরাধের দায়ে যেমন জখম করা বা কোনো কিছু নষ্ট করার দায়ে তাকে ধরা হবে না। কেননা সে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিল।

যদি বিদ্রোহী ব্যক্তির হাতে কোনো লোকের কোনো কিছু হুবহু বিদ্যমান থাকে তবে তার কাছ থেকে নিয়ে ঐ লোককে ফেরত দেয়া হবে, আর যা সে নষ্ট করেছে তার জন্য কোনো জরিমানা দিতে হবে না।

আর ন্যায়পন্থীদের হাতে বিদ্রোহীদের যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও উট ঘোড়া হস্তগত হয়েছে সেইগুলি মালে ফাই হিসেবে গন্য হবে। ইমাম তা থেকে এক পঞ্চমাংশ নিয়ে বাকী চার অংশ বণ্টন করে দিতেন।

এই সকল বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ হাদীস উল্লেখ করেন।

আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, আবু জাফর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন সিফফীনের দিনে হযরত আলী (রা) এর নিকট কোনো বন্দীকে আনা হলে তিনি তার সওয়ারী ও অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে নিতেন এবং তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিতেন যে (সে আর কখনও যুদ্ধে শরীক হবে না) অত:পর তাকে ছেড়ে দিতেন।

---

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরকে কোনো শাইখ জাফর ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে আলী (রা) তাঁর এক ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন। (তখন সে বসরার দিন ঘোষণা দিল) কোনো মুদাব্বির গোলামকে বিক্রি করা যাবে না এবং কোনো আহতকে দ্রুত মেরে ফেলার ব্যবস্থা নেয়া যাবে না এবং কোনো বন্দীকে হত্যা করা যাবে না, আর যে তার দরজাকে বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ এবং যে তার অস্ত্রকে ফেলে দিবে সে নিরাপদ।

আমাদেরকে হাজ্জাজ হাকাম ইবনে উয়াইনা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন আহলে এলেমগণ বলে থাকেন যদি কোনো বিদ্রোহীকে নিরাপত্তা দেয়া হয় তবে তার বিদ্রোহ অবস্থায় সে যা কিছু পেয়েছে তার জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না তবে বিদ্রোহের পূর্বে যা কিছু করেছে তার জন্য ধরা হবে, এটা হলো উত্তম আমরা যা শুনেছি।[২৯]

তিনি বলেন আমাকে এক কুরাইশী শাইখ যুহুরী থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে মিশর ও শাম ওমর (রা) এর যুগে বিজয় হয়েছে আর আফ্রিকা, খুরাসান ও সিন্ধুর কতক এলাকা ওসমান (রা) এর যুগে বিজয় হয়েছে। তিনি বলেন অত:পর তামীম আদদারী উঠলেন। তিনি হলেন তামীম ইবনে আউস লাখমের লোক। তারপর বললেন-হে রাসূল! রোমের ফিলিস্তিনে আমার প্রতিবেশীত্ব রয়েছে। তাদের গ্রাম রয়েছে যাকে জাইরুন বলে। অন্য একটি গ্রাম রয়েছে যাকে আইনুন বলে। যদি আল্লাহ-তায়ালা শামে বিজয়ী করেন তবে গ্রাম দুটি আমার। তখন রাসূল (স) বলেন- সেই দুটি তোমার জন্যই। তিনি বললেন তাহলে ঐ বিষয়ে আমাকে লিখিত দিন। বর্ণনাকারী বললেন-তখন তার জন্য (তামীম আদদারী) লিখিত দিলেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা মুহাম্মদ (স) এর পক্ষ থেকে তামীম ইবনে আউস আদদারীর জন্য পত্র, এই মর্মে যে জাইরুন ও বাইতআইনুন গ্রামদ্বয় তার, সম্পূর্ণ গ্রামদ্বয় এবং এর মধ্যে অবস্থিত সমতল ভূমি, পাহাড়ী ভূমি, তাদের পানি, ফসল ও নীল গাই, উহাদের মাঝে যে সকল সম্পদ পাওয়া যায় তা তার জন্য এবং তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য। কেউ তাতে অন্যায়ভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি কেউ যুলুম করে তবে তার উপর আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ। বর্ণনাকারী বলেন যখন আবু বকর (রা) খলীফা হলেন তখন তাদের জন্য আরেকটি কপি লিখে দিলেন।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এটা আবু বকর (রা) এর পক্ষ থেকে যিনি রাসূল (স) এর বিশ্বস্ত সহচর, যাকে তারপর পৃথিবীতে খলীফা বানানো হয়েছে। তিনি তামীমদারী বংশের লোকদের জন্য লিখেছেন এই মর্মে যে তাদের উপর কেউ ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারবে না। তাদের কমচুল বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বেশী চুল বিশিষ্ট কেউ জাইরুন এবং আইনুন গ্রাম দ্বয়ের কোনো কিছুতে ফাসাদ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি শুনে এবং আল্লাহর আনুগত্য করে সে গ্রামদ্বয়ে কোনো ফাসাদ করবে না আর সে যেন গ্রামদ্বয়ে লোকদের খুটি গেড়ে দেয় এবং ফাসাদকারীদের বাধা দেয়।"

---

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমি (আবু ইউসুফ (র)) ইমাম আবু হানিফা (র) কে জিজ্ঞাসা করেছি ইয়াহুদী ও ডখ্রস্টানদের সম্পর্কে যার ছেলে বা নিকটাত্মায় মৃত্যুবরণ করেছে কিভাবে তাকে সমবেদনা ও শান্তনা দেয়া হবে?

আবু হানিফা বলেন-আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির উপর মৃত্যুকে লিখে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাকে কল্যাণময় করে দেন যা অদৃশ্য ও অপেক্ষমান। আর আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবো। সুতরাং আপনার উপর যে বিপদ এসেছে তাতে ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য। আল্লাহ আপনার সংখ্যাকে কমিয়ে না দেন।[৩০]

আর আমাদের কাছে এই মর্মে পৌঁছেছে যে একজন খ্রিস্টান লোক হাসানের নিকট আসত এবং তার মজলিশে বসত, পরে সে মারা গিয়েছে তখন হাসান তার ভাইয়ের নিকট তাকে শান্তনা দেয়ার জন্য রওয়ানা করেন।

অত:পর তাকে বলেন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আপনার বিপদে প্রতিদান করুন, ঐ পরিমাণ প্রতিদান যা আপনার ধর্মের কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে দেয়া হয় এবং মৃত্যুর দ্বারা আমাদেরকে বরকত দান করুন এবং তাতে অদৃশ্য যা আছে তা থেকে কল্যাণ দান করুন যার অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। আর আপনার উপর যে বিপদ এসেছে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন।[৩১]

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৬।
[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

অগ্নি ও মূর্তিপূজক এবং মুরতাদদের আলোচনা

আবু ইউসুফ (র) বলেন, সকল মুশরিক, পারসিক, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক, পাথরপূজক, তারকাপূজক এবং ইহুদীদের সামেরী গোত্রের মুশরিক তাদের সকলের নিকট থেকে জিজিয়া নেয়া হবে কিন্তু ইসলাম ধর্মত্যাগকারী মুরতাদ[৩২] ও আরব মূর্তিপূজকদের ব্যতীত জিজিয়া নেয়া হবে না। কেননা তাদের ব্যাপারে নির্দেশ হলো-যে তাদের কাছে ইসলাম পেশ করা হবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তো ভাল অন্যথায় তাদের পুরুষদের হত্যা করা হবে আর নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে।

তিনি আরও বলেন-মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক, পারসিক, মুশরিকগণের জবেহ ও বিবাহের হুকুম আহলে কিতাবদের মত নয়। তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া এবং তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা মুসলমানদের জন্য হালাল নয়। কেননা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে নির্দেশনা এসেছে যার উপর জামায়াত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আমল আছে।

তিনি বলেন-আমাদেরকে কাইছ ইবনে রবি আল আসাদী, কাইছ ইবনে মুসলিম আল জাদালী থেকে, তিনি হাসান ইবনে মুহাম্মদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (স) হাজাব এলাকার অগ্নিপূজকদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেছেন যে, তিনি তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করবেন তবে মেয়েলোককে বিবাহ ও তাদের যবেহকৃত প্রাণী খাওয়াকে বৈধকরণ ব্যতীত।*[৩৩]

তিনি বলেন আমাদেরকে কাতরা বিন খলীফা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ফারওয়াহ বিন নওফল আল আশজায়ী বলেছেন নিশ্চয়ই এই বিষয়টি বড় কঠিন যে অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে অথচ তারা আহলে কিতাব নয়।

বর্ণনাকারী বলেন-তখন মুস্তাউরিদ ইবনুল আহনাফ তার কাছে উঠে এসে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (স) এর উপর অপবাদ দিচ্ছেন। তাই আপনি তওবা করুন নচেৎ আপনাকে হত্যা করব।

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (স) আহলে হাজাবের অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিজিয়া আদায় করেছেন।

---

*[৩২] কিতাবুল খারাজ, পৃ: ১২৮

*[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনাকারী বলেন-অতঃপর তারা উভয়ে বিষয়টি আলী (রা) এর কাছে উত্থাপন করেন। তখন তিনি তাদের বলেন, আমি তোমাদেরকে শীঘ্র এমন একটি ঘটনা বলব যা তোমাদের সবাইকে অগ্নিপূজকদের সম্পর্কে সন্তুষ্ট করে দিবে। নিশ্চয়ই মাজুসীগন একটি উম্মত ছিল। তাদের একটি কিতাব ছিল যা তারা পাঠ করতো। আর তাদের বাদশা একদিন মদপান করল এমনকি মাতাল হয়ে গেল। ফলে সে তার বোনকে হাতে ধরে নিয়ে গ্রাম থেকে বের করে আনল। আর চারজন লোক তার অনুসরণ করল। অতঃপর সে তার বোনের সাথে কুকর্ম করে ফেলল। আর তার প্রতি চেয়ে থাকল। যখন তার মাতলামী কেটে গিয়ে সে সুস্থ হল, তখন তার বোন বলল-তুমি তো এই এই করেছ। আর অমুক, অমুক, তোমাকে দেখেছে। সে বলল আমি উহা সম্পর্কে জানি না।

বোন তাকে বলল-তুমি নিশ্চিত নিহত হতে যাচ্ছ। তোমার বাঁচার পথ নেই। তবে যদি তুমি আমার কথা শোনো। তবে বাঁচার পথ রয়েছে। তখন সে বলল আমি তোমার আনুগত্য করলাম।

তবে তুমি একে একটি ধর্ম বানিয়ে নাও এবং বল যে এটা আদমের ধর্ম। আর বল হাওয়া আদম থেকেই হয়েছে তা সত্ত্বেও আদম ও হাওয়ার মাঝে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল। আর লোকদেরকে এর প্রতি আহ্বান কর এবং তাদের তলোয়ারের সামনে ধর। যে তোমাকে মানবে তাকে ছেড়ে দাও আর তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে তাকে হত্যা করে ফেল। সুতরাং তাদের একজনও তার অনুসরণ করে নি। ফলে সে তাদেরকে হত্যা করে ফেলল এমনকি তার সহচরকেও। তখন বোন তাকে বলল লোকেরা তলোয়ারের সামনেও দুঃসাহস দেখাচ্ছে। সুতরাং আগুন জ্বালিয়ে তাদেরকে আগুনের সামনে আন। সে তাই করল। ফলে লোকেরা তাকে ভয় পেয়ে তার অনুসরণ করল।

আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেন-অতএব রাসূলুল্লাহ (স) তাদের নিকট থেকে জিজিয়া নিয়েছেন। তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবের কারণে নয় বরং তার বিবাহকে ও যবেহকৃত পশুকে শিরকের কারণে হারাম করেছেন । তিনি বলেন-আমাকে বছরার উলামাদের একজন আউফ ইবনে আবু জামিলাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আদী ইবনে আরতাতের নিকট একটি পত্র লিখেছেন যা তিনি বছরার মিম্বরে পাঠ করেছেন।

'আম্মাবাদ! আপনি হাসান ইবনে আবুল হাসানকে জিজ্ঞাসা করেন কোনো জিনিষ আমাদের পূববর্তী ইমামগণকে মাজুসী মহিলাদের বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে বাধা দিল।[৩৪] তারা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের লোকেরা বোনকে বিবাহের রীতি প্রচলন করে নি।

---

*[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং আদী হাসানকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাকে অবগত করালেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বাহরাইনের অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তাদেরকে অগ্নিপূজার উপর স্থির রেখেছেন এবং আলা ইবনে হাজরামীকে গভর্নর নিযুক্ত করেছেন।

তারপর আবু বকর (রা) তা স্থির রেখেছেন। ওমর (রা) তারপর ওসমান (রা) স্থির রেখেছেন।

তিনি বলেন-আমাদেরকে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ কাতাদা থেকে তিনি আবু মিজলান থেকে, তিনি আবু উবায়দা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (স) মুনযির বিন সাওয়াইকে পত্র লিখেছেন যে ব্যক্তি আমাদের সালাত আদায় করে, আমাদের কেবলাকে কেবলা বানায় এবং আমাদের যবেহকৃত পশুকে খায় সে মুসলিম। তার দায় দায়িত্ব আল্লাহ ও তার রাসূলের। তাই অগ্নিপূজকদের মধ্যে থেকে যারা ঐ রূপ করতে পছন্দ করে সে নিরাপদ। আর যে অস্বীকার করে তার উপর জিজিয়া কর প্রযোজ্য।

তিনি বলেন-আমাকে কুফাবাসী উলামাদের একজন হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রা) এর পক্ষ থেকে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহর কাছে পত্র এসেছে: তুমি হিরার লোকদের সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র লিখেছ যারা ইহুদী খ্রিস্টান ও মাজুসীদের মধ্য থেকে ইসলাম কবুল করেছে অথচ তাদের উপর জিজিয়া আরোপিত হয়ে আছে, আর তাদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে কি করণীয় সে সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। আর আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (স) কে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাকে কর সংগ্রহকারী হিসাবে প্রেরণ করেন নি। তাই ঐ সকল ধর্মের যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে তার উপর সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হবে। তার উপর কোনো জিজিয়া নেই। আর তার উত্তরাধিকার তার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের জন্য জিজিয়া কর প্রযোজ্য হবে। যদি তাদের মাঝে একে অপরের উত্তরাধিকার হওয়ার নিয়ম থাকে। যেমন মুসলমানদের মাঝে আছে। আর যদি কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে তবে তার সম্পদ মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় তহবিলে চলে যাবে যা মুসলনামদের মাঝে বণ্টন করা হবে। আর সে যদি কোনো দূর্ঘটনা ঘটায় তবে তা আল্লাহ তায়ালার সম্পদের মধ্যে থেকে হবে।[৩৫] যা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করা হয় সেখান থেকে তার রক্তপণ দেয়া হবে।

আবু ইউসুফ (র) বলেন আমাকে আব্দুর রহমান বিন সাবেত বিন সাওবান, তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) কে বললাম হে আমীরুল

*[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মুমিনীন! কি হল-আপনার সময়ের মূল্য খুব চড়া অথচ আপনার পূর্বে যারা ছিল তাদের যুগে সস্তা ছিল। তিনি বলেন, আমার পূর্বে যারা ছিল তারা এমন বোঝা যিম্মিদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল যা তাদের ক্ষমতার বাইরে ছিল। সুতরাং তারা কোনো উপায় খুঁজে পেত না। আর তাদের হাতের জিনিষ মন্দায় বিক্রয় করা ব্যতীত। আর আমি কাউকে তার ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেই না যা আরোপ করি তা তার ক্ষমতার ভিতরে থাকে; তখন লোকে যেভাবে চায় সে ভাবে বিক্রয় করতে পারে।

তিনি বলেন, আমি বললাম, যদি আমাদের জন্য একটা মূল্য ধার্য করে দিতেন। তিনি বলেন ঐ বিষয়ে কোনো কিছু করার এখতিয়ার আমার কাছে নাই। মূল্য নির্ধারণের বিষয় তো আল্লাহতায়ালার কাছে।[৩৬]

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

গির্জা সিনাগগ, মন্দির ও ক্রুশ সম্পর্কে আলোচনা

হে আমীরুল মুমিনীন আপনি যিম্মিদের বিষয়ে এবং তাদের সিনাগগ এবং গির্জাসমূহ ও মন্দির সমূহকে শহর ও নগর সমূহে কিভাবে রেখে দিবেন যখন মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশ জয় করে ছিল এবং সেগুলি ধ্বংস করে নাই। আর ক্রুশ নিয়ে তাদের উৎসবের দিন গুলিতে কিভাবে বের হতে দিবেন ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন।

কেননা মুসলমান ও যিম্মিদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল জিজিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে এবং নগর সমূহের বিজয়ের ক্ষেত্রে এই শর্তে যে তাদের সিনাগগ বা ইবাদত খানা এবং গির্জা সমূহ শহরের ভিতরে এবং বাহিরে ধ্বংস করা হবে না। তাদের রক্তপাতকে বন্ধ করা হবে এবং তাদের শত্রুদের সাথে যারা তাদের বিরোধীতা করে এবং তাদের সাথে লড়াই করা হবে তাদেরকে রক্ষা করা হবে ফলে তারা মুসলমানদের কাছে জিজিয়া আদায় করবে এবং এই শর্তও সম্পাদিত হয়েছে তারা নতুন করে কোনো ইবাদতখানা ও গির্জা নির্মাণ করতে পারবে না। সুতরাং সামান্য কিছু এলাকা ছাড়া পুরো শাম ও হিরা এই শর্তের ভিত্তিতেই বিজয় করা হয়েছে। উপরোক্ত কারনেই সিনাগগ ও গির্জাসমূহকে ধ্বংস না করে রেখে দেয়া হয়েছে।

আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমাকে কোনো এক আলেম মাকহুল আশশামী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু উবায়দাহ ইবনুল জার্‌রাহ (রা) শামের বিষয়ে তাদের সাথে সন্ধি করেছেন এবং তথায় প্রবেশ করার সময় যে সমস্ত শর্ত করেছেন তার মূল বিষয়গুলো নীচে বর্ণিত হলো,

১. তাদের ইবাদতখানা ও গির্জাগুলোকে রেখে দেয়া হবে এই শর্তে যে নতুন করে তারা কোনো ইবাদতখানা ও গির্জা নির্মাণ করতে পারবে না।

২. পথহারা লোকদের পথ দেখাবে।

৩. নদীতে নিজ খরচে সেতু নির্মাণ করবে।

৪. তাদের পাশ দিয়ে গমনকারী মুসলমানদেরকে তিনি দিন মেহমানদারী করবে।

৫. কোনো মুসলমানকে গালি দিবে না, প্রহার করবে না এবং মুসলমানদের বৈঠকে ক্রুশ বের করতে পারবে না এবং তাদের ঘরবাড়ী থেকে শূকর নিয়ে মুসলমানদের আঙ্গিনায় বের হতে পারবে না। মুসলমানদের কোনো দোষ দেখাতে পারবে না।

৬. আল্লাহর পথের মুজাহিদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মুসলমানদের আযানের পূর্বে বিউগল বাজাতে পারবে না। এমনকি তাদের আযানের সময় হলেও মুসলমানদের আযানের পূর্বে বাজাইতে পারবে না।[৩৭]

৮. উৎসবের দিন গুলিতে নিশান বের করতে পারবে না এবং তাদের উৎসবের দিন অস্ত্রে সজ্জিত হতে পারবে না এবং তাদের ঘরেও তা ধারণ করতে পারবে না। যদি তারা তা করে তাদের সব কিছু কেড়ে নেয়া হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে।

কিন্তু আবু উবায়দা (রা) তাদের শুধুমাত্র বড় দিনের উৎসবে নিশান ছাড়া ক্রুশ বের করার অনুমতি দিলেন।[৩৮] এভাবে শর্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন শহর বিজিত হল। আর যিম্মিগণ মুসলমানদের সততা, বিশ্বস্ততা, উত্তম চরিত্র ও দায়িত্ববোধ দেখে মুগ্ধ হল। ফলে তারা মুসলমানদের দুশমনদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠল এবং মুসলমানদেরকে সাহায্য করতে লাগল। বিভিন্ন শহরের প্রতিনিধিগণ রোমান ও রোমান সম্রাটের বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করে এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে মুসলিম নেতৃস্থানীয় আমীরদের জানাল। একথাও অবগত করাল যে রোমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্য সমাবেশ করেছে। আমীরগণ গভর্নরগণ এ বিষয়ে আবু উবায়দার নিকট পত্র লিখেন।

আবু উবায়দা গভর্নরদের কাছে পত্র লিখেন যে প্রতিটি শহরের অধিবাসীদের নিকট থেকে যে খাজনা ও কর সংগ্রহ করা হয়েছে তা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আর এটা এজন্য যে যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করতে পারব না ও তাদেরকে রক্ষা করতে পারব না। গভর্নরগণ তাই করলেন। আর আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করলে যে লিখিত শর্ত রয়েছে তা বহাল থাকবে বলেও আশ্বাস প্রদান করেন।

আবু উবায়দা (রা) ঐ সকল শর্তের ভিত্তিতে সন্ধিতে সাড়া দিতেন এবং তারা যা চাইত তা তিনি দিয়ে দিতেন তাদের মন জয় করার জন্য। ফলে অন্যান্য শহরবাসী যারা পূর্বে সন্ধি করতে আগ্রহী ছিলনা তারা উপরোক্ত সংবাদ শ্রবণ করে দ্রুত সন্ধির আবেদন করে।

আবু উবায়দা (রা) শহর ও আশে পাশের গ্রামগুলো থেকে যে সকল সম্পদ এবং পন্যদ্রব্য গ্রহণ করতেন তা এক পঞ্চমাংশ রেখে মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এর মুসলমানগণ মুশরিকদের উপর এমন প্রচন্ড লড়াই করেছে যা মুশরিকগণ কখনো দেখে নাই। পরে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

সেই সকল শহরবাসী সঙ্গী মুশরিকদের হতাহতের অবস্থা দেখে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। হযরত আবু উবায়দা (রা) পূর্বের সন্ধিকারীদের মত তাদের সাথেও একই ধরনের শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি করেন।

---

[৩৭] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৩৮।

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাদের এই সুযোগ সুবিধাও প্রদান করেন রোমানদের মধ্যে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে শহরবাসী তাদের আশ্রয় দিয়েছে তারা নিরাপদ থাকবে এবং রোমকরা তাদের পরিবার পরিজন ও মাল সামানা নিয়ে রোমে ফিরে যাবে। তাদের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না।

অতঃপর তারা তার নিকট জিজিয়া প্রদান করল এবং শহরের ফটক খুলে দিল। আবু উবায়দা (রা) ফিরবার পথে এমন কোনো শহর বাকী ছিল না যারা তার সাথে সন্ধি করে নাই। তিনি পূর্বোক্ত শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি করেন।

আর পূর্বে যাদের সাথে সন্ধি করা হয়ছিল তারাও ফেরতকৃত অর্থ সম্পদ /জিজিয়া ও খাজনা নিয়ে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন এবং বাজার ও মন্দিরের বিষয়ে আলাপ করেছেন। তিনি তাদেরকে কৃতশর্তের ভিত্তিতে ছেড়ে দিলেন তা কোনো পরিবর্তন করেন নাই এবং কোনো সুযোগ সুবিধাও রহিত করেন নাই।

এরপর হযরত আবু উবায়দা (রা) হযরত ওমর (রা) এর কাছে পত্র লিখেন যে, মুশরিকদের পরাজয়, মালে ফাই, যিম্মিদের সাথে কৃতচুক্তির শর্ত সম্পর্কে এবং মুসলমানগণ তার কাছে যে শহর ও শহরবাসীদের মাঝে বাগান, শষ্যক্ষেত্র, বৃক্ষরাজি বণ্টন করে দিতে আবদার জানিয়েছিলেন তিনি তা দিতে অস্বীকার করেছেন। এসকল বিষয়ে হযরত ওমর (রা) মতামত জানতে চেয়ে পত্র লিখেন।

তখন হযরত ওমর (রা) উত্তরে লিখেন-আপনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) এর সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেছেন। আর আমার মত হল কিতাবুল্লাহ এর অনুগামী।

আল্লাহ-তায়ালা মালে ফাই বণ্টনের খাত উল্লেখ করেছেন। যা ইতোপূর্বেও আলোচিত হয়েছে। যেমন -

১. আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য।
২. রাসূলের নিকটত্মায়ীদের জন্য।
৩. ইয়াতীম ও মিসকীনদের জন্য।
৪. মুসাফিরের জন্য।
৫. দরিদ্র হিজরতকারীদের জন্য যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী ও সহায় সম্পদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। যারা আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসে।
৬. যারা বসতি স্থাপন করেছে ও ঈমান এনেছে।
৭. আর ঐ সমস্ত মুহাজির যাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ থাকেনা, তারা অভাব সত্ত্বেও অন্যদেরকেও প্রাধান্য দেয়।
৮. এবং যাদের অন্তর কৃপনতা থেকে মুক্ত ঐ সমস্ত আনছার।
৯. মালে ফাই দাতাগণ।
১০. যারা তাদের পরে আসবে সেই সমস্ত আদম সন্তানগণ। তারা কালো হোক বা সাদা হোক। কেয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের পরে তাদেরকে অংশীদার বানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আপনাকে যে মালে ফাই দান করেছেন তা তার মালিকের হাতেই রেখে দিন। তাদের উপর সামর্থ অনুযায়ী জিজিয়া ধার্য্য করুন যা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করা হবে। আর তারা হবে ভূমি আবাদকারী।

এ ছাড়া আপনার, মুসলমানদের কোনো পথ নেই যার দ্বারা মালে ফাই বন্টন করা যেতে পারে।

কেননা আমরা যদি সেখানকার লোক বা মুসলমানদেরকে ভাগ বাটোয়ারা করে দেই তাহলে পরবর্তীতে অনাগত মুসলমান যারা আসবে তারা কোনো কিছুই পাবে না। তারা কোনো কিছুর সত্ত্বাধিকারী হয়ে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

নিশ্চয়ই মুসলমানগণ এবং তাদের সন্তানগণ ও পরবর্তীতে যারা জীবিত থাকবে তাদের জন্য এই মালে ফাই নির্ধারিত থাকবে।

আর ইসলাম ধর্ম যতদিন বিজয়ী থাকবে, এ ধারা অব্যহত থাকবে।

যিম্মিদের উপর মুসলমানদের কর্তব্য:- ওমর (রা) বলেন-

১. তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করবে।
২. তাদের বন্দী করা থেকে নিষেধ করবে।
৩. তাদের প্রতি যুলুম ও ক্ষতি করবে না।
৪. তাদের অর্থ সম্পদ খাওয়া থেকে বিরত থাকবে তবে বৈধভাবে খেতে পারবে।
৫. তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।
৬. তাদের উৎসবের দিন ক্রুশ নিয়ে শহরের বাইরে বের হতে বাধা দিবে না।
৭. শহরের ভিতরে মুসলমানদের মাঝে ও তাদের মসজিদ সমূহের মাঝে যদি হয় তবে ক্রুশ বের করা যাবে না।
৮. তাদেরকে বছরে একদিন উৎসবের অনুমতি দিতে হবে যা মঠে হয়। এই শর্তগুলোই ছিল শামে মুসলমান ও যিম্মিদের মাঝে সন্ধির শর্ত।

এরপর আবু ইউসুফ (র) আরো একটি লম্বা হাদীসের উল্লেখ করে যিম্মিদের গির্জা, উপাসনালয় ইত্যাদির বিষয়ে পরিস্কার করেছেন যার মূল কথা বর্ণনা করা হল।

আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্যগণ জ্ঞানীদের কাছ থেকে বিজয় এবং সীরাত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা বলেন- খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইয়ামামা থেকে আগমন করেন তখন আবু বকর (রা) তাকে দুই হাজার সৈন্য ও সম সংখ্যক অনুগামীসহ ইরাক প্রেরণ করেন।[৩৯]

[৩৯] প্রাগুক্ত, ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ফায়েদ ও শারাফ নামক স্থান পাঁচশ করে মোট একহাজার সৈন্য এবং পরবর্তীতে মোট পাঁচহাজার সৈন্যসহ আরব ভূমি মুগীছা পর্যন্ত পৌছেন। এরপর খালিদ দূর্গ অবরোধ করেন যোদ্ধাদেরকে হত্যা ও নারী শিশুদেরকে বন্দী করেন। অস্ত্রশস্ত্র, পন্যসামগ্রী, পশু নিয়ে দূর্গ ধ্বংস করে দিলেন।

এরপর তিনি কেছরার অস্ত্রাগার আযীবে পৌছে দূর্গের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। এরপর পুরুষদের গলা কেটে দিলেন এবং নারী ও শিশুদের কে বন্দী করলেন। পন্য সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও পশু নিয়ে মুজাহিদদের মাঝে চারভাগে বন্টন করে একপঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে দেন।

কাদেসীয়াবাসী এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তার সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন এবং জিজিয়া প্রদান করলেন।

এরপর নাজাফে গিয়ে কেসরার একটি মজবুত দূর্গ অবরোধ করে জয় করলেন। তাদেরকে দূর্গ থেকে নামিয়ে পারসিক অধিনায়ক যাকে হাজার মরদ বলা হত তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন এবং বাকীদের হত্যা করে নারী ও শিশুদের বন্দী করলেন। এই দূর্গে সবচেয়ে বেশি যোদ্ধা, অস্ত্রশস্ত্র, মালপত্র বেশি ছিল। তিনি তা থেকে গনীমত গ্রহণ করেন।

অতঃপর অগ্রবর্তী দল উল্লাইছবাসীদের দূর্গ অবরোধ সহ যোদ্ধাদের হত্যা, নারী শিশুদের বন্দী করেন। মালপত্র ও অস্ত্রপাতি গ্রহণ করলেন। পরে উল্লাইছবাসী জিজিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করলেন।

তারপর তিনি হিরার দিকে রওয়ানা দেন তারা তাঁর কবল থেকে বাঁচতে শ্বেত প্রাসাদ, আদীস প্রাসাদ ও ইবনে বাক্কিল্লা প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৪০]

প্রাসাদের মধ্য থেকে দুটি ছেলে উকি মারল। খালেদ (রা) বর্বিয়ান একজন লোককে তাদের সাথে কথা বলার জন্য প্রেরণ করলেন। অতঃপর একজন ব্যক্তি উকি মেরে বলল- সে কি বের হয়ে আসা পর্যন্ত নিরাপদ? তিনি বললেন হ্যা। তখন অতিবৃদ্ধ আব্দুল মাছেহ ইবনে হাইয়্যান ইবনে বাক্কিল্লাহ এবং কেছরার পক্ষ থেকে হিরার গভর্নর কুবাইছ আত্তাঈ বের হয়ে আসলেন। পরবর্তীতে নোমান ইবনে মুনযিরও তাকে গভর্নর বানিয়ে ছিলেন।

হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা) তাদেরকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দেন। নতুবা জিজিয়া কর প্রদান অথবা লড়াই করা হবে। তিনি আরো বলেন যা কিতাব এর ভাষায়-

فان ايتى فقد اتيتكم بقوم هم احرص على الموت منكم على الحياة

অর্থ "আমি তোমাদের নিকট এমন একজাতিকে নিয়ে এসেছি যাদের মৃত্যুর আকাংখা তোমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক বেশী"।

---

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনাকারী বলেন ইবনে বাক্কীল্লাহ্‌র হাতে বিষ ছিল, তখন সে বলল আমি আমার জাতির কাছে এমন কিছু নিয়ে যাবনা যা তারা অপছন্দ করে। নইলে বিষপান করব।

তখন খালেদ (রা) তার হাত থেকে বিষ নিয়ে বললেন -

بسم الله الذى لايضر مع اسمه شيئ فى الارض ولا فى السماء

তারপর তিনি তা গিলে ফেললেন। ইবনে বাক্কীল্লাহ তার জাতির নিকট ফিরে গিয়ে বললেন এরা এমন এক জাতি যাদের উপর বিষ ক্রিয়া করে না। তখন ইয়াছ ইবনে কুবাইছ জিজিয়া প্রদানের শর্তে রাযী হলেন। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ এই চিঠি খানা লিখে দিয়ে যান -

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من خالد بن الوليد لاهل الحيرة ان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر الصديق رضى الله عنه امرنى ان السير بعد منصر فى من اهل اليمامة الى اهل العراق من العرب والعجم ، وان أدعوهم الى الله جل ثناؤه والى رسوله عليه السلام ، وابشرهم بالجنة وانذرهم من النار ، فان اجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، وانى انتهيت الى الحيرة فخرج الى إياس بن قبيص الطائى فى اناس من اهل الحيرة من رؤساهم ، وانى دعوتهم الى الله والى رسوله ، فابوا أن يجيبوا فرضت عليهم الجزاية او الحرب فقالو: لا حاجة لنا بحربك ولكن صالحا على ما صالحت عليه غيرها من اهل الكتاب فى اعطاء الجزية -

অর্থ "এটা একটি পত্র হিরাবাসীদের প্রতি খালেদ বিন ওয়ালীদের পক্ষ থেকে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স) এর খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রা) আমার ইয়ামামা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন ইরাকের আরব অঞ্চল ও আনারব অঞ্চল এজন্য সফর করি যে আমি তদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেই এবং দোযখ থেকে সতর্ক করি, যদি তারা সাড়া দেয় তবে মুসলমানদের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে তাদের জন্যও তা হবে এবং মুসলমানদের উপর যা যা করনীয় আছে তাদের উপর তা তা করনীয় হবে। আর নিশ্চয়ই আমি হিরায় পৌঁছেছি। অতঃপর হিরার নেতৃস্থানীয় লোককে সাথে নিয়ে ইয়াছ ইবনে কুবাইছ আমার নিকট এসেছে। আর আমি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের প্রতি আহ্বান করেছি। অতঃপর তারা সাড়া দিতে অস্বীকার করেছে তখন আমি তাদেরকে জিজিয়া অথবা যুদ্ধের প্রস্তাব দেই, তখন তারা বলল আপনার সাথে আমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই বরং আমরা আপনার সাথে জিজিয়া প্রদানের বিষয়ে সন্ধি করব, যে সকল শর্তে অন্যান্য আহলে কিতাবগণ সন্ধি করেছে ।" তারা যে সকল চুক্তির ভিত্তিতে তাদের সাথে সন্ধি করেছিল-

১. তাদের মঠ ও গির্জাকে ধ্বংস করা হবে না।

২. ঐ সকল প্রাসাদকেও ধ্বংস করা হবে না যেগুলিতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে। অথবা শত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা করতে চায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. উৎসবের দিন ক্রুশ নিয়ে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে।

৪. তারা ঘণ্টা বাজাতে পারবে না।

৫. তারা নষ্টামী ও বিশৃংখলা করতে পারবে না।

৬. তাদের এলাকা দিয়ে মুসলমানগণ গমনাগমণ করলে তাদের হালাল খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করতে হবে।[৪১]

৭. দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত একহাজার লোক বাদ দিয়ে মোট ছয়হাজার ব্যক্তির উপর ষাট হাজার দিরহাম প্রদানের শর্তে সন্ধি করা হয়েছে।

৮. তাদেরকে তাওরাত ও ইঞ্জিল এর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ এর শর্তারোপ করেন। তারা তাদের কথার খেলাফ করবে না।

৯. আরব ও অনারব কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করবে না। এবং মুসলমানদের অসতর্ক মূহুর্তের কথা বলে দিবে না।

১০. আল্লাহ তায়ালা নবীদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন নবীর উম্মত হিসেবে তারা যদি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করে বা দায়িত্ব পালন করে তাহলে মুসলমানদের নিকট থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাবে যদি তারা এর বিপরীত করে তাহলে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকবে না।

১১. তাদেরকে এই সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন তাদের অক্ষম, বৃদ্ধ, বিপদগ্রস্ত অথবা পূর্বে ধনী ছিল এখন অভাবী হয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে তাকে দান দক্ষিনা গ্রহণ করতে হয় এরূপ লোকদের উপর জিজিয়া প্রত্যাহার করেছেন। তার পরিবার পোষ্যদের খরচ মুসলমানদের তহবিল থেকে বহন করা হবে যতদিন পর্যন্ত তারা দারুল ইসলামে বা ইসলামী ভূখন্ডে অবস্থান করবে।

১২. তাদের গোলামদের যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে মুসলমানদের বাজারে নিয়ে দাড় করানো হবে। তাকে অবমূল্যায়ন করা ব্যতীত তাড়াহুড়া করা ছাড়া যতটুকু উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব হয় তবে তার মূল্যকে পূর্বের মালিকের নিকট প্রদান করা হবে।

১৩. তারা সকল প্রকার সাজসজ্জা গ্রহণ করতে পারবে তবে যুদ্ধের পোষাক বা সাজসজ্জা এবং মুসলমানদের পোষাকের সাদৃশ্যতা করতে পারবে না।

তারা যদি যুদ্ধের সাজসজ্জা বা পোষাক পরিধান করে তাহলে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে পোষাকের ধরণ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে।

১৪. যে পরিমাণ অর্থের ভিত্তিতে তাদের সাথে সন্ধি করা হয়েছে সেই পরিমাণ অর্থ তারা সংগ্রহ করে তাদের কর্মকর্তাগণ মুসলমানদের কোষাগারে পৌছিয়ে দেবে।

---

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের কাছে কোনো প্রকার সহযোগিতা চাইলে তারা সেই সহযোগিতা করবে এবং খরচাদী মুসলমানদের কোষাগার থেকে প্রদান করা হবে।[৪২]

বর্ণনাকারী বলেন- হিরা থেকে প্রস্থানকালে খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা) পারস্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট পত্র লিখে ইবনে বাক্বীল্লাহ্‌র নিকট প্রদান করেন যা রুস্তম, মেহ্‌রান ও পারস্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বরাবর লেখা হয়েছিল। যার মূল বক্তব্য ছিল পত্র পাওয়া মাত্র আমার নিকট জিজিয়া প্রেরণ করবেন, নিরাপত্তার প্রশ্নে বিশ্বাস রাখবেন এবং আমার কাছে জিজিয়া প্রদানে সাড়া দিবেন। নতুবা আমি এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে অভিযান করব যারা মৃত্যুকে আপনাদের বেচে থাকার চেয়ে বেশী পছন্দ করে।

এরপর খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা) ফুরাতের নিম্নভূমি বানক্বিয়া বা বাইজেন্টাইন যেখানে কেছরার লোকেরা সশস্ত্র অবস্থান করছিল সেখানের দূর্গ অবরোধ করে তাদেরকে হত্যা, নারী ও শিশুদের বন্দী করেন এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দূর্গ জ্বালিয়ে দিলেন।

এই ঘটনা গ্রামবাসী প্রত্যক্ষ করে জিজিয়া প্রদান পূর্বক সন্ধির প্রস্তাব দিল। হানি ইবনে জাবের আততাঈর প্রতিনিধিত্বে আশি হাজার দেরহামের শর্তে সন্ধি করেন।

অবশেষে ফুরাতের তীরবর্তী বানক্বিয়ায় এসে উপনীত হন। বানক্বিয়াবাসী যুদ্ধে অবতীর্ন হয়। রাত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে সকাল পর্যন্ত চলে। তিনি তাদের অবরোধ করেন এবং প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন।

অবশেষে তাদের পরাজিত ও হত্যা করেন। নারী ও শিশুদের বন্দী করে দূর্গটিকে জ্বালিয়ে দেন।

বানক্বিয়াবাসী তা প্রত্যক্ষ করে তার সাথে আপোষ করল। অতঃপর জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) কে সাওয়াদ এলাকায় প্রেরণ করতে চাইলেন। তিনি নদী পার হওয়ার উদ্দেশ্যে ঝাপ দিতে গেলে নেতৃস্থানীয় লোকেরা নদী পার হয়ে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিল। তারা বানক্বিয়াবাসীর সাথে যেভাবে সন্ধি করছিলেন সেই একই শর্তে সন্ধি করলেন।

আর মারুসমা ও আশেপাশের এলাকার লোকদের সাথে হিরাবাসীদের মত সন্ধি করেন। তারপর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ নাজাফের ভিতরে ফিরে আসেন। এবং হিরাবাসী গাইডদের নিয়ে আইনে তামারে পৌছেন এবং সেখানে কেসরার একটি দূর্গ অবরোধ করেন।[৪৩]

তাদের হত্যা, নারী, শিশুদের বন্দী ও মাল সামানা গবাদী পশু নিয়ে দূর্গটি জ্বালিয়ে দেন। আইনে তামারের সর্দারকেও হত্যা করেন।

---

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৪ ।

[৪৩] কিতাবুল খারাজ পৃ: ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে আইনেতামারবাসী তাঁকে জিজিয়া প্রদান করেন যেমন ভাবে হিরবাসী, উল্লাইছবাসী ও অন্যান্য এলাকার অধিবাসীরা তাঁকে জিজিয়া দেন।

তারপর সায়াদ ইবনে আমর আল আনসারী (রা) কে যে সকল মুসলমান রয়েছে তাদেরকে একত্রিত করার জন্য প্রেরণ করেন। অবশেষে তিনি সন্দোদিয়াতে এসে পৌছেন। এখানে কিন্দা ও খ্রিস্টান সমর্থিত সম্প্রদায়কে কঠোরভাবে অবরোধ করেন। তারপর তারা জিজিয়ার শর্তে সন্ধি করেন। আর তাদের মধ্য থেকে অনেকে ইসলাম কবুল করে নিয়েছে।

সায়াদ বিন আমর (রা) হযরত আবু বকর (রা) ওমর (রা) এর খেলাফতকালে মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকেন। তারপর তার ছেলে তার স্থানে নিযুক্ত হন।

এরপর হযরত আবু বকর (রা) খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা) কে আবু উবায়দার সাহায্যার্থে সিরিয়া যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি হিরা ও আইনেতামার থেকে একজন পথপ্রদর্শকের মাধ্যমে নির্জন জনশূণ্য প্রান্তর অতিক্রম করে বনী তাগলিবের এলাকায় পৌছেন এবং তাদের অনেককে হত্যা ও বন্দী করেন। তারপর নুকাইব ও কাওয়ায়েল এলাকায় এসে বিশাল জমায়েত দেখতে পান। তারা প্রচন্ড যুদ্ধ করল। এমনকি খালেদ বিন ওয়ালীদ নিজ হাতে হত্যা করেন এবং আশেপাশের পল্লীগুলোতে হানা দিয়ে তাদের অর্থ সম্পদ নিয়ে নেন। তাদের উপর অবরোধ আরোপ করলে তারা সন্ধি করে।

আর তারা যে সকল দাবী পেশ করে ছিল তা হল -

১. তাদের উপাসনালয় ও গির্জা ধ্বংস করা যাবে না।

২. তারা রাত দিন যখন চাইবে ঘন্টা বাজাতে পারবে শুধু নামাযের সময় ব্যতীত।

৩. তাদের উৎসবের দিনে তারা ক্রুশ নিয়ে বের হতে পারবে।

আর খালেদ (রা) যে সকল প্রস্তাবনা পেশ করেন তা হল-

১. তারা তিনদিন মুসলমানদের মেহমানদারী করবে।[৪৪]

২. তাদের ঘোড়া ও উটের দানাপানির ব্যবস্থা করবে।

অবশেষে খালেদ বিন ওয়ালীদ ক্বারক্বিসিয়াতে এসে পূর্বের মত তা অবরোধ করে জয় করেন এবং উপরোল্লোখিত শর্ত ও সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে সন্ধি করেন। মুসলমান ও যিম্মিদের মাঝে খালেদ বিন ওয়ালীদের সম্পাদিত চুক্তিগুলো হযরত আবু বকর (রা) প্রত্যাখ্যান করে পাঠাননি। তার পরে ওমর (রা) ওসমান (রা) ও আলী (রা) প্রত্যাখ্যান করেন নি।

[৪৪] কিতাবুল খারাজ পৃ: ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমি মনে করি না যে চুক্তিভূক্ত কোনো কিছু ধ্বংস করা হোক। হযরত আবু বকর (রা) ওমর (রা) ওসমান ও আলী (রা) যা বহাল রেখেছেন তাই কার্যকরী করা হবে। চুক্তির আওতাধীন কোনো কিছু ধ্বংস করা হবে না।

বিগত একাধিক খলীফাগণ বিভিন্ন শহর ও নগরে অবস্থিত উপাসনালয় ও গির্জা সমূহকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছেন তখন শহরবাসী মুসলমান ও তাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি নামা বের করে দেখায়। আর ফুকাহায়ে কেরামগণ খলীফাদের ঐ সকল চিন্তা ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ফলে তাদের ইচ্ছাকে তারা নিবৃত্ত করেছে।

তাই আপনিও গির্জাগুলিকেও রেখে দিবেন। তবে চুক্তি বহির্ভূত নতুন করে যে সকল উপাসনালয় ও গির্জা বানানো হয়েছে তা ধ্বংস করা হবে এবং নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে।

হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা) হিরা থেকে বের হয়ে দামেস্ক পৌছা পর্যন্ত একহাজার জনকে বন্দী করেন। কেউ কেউ বলেন পাঁচহাজার জনকে বন্দী করেন।

আর হিরা থেকে যে সকল কয়েদী ও জিজিয়া কর আল্লাহ তায়ালা মালে ফাই হিসেবে দিয়েছেন তা ওমাইর ইবনে সা'দ এর কাছে প্রেরণ করেন। সুতরাং তাই ছিল প্রথম কয়েদী ও জিজিয়ার সম্পদ যা সর্বপ্রথম আবু বকর (রা) এর নিকট আসে। আর বাহ্‌রাইন থেকেও মাল সম্পদ আসে।[৪৫]

হযরত ওমর (রা) খেলাফতে আসেন তখন খালেদ বিন ওয়ালীদকে শামের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দান করেন। তদস্থলে আবু উবাদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) কে নিয়োগ প্রদান করেন। আর এর কারণ ছিল যে মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে খালেদ (রা) থাকলে বিজয় সহজ ও তরান্বিত হয়। এই ধারণা দূর করাতে তাকে অপসারণ করেন। আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহ নিজেই সাহায্য করেন।

এরপর শামবাসী আবু উবায়দাহ ও তাঁর সাথীদেরকে অবরোধ করে রাখে ফলে খুব দুর্দশা দেখা দেয়। তখন ওমর (রা) তাঁর কছে পত্র লিখেন –

فانه لم تكف شدة الا جعل الله بعدها فرجا ولن يغلب عسر يسرين

"এমন কোনো কঠিন অবস্থা হয় নাই যারপর আল্লাহতায়ালা আরামদায়ক অবস্থা দেন নাই। আর কিছুতেই একটি কঠিন অবস্থা দুটি সহজ অবস্থাকে পরাভূত করতে পারবে না।

এরপর আবু উবাদাহ পত্র লিখেন -

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

سلام عليك فان الله تبارك وتعالى قال انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد كمثل عيث اعجب الكفار نباته ثم يهجم فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفى الاخرة عذاب شديد ومغفرة من ورضوان -

" আম্মাবাদ নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা বলেন- পার্থিব জীবন তো কেবল খেলতামাশা এবং শোভামূলক এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝে গর্ব, সম্পদ ও সন্তানের প্রতিযোগিতার বিষয় যেমন বৃষ্টি হলে উৎপন্ন ফসলের জন্য কৃষক খুশী হয়। অতঃপর তা শুকিয়ে যায় ফলে তুমি তা ধূসর বর্ণ দেখতে পাও। তারপর তা খড়কুটায় পরিণত হয়। আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি।

এরপর হযরত ওমর (রা) এর পত্র নিয়ে লোকদের সামনে পাঠ করে বলেন - হে মদীনা বাসী এটা আবু উবায়দার পত্র যা তোমাদেরকে জেহাদের প্রতি আবেদন জানায়।

এরপর লোকেরা অপেক্ষা করতে না করতেই সুসংবাদদাতা এসে বলে আল্লাহতায়ালা আবু উবায়দাহ্কে মুশরিকদের উপর বিজয় দান করেন। তখন উমর (রা) তাকবীর ধ্বনি দেন 'আল্লাহু আকবর'। 'আল্লাহু আকবর' অনেক লোকে বলত যদি খালেদ হত সাহায্যতো এক মাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।[৪৬]

আবু ইউসুফ (র) বলেন সুলায়মান আমাদেরকে বর্ণনা করে বলেন যে আমাদেরকে হানাশ, ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে তাঁকে আজমীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল তারা কি মুসলমানদের শহরে নগরে উপাসনালয় বা গির্জা নির্মাণ করতে পারবে?

তখন তিনি বললেন বস্তুত যে সকল শহর/নগরকে আরবগণ পত্তন করেছেন সেইগুলিতে তাদের জন্য উপাসনালয় গির্জা নির্মাণ করার অধিকার নেই এবং সেখানে তারা ঘণ্টা বাজাতে পারবে না।

মদকে প্রকাশ করতে পারবে না। সেখানে শূকরও রাখতে পারবে না।

আর প্রতিটি এমন শহর যার পত্তন আজমীরা করেছে। অতঃপর আল্লাহতায়ালা আরবদের বিজয় দান করেছেন। তারপরে আজমীরা তাদের নির্দেশের আজ্ঞাবহ হয়েছে তো সেই সকল শহরে আজমীদের সেই গুলো অধিকার বহাল থাকবে যা সন্ধিনামাতে উল্লেখছিল এবং আরবদের কর্তব্য হবে ঐ সকল চুক্তিকে তাদের জন্য পূর্ণ করা।[৪৭]

[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮।

[৪৭] প্রাগুক্ত, ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

▣ যিম্মি এবং তাদের সন্তানদের পোষাক সম্পর্কে বর্ণনা

নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির আলাদা ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতা রয়েছে। ভিন্ন জাতি ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করণে ভিন্ন পোষাক পরিচ্ছেদ বাহ্যিক আকৃতি, ভিন্ন যানবাহন ইত্যাদি অনন্য ভূমিকা পালন করে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

হে মানব সকল, আমি তোমাদেরকে একপুরুষ ও একনারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।[৪৮]

তাই মুসলমান ও যিম্মিদের মধ্যকার সাদৃশ্যতা বিলুপ্ত করে পরস্পরকে সহজে পৃথকীকরণ ও চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে এই পরিচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে।

যিম্মিদের পোষাকঃ

তারা তাদের দেহের মধ্যভাগে বা বুক বরাবর মোটা ফিতা বাধবে এবং তাদের টুপিগুলো তুলা ভর্তি ঘন বড় ফুড়ে সেলাইকৃত হবে এবং তা হবে লম্বা ধরনের। আর তাদের জিনের উপর বাঁকা স্থানে কাঠ দিয়ে ডালিমের আকৃতি বানিয়ে নিবে। তাদের জুতার ফিতা হবে ভিন্ন ধরনের।

আবু ইউসুফ (র) বলেন আপনি (খলীফা হারুনুর রশীদ) কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিন এই সাজসজ্জা গ্রহণ করতে, যাতে করে মুসলমানদের সাজসজ্জা পৃথক বুঝা যাবে।

তারা মুসলমানদের সমান্তরালে বা সম্মুখে চলবে না এবং তাদের স্ত্রী লোকদেরকে চামড়ার গদিতে আরোহন করতে নিষেধ করা হবে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ একখানা হাদীস পেশ করেন।

তিনি বলেন-আব্দুর রহমান ইবনে সাবেত ইবনে ছাওবান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) তাঁর কোনো এক কর্মকর্তার নিকট পত্র লিখেন যে, আম্মাবাদ অবশ্যই কোনো প্রকাশ্য ক্রুশকে ভাঙ্গা ও নিশ্চিহ্ন করা ব্যতীত রাখবেন না। আর কোনো ইহুদী, খ্রিস্টান ও তাদের স্ত্রী লোকেরাও চামড়ার গদিতে আরোহন করবে না বরং চামড়াহীন গদিতে আরোহন করবে। ঐ বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দিন এবং আপনার[৪৯] সম্মুখে যে আছে তাকে নিষেধ করুন। অতএব কোনো খ্রিস্টান যেন আলখিল্লা পরিধান না করে এবং কোনো রেশমী ও ইয়ামনী চাদর পরিধান না করে।[৫০]

---

[৪৮] সূরা হুজরাত, আয়াত নং-১৩।
[৪৯] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১২৭।
[৫০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আর আমাকে বলা হয়েছে আপনার সম্মুখস্থ অনেক খ্রিস্টান পুণরায় পাগড়ি পরিধান করতে শুরু করেছে এবং তারা তাদের দেহের মধ্য ভাগে ফিতা বাধা পরিহার করেছে এবং তারা মাথার সম্মুখের চুল গুচ্ছ এবং কানের দিকের চুল রাখতে শুরু করেছে এবং তারা খাটো করাকে ছেড়ে দিয়েছে।

আমার জীবনের শপথ, আপনার সম্মুখস্থ লোকেরা যদি উহা করতে থাকে তবে নিশ্চয়ই তা আপনার দুর্বলতা, অক্ষমতা ও শিথিলতা। আর তারা যখন ঐগুলি পুন: করতে থাকবে তখন তারা অবশ্যই বুঝে নিবে আপনি কি রকম ব্যক্তি?

সুতরাং আপনি যা করতে নিষেধ করেছেন তার প্রতিটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখুন, তারপর তা একেবারে বন্ধ করে দিন, শুভ বিদায়।[৫১]

▣ যিম্মিদের ধর্ম ও সংস্কৃতিঃ

যিম্মিদেরকে তাদের শহরে মঠ বা গির্জা নির্মাণ করতে নিষেধ করা হবে। তবে যে এলাকায় সন্ধি করা হয়েছে এবং তারা যিম্মি হয়েছে সেখানে তাদের মঠ বা গির্জা হবে।

সুতরাং যে সকল স্থান ঐ রূপ হবে সে সকল স্থান তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং সেখানে গির্জা ধ্বংস করা হবে না। তেমনিভাবে অগ্নিগৃহসমূহ ধ্বংস করা হবে না।

তাদেরকে মুসলমানদের নগরে বাস করতে দেয়া হবে, তাদের বাজারসমূহে ক্রয় বিক্রয় করতে দেয়া হবে। তবে তার মদ ও শূকর ক্রয় বিক্রয় করতে দেয়া হবে না। আর নগরসমূহে তারা ক্রুশকে প্রকাশ করতে পারবে না।[৫২]

▣ খাজনা/জিজিয়া আদায়ঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তাদের মাথাপিছু জিজিয়া করা আদায় করা হবে। এসময় তাদের গর্দানে ছাপ লাগিয়ে দেয়া হবে। এই ছাপ লাগানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি যে জিজিয়া প্রদান করেছে তা আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে প্রদর্শন সমাপ্ত করা যায়। পরে ছাপগুলো নষ্ট করে দেয়া যায় যেমনটি করেছিলেন ওসমান ইবনে হানীফ। এ প্রসঙ্গে আবু ইউসুফ হাদীসের উল্লেখ করেন।

তিনি বলেছেন আমাকে উবায়দুল্লাহ নাফে থেকে, তিনি ওমর (রা) এর গোলাম আসলাম থেকে, তিনি ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে হযরত ওমর (রা) তার গভর্নরদের নিকট পত্র লিখেন যে, "তারা যেন যিম্মিদের গর্দানে ছাপ মেরে দেয়।"

---

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৮।
[৫২] প্রাগুক্ত,, পৃ: ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন- আমাকে কামেল ইবনে আলা, হাবিব ইবনে আবু সাবেত থেকে বর্ণনা করেন যে, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) ওসমান ইবনে হানীফকে সাওয়াদ এলাকায় জরিপের কাজে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি প্রতি আবাদী ও অনাবাদী কৃষিক্ষেত্রের উপর এক দেরহাম ও এক কাফিয করে ধার্য্য করেছেন। আর সাওয়াদের অগ্নি পূজারীদেরকে ছাপ মেরেছেন। সুতরাং তিনি শ্রেণীভেদে পাঁচশত অগ্নিপূজককে ছাপ মেরেছেন। আটচল্লিশ করে, চব্বিশ করে, এবং বার দেরহাম করে। তারপর যখন তাদেরকে প্রদর্শন সমাপ্ত করেছেন তখন তাদেরকে সর্দারদের হাতে সোর্পদ করেছেন আর ছাপগুলো নষ্ট করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন আমাদেরকে উবায়দুল্লাহ, নাফে থেকে তিনি ওমর (রা) এর গোলাম আসলাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ওমর (রা) এক কাফের প্রসঙ্গে চিঠি লিখেছেন যে তোমরা তাকে জিজিয়া কর হ্রাস করে দাও যে তার উপর ক্ষুর চালিয়েছ। (অর্থাৎ মাথা মুণ্ডন করেছে) আর শিশু ও মহিলাদের থেকে গ্রহণ করনা। আর চার দীনার বা চল্লিশ দেরহাম ব্যতীত জিজিয়া কর গ্রহণ করনা এবং প্রত্যেকের উপর এক মুদ গম ধার্য্য কর এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাদের গর্দানে ছাপ মেরে দেওয়া হয়।*[৫৩]

*[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

নাজরানে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের অবস্থানের শর্তাবলী

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন নাজরান ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে এবং তাদের মাঝে ও নাজরান এলাকায় বসবাসের নির্দেশ কিভাবে জারী হয়েছিল? কেনই বা তাদের উপর নতুন করে শর্তারোপ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এ ক্ষেত্রে কি কারণ ছিল? কেনইবা নবী (স) সেখানকার[৫৪] বাসিন্দাদেরকে বহাল রেখেছিলেন?

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন- রাসূল (স) কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে তাদেরকে ইয়েমেনের নাজরানে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তাদের সাথে কিছু বিষয়ে শর্তও দিয়েছিলেন যে শর্তগুলো তারাও করেছিল। আর রাসূল (স) আমর ইবনে হিযামকে শর্তনামা ও একটি অঙ্গীকার লিখে তাকে অনুলিপিসহ তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন।

- আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আমর ইবনে হিযামকে পত্রসহ প্রেরণ সম্পর্কে রাসূল (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। যার মূল বক্তব্য তুলে ধরা হল-

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا أمان من الله ورسوله - يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، عهد من مجمع النبى لعمروبن حزم حين بعثه إلى اليمن امره بتقوى الله فى أمره كله - وأن يفعل ويفعل ويأخذ من المغانم خمس الله جل ثناؤه وما كتب على المؤمنين فى الصدقة من النمار- الخ

১. হে ইমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপত্র আর তোমরা নবী (স) এর পক্ষ থেকে চুক্তি পূরণ কর।
২. তোমরা প্রতিটি কাজ-কর্মে আল্লাহকে ভয় কর।
৩. গণীমতসমূহ আল্লাহর জন্য এক পঞ্চমাংশ আদায় কর আর ফলমূলে যে পরিমাণ যাকাত ফরয করা হয়েছে তা আদায় কর।

অত:পর নাজরানবাসীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (স) লিখেন-

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما كتب محمد النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران : اذ كان عليهم حكمه فى كل ثمرة ، وفى كل صفراء وبيضاء ورقيق ، مافضل ذلك عليهم وترك ، ذلك كله لهم على ألفى حلة من حلل الاواقى فى كل رجب ألف حلة وفى كل صفر ألف حلة مع كل حلة اوقية من الفضة ، فما زادت على الخراج

[৫৪] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

أو نقصت عن الاواقى فيها الحساب ، وما قضوا من دروع او خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم فالحساب، وعلى نجران موائه رسلى ومتعتهم ما بين عشرين يوما فمادون ذلك .....الخ

১. প্রত্যেক ফল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও দাসের ক্ষেত্রে উত্তমটা প্রদান করা।

২. তারা প্রতি দুইহাজার আওয়াক্কী পোষাকের উপর প্রতি রজব মাসে একহাজার পোষাক এবং প্রত্যেক সফর মাসে একহাজার পোষাকের সাথে একহাজার আওক্বিয়া রৌপ্য প্রদান করবে। খাজনার উপর যে পরিমাণ অতিরিক্ত হবে অথবা আওয়াক্কী থেকে যে পরিমাণ ঘাটতি হবে তা হিসাবে থাকবে যাতে করে পরবর্তীতে সমন্বয় করা যায়।

৩. আর নাজরানবাসী আমার প্রতিনিধির বিশ দিন বা তার কমদিন অবস্থান করার জন্য বিভিন্ন খরচাদি ও তাদের আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করবে । আর আমার প্রতিনিধিরা তাদেরকে এক মাসের বেশী আটকিয়ে রাখবে না।

৪. নাজরানবাসী আমার প্রতিনিধিদের ত্রিশটি লোহবর্ম ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট ধার দেবে। ইয়েমেনে কোনো চক্রান্ত বা অসুবিধা হলে তারা যা ধার দিয়েছে তা নষ্ট হলে প্রতিনিধিরাই দায়ী থাকবে। আর তারা তা আদায় করবে।[৫৫]

৫. আর নাজরানবাসীদের জান, মাল, সম্পদ, দেশ, সম্প্রদায়, উপাসনালয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত যা কিছু আছে তা আল্লাহর আশ্রয় ও রাসূল (স) এর যিম্মাদারীতে থাকবে।

৬. কোন বিশপকে, সন্যাসীকে, কোনো গণককে তার অবস্থান থেকে পরিবর্তন করা হবে না এমন অবস্থায় যে তার কোনো দোষ নাই।

৭. জাহেলী যুগের হত্যার দায় এখন কাউকে চাপানো হবে না।

৮. তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না এবং কঠোরতা আরোপ করা হবে না।

৯. কোনো সৈন্যবাহিনী তাদের এলাকা পদদলিত করবে না।

১০.কেউ কোনো অধিকার দাবী করলে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান করা হবে তাদেরকে ঠকানো হবে না।

১১.নেতৃস্থানীয় লোকদের কেউ সুদ খেলে তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমরা মুক্ত।

১২.এক জনের অন্যায়ের অপরাধে অন্যজনকে পাকড়াও করা হবে না।[৫৬]

আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন নির্দেশ আসা পর্যন্ত তোমরা এই নির্দেশ বাস্তবায়িত করবে যদি তোমরা কল্যাণকামী হও।

---

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

এতে সাক্ষী হয়েছেন-আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, গায়লান ইবনে আমর, বণী নাছর গোত্রের মালেক ইবনে আউফ, আকরা ইবনে হাবেস আল হানযালী ও মুগীরা ইবনে শোবা আর প্রতিশ্রুতিনামা লিখেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর।

বর্ণনাকারী বলেন- তারপর যখন তারা আবু বকর (রা) এর খেলাফতকালে তাঁর কাছে আসলে তিনি তাদের লিখে দেন। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে-

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما كتب به عبد الله ابوبكر خليفة محمد النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران ، أجارهم بجواراالله وذمة محمد النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفسهم وأرضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم وعبادتهم وعائبهم وشاهدهم وأساقفتم ورهبانهم وبيعهم وكل ما تحت أيدينهم من قليل أو كثر لا يخسرون ولا يعسرون ، ولا يغير أسقف من أستقفيته ولا راهب من رهبانية وفاءلهم ..... الخ

১. ইহা আল্লাহর বান্দা নবী মুহাম্মদ (স) এর খলীফা হযরত আবু বকর (রা) এর পক্ষ থেকে নাজরানবাসীদের জন্য। আল্লাহতা'য়ালার আশ্রয় ও নবী মুহাম্মদ (স) তাদের যে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন তা তাদের জানের উপর, এলাকার উপর, সম্প্রদায়ের উপর, সম্পদের উপর, অনুচরবর্গের উপর, ধর্ম-কর্মের উপর, তাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত লোকদের উপর, বিশপ ও সন্যাসীদের উপর, উপাসনালয়ের উপর, তাদের আওতায় কম-বেশী যা কিছু আছে তার উপর কার্যকরী।

২. তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না এবং কঠোরতা আরোপ করা হবে না।

৩. কোনো বিশপকে কোনো সন্নাসীকে তার পদ থেকে পরিবর্তন করা হবে না।

৪. আল্লাহ তা'য়ালার যে আশ্রয় এবং নবী (স) কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা এবং কল্যাণকামীতা যথাযথভাবে কার্যকর করা।

সাক্ষী হয়েছেন ক্বিয়ান গোত্রের মুস্তাউরিদ এবং আবু বকর (রা) এর গোলাম আমর এবং রশিদ ইবনে হুযাইফা ও মুগীরা ইবনে শোবা।

তারপর হযরত ওমর (রা) খলীফা মনোনীত হন তখন তারা তাঁর কাছে আসে। হযরত ওমর (রা) তাদেরকে ইয়েমেন থেকে ইরাকের নাজরানে পূণর্বাসন করেন। কেননা তিনি তাদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে আশংকা করেছিলেন। তারা অশ্ব ও অস্ত্রের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

হযরত ওমর (রা) তাদেরকে যে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন তার মূল বক্তব্য হচ্ছে:-

(أما بعد) فمن مروا به من امراء الشام وأمراء العراق فليوسقهم ومن حرث الارض ، فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله وعقبة لهم مكان ارضهم لا سبيل عليهم فيه لاحد ولا مغرم ، فمن حضرهم من رجل مسلم

Dhaka University Institutional Repository

فلينصرهم على من ظلمهم فانهم اقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة اربعة وعشرين شهرا بعد أن يقدوا ولا يكفوا لا من صنعهم البر غير مظلومين ولا معتدى عليهم الخ

১. আমীরুল মু'মিনীন! এর পক্ষ থেকে নাজরানবাসীদের মধ্য থেকে যে, ইয়েমেন থেকে ইরাকের নাজরানে যাত্রা করবে সে নিরাপদে থাকবে। কেউ তাকে ক্ষতি করবে না।

২. শাম ও ইরাকের আমীরগণ তাদের জন্য কৃষিজমির ব্যবস্থা করে দেয়, আর তাতে যা চাষাবাদ করবে আল্লাহর ওয়াস্তে তা তাদের জন্য সদকা হবে।

৩. তাদের ভূমিই হবে তাদের ঘাঁটি কিন্তু তার উপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না।

৪. মুসলমানগণ নাজরানবাসীদেরকে যালেমের উপর সাহায্য করবে।

৫. ইয়েমেন থেকে ইরাকে আগমণের ২৪ মাস পর্যন্ত তাদের উপর জিযিয়া কর রহিত করবে।[৫৭]

৬. কেউ যেন তাদের পোষাক শিল্পের অধিকার হরণ না করে এবং তাদের উপর সীমালংঘন না করে।

আর এতে সাক্ষী হয়েছে হযরত উসমান ইবনে আফফান এবং মুয়াইক্বি তিনিই লিখেছেন।

আর যখন হযরত ওমর (রা) ইন্তেকাল করেন। হযরত উসমান (রা) খলীফা হলেন তখন তারা মদীনাতে তাঁর কাছে আসলেন। অত:পর হযরত উসমান (রা) তা আমেল ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) এর কাছে চিঠি লিখলেন-

বিশপ, আক্বেব এবং নাজরানবাসীদের পরিবার যারা ইরাকে থাকে, তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সে ব্যাপারে আমি অবগত হয়েছি। তাই-

১. তাদের থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিযিয়া বাবদ ৩০টি পোষাক কমিয়ে দিয়েছি।

২. আর হযরত ওমর (রা) ইয়ামানী ভূমির প্রতিদান হিসেবে যা দান করেছিলেন তা আমি তাদের সম্পূর্ণ ভূমি প্রদান করেছি।

৩. আর আপনি (ওলীদ ইবনে ওকবা) হযরত ওমর (রা) এর প্রতিশ্রুতিনামা দেখে তা পূরণ করুন।

৪. আর আপনি পত্রে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দিন।

পত্র লিখেছেন- হামরান ইবনে আবান (১৫ই শাবান, ২৭ বর্ষ)।

---

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর আলী (রা) খলীফা মনোনীত হয়ে ইরাকে আসলেন তখন নাজরানবাসী তার কাছে আসল। (সেই বিষয়ে) আমাকে আমাশ, সালেম ইবনে আবি জা'দ হাদীস বর্ণনা করেছেন- তার মূল বক্তব্য হচ্ছে-

নাজরানের বিশপ, হযরত আলী (রা) এর কাছে আসলেন তার সাথে লাল চামড়ায় মোড়ানো একটি কিতাব ছিল তখন তারা ইয়েমেনে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেন। তখন আলী (রা) অস্বীকার করে বলেন- দূর্ভোগ হোক! তোমাদের হযরত ওমর (রা) সঠিক সিদ্ধান্তের লোক। বর্ণনাকারী বলেন- হযরত ওমর (রা) তাদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে ভয় করতেন তারা তাদের দেশে অশ্ব ও অস্ত্র ধারণ করেছিল। তাই ইরাকের নাজরানে পুর্নবাসিত করেন।

তারপর আলী (রা) নাজরানবাসীদের পত্র লিখেন-

১. নিশ্চয়ই তোমরা আমার কাছে নবী (স) এর একটি পত্র নিয়ে এসেছো। তাতে তোমাদের জান-মালের নিরাপত্তার শর্ত রয়েছে তা আমি পূরণ করেছি।

২. নবী (স) আবু বকর (রা), ওমর (রা) যা লিখে দিয়েছেন মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত্বপ্রাপ্তহয় সে যেন প্রতিশ্রুতি পূরণ করে।

৩. কেউ যেন তাদের কষ্ট না দেয়, জুলুম না করে।

৪. তাদের অধিকার খর্ব না করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে এই চিঠি লিখেছেন। ১০ই জুমাদাল উখরা ৩৭ বর্ষ।[৫৮]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-

১. যারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই তাদের নাজরানের ভূমি সমুহের ভিত্তিতে মাথা পিছু হিসেবে ভূমি কর এবং জিজিয়া বাবদ প্রদান করা ওয়াজিব।

২. নাজরানবাসীদের কেউ যদি ভূমি বা ভূমির কিছু অংশ কোনো মুসলমানের কাছে বা কোনো যিম্মির কাছে বা কোনো তাগলিবী সম্প্রদায়ের লোকের কাছে বিক্রি করে। তবে মাথাপিছু যে জিজিয়া রয়েছে তা নারী ও শিশুদের উপর প্রযোজ্য নয়।

৩. এখন ইরাকের নাজরানে থাকা অবস্থায় কোনো দূতের বা গর্ভনরের বা তার প্রতিনিধির মেহমানদারী করার দায়িত্ব তাদের নেই। ঐ দায়িত্ব নবী (স) এর যুগে ইয়েমেনের নাজরানে থাকা অবস্থায় তাদের উপর ছিল।

---

[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কোন নাজরানী যদি খারাজী ভূমি ক্রয় করে তাহলে তাতে যে খাজনা আসে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে নাজরানে তাদের মাথাপিছু জিজিয়া যে পোষাক ধার্য্য করা হয়েছে তা শুধু নাজরানের জন্য খাছ। তাদের ক্রয়কৃত ভূমিতে পোষাক আদায় করলে কর আদায় হবে না।

৫. আর উচিত হবে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করা এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখানো।

৬. তাদের যিম্মাদারী পূর্ণ করা, তাদের উপর সাধ্যাতীত চাপিয়ে না দেয়া।

৭. তাদের উপর জুলুম ও কঠোরতা আরোপ করা যাবে না। তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না।

৮. তাদের নারী ও শিশুদের উপর জিজিয়া বাবদ পোষাক ধার্য্য করা যাবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন- আমাকে হাসান ইবনে উমারা, মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে সাবেত থেকে, তিনি ইয়ালা উবনে উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন- যখন হযরত ওমর (রা) আমাকে (ইয়েমেনের) নাজরানে খাজনা আদায়ের দায়িত্বে প্রেরণ করলেন-তখন আমার কাছে এই মর্মে পত্র লিখেন যে আমি যেন এমন প্রতিটি ভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখি যার মালিককে তথা হতে বিতাড়ন করা হয়েছে।

সুতরাং যে সকল খালি বা পতিত জমি রয়েছে তা তাদেরকে দিয়ে দিন। আর তা যদি স্রোত বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয় আর তাতে খেজুর বা অন্যান্য বৃক্ষ জন্মে, তখন বৃক্ষের ফল ও অন্যান্য ফসলাদি উৎপন্ন হলে তার দুই তৃতীয়াংশ ওমর (রা) ও মুসলমানদের জন্য আর এক তৃতীয়াংশ তাদের জন্য। আর ঐ সকল ভূমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচ দেয়া হলে যা উৎপন্ন হবে তার দুই/তৃতীয়াংশ তাদের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ ওমর ও মুসলমানদের মাঝে দেয়া হবে।[৫৯]

[৫৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ

মুরতাদদের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা

মুরতাদদের বিষয়ে হুকুমঃ আবু ইউসুফ (র) বলেন-যদি যিন্দিক ও মুরতাদরা তাদের ঘরবাড়ী রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করে, তবে তাদের নারী ও শিশুদেরকে আটক করা হবে এবং তাদেরকে ইসলামের উপর বাধ্য করা হবে। যেমনিভাবে আরবের বনী হানিফা ও অন্যান্য গোত্রের ধর্মত্যাগীদের শিশুদেরকে হযরত আবু বকর (রা) আটক করেছিলেন এবং তাঁরই অনুসরণে হযরত আলী (রা) বণী নাজিযার গোত্রের লোকদেরকেও বন্দী করেছিলেন।

- তাদের উপর কর ধার্য্য করা হবে না এবং যদি তারা লড়াইয়ের পূর্বে এবং তাদের উপর বিজয় লাভ করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা নিজেদের জান-মাল রক্ষা করতে পারবে এবং বন্দীত্ব বরণ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারবে।
- আর যদি ইমাম তাদের উপর বিজয়ী হয় তারপর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা রক্তপাত বন্ধ করতে পারবে; আর নারী ও শিশুদের উপর বন্দীত্ব কার্যকরী হবে। আর তাদের পুরুষগণ স্বাধীন, তাদেরকে দাস বানানো যাবে না। যেমন- রাসূলুলাহ (স) বদরের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপন নিয়েছেন। অত:পর তাদের দাস বানানো হয়নি। আর আবু বকর (রা) ও আশআছ ইবনে কাইছ ও উআইনা ইবনে হাসানকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তারা দাস হয়নি এবং যারা তাদের রক্তপাত থেকে রক্ষা করেছে তারা তাদের মিত্রও হয় নি।
- ধর্মত্যাগী পুরুষ (আরবের) মূর্তিপুজকদের উপর বন্দীত্ব বা জিযিয়া কর নেই। হয় ইসলাম গ্রহণ করবে নয়তো হত্যা করা হবে।
- তাদের ঘর বাড়ীর উপর ইমাম যখন জয়ী হবেন তখন তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে এবং পুরুষদের হত্যা করা হবে। তাদের ধন-সম্পদ গণীমতের খুমুছ বা এক পঞ্চমাংশ কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্ধারিত। আর বাদ বাকী চার ভাগ ঘটনায় বা যুদ্ধে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে।
- আর যদি ইমাম বন্দীদের মুক্ত করে দেয় তাদের ক্ষমা করে ভূমি ও ধন-সম্পদ ফেরত দিয়ে দেয় তবে তা তিনি করতে পারেন। সে সুযোগ তার আছে। ইহা সঠিক ও বৈধ।

  আর তাদের ভূমি উশরী বলে গণ্য হবে। আমরা খারাজী ভূমির সাথে তুলনা করব না। কেননা এর হুকুম খারাজের হুকুমের বিপরীত।[৬০]

---

[৬০] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স) আরব মুশরিক এলাকা ব্যতীত যখন অন্যদের উপর যেমন বাহরাইন ও ইয়ামামাসহ বিজয় অর্জন করেছেন। ঐ সকল এলাকাকে স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন। উক্ত দুই এলাকা ছাড়া গাতফানী ও তামীম গোত্রের ছিল।

- শত্রু সৈন্য বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে মাল-সামগ্রী নিয়ে এসেছে তা তিনি ছাড়েন নাই। বরং মালের চার ভাগ উপস্থিত মুসলিম সৈন্যদের দিয়েছেন এক পঞ্চমাংশ কুরআনে বর্ণিতদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আহলে কুরা থেকে প্রাপ্ত মালে ফাই-এর বিপরীত এবং গণীমতের হুকুমের বিপরীত।
- উল্লেখ্য যে, আরব মূর্তিপূজক মুশরিক, আজমী মুশরিক ও আহলে কিতাবীদের থেকে প্রাপ্ত গণীমতের মালের হুকুম ভিন্ন নয় বরং এক।[৬১]

▣ ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদদের হুকুম

মানুষের মধ্যে একদল রয়েছে যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কুফুরীতে ফিরে গেছে। তেমনি যিন্দিক ও যারা ধর্মত্যাগ করে নাস্তিকতা গ্রহণ করেছে অথচ তারা ইসলামকে প্রকাশ করত তেমনিভাবে ইয়াহুদী খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্বের ধর্মে ফিরে গিয়েছে।

এই অবস্থায় এই সমস্ত মানুষগুলোর হুকুম কি হবে তা নিয়েই সবিস্তারে আলোচনা করা হল।

১. কেউ মনে করেন ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করলে বা মুরতাদ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তওবা করতে বলা হবে না। তারা বলেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন "যে তার ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। হযরত আবু বকর (রা) ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে রিদ্দারযুদ্ধ করেছিলেন।

২. কেউ মনে করেন মুরতাদ হওয়ার পর তাদেরকে তওবা করতে বলা হবে। তওবা যদি না করে তাকে হত্যা করা হবে। তারা রাসূল (স) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

- রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি আদিষ্ট হয়েছি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, যখন তারা তা বলবে তখন তারা আমার পক্ষ তাদের জানমালকে রক্ষা করল তাদের হকের কারণে। আর তাদের হিসাব আল্লাহতায়ালার দায়িত্বে।

---

[৬১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

- প্রথম মতের লোকেরা ওমর ওসমান, আলী আবু মূসা ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত "যে ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। রাসূল (স) এ কথার অর্থ হলো যে ধর্মের উপর অবিচল থাকে কিন্তু ধর্মত্যাগী তো ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে। তাই তার জান, সম্পদ নিরাপদ।[৬২]
- আবু ইউসুফ (রা) বলেন আমাদেরকে আমাশ, আবু যুবয়ান থেকে,তিনি উসামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) এক অভিযানে প্রেরেণ করেছেন[৬৩] অত:পর আমরা জুহাইনা গোত্রের হারকাতে সকাল করলাম। তখন আমরা এক লোককে পেলাম সে বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখনআমি তাকে আঘাত করলাম। ফলে এই কারণে আমার অন্তরে (চিন্তা আসল) তাই আমি সেই ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স) কে বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন- সে কি লা ইলাহা ইল্লাহ বলেছে? আর তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি তখন বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ সেতো তা বলেছে অস্ত্র থেকে বাঁচার জন্য। তিনি বললেন যখন সে বলল তখন কেন তার অন্তর ফেড়ে দেখ না যাতে জানতে পার যে সে অস্ত্রের ভয়ে বলেছে? না অস্ত্রের ভয়ে বলে নাই। তিনি যা বার বার বলতে লাগলেন এমনকি আমি তামান্না করছি যে সেই সময়ই যদি আমি মুসলমান হতাম।
- তিনি বলেছেন আমাকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যখন ওমর (রা) এর কাছে তস্তরের বিজয় আসল তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন নতুন কোনো দুর্লভ খবর আছে কি? তারা বলল হ্যাঁ আছে মুসলমানদের এক লোক মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছে। তারপর আমরা তাকে পাকড়াও করেছি। তিনি বললেন-তোমরা তার সাথে কি আচরণ করেছ? তারা বলল আমরা তাকে হত্যা করে ফেলেছি। তিনি বলেন- তোমরা তাকে আমাদের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখতে পারলেনা তোমরা প্রতিদিন তাকে এক টুকরো রুটি খাবার দিয়ে তওবা করতে বললেনা। তিনবার বললেন যদি সে তওবা করে নিত অন্যথায় তোমরা তাকে হত্যা করতে। হে আল্লাহ আমি উপস্থিত ছিলামনা আদেশও করিনি আমার কাছে যখন সংবাদ পৌঁছেছে তখনও আমি সন্তুষ্ট হইনি।

---

[৬২] প্রাগুক্ত, ১৭৯।
[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

- তিনি বলেন আমাদেরকে সাঈদ কাতাদা থেকে তিনি হুমাইদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে মুয়ায (রা) আবু মূসা (রা) এর কাছে সাক্ষাতে গেলেন তখন তার নিকট এক ইয়াহুদী ছিল। তখন তিনি বললেন একে? তিনি বললেন একজন ইয়াহুদী। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে আবার মুরতাদ হয়ে গেছে। আর আমরা তাকে দুই মাস যাবত তওবা করতে বলছি যে তওবা করে নি। তখন মুয়ায (রা) বললেন তাকে হত্যা না করে আমি বসবনা। আল্লাহ ও রাসূলের এটাই ফায়সালা মুরতাদদেরকে তিনবার তওবা করতে বলা হবে এরপর যদি তওবা না করে তাহলে তার গর্দান ফেলে দেয়া হবে। এটাই ফকীহদের অভিমত।

৩. যদি কোনো মহিলা মুরতাদ হয়ে যায় তবে তার অবস্থা পুরুষের বিপরীত। আমরা এ বিষয়ে হাদীসের সাহায্য নেব।

আবু হানিফা (র) আমাকে আছেম ইবনে আবু রযীন থেকে তিনি[৬৪] ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন মহিলাদেরকে হত্যা করা হবে না যদি তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়। তাদেরকে আটক রাখা হবে। ইসলামের দিকে আহ্বান করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে।

৪. যদি পুরুষ ও নারী মুরতাদ হয়ে শত্রু এলাকায় মিলিত হয় তখন ইমামের কাছে উঠানো হবে এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। আর যদি তাদের মুদাব্বার গোলাম থাকে এবং পুরুষের যদি উম্মে ওয়ালাদ বাদী থাকে তারা আযাদ হয়ে যাবে।

৫. যদি ইসলামী ভূখন্ডে তার গোলামদেরকে রেখে শত্রু এলাকায় অবস্থায় অবস্থান করে এমতাবস্থায়তাকে আযাদ করে দেয় বা কোনো লোকের জন্য ওসিয়ত করে অথবা কিছু হেবা করে তবে ঐগুলি জায়েয হবেনা। আর যদি সে শত্রু এলাকায় যাওয়ার পূর্বে আযাদ করে, ওসিয়ত বা হেবা করে যায় তবে তা জায়েয হবে। কেননা শত্রু এলাকায় চলে যাওয়ার পর তার সমস্ত সম্পদ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।

৬. মুরতাদ ব্যক্তির স্ত্রী থাকলে তাকে পৃথক করে দেয়া হবে তারপর তাকে তিন হায়েজে ইদ্দত পালন করতে বলা হবে। ইদ্দত পালনের পর সে বিয়ের জন্য হালাল হয়ে যাবে। ইমামের মাল বন্টনের হুকুমের পূর্বে ইদ্দত পালন হলে সে কোনো ওয়ারেশী সম্পদ পাবে না।

---

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

সে যদি গর্ভবতী হয় তবে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। মুরতাদ ব্যক্তির সম্পদ ও মুসলিম ওয়ারিশদের মাঝে বন্টিত হবে কিন্তু স্ত্রী পাবে না যেহেতু সে বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেছে।

মহিলা ইদ্দত অবস্থায় ওয়ারিশদার হবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে সে সম্পদ পাবে না।

আপনি চিন্তা করে দেখুন সে অন্যজনকে বিবাহ করার পর সেও যদি মারা যায় তাহলে মহিলা কি উভয়ের নিকট থেকে উত্তরাধিকারী হবে? সে তো তিন তালাক প্রাপ্তমহিলার সমতুল্য।

৭. মুরতাদ ব্যক্তি যে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে চলে যায় তারপর তা কোনো মুসলমান পেলে তা শত্রুদের থেকে প্রাপ্ত গণীমতের মালের মত হবে।

আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাদেরকে আশআছ ইবনে আমের থেকে তিনি হাকাম ইবনে উদাইবা থেকে এমন এক মুসলিম মহিলা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যার স্বামী মুরতাদ হয়ে গেছে। এবং দুশমনদের এলাকায় চলে গেছে যদি তার হায়েয হয় তবে সে তিন কুরু ইদ্দত পালন করবে এবং যদি গর্ভবতী হয় তবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। তারপর ইচ্ছা করলে বিবাহ করবে এবং তার মীরাছ মুসলিম ওয়ারিশগণের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে।[৬৫]

৮. আর যদি মুরতাদ ব্যক্তি ফিরে আসে তবে যে সকল হুবহু বিদ্যমান আছে তা তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে আর যেসকল সম্পদ ওয়ারিশগণ খরচ করে ফেলেছে সে ক্ষেত্রে তাদের উপর কোনো জরিমানা করা হবে না। তার মুদাব্বের গোলাম ও উম্মে ওয়ালাদ দাসীগণকে ইমাম আযাদ করে দেয় তবে তার আযাদ কার্যকর হবে এবং এদের কিছুই ফেরত পাবে না। আর যদি আযাদ করে না থাকে তাহলে মুরতাদ হওয়ার পূর্বের অবস্থার মত হবে।

৯. আর যদি মহিলা মুরতাদ হয়ে শত্রু এলাকায় চলে যায় অত:পর ইমাম তার রেখে যাওয়া সকল সম্পদ তার ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করার নির্দেশ দিবেন। আর তার যদি স্বামী থাকে তবে তার স্বামীর জন্য মীরাস হবে না। সে যখন মুরতাদ হয়ে গেছে তখন তার স্বামী হারাম হয়ে গেছে এবং পর পুরুষের মত হয়ে গেছে।

১০. আর যদি মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মুরতাদ হয় এবং সেই অসুস্থতার কারণে মৃত্যুবরণ করে বা শত্রু এলাকায় অসুস্থ অবস্থায় যায় তারপর ইমাম তার মৃত্যুর ফয়সালা দেয় তবে আবু ইউসুফ মনে

---

[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

করেন এই অবস্থায় তার স্বামীকে ওয়ারিশদার করা হবে। কারণ সুস্থ অবস্থায় মুরতাদ হওয়া এবং অসুস্থ অবস্থায় মুরতাদ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে।

১১. আর যদি পুরুষ অসুস্থ অবস্থায় মুরতাদ হয়ে মৃত্যু বরণ করে তবে তিন হায়েজ না হওয়া পর্যন্ত সম্পদ পাবে। ইদ্দত শেষ হলে সম্পদ পাবে না।

১২. আবু ইউসুফ (রা) বলেন যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) কে গালি দেয় অথবা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার দোষ মন্দ বলে যা তার মর্যাদা হানী করে তবে নিশ্চিত সে আল্লাহর সাথে কুফুরী করল। তার স্ত্রী থেকে পৃথক করা হবে। সে তওবা না করলে হত্যা করা হবে। তেমনি মহিলার বেলায়ও।

ইমাম আবু হানিফা বলেন তাকে হত্যা করা হবেনা এবং ইসলামের দিকে বাধ্য করা হবে।[৬৬]

[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুঃশ্চরিত্র, চোর ও অপরাধীদের শাস্তি প্রসঙ্গে আলোচনা

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন আপনি যে দুশ্চরিত্র, লম্পট, ফাসেক, অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন, যখন তারা কোনো ধরনের অপরাধ করতে শুরু করে তখন তাদেরকে গ্রেফতার করে বন্দীদশায় রাখা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য তাদের মঞ্জুর করা হবে কিনা? সদকা ও অন্যান্য তহবিল থেকে তাদেরকে কিছু প্রদান করা হবে কিনা এবং তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হবে। সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেছেন।

তিনি বলেন-তাদের যদি কোনো অর্থ সম্পদ ও খাওয়ার সামগ্রী না থাকে এবং শরীর ঠিক রাখার কোনো উপায় না থাকে তখন সদকা অথবা বায়তুলমালের যে কোনো খাত থেকে আপনার মঞ্জুরী দেয়ার সুযোগ রয়েছে, তবে অধিক পছন্দনীয় মত হলো তাদের প্রত্যেককে বায়তুল মাল থেকে পরিমাণ মত খাদ্য প্রদান করুন। কেননা উহা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু বৈধ নয় এবং সুযোগও নেই।

কারাগার সংস্কারঃ হে আমীরুল মুমিনীন মুসলিম কয়েদীরা যে অপরাধ করেছে এজন্য তাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে মৃত্যুবরণ করতে দেয়া হবে না। বরং -

- কারাগারবাসীদের জন্য পরিমাণ মত খাবার, তরিতরকারী প্রদান করতে হবে। আর প্রথম যিনি এরূপ করেছেন তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব[৬৭] (রা) যিনি ইরাকে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তারপর শামে মুয়াবিয়া (রা) এবং পরবর্তী সকল খলীফাগণ ঐরূপ করেছেন।
- আপনি তাদের জন্য রুটি প্রদান করেন তাহলে কারারক্ষীরা জেল কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবস্থাপক তা নিয়ে যাবে। তাই তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য দশ দিরহাম করে বরাদ্দ দিতে হবে।

আর এজন্য সৎ ও কল্যাণকামী লোককে নিযুক্ত করুন যেন কারাগারে অবস্থানরত লোকদের নাম ঠিকানা রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করে তাদের কাছে খাবারের টাকা/সদকাসমূহ মাসে মাসে জনে জনে নাম ধরে ডেকে তাদের হাতে প্রদান করবে।

❖ তাদেরকে শীত ও গ্রীষ্মের পোষাক প্রদান করবেন। শীতের পোষাক হলো একটি জামা ও একটি শরীর আবৃতকারী বস্ত্র এবং গ্রীষ্মকালীন পোষাক হল একটি জামা ও লুঙ্গী।

---

[৬৭] কিতাবুল খারাজ, পৃ: ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

আর স্ত্রী লোকদেরও শীতকালীন পোষাক হলো একটি জামা, একটি মুখাবরণ ও একটি শরীর আচ্ছাদক পোষাক। আর গ্রীষ্মকালীন পোষাক হলো একটি জামা, কেটি মুখাবরণ ও একটি লুঙ্গী।

এ ব্যাপারে তিনি দুটি হাদীসের উল্লেখ করেন,

১. তিনি বলেন-আমাকে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুহাজির, আব্দুল মালিক ইবনে ওমাইর থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন যে, "যদি কোনো গোত্রে দুশ্চরিত্রবান কেউ থাকতো হযরত আলী (রা) তাকে আটক করতেন। তারপর তার কোনো অর্থ সম্পদ থাকলে তা থেকে তার জন্য ব্যয় করতেন। যদি অর্থ সম্পদ না থাকত-তবে বায়তুল মাল থেকে তার জন্য খরচ করতেন এবং বলতেন তাদের মধ্যে থেকে দুষ্ট লোককে আটক করা হবে এবং বাইতুল মাল থেকে তাদের ব্যয় বহন করা হবে।

২. তিনি বলেন-আমাদেরকে কোনো এক শাইখ জাফর ইবনে বূরক্কান থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন আমাদের কাছে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) পত্র লিখেন যে, আপনাদের কয়েদ খানায় কোনো মুসলমানদেরকে এমনভাবে বেধে রাখবেন না যাতে সে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে না পারে এবং মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন বেড়ী পরা অবস্থায় রাত্রিযাপন না করে এবং তাদের জন্য প্রয়োজন মুতাবিক খাবার-দাবার প্রদান করবে।

- ইমাম আবু ইউসুফ (র) উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনামলের প্রচলিত ব্যবস্থার কঠোর নিন্দা করে বলেন-তাদের শাসনামলে কয়েদীদেরকে হাতে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কায়েদখানার বাইরে নিয়ে যাওয়া হত এবং তারা ভিক্ষা করে নিজেদের জন্য আহার্য এবং পরিধেয় সংগ্রহ করত।

  তিনি আরো বলেন-আমি তো মনে করিনা যে, মুশরিকরা তাদের হাতে আটক মুসলিম বন্দীদের উপর এই রূপ আচরণ করে তাহলে কিভাবে ইসলামপন্থীদের সাথে এইরূপ আচরণ করা উচিত হবে?

  তাই আপনি তাদের খোঁজ খবর রাখুন এবং ব্যয়[৬৮] নির্বাহের নির্দেশ দিন।

- তিনি এ বিষয়েও কঠোর নিন্দা করে এমন লাওয়ারিশ কয়েদী রয়েছে যাদের কোনো অভিভাবক ও নিকটাত্মীয় নেই যারা মৃত্যুবরণ করলে দুই তিনদিন জেলখানাতেই পড়ে থাকে। তাদেরকে গোসল, কাফন, জানাযা ছাড়াই পুঁতে ফেলা হয়। সুতরাং ইসলামপন্থীদের এর চেয়ে গুরুতর অবস্থা আর কি হতে পারে?

---

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় এধরনের কয়েদীদের দাফন-কাফন মালাতে জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা উচিত।

❖ আর আপনি যদি কয়েদীদের সংখ্যা হ্রাস করতে চান তাহলে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

১. ফাসেক, দুশ্চরিত্রবান লোকদের দন্ড কায়েম করুন তাহলে তারাও অন্যান্য লোকেরা ভয় পায় এবং অসৎ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে।

২. আর তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টিদান করুন। তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান করুন। যার বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা নেই তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করার পর ছেড়ে দিবেন।

শিষ্টাচার শিক্ষাদানে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের ঘটনা না ঘটে।

❖ কারো অভিযোগের ভিত্তিতে এবং অপরাধের ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হওয়ার আগে তাদেরকে তিনশত বা দুইশত কমবেশী প্রহার করা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অনুমতিহীন। কেননা মুমিনের পিঠ সংরক্ষিত। কোন অপরাধ বলে অথবা মিথ্যা অপবাদ আরোপের কারণে অথবা মাতাল হওয়ার কারণে অথবা কোনো ব্যক্তিকে শায়েস্তা করার কারণে অথবা এমন কাজ করেছে যাতে প্রমাণ ছাড়া দণ্ড প্রদান করা হয় না সেই ক্ষেত্রে প্রহার করা যায় না। এব্যাপারে তিনি দলীল উপস্থাপন করেন।

❖ আমাদেরকে আমাদের কোনো এক শাইখ হাওদা ইবনে আতা থেকে, তিনি আনাছ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন যে হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন রাসূলুল্লাহ (স) নামাজীদেরকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন।

❖ হত্যার অপরাধে আটক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো কয়েদীকে কারাগারে বেঁধে রাখা যাবে না।

❖ তাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কাজ করে যাতে তার উপর কেসাস বা দণ্ড অথবা কোনো ধরনের শাস্তি প্রযোজ্য হয় তবে তা তার উপর করা হবে। তেমনিভাবে তাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কোনো আঘাত করে যে আঘাতের কারণে কেসাস নেয়া হবে তবে মযলুম ব্যক্তি যদি ক্ষমা করে তবে ভিন্ন কথা।

আর যদি এমন আঘাত করা হয় যার কারণে কেসাস নেয়া যায় না তবে তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে, তার আটকাদেশ দীর্ঘায়িত করা হবে। যাতে সে তওবা করে তবে তাকে খালাস দেয়া হবে।[৬৯]

---

[৬৯] কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

❖ তেমনিভাবে তাদের মধ্যে কেউ যদি চুরি করে তবে তার হাত কাটা হবে যদি হাত কাটার অবস্থা হয়। কেননা এতে বিশাল প্রতিদান রয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে-

১. আবু ইউসুফ বলেন-আমাকে হাসান ইবনে ওমারা জারীর ইবনে ইয়াযীদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন যে আমি আবু-যুরআহ ইবনে আমর ইবনে জারিরকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে তিনি আবু হুরায়রা (রা) কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন-রাসূল (স) বলেছেন," যে দণ্ড পৃথিবীতে কায়েম করা হয় তা পৃথিবীবাসীদের জন্য তিনি সকাল বেলা বৃষ্টি হওয়ার চেয়ে উত্তম।"

❖ ইমামের উচিত নয় দণ্ডের বিষয়ে কারো পক্ষপাতিত্ব করা এবং সুপারিশের দ্বারা দণ্ড রহিত করা, দন্ডের ব্যাপারে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করা।

কিন্তু যদি দণ্ড এমন সংশয় সন্দেহ পূর্ণ হয় তবে তা যথাসম্ভব রহিত করবে। যেমন-সাহাবাদের এবং তাবেরীদের থেকে বাণী এসেছে "তোমরা সংশয়ের কারণে দণ্ডসমূহকে রহিত কর, যতদূর পার। ক্ষমা প্রদানে ভুল করা, শাস্তি প্রদানে ভুল করা থেকে উত্তম। আর এমন ব্যক্তির উপর দণ্ড প্রয়োগ করা যার উপর দণ্ড ওয়াজিব নয়, বৈধ নয়। যেমনভাবে দন্ড বাতিল করা বৈধ নয় যার উপর দন্ড ওয়াজিব।

যে দণ্ড ওয়াজিব হয়ে গেছে সে ব্যাপারে সুপারিশ করা ফকীহগণ অপছন্দ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক হাদীস উপস্থাপন করেছেন-

❖ তিনি বলেন-অমাাকে হিশাম ইবনে সাদ আবু হাযেম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে হযরত আলী (রা) একজন চোরের বিষয় সুপারিশ করেছেন তখন তাঁকে বলা হল আপনি কি চোরের বিষয়ে সুপারিশ করেন? তিনি বললেন হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত তা ইমামের নিকট পৌছান না হয় ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না যদি তিনি ক্ষমা করেন।[৭০]

২. আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, মুহাম্মদ ইবনে তালহা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে তিনি আয়েশ বিনতে মাসউদ থেকে তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন কুরাইশের কোনো এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স) এর ঘর থেকে মখমলের একটি বস্ত্র চুরি করেছে। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে রাসূলুল্লাহ (স) হাত কাটার জন্য মনস্থ করেছেন তা লোকদের কাছে বিরাট মনে হল। তখন আমরা নবী (স) এর নিকট আসলাম অতঃপর তাঁর সাথে কথা বললাম যে আমরা তার মুক্তিপণ হিসেবে চল্লিশ আওক্বিয়া প্রদান করব। তখন তিনি বলেন তার পবিত্রতা অর্জন করা তার জন্য মঙ্গলময়। আমরা যখন নবী (স) এর কথার নম্রতা শুনতে পেলাম তখন

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

উসামার নিকট আসলাম এবং বললাম আপনি রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে কথা বলুন। অতঃপর তিনি তার সাথে কথা বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) দাঁড়িয়ে বলবেন আল্লাহ তায়ালার দণ্ডসমূহ থেকে কোনো এক দণ্ডের বিষয়ে আমার নিকট কিসের এতো অনুরোধ। যা আল্লাহতায়ালার বান্দিদের মধ্যে থেকে কোনো এক বান্দির উপর পতিত হয়েছে। ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা ঐ স্থানে আসত তবে অবশ্যই মুহাম্মদ তার হাত কেটে দিত।

বর্ণনাকারী বলেন-নবী (স) বলেন-হে উসামা! কোনো দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করো না।

৩. তিনি বলেন-আমাদেরকে হাসান বিন আব্দুল মালেক বিন মায়সারাহ নাযাল ইবনে সামুরাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন আমরা মিনাতে ওমর (রা) এর সাথে ছিলাম হঠাৎ এক বিশাল দেহী মহিলা গাধার উপর বসে কাঁদছে। লোকেরা তার কাছে এমনভাবে ভিড় করছে যে, তাকে প্রায় মেরে ফেলার উপক্রম করেছে। লোকজন তার ব্যাভিচারের কথা বলাবলি করছে।

অত:পর সে যখন ওমর (রা) এর কাছে আসল, তখন তিনি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন-তোমরা কি অবস্থা? (অধিকাংশ মহিলা খোলামেলা কথা বলতে অপছন্দ করে)। সে মহিলা জবাবে বলল-আমি একজন ভারী মহিলা! আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে রাত্রের নামায দ্বারা রিযিক দিতেন। সুতরাং আমি এক রাত্রিতে নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ি। আল্লাহর কসম! আমাকে কেউ ঘুম ভাঙ্গায়নি, কিন্তু একজন লোক যে আমার উপর আরোহন করেছে তারপর আমি তার প্রতি দৃষ্টি দিলাম দেখি সে লিপ্ত অবস্থায় আছে। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জীবের মধ্যে থেকে সে কে আমি জানি না। তখন ওমর (রা) বললেন যদি এই মহিলাকে হত্যা করা হয়; তবে আমি দুই পাহাড়ের উপর আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার ভয় করছি। অর্থাৎ মক্কার আবু কুবাইছ ও আহমার পাহাড় দুটিকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার আশংকা করি। অতঃপর তিনি আঞ্চলিক আমীরদের নিকট পত্র লিখেন-যে কোনো প্রাণকে অন্য কোনো প্রাণ ছাড়া হত্যা করবে না।[৭১]

- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন যদি কেউ কোনো পুরুষ ও মহিলাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করে আর বিষয়টি সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য এবং তার বিরুদ্ধে হত্যার প্রমাণ দাঁড় করানো হয়েছে তখন বিচারক প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তারা যদি নিজেদের সাফাই গায় অথবা অন্য কোনো লোক তার পক্ষে সাফাই গায় তখন নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করা হবে যদি তিনি চান তবে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি চান ক্ষমা করা হবে।

---

[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

তেমনিভাবে হত্যাকারী যদি স্বেচ্ছায় হত্যার কথা স্বীকার করে তাহলে প্রমাণ ব্যতীতই বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন এবং কেসাস আদায় করবেন।

- ❖ আবু ইউসুফ (র) বলেন-কাউকে যদি বিচারালয়ে উত্থাপন করা হয় এমন অবস্থায় সে কোনো লোকের হাত জোড়া থেকে কেটে দিয়েছে। কোনো লৌহাস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ডান কি বাম হাতের কোনো আঙ্গুল কেটে দিয়েছে অথবা এমন হয়েছে তার পা জোড়া থেকে কেটে দিয়েছে। অথবা পায়ের আঙ্গুল কেটে দিয়েছে অথবা কোনো আঙ্গুলের এক বা দুইটি গিরা কেটে দিয়েছে তবে এমতাবস্থায় কেসাস হবে।
- ❖ তেমনিভাবে কান বা কানের কিছু অংশ কেটে ফেলে অথবা নাক যদি কেটে ফেলে, তবে কেসাস হবে।
- ❖ তেমনিভাবে যদি দাঁতসমূহ ভেঙ্গে ফেলে বা কিছু দাঁত ভেঙ্গে ফেলে অথবা দাঁত উপড়ে ফেলে বা কিছু দাঁত ভেঙ্গে ফেলে তাতেও কেসাস হবে।

আর দাঁত ভাঙ্গার ক্ষেত্রে দাঁতগুলি যদি একই (লেভেল) পর্যায়ে ভাঙ্গা হয় তবে কেসাস হবে। আর যদি একই পর্যায়ে বা লেভেলে না হয় আর এমন হয় তাতে দাঁতে কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

- ❖ তেমনিভাবে চোখে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত করে যার ফলে চোখ নষ্ট হয়ে গেছে তবে তাতে কেসাস হবে।
- ❖ তেমনিভাবে সকল প্রকার আঘাত যা করা হয় তাতেও কেসাস হবে যদি কেসাস নেয়া সম্ভব হয়। যদি কেসাস নেয়া সম্ভব না হয় তবে সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- ❖ আর যদি কোনো হাড়ে প্রহার করে যেমন বাহুর হাড়, নলার হাড়, রানের হাড়, পাজরের হাড় থেকে কোনো একটি ভেঙ্গে ফেলেছে এতে কেসাস হবে না বরং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা কেসাস তো জোড়ার/গিরার ক্ষেত্রে নেয়া হয়। তাছাড়া যে হাড়ে আঘাত করা হয় কিন্তু হাড় দেখা যায় না বা এমন আঘাত হয় যা এর চেয়ে বড় তাতে কেসাস হবে না। যদিও ইচ্ছাকৃত ভাবে করে বরং ক্ষতিপূরণ বা দিয়্যাত দিতে হবে।
- ❖ আর কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে হাড় বের করে ফেরে ফলে সেক্ষেত্রে কেসাস হবে।
- ❖ কেউ যদি কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে জখম করে আর সে মৃত্যুবরণ করে অথবা শয্যাশয়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করে তাকে জখমকারী থেকে কেসাস স্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ যদি কেউ ভুল বশত: হত্যা করে এর পক্ষে প্রমাণ দেখায় এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সাফাই বর্ণনা করে তবে হাজার দিয়্যাত বা ক্ষতিপূরণ হত্যকারীর আত্মীয় স্বজন এর উপর বর্তাবে এবং তিন বছরে পরিশোধ করবে। প্রতি বছর তারা এক তৃতীয়াংশ হারে পরিশোধ করবে।[৭২]

আবু ইউসুফ (র) বলেন দিয়্যত তথা ক্ষতিপূরণ হল-একশত উট অথবা এক হাজার দীনার অথবা দশ হাজার দেরহাম অথবা এক হাজার ছাগল অথবা দুইশত পোষাক অথবা দুইশত গরু।

এ প্রসঙ্গে আবু ইউসুফ (র) হাদীসের দলীল পেশ করেন।

১. তিনি বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (স) দিয়্যাতকে স্পর্শকারীর উপর ধার্য্য করেছেন তাদের সম্পদ থেকে উটওয়ালার উপর একশত উট, ছাগল ওয়ালার উপর দুই হাজার ছাগল এবং গরুওয়ালার উপর দুইশত গরু এবং বস্ত্রওয়ালাদের উপর দুইশত ডোরাকাটা পোষাক প্রযোজ্য।

২. তিনি বলেন-আমাদেরকে ইবনে আবু লায়লা শা'বী থেকে তিনি উবায়দা আস সালমানী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) স্বর্ণওয়ালাদের উপর এক হাজার দীনার দিয়্যত ধার্য্য করেছেন। আর রৌপ্যওয়ালাদের উপর দশ হাজার দেরহাম,উটওয়ালাদের উপর একশত উট, বকরীওয়ালাদের উপর দুইশত বকরী এবং পোষাকওয়ালাদের উপর দুইশত পোষাক ধার্য্য করেছেন।

আবু ইউসুফ (র) বলেন-ভুলবশত হত্যার ক্ষতিপূরণের উটের বয়স নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম মত বিরোধ করেছেন।

৩. তিনি বলেন-আমাকে মানসুর, ইব্রাহীম ও আবু হানিফা থেকে তারা হাম্মাদ থেকে তিনি ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন আব্দুল্লাহ (রা) বলতেন ভুল বশত হত্যার দিয়্যাত হল পাঁচ প্রকারের উট, বিশটি হিক্কা, বিশটি জামআহ, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি ইবনে লাবুন এবং বিশটি বিনতে মাখায়। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) ভুলবশত হত্যার দিয়্যত সম্পর্কে অনুরূপই মত প্রকাশ করেছেন।

৪. এ ব্যাপারে আমাকে শুবা কাতাদা থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) তিনি বলতেন ভুল বশত হত্যার দিয়্যত হল চার

---

[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকারের উট পঁচিশটি হিক্কা, পঁচিশটি জাযআহ, পঁচিশটি বিনতে লাবুন*[৭৩] এবং পঁচিশটি বিনতে মাখায। আর ওসমান ওবায়েদ (রা) বলতেন ভুলবশত হত্যার দিয়্যত হলো ত্রিশটি জাযআহ, ত্রিশটি বিনতে লাবুন এবং বিশটি ইবনে লাবুন ও বিশটি বিনতে মাখায।

আর শিবহে আমদ এর দিয়্যত (তথা লৌহাস্ত্র বা অগ্নেয়াস্ত্র অন্য কোনো বস্তু দ্বারা হত্যা করা যেমন লাঠি, চাবুক বা পাথর দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা) সে ব্যাপারে উটের ধরন সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

১. ওমর ইবনে খাত্তাবের মতে, 'শিবহে আমদ-এর দিয়্যত হল ত্রিশটি জাযআহ, ত্রিশটি হিক্কাহ এবং চল্লিশটি ছানিয়্যাহ, তার সূচালো জন্মগত সম্পূর্ণ দাঁত থাকা পর্যন্ত।

২. হযরত আলী (রা) এর মতে শিবহে আমদ হল-তেত্রিশটি হিক্কা, তেত্রিশটি জাযআহ, চৌত্রিশটি ছানিয়্যা তার জন্মগত সূচাল দাঁত সম্পূর্ণ থাকা পর্যন্ত।

৩. ওসমান ইবনে আফফান ও যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন সেটা হলো দিয়্যতে মুগাল্লাজা তাতে চল্লিশটি জাযআহ, ত্রিশটি হিক্কা এবং ত্রিশটি বিনতে লাবুন।

৪. আবু মূসা আশয়ারী ও মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন ত্রিশটি হিক্কা, ত্রিশটি জাযআহ এবং চল্লিশটি ছানিয়্যা, যার জন্মগত সম্পূর্ণ সূচালু দাঁত রয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে, এই হল এর মৌলিক নীতিমালা। কতলে খাতা প্রসঙ্গে আবু ইউসুফ বলেন-যে কোনো কোনো একটিকে উদ্দেশ্য করেছে অতঃপর অন্য একটিতে গিয়ে লেগেছে।

মুগীরা থেকে ইব্রাহীম আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মানুষ একটি জিনিষকে আঘাত করে অথচ সেই জিনিষটি আঘাত করতে ইচ্ছা করে নাই। আর এর ব্যাপারে আবু ইউসুফ বলেন আমাদেরকে শাইবানী শা'বী থেকে ও হাকাম ইবনে উতাইবা থেকে এবং হাম্মাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন-তারা বলেছেন যা নিহত হয় পাথর বা চাবুক অথবা লাঠি দ্বারা অতঃপর রক্ত বের হয় তা হল-'কতলে শিবহে আমদ' এতে দিয়্যতে মুগাল্লাজা দিতে হয়।[৭৪]

❖ আবু ইউসুফ (র) বলেন-মাথায় আঘাতের দ্বারা রক্তাক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত বিচার হবে।

১. বাদ্বেআহ যে আঘাত দ্বারা গোস্ত কাটা হয় সেই গোস্ত টুকরা কাটার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের চেয়েও বেশী বিচার হবে।

---

[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

২. মুতালাহিমা যা বাদ্বিয়ার উপরে অর্থাৎ মাথায় এমন আঘাত দ্বারা পুরা গোস্ত কেটে যায় হাড় কাটা ব্যতীত একে পূর্বের চেয়েও কঠিন বিচার হবে।

৩. সিমহাক্ক যা মুতালাহিমের চেয়ে বেশী অর্থাৎ মাথায় এমন আঘাত করা যা মাথার হাড়ের উপর পাতলা পর্দা পর্যন্ত পৌছে এক্ষেত্রে পূর্বের চাইতেও বেশী শাস্তি হবে।

৪. মুওয়াদ্দাহার অর্থাৎ আঘাত করে মাথার সাদা হাড় দেখা যায়। এক্ষেত্রে দণ্ড হলো পাঁচটি উট বা পাঁচশত দেরহাম।

৫. হাশিমা অর্থাৎ এমন আঘাত যা দ্বারা হাড় ভেঙ্গে যায় সে ক্ষেত্রে দশটি উট বা এক হাজার দেরহাম। দিয়্যাতের দশভাগের এক ভাগ।

৬. মুসকালা এমন আঘাত যাতে মাথার হাড় বের হয়ে আসে। ক্ষতিপূরণ হলো দিয়্যতের দশভাগের এক ভাগ এবং আরো দশ ভাগের এক ভাগের অর্ধেক (অর্থাৎ একশত ভাগের পনের ভাগ)।

৭. আমাত্তঃ সেটা এমন আঘাত যা মাথার মগজে পৌছে এক্ষেত্রে দিয়্যাতের তিন ভাগের এক ভাগ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই আঘাতে যদি আকল বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় পূর্ণ দিয়্যাত দিতে হবে। আর যদি আকল বুদ্ধি নষ্ট না হয় শুধু মাথার চুল চলে যায় তবুও পূর্ণ দিয়্যাত দিতে হবে। এতে কোনো অবস্থাতেই কেসাস হবে না। কিন্তু মুওয়াহাদ্দা ভিন্ন। আঘাতকারী যদি ইচ্ছা করে তাহলে মুওয়াহাদ্দার কেসাস নেয়া হবে। অন্য কোনো কেসাস নাই। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন-আমাকে হাজ্জাজ আতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন "আমরা হাড়ের কারণে কেসাস নেই না।

আবু ইউসুফ বলেন-আমাকে মুগীরা ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন আমাত্ত মুমক্বিলা এবং জায়েফা এর ক্ষেত্রে কেসাস নেই। এই সকল জখম ইচ্ছাকৃতভাবে করার কারণে ব্যক্তির মাল থেকে কেবল হবে।

❖ আঙ্গুল সমূহের ক্ষেত্রে অর্ধ দিয়্যত দিতে হবে এবং প্রতিটি আঙ্গুলের জন্য দশ ভাগের একভাগ দিয়্যত দিতে হবে এবং গিরার জন্য আঙ্গুলের দিয়্যতের তিন ভাগের এক ভাগ হবে। যদি বৃদ্ধাঙ্গুলে দুটি গিরা হয় তবে প্রতিটি গিরার জন্য তার অর্ধ দিয়্যত দিতে হবে। এরূপই পা ও তার আঙ্গুল সমূহের হুকুম।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ উভয় চোখে দিয়্যত দিতে হবে এবং প্রতিটি চোখে অর্ধ দিয়্যত দিতে হবে। উভয় চোখের পাতার ক্ষেত্রে দিয়্যত আসবে। আর প্রতিটি পাতার ক্ষেত্রে দিয়্যতের এক চতুর্থাংশ আসবে। উভয় ভ্রূ যদি আঘাতের পর না গজায় তাহলে দিয়্যত দিতে হবে। আর প্রতিটি ভ্রূতে অর্ধ দিয়্যত আসবে।
- ❖ প্রতিটি কানে অর্ধ দিয়্যত আর কান সম্পূর্ণ না কেটে কিছু অংশ কাটলে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে সেই পরিমাণের হিসাবে দিয়্যত দিতে হবে। শ্রবণ শক্তির বেলায়ও দিয়্যত দিতে হবে।
- ❖ যখন নাক কাটা যাবে তখন দিয়্যত দিতে হবে এবং নাকের নরম হাড্ডির (নাকের নালা ব্যতীত) ক্ষেত্রে দিয়্যত আসবে। নাকের ঘ্রান শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দিয়্যাত দিতে হবে।
- ❖ উভয় ঠোটের ক্ষেত্রে দিয়্যত দিতে হবে এবং প্রতিটি ঠোটের জন্য অর্ধ দিয়্যত দিতে হবে।
- ❖ প্রতিটি দাঁতের জন্য যা কথাকে বাধা দেয় তবে দিয়্যত দিতে হবে আর যদি সম্পূর্ণ দাঁত না ভেঙ্গে আংশিক ভেঙ্গেছে তবে যে পরিমাণ ভেঙ্গেছে সেই পরিমাণ হিসাব করে দিয়্যত দিতে হবে।[৭৫]
- ❖ আর পুংলিঙ্গের অগ্রভাগের ক্ষেত্রে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কাটা হয় তবে কেসাস হবে আর যদি ভুলবশত কাটা হয় সেক্ষেত্রে দিয়্যত দিতে হবে। অন্ডকোষের ক্ষেত্রেও দিয়্যত দিতে হবে। প্রথমে যদি লিঙ্গ কাটা হয় তারপর অন্ডকোষ কাটা হয় সেক্ষেত্রে দুটি দিয়্যত দিতে হবে। আর যদি প্রথমে অন্ডকোষ কাটা হয় তারপর লিঙ্গ কাটা হয় সেক্ষেত্রে অন্ডকোষের জন্য দিয়্যত দিতে হবে আর লিঙ্গের জন্য দণ্ড প্রযোজ্য হবে। আর যদি উভয়টি এক পাশ থেকে কাটা হয় তবে সেক্ষেত্রে দুটি দিয়্যত দিতে হবে।
- ❖ পুরুষের স্তন কাটার ক্ষেত্রে দন্ড হবে। আর মহিলাদের স্তনের বেলায় দিয়্যত হবে এবং উভয় স্তনের বুটার ক্ষেত্রে অর্ধ দিয়্যত দিতে হবে। একটি বুটার বেলায় অর্ধ দিয়্যত দিতে হবে।
- ❖ আর হাত যদি কনুই থেকে কেটে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে অর্ধ দিয়্যত দিতে হবে এবং জোড়ার ক্ষেত্রে আবু হানিফার মতানুযায়ী দন্ড দেয়া হবে। আবু ইউসুফ (র) ও ইবনে আবি লায়লার মতে অর্ধ দিয়্যত হবে।
- ❖ হাত ভেঙ্গে দেওয়ার বেলায় দন্ড হবে। বাহু ভেঙ্গে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং পায়ের নলা, কান, গলার হাড় এবং কোনো পাজরের হাড় ভেঙ্গে যাওযার ক্ষেত্রে প্রতিটির পরিমান অনুযায়ী দন্ড হবে। মেরুদণ্ডে বেঁকে যাওয়ার ক্ষেত্রে দিয়্যত দিতে হবে। মেরুদন্ড আঘাতের ফলে যদি সহবাস করতে বাঁধার সৃষ্টি হয় তবে সে ক্ষেত্রে দিয়্যত দিতে হবে।

---

[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ আর দাড়ির ক্ষেত্রে, তা যদি না গজায় সে ক্ষেত্রে দিয়্যত দিতে হবে তেমনিভাবে গোফের বেলায়ও। আর মাথার চুল যদি না গজায় তবে দিয়্যত দিতে হবে।
- ❖ বড় কোনো খুঁতের ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ দিয়্যত দিতে হবে। আর যদি খুতটি শরীরের অভ্যন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশ দিয়্যত দিতে হবে।
- ❖ অবশ হাত ও খোড়া, খাড়া চোখ, কালো দাঁত, বাকহীন জিহ্বার জন্য; খাসী লোকের লিঙ্গের এবং নংপুরুষের লিঙ্গের জন্য ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী দন্ড হবে।
- ❖ নিতম্ব কেটে দেয়ার ক্ষেত্রে দিয়্যত দিতে হবে।
- ❖ শিশুর দুধ দাঁত হলে দণ্ড দিতে হবে। আবু হানিফা বলতেন শিশুর দুধ দাঁত পড়ে যাওয়ার পর আগের মত গজিয়ে উঠে তবে তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ হবে না।
- ❖ গেঁজ আঙ্গুল ও গেঁজ দাঁতের ক্ষেত্রে (অতিরিক্ত আঙ্গুল ও দাঁতের ক্ষেত্রে) দণ্ড হবে।
- ❖ প্রতিটি দাঁতে দিয়্যতের বিশ ভাগের এক ভাগ হবে। আর সকল দাঁতের হুকুম সমান। আর দাঁত যতটুকু ভাঙ্গবে সেই অনুপাতেই ক্ষতিপূরণ হবে। আর যখন দাঁতে প্রহার করা হয় তারপর তা কালো, লাল, সবুজ, বা ধূসর বর্ণের হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে দন্ড হবে।
- ❖ আর মহিলার সান্নিধ্যে যাওয়ার কারণে মহিলার প্রস্রাব ও পায়খানা যদি আটকে যায় তবে এক তৃতীয়াংশ দিয়্যত দিতে হবে। কারণ এটা একটা খুতের মত। আর উভয়টি বা উভয়টির কোনো একটি আটকে না থাকে তবে সে ক্ষেত্রেও পুরা দিয়্যত দিতে হবে।

আর স্বাধীন ব্যক্তির যে সকল ক্ষেত্রে দিয়্যত আসে গোলামের ক্ষেত্রে সে সব বিষয়ে দিয়্যতের মূল্য আসবে। স্বাধীন ব্যক্তির যে সকল বিষয়ে অর্ধ দিয়্যত আসবে। গোলামের ক্ষেত্রে সে সকল বিষয়ে অর্ধ দিয়্যতের মূল্য আসবে। তেমনিভাবে যখম সমূহের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে।

- ❖ নারী ও পুরুষের মাঝে ইচ্ছাকৃত হত্যা ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে কেসাস হবে না। যদি পুরুষ কোনো মহিলাকে হত্যা করে তবে তার বদলায় পুরুষকে হত্যা করা হবে। আর যদি কোনো মহিলা[৭৬] পুরুষকে হত্যা করে তবে তার বদলায় উক্ত মহিলাকে হত্যা করা হবে।
- ❖ যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলার হাত বা পা কেটে দেয় অথবা তার আঙ্গুল কেটে দেয় অথবা এমনভাবে জযখম করে যে তার সাদা হাড় দেখা যায় আর এগুলো ইচ্ছাকৃত করে অনুরূপভাবে

[৭৬] কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

কোনো মহিলা কোনো পুরুষের অনুরূপ করে তবে তাদের মাঝে কেসাস হবে না বরং ঐ সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ/জরিমানা হবে। শুধু হত্যার ক্ষেত্রেই কেসাস হবে।

দিয়্যত বা ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মহিলাদের দিয়্যত পুরুষের দিয়্যতের চেয়ে দ্বিগুণ হবে। যেমন যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলার হাত কেটে দেয় তবে পুরুষের উপর অর্ধ দিয়্যত প্রযোজ্য হবে। মহিলার দিয়্যত হল পাঁচ হাজার দেরহাম। সুতরাং পুরুষকে দুই হাজার পাঁচশত দেরহাম অথবা পঁচিশটি উট দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আবু ইউসুফ (র) হাদীসের উদ্বৃতি তুলে ধরেন-

১. আমাদেরকে ইবনে আবি লায়লা শাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন 'আলী (রা) বলতেন খাতা বা ভুলের ক্ষেত্রে মহিলার দিয়্যত হল পুরুষদের দিয়্যতের চেয়ে দ্বিগুণ। অপরাধ ক্ষুদ্র বা বড় (যাই হোক) তেমনিভাবে স্বাধীন ব্যক্তি এবং ক্রীতদাসের মধ্যেও হত্যা ব্যতীত কেসাস নাই যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাসের প্রতি অপরাধ করে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে লৌহাস্ত্র দ্বারা হত্যা করে ফেলে বা কোনো ক্রীতদাস স্বাধীন ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করে হত্যা করে ফেলে সেক্ষেত্রে তাদের মাঝে কেসাস হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত না হয়ে ভুল বশত হত্যা করে অথবা দুচোখ উপড়ে ফেলে অথবা এক চোখ অথবা এক কান বা দুই কান কেটে ফেলে তবে তা বরাবর উহাতে ক্ষতিপূরণ হবে। লক্ষ্য রাখা হবে ক্রীতদাস যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই পরিমাণ ক্ষতি ক্রীতদাসের মালিক অপরাধীর নিকট প্রাপ্ত হবে। আর যদি স্বাধীন ব্যক্তি ভুলবশত মেরে ফেলে তবে ক্রীতদাসের মালিককে যতদূর উচ্চমূল্য দেয়া সম্ভব ততদূর উচ্চ মূল্য সে তাকে দিবে। আর আবু হানিফার মত অনুযায়ী ক্রীতদাসের মূল্য দিয়্যতের মূল্যকে অতিক্রম করতে পারবে না।[৭৭]

- ❖ তিনি বলেন-যদি কোনো লোক অন্য কোনো লোকের হাত লৌহাস্ত্র দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে কেটে ফেলে এবং পরে সে সুস্থ হয়ে যায় তারপর বিচারক ঐ লোকের থেকে কেসাস নেয়ার রায় দেন; ফলে তার থেকে কেসাস নেয়ার কারণে সে মৃত্যুবরণ করে আবু হানিফা (র) বলেন-যার জন্য কেসাস নেয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে দিয়্যত প্রদান করা ঐ লোকের পরিবারকে আবশ্যক হবে যার থেকে কেসাস নেয়া হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। ইবনে আবি লায়লাও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

[৭৭] কিতাবুল খারাজ, পৃ: ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে মৃত ব্যক্তি থেকে দিয়্যত আদায় করা উচিত নয়। কেননা তার থেকে কেসাস আদায় করা হয়েছে। প্রথম আক্রান্ত ব্যক্তির হক আদায় করা হয়েছে। আর মৃত ব্যক্তির উপর সীমালংঘন করা হয়নি। মৃত ব্যক্তি থেকে হক আদায় করা হয়েছে।

যদি বিচারকের অনুমতি ছাড়া কেসাস নেয়া হয়ে থাকে আর যার থেকে কেসাস নেয়া হয়েছে তার সম্মতি না নেয়া হয় এই কারণে কেসাসকৃত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে সে ক্ষেত্রে যার জন্য কেসাস নেয়া হয়েছে তার সম্পদ থেকে দিয়্যত আদায় করতে হবে।

❖ আবু ইউসুফ (র) বলেন-যদি কোনো লোককে হত্যা করা হয় এবং তার অভিভাবক তার দুই ছেলে একটি ছোট, অন্যটি বড় এছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিশ নেই। এই অবস্থায় আবু হানিফা বলেন-বড় ছেলের কাছ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা হবে এবং তার পক্ষেই কেসাসের ফায়সালা দেয়া হবে। ছোট ছেলে বড় হওয়ার অপেক্ষা করা হবে না। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, যদি সে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে বড় হয় তখন আপনি কি এই বিচার আটকে রাখবেন?

ইবনে আবি লাইলা বলতেন ছোট ছেলে বড় হওয়া পর্যন্ত প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না বরং তাকে অনুপস্থিত গণ্য করে অনুপস্থিত ব্যক্তি আসা পর্যন্ত হত্যা করা যাবে না।

আবু হানিফা বলেন ছোট ছেলেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির সাদৃশ্য ধরা যাবে না। কেননা ছোট ছেলের দায়িত্ব অভিভাবক গ্রহণ করবে।

▣ কূপে পড়ে মৃত্যু প্রসঙ্গেঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-ঐ সকল ব্যবসায়ী যারা বাজারে থাকেন, শহরতলীতে এবং খেজুর বাগানে থাকে, তার হুকুমে কোনো মুসলমানের আঙিনায় পানি ছিটিয়ে দেয় ফলে সেখানে পড়ে কেউ মারা যায় তখন আদেশ দাতার উপর জরিমানা হবে।

২. কারো হুকুমে কেউ যদি রাস্তায় অযুকরে, তাতে কেউ পড়ে মারা গেলে অযুকারীর উপর জরিমানা হবে।

৩. কেউ বাদশার হুকুম ছাড়া মুসলমানদের পথে কূপ খনন করতে শ্রমিক নিয়োগ করে। অতঃপর সেখানে কোনো লোক পড়ে মৃত্যুবরণ করে এক্ষেত্রে কিয়াস মোতাবেক শ্রমিকের উপর জরিমানা

Dhaka University Institutional Repository

হবে।[৭৮] কিন্তু আমরা কিয়াস পরিত্যাগ করেছি। চলাচলকারী পথের ঐ কূপের কথা পথিকরা জানে না। কাজেই শ্রমিক নিয়োগকর্তার আত্মীয় স্বজনের উপর জরিমানা আবশ্যক।

৪. যদি কোনো লোক পাথরে হোচট খেয়ে কূপে পড়ে যায় তবে যে পাথর রেখেছে তার উপর জরিমানা হবে। পাথর কে রেখেছে তা জানা না যায় তবে কূপের মালিকের উপর জরিমানা হবে।

৫. কোন পশু মালিকের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে কাউকে গুতা মেরে কূপে ফেলে দেয় তবে পশুর মালিকের উপর জরিমানা হবে কূপের মালিকের উপর নয়। আর যদি পশুকে হাকিয়ে বাটেনে নেয়ার কেউ থাকে অথবা আরোহী থাকে তবে তার উপর জরিমানা হবে।

৬. যদি কোনো প্রাচীর পড়ে গিয়ে কোনো লোককে কূপে ফেলে দেয় তারপর সে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে প্রাচীরের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ প্রাচীরের মালিকের উপর বর্তাবে। আর প্রাচীর ভাঙ্গার বিষয়ে তাকে অবগত করানো হলে তারপরও সে প্রাচীর না ভাঙ্গে তবে মালিককে পাকড়াও করা হবে। আর যদি প্রাচীরের মালিককে অবগত করানো না হয় তবে তার উপর জরিমানা হবে না। বরং প্রাচীর যে লোককে কূপে ফেলে দিয়েছে সেই জরিমানা কূপের মালিকের হবে।

৭. কারো রাস্তায় পানি ঢালা বা ছিটানোর কারণে অথবা অযুর পানির কারণে পিছলিয়ে কূপে পড়ে যায় অথবা ঐ পানির কারণে রাস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মরে যায় তাহলে পানিওয়ালার উপর জরিমানা হবে।

৮. বৃষ্টির পানির কারণে পিছলিয়ে কূপে পতিত হয় তবে কূপের মালিকের জরিমানা হবে।

৯. তেমনিভাবে কোনো লোক নিজ ছাদ থেকে পিছলিয়ে বা নিজ কাপড়ে পেচিয়ে অথবা রাস্তায় চলাচলকারী ব্যক্তি নিজ কাপড়ে পেচিয়ে হোঁচট খেয়ে কূপে পড়ে যায় তবে কূপের মালিকের জরিমানা হবে। যদি এই পতিত ব্যক্তি অন্য কোনো লোকের উপর পতিত হয়ে তাকে মেরে ফেলে তবে কূপের মালিকসহ উভয়ের জরিমানা হবে।

১০. যদি কোনো লোক কূপে পড়ে গিয়ে অক্ষত থাকে এবং উঠে আসার চেষ্টা করে ঝুলে যায় আবার সেখান থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করে তখন কূপের মালিকের উপর জরিমানা হবে না। কেননা এই স্থলে কূপের মালিক বাধা দানকারী নয়।

১১. যদি কূপের নীচে পাথর থাকার কারণে পতিত ব্যক্তি ধ্বংস হয় তবে কূপের মালিকের জরিমানা হবে না। যদি কূপের মালিক পাথর কূপের তলদেশ থেকে উঠিয়ে এনে কূপের পাশে রাখে তবে

---

[৭৮] কিতাবুল খারাজ, পৃ: ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

তার জরিমানা হবে। যদি কূপে পতিত ব্যক্তি চিন্তায় মরে যায় তাহলে কূপের মালিকের জরিমানা হবে।

▣ যেনা/ব্যভিচারের দণ্ডঃ

যদি কেউ যেনা করে এবং তার বিরুদ্ধে স্বাধীন চারজন পুরুষ মুসলমান সাক্ষ্য দেয় এবং ফাহেশার কথা সুস্পষ্ট করে বলে তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা সাক্ষ্য দেয় তারা (যদি শিশু না হয়)[৭৯] তাহলে পুরুষ ও নারী প্রত্যেককে একশত করে চাবুক মারা হবে। পুরুষকে লুঙ্গি পরিহিত ও দাড়ানো অবস্থায় সকল অঙ্গে প্রহার করা হবে শুধু চেহারা ও লজ্জাস্থান ব্যতীত। ফকীহগণ মাথায় প্রহারের কথা বলেছেন।

আর মহিলাকে বসিয়ে, একটি কাপড় পেচিয়ে প্রহার করা হবে যাতে তার রক্ষিত স্থান প্রকাশ না পায়। এমন ধরনের চাবুক দিয়ে প্রহার করবে যা প্রহারকালে প্রলম্বিত হয় না, হালকাও নয়, আবার শক্তও নয় এমন মধ্যম ধরনের মোলায়েম কিন্তু ভেঙ্গে যাবার নয়।

১. আমাদেরকে আছেম আবু উসমান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- হযরত ওমর (রা) এর কাছে এক দণ্ডপ্রাপ্ত লোককে আনা হল। তিনি একটি চাবুক আনতে বললেন তখন একটি নরম চাবুক আনা হলে ওমর (রা) বললেন-এর চেয়েও শক্ত আন। তখন উভয় চাবুকের মধ্য থেকে একটি চাবুক আনা হল। তখন বললেন- প্রহারকর আর বগলতলা যেন দেখা না যায় এবং প্রতিটি অঙ্গকে তার হক দাও।

২. যদি কোনো ব্যক্তি ও বিবাহিত নারী ও পুরুষের বিরুদ্ধে যেনার সাক্ষ্য দেয় এবং সুস্পষ্ট করে ফাহেশার কথা উল্লেখ করে তখন বিচারক তাদেরকে প্রস্তরাঘাতের নির্দেশ দিবেন। আমাদেরকে মুগীরা শাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে ইয়াহুদীরা নবী (স) কে বলল রজমের পরিচয় কী? তিনি বললেন-যদি চারজন সাক্ষ্য দেয় যে তারা তাকে দেখেছে সুরমাদানীতে কাঠি প্রবেশ করানোর মত সে প্রবেশ করিয়েছে তখন রজম আবশ্যক হবে।

ইমামের নিকট যেনাকারী এসে স্বীকারোক্তি দেয় তখন তার উচিত নয় তার থেকে কথা গ্রহণ করা। আর চারবারের প্রতিবার সাক্ষ্য দেয়ার সময় তাকে ফেরত পাঠাবে, তাকে জিজ্ঞাসা

[৭৯] কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

করবে তার কি পাগলামী/উম্মাদনা আছে? বুদ্ধিতে কম আছে কিনা? এগুলি তার মাঝে না থাকলে প্রস্তারাঘাত করা হবে।

প্রথমে সাক্ষীগণ প্রস্তরাঘাত করবে। তারপর বিচারক, এরপর সাধারণ লোক। আর পুরুষের জন্য গর্ত করা হবে না। মহিলাদের জন্য নাভী পর্যন্ত গর্ত করা হবে।

আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ মুজালিদ থেকে তিনি আমের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে আলী (রা) এক মহিলাকে রজম করেন তখন তার জন্য নাভী পর্যন্ত গর্ত করা হয়। আমের বলল-আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি।

আবু ইউসুফ বলেন-আমাদের কাছে বর্ণনা পৌছেছে যে নবী (স) এর কাছে যখন গামিদিয়্যাহ তখন তিনি তার কাছে যিনার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি তার বিষয়ে নির্দেশ দেন ফলে তার জন্য বুক পর্যন্ত গর্ত করা হয়।[৮০]

৩. কেউ বলেছেন মুসলমান স্বাধীন ব্যক্তি মুসলিম স্বাধীন স্ত্রী ব্যতীত মুহসিন হয় না যার সাথে সে নির্জন সময় পার করেছে।

- কেউ যদি আহলে কিতাব, যিম্মি বা অন্য কোনো যিম্মি মহিলার সাথে দুখুল করা দ্বারা ইহছান হয় না। অর্থাৎ সতীত্ব রক্ষিত হয় না।
- আবার তাদের কেউ বলেছেন-আহলে কিতাব মহিলার সাথে দুখুলের দ্বারা সতীত্ব রক্ষিত হয়। তারা একে অপরের দ্বারা সতীত্ব রক্ষা করে তেমনিভাবে যিম্মিগণও।
- আহলে কিতাবদের কেউ কেউ স্বাধীন মুসলিম সম্পর্কে বলেন-যার অধীনে কোনো দাসী থাকে সে দাসীর সতীত্ব রক্ষিত হয় না। এজন্য তাকে চাবুক মারতে হবে যেনার কারণে।
- কোন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির আহলে কিতাব স্ত্রী থাকে সে তাকে রক্ষা করে বা মুহছিন বানায়। তাদের কেউ বলেন-সে তাকে রক্ষা করে না বা মুহছিন বানায় না।
- কোন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির আহলে কিতাব স্ত্রী থাকে সে তার রক্ষাকারী হয় কিন্তু স্ত্রী তার রক্ষাকারী হয় না।
- আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাদেরকে মুগীরা, ইব্রাহীম ও শাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন স্বাধীন লোক সম্পর্কে যে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান মেয়েকে বিবাহ করে তারপর আবার পাপাচার করে যে তাকে চাবুক মারা হবে পাথর মারা হবে না।

---

[৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

- আবু ইউসুফ বলেন-আমাদেরকে আব্দুল্লাহ নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি কোনো মুশরিক মহিলাকে মুহসিনা মনে করতেন না।[৮১]
- কোন গর্ভবর্তী যেনাকারীর গর্ব খালাস না হওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

আবু ইউসুফ বলেন-আমাদেরকে আবান ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর থেকে তিনি আবু ক্বিলারা থেকে, তিনি আবুল মিহনার থেকে, তিনি ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী (স) এর কাছে এসে বলল, আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করেছি তাই আমার উপর দণ্ড কার্যকর করুন।

বর্ণনাকারী বলেন-এমতাবস্থায় সে গর্ভবতী ছিল। তিনি গর্ভ খালাস করা পর্যন্ত তার প্রতি ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। যখন সে গর্ভ খালাস করল তখন নবী (স) এর কাছে এসে পূর্বের ন্যায় স্বীকার করল। তখন তিনি তার বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার উপর তার কাপড়কে ঝুলিয়ে দিয়ে পাথর মারা হল। তারপর তার জানায়ার নামায পড়লেন; অথচ সে যিনা করেছে? তখন রাসূল (স) বললেন-সে এমনভাবে তওবা করেছে তা সত্তর জন মদীনাবাসীর মাঝে যদি বন্টন করে দেয়া হয় তবে তা প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি কি তার থেকে উত্তম? যে পাপে নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিয়েছে।

- যদি চারজন অন্ধ ব্যক্তি কোনো পুরুষ বা মহিলার বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেয় তবে বিচারকের উচিত হবে সাক্ষ্যদানকারীদের শাস্তি দেয়া। যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তাকে শাস্তি দিবে না।
- তারা যদি গোলাম বা যিম্মি হয়, অন্যের উপর অপবাদ আরোপ করে তবে তারা দণ্ডপ্রাপ্ত হবে।
- চারজন ন্যায়পরায়ন মুসলিম ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। যদি চারজন ফাসেক, দুষ্ট, মন্দ লোক হয় তাহলে তারা সাক্ষ্য দিতে পারবে না। আর যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তার উপর কোনো দন্ড আরোপিত হবে না।

[৮১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

▣ মদ্যপানের দণ্ডবিধিঃ

কেউ যদি কম বা বেশী মদ পান করে তখন তার উপর দন্ড প্রযোজ্য হবে। আর সকল মদ বা যে সমস্ত জিনিষ নেশার সৃষ্টি করে তাতে দণ্ড আবশ্যক হয়ে যায়। আর নেশার কারণে সে যদি মাতাল হয়ে যায় এমনকি তার বুদ্ধি চলে যায় কোনো কিছু চিনতে পারে না। তখন তার উপর আশিটি বেত্রাঘাত/চাবুক মারা হবে।

আবু ইউসুফ বলেন-আমাদেরকে হাজ্জাজ হুসাইন থেকে তিনি শাবী থেকে, তিনি হারিস থেকে তিনি আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন মদ কম হোক বা বেশী হোক মদের ক্ষেত্রে আশিটি বেত্রাঘাত।[৮২]

- ❖ খেজুর ভিজানো পানি নাবিজ পানি নেশাযুক্ত হলে আশিটি বেত্রাঘাত। আমাদেরকে শাইবানী হাসান ইবনুল মুখরিক্ব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন-সফরে এক লোক ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) কে পরখ করে দেখল সে ছিল রোজাদার। যখন সে ইফতার করল তখন ওমর (রা) এর ঝুলানো পানির মশকের প্রতি ঝুঁকে পড়ল যাতে নাবিয ছিল। সে তা পান করল ফলে নেশাগ্রস্থ হয়ে গেল্ তখন ওমর (রা) তাকে দন্ড হিসেবে প্রহার করল। লোকটি তখন বলল, আমি তো আপনার মশক থেকেই পান করেছি, তখন ওমর (রা) বললেন-আমি তো চাবুক মেরেছি তোমার নেশাগ্রস্থ হওয়ার কারণে, পান করার কারণে নয়।
- ❖ ওমর (রা)বলেন বুদ্ধিকে অকার্যকর করে দেওয়ার ক্ষেত্র ছাড়া দন্ড নেই।
- ❖ নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির হুশ ফেরা পর্যন্ত দণ্ড প্রয়োগ হবে না।
- ❖ রমজান মাসে মদ্য পান করলে তাকে দন্ড দেয়া হবে এবং অতিরিক্ত চাবুক মারা হবে।

আবু ইউসুফ বলেন- আমাকে হাজ্জাজ আবু সিনান থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন এক লোককে ওমর (রা) এর কাছে নিয়ে আসা হল সে রমজান মাসে মদপান করেছে তখন তিনি তাকে আশিটি প্রহার করেন এবং শাস্তি হিসেবে আরো বিশটি প্রহার করেন।[৮৩]

---

[৮২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৪
[৮৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

▣ অপবাদ সম্পর্কে তথ্য:

১. কোনো স্বাধীন মুসলমানের প্রতি ব্যভিচারের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়, এ বিষয়ে দুইজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় অথবা স্বাধীন ব্যক্তির প্রতি আরোপিত অপবাদের কথা অপবাদকারী স্বীকার করে সে ক্ষেত্রে তাকে হদ লাগানো হবে।

২. তেমনিভাবে যদি কোনো লোকের মা অথবা বাবার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে থাকে অথচ তারা মুসলমান তবে তাকে দণ্ড হিসেবে প্রহার করা হবে। আর যদি এই অপবাদকারীকে প্রথম অপবাদের শাস্তি দেয়া না হয়[৮৪] এরই মাঝে অন্য একজনকে অপবাদ দিয়েছে তখন তাকে একই সাথে উভয় অপবাদের জন্য একই দণ্ড লাগানো হবে।

৩. যদি অপবাদকারী দাস হয় তখন দাসকে চল্লিশটি প্রহার করা হবে। যদি অপবাদ দেয়ার পর তাকে প্রহার করা হয় নাই এরই মধ্যে তাকে আযাদ করে দেয়া হয়েছে এবং বিচারকের সামনে পেশ করা হয়েছে তখন তাকে চল্লিশটির বেশী প্রহার করা যাবে না। কেননা যা তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল তা অপবাদের দিনই হয়েছিল।

৪. আর যদি আযাদ করার পর প্রহার করা না হয়ে থাকে এরই মধ্যে অন্য আরেকজনকে অপবাদ আরোপ করে তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় অপবাদের জন্য আশিটি প্রহার করা হবে। তেমনি আশিটি চাবুকের কিছু মারা হয় তারপর সে অন্যজনকে অপবাদ দেয় তাহলে তাকে আশিটি চাবুক পূর্ণ করা হবে। তৃতীয় অপবাদের জন্য আলাদা আশিটি প্রহার করা হবে না। এরপর সে চতুর্থজনকে অপবাদ আরোপ করে অথচ আশিটি চাবুক পূর্ণ হয়নি তখন চতুর্থ অপবাদের জন্য নতুন করে শাস্তি আরোপিত হবে না। আশিটি চাবুকই পূর্ণ করা হবে।

৫. আশিটি পূর্ণ হওয়ার পর সে পঞ্চমবার অপবাদ আরোপ করলে তাকে আটকে রেখে অতিরিক্ত আশিটি চাবুক মারা হবে।

আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাদেরকে ইবনে জুরাইজ ওমর ইবনে আত্তা থেকে তিনি ইকরামা থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে গোলাম সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেন-যে একজন স্বাধীন লোককে অপবাদ দিয়েছে তাকে চল্লিশটি প্রহার কর। ক্বাতাদা, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও হাসানের একই মত।

[৮৪] কিতাবুল খারাজ, পৃ: ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৬. আবু ইউসুফ (র) বলেন-অপবাদকারীর সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা হবে না। যদি সে তওবা করে তবে তা আল্লাহতায়ালার বিষয়।

৭. আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাকে মুগীরা, ইব্রাহীম থেকে ঐ লোকের বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে কোনো ইয়াহুদী বা খ্রিস্টানকে অপবাদ দিয়েছে তার উপর কোনো দণ্ড নাই।

৮. আবু ইউসুফ (র) বলেন ব্যভিচারীকে এবং মদ্যপানকারীকে লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় আর অপবাদকারীকে তার পোষাকসহ প্রহার করা হবে তবে পরিধানে পশুর লোমযুক্ত কোনো পোষাক থাকলে তা খুলে ফেলা হবে। আর মুতাররফ শাবী থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন আপবাদকারীকে তার পোষাকসহ শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তার পরিধানে পশুর লোমযুক্ত পোষাক থাকলে বা তুলা ভর্তি আলখেল্লা থাকলে তা খুলে ফেলা হবে যাতে সে প্রহারে ব্যাথা অনুভব করে।

৯. আবু ইউসুফ (র) বলেন-ব্যভিচারীকে মদপানকারীর চেয়ে শক্ত প্রহার করা হবে আর মদ্যপানকারীকে অপবাদকারীর চেয়ে শক্তভাবে প্রহার কর। আর তাসির হলো ঐ সকল কিছু থেকে কঠোর।[৮৫]

১০. তাযীরের নিম্নতম দণ্ড চল্লিশ চাবুক পর্যন্ত পৌছবেনা। কেউ বলেন সর্বোচ্চ তাযীর হল পচাত্তর চাবুক, এক স্বাধীন লোকের নিম্নতম শাস্তির চেয়ে কম। কেউ বলেন তাযীরের সর্বোচ্চ মাত্রা আরো অধিক। মূলত: তাযীরের বিষয় বিচারকের বিবেচনাধীন। অপরাধের বিশালতা, ক্ষুদ্রতা এবং প্রহৃতের সহ্যসীমা পরিমাণ থেকে নিয়ে আশির কম।

১১. কোনো গোলাম বা দাসী পাপ করে তাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশটি করে প্রহার করা হবে। তিনি বলেন আমাদেরকে আমাশ ইব্রাহীম থেকে তিনি হুমাম থেকে তিনি আমর ইবনে শুরাহবীল থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছে মাকাল, আব্দুল্লাহর কাছে বলল, আমার দাসী ব্যভিচার করছে তিনি বললেন তাকে পঞ্চাশটি চাবুক মার।

১২. তিনি বলেন আমাদেরকে আশআছ, যুহুরী এবং হাসান ও শাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা বলেছেন যাকে বাধ্য করে বলৎকার করা হয়েছে তার উপর কোনো দণ্ড নেই।

---

[৮৫] কিতাবুল খারাজ, পৃ: ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

▣ চৌর্যবৃত্তি প্রসঙ্গেঃ

কেউ যদি দশ দেরহাম বা সমপরিমাণ মূল্যের জিনিষ চুরি করে আর চোরের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা হয় তবে তার হাত কবজি থেকে কাটা হবে।

পুনরায় যদি দশ দেরহাম/সমমূল্যের জিনিষ চুরি করে তাহলে তার বাম পা কেটে দেয়া হবে।

❖ কেউ বলেছেন জোড়া থেকে পা কাটা হবে।

❖ কেউ বলেছেন পায়ের সামনে থেকে কাটা হবে।

❖ আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাদেরকে ইবনে জুরাইজ আমর ইবনে দীনার এবং ইকরামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর (রা) কবজি থেকে হাত কেটেছেন এবং পায়ের পাতার উপরিভাগ কেটেছেন। ওমর (রা) উহার অর্ধেকের দিকেই ইশারা করেছেন।

তবে কবজি থেকে হাত কাটার বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নাই। আবু ইউসুফ বলেন আমাদেরকে মায়সারা বিন মাবাদ, আদী ইবনে আদী থেকে, তিনি রাজা ইবনে হাইওয়াকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন যে নবী (স) কবজি থেকে হাত কেটেছেন।[৮৬]

যে পরিমাণ জিনিষ চুরি করলে হাত কাটা ওয়াজিব হয় সেই পরিমাণ সম্পর্কে মত বিরোধ রয়েছে।

❖ অধিকাংশ ফকীহ এর মতে-দশ দেরহাম। তিনি বলেন-আমাকে হিশাম ইবনে উরওয়াহ তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (স) এর সময় ঢালের মূল্য সমবস্তুর কারণে চোরের হাত কাটা হত। সেই সময় ঢালের মূল্য দশ দেরহাম আর সামান্য জিনিষের কারণে হাত কাটা হত না।

❖ কেউ বলেন চুরিকৃত জিনিষের মূল্য পাঁচ দেরহাম বা বেশী।

❖ হেজাযের ফকীহদের মতে-তিন দেরহাম।

২. আবু ইউসুফ (র) বলেন-যদি সাক্ষীদের থেকে চারজন একজনের বিরুদ্ধে পুরানো সময়ের ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেয় তাহলে সেই সাক্ষ্য গ্রহন করা হবে না আর দন্ডকে রহিত করা হবে অনুরূপভাবে যদি কারো বিরুদ্ধে দশ দেরহাম সমপরিমাণ জিনিষের ব্যাপারে বহু পুরানো সময়ের চুরির সাক্ষ্য দেয় তাহলে চোরের দণ্ডকে রহিত করা হবে তবে চুরিকৃত জিনিষের জামানত দিতে হবে না।*[৮৭]

---

[৮৬] কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৬৭।
[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

আর জামানত হচ্ছে মানুষের হক আদায় করার মত যেমন কেউ বহু পুরানো সময়ের সাক্ষ্য দেয় তখন তার উপর দন্ড প্রয়োগ করতে হয়। ইচ্ছাকৃত জখমের ক্ষেত্রে কেসাস নেয়া হয় এবং ভুল বশতঃ জখমের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নেয়া হয়।

৩. আবু ইউসুফ বলেন, আমাদেরকে আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে তিনি ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আমাদেরকে মুগীরা ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তারা বলেছেন যদি বারবার চুরি করে তবু হাততো তার কেবল একটিই কাটা হবে এবং যদি বারবার চুরি করে তবু হাত তো তার কেবল একটিই কাটা হবে এবং যদি বার বার মদ পান করে এবং বার বার অপবাদ দেয় তবে তার উপর কেবল একটি দণ্ডই হবে।

৪. কতবার চুরিকৃত জিনিষ নেয়ার কথা নেয়ার কথা স্বীকার করলে দণ্ড প্রয়োগ হবে এনিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ বলেন-দুইবার স্বীকার না করলে বা দুই বৈঠকে স্বীকার না করা পর্যন্ত তার হাত কাটা হবে না। হযরত আলী (রা) থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মদপান ও মদের গন্ধ পাওয়া গেলে তা দুইবার স্বীকৃতি দেয়ার সমান। দুইবার স্বীকার না করলে তাকে প্রহার করা হবে না।

একবার স্বীকারোক্তির ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে। যেমনিভাবে অপবাদের বা হত্যা, জখমের দণ্ড বিধি একবার স্বীকার করলেই কার্যকর হয়। অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রেও একবার স্বীকারোক্তিকে কার্যকর করা হবে।

৫. কেউ এমন জিনিষ চুরি করল যাতে হাত কাটা যায় অথবা মদ্যপান বা যিনার কথা স্বীকার করে বিচারক প্রহার বা রজমের নির্দেশ দিয়েছে অতঃপর তা কার্যকর পূর্বে সে যদি স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসে তাহলে তার দণ্ড রহিত করা হবে।

৬. আর যদি কোনো মানুষের হকের কথা স্বীকার করে। যেমন কারো সম্পর্কে অপবাদ, কাউকে হত্যা বা জখম করা, অর্থসম্পদের কথা ইত্যাদি। উক্ত অপরাধের হুকুম কার্যকর করা হবে এবং সে যদি স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে প্রত্যাহার গ্রহণ করা হবে না বরং হুকুম কার্যকরী হবে।

আবু ইউসুফ (র) বলেন আমাদেরকে আমাশ, কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন-আমি আলী (রা) এর নিকট বসা ছিলাম, তখন এক লোক এসে বলল হে আমীরুল মুমিনীন আমি চুরি করেছি, তখন তাকে ফিরিয়ে দেয়া হল। পুনরায় ফিরে এসে বলল

Dhaka University Institutional Repository

আমি চুরি করেছি। তখন আলী (রা) বললেন তুমি তোমার নিজের বিরুদ্ধে পূর্ণ সাক্ষ্য দিয়েছ। অতঃপর তাকে হাত কাটার নির্দেশ নিলেন। আর আমি তার হাত ঘাড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছি।[৮৮]

৭. যখন কোনো গোলাম স্বীকার করে আর সে ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্ত নয় অথবা ইচ্ছাকৃত কোনো লোককে হত্যার কারণে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে বা চুরি করেছে যাতে কাটা যাবে অথবা যিনা করেছে তবে তার স্বীকারোক্তি জায়েয আছে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে।

৮. কোন গোলাম যদি অপবাদ, চুরি, ব্যভিচারকে তার দেহ বা নিজের মধ্যে আবশ্যক করে নেয় তাহলে সে এ বিষয়ে অভিযুক্ত। অভিযুক্ত বিষয়টি ঐ সকল সম্পদের ক্ষেত্রে এবং অপরাধের ক্ষেত্রে গণ্য হবে যাতে কেসাস নেই। কেননা তার মালিককে যদি বলা হয় তার জন্য সদকা, মুক্তিপণ, ঋণ পরিশোধ করে দাও অথবা গোলামকে বিক্রি করে দাও তা সে দিতে পারে।

৯. কোন গোলামের জোরপূর্বক মাল ছিনতাই করা অথবা ঋণ করার কথা বিশ্বাস করা যাবে না। তবে হ্যাঁ সে যদি ব্যবসা করে তাহলে বিশ্বাস করা যাবে।

১০. গোলামের বিরুদ্ধে ভুল বশতঃ হত্যা বা জখম করার বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা হয় তবে মালিককে বলা হবে তাকে সোপর্দ করুন অথবা রক্তপণ বাবদ ফিদিয়া অথবা জখমের ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন। গোলামের বিরুদ্ধে মাল গছবের অভিযোগ তোলা হলে মালিককে তার মুক্তিপণ প্রদান অথবা তাকে বিক্রয় করার কথা বলা হবে।

১১.পিতা, মাতা, ছেলে, ভাই, বোন, স্ত্রী এবং মাহরাম আত্মীয় স্বজনের মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

স্ত্রীর হাত কাটা যাবে না। স্বামীর মাল চুরি করলে গোলামের হাত কাটা যাবে না মালিকের মাল চুরির দায়ে, মালিকেরও হাত কাটা যাবে না গোলামের মাল চুরির দায়ে। মুকাতেবের হাত কাটা যাবে না মালিকের মাল চুরির কারণে।

মালে ফাই ও খুমুস থেকে চুরির কারণে হাত কাটা যাবে না। হাম্মাম খানা, খোলা দোকান, মুসাফিরখানা, যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ, শরীকের মাল, রক্ষিত আমানত রক্ষিত বন্ধকী জিনিষ, কর্জকৃত জিনিষ থেকে চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না।[৮৯]

১২.কবর থেকে কাফনের কাপড় চুরির বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন।

---

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯

[৮৯] কিতাবুল খারাজ, পৃ: ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

- কেউ বলেন তার হাত কাটা হবে না কেননা তা সংরক্ষিত স্থানে নয়।
- কেউ মনে করেন-তার হাত কাটা হবে। আর এটাই উত্তম।

১৩.পকেটমার ধৃত অবস্থায় পকেট থেকে দশ দেরহাম চুরি করে তবে হাত কাটা যাবে। এর কম হলে হাত কাটা যাবে না। বরং তাকে সাজা দেয়া হবে, আটক রাখা হবে যতক্ষণ না সে তওবা করে।

১৪.দুই আঙ্গুল দিয়ে টাকা চুরিকারী এবং ছিনতাইকারীকে শাস্তি দেয়া হবে আটক রাখা হবে যতক্ষণ না সে তওবা করে।

১৫.যে লোকদের ঘর দোয়ার ও দোকানপাটের তালা ভেঙ্গে মালপত্র নিয়ে বের হয়ে যায় তখন তার হাত কাটা হবে। তেমনিভাবে কোনো মহিলা ঘরে প্রবেশ করে কাপড় অথবা এমন জিনিষ চুরি করে যার মূল্য দশ দেরহাম হয় যদি সে দরজা দিয়ে বের হয়ে যায় তখন তার হাত কাটা হবে।

১৬.তাবু থেকে চুরি করে, বস্তা ছিড়ে চুরি করে, ঘরে ছিদ্র করে হাত ঢুকিয়ে চুরি করে তবে নিজে প্রবেশ করে না তারও হাত কাটা হবে।

১৭.কেউ যদি ঘরে বা দোকানে সিধ কেটে প্রবেশ করে মালপত্র একত্রিত করে কিন্তু বের করে নাই এরই মাঝে ধরা পড়ে গেছে তার হাত কাটা যাবে না বরং শাস্তি দিতে হবে। তওবা না করা পর্যন্ত আটক রাখা হবে।

আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাদেরকে আছেম শাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন হাত কাটা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মাল নিয়ে ঘর থেকে বের না হয়।

১৮. তিনি বলেন আমাদেরকে মাসউদী কাসেম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এক লোক বাইতুল মাল থেকে চুরি করেছে। সেই বিষয়ে সাদ (রা) এর কাছে পত্র লিখেন। জবাবে হযরত ওমর লিখেন তার কাটা হবে না।

১৯.গনীমতের মালের চুরি সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে:

- তিনি বলেন আমাদেরকে সাঈদ কাতাদা থেকে তিনি হাসান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যখন কেউ গনীমতের মাল থেকে চুরি করে আর গনীমতের মালে যদি অংশ থাকে তবে তার হাত কাটা হবে না। আর যদি কোনো অংশ না থাকে তবে হাত কাটা হবে।
- আরেক মত হল গনীমতের মাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটা হবে না। তবে শাস্তি দেয়া হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন তোমরা যাকে পাবে সে সে গনীমনের মাল চুরি করেছে তার আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দিও।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে তারা গনীমতের মাল চুরির ক্ষেত্রে ব্যাথাদায়ক শাস্তি দিতেন।

২০. তিনি বলেন আমাদেরকে সাঈদ কাতাদা থেকে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে মালে ফাই হিসেবে প্রাপ্ত দাসীর সাথে সহবাস করেছে সে ক্ষেত্রে তার উপর কোন দণ্ড নাই। যেহেতু সেখানে তার হিস্যা রয়েছে।*[৯০]

২১.মদ, শুকর ও সকল বাদ্য যন্ত্র চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটা নাই।

২২. নাবিয (খেজুর ভিজানো পানি) পাখি, শিকারকৃত প্রাণী জঙ্গলী প্রাণী, আটি, মাটি, চুন চুনামাটি এবং পানি চুরি করলে হাত কাটা নাই।

২৩. আবু হানিফা বলতেন খাওয়া হয় এমন খাদ্য চুরিতে হাত কাটা নাই। যেমন-রুটি, তাজা ফল, লাকড়ি, কাঠ, সকল পাথর, চুনা পাথর, চুন, ঝিরনীখ, পোড়ামাটি, গিরিমাটি, সুরমা, কাঁচ, নোনামাছ বা তাজা মাছ, শাকসবজি, ফুল, ভূষি চুরির দায়ে হাত কাটা হবে না।*[৯১]

তকতা (কাঠ), কুরআন শরীফ, কবিতা, লিখিত কাগজ ইত্যাদি চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না। ক্বাত এক ধরনের উদ্ভিদ, সিরকা চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে বলে মনে হয়।

২৪. যে ব্যক্তি ওক গাছ বা জীব, পাইন গাছ অথবা শুকনা ঔষধ জাতীয় গাছ অথবা গম, যব, আটা, অথবা দানা অথবা শুকনা ফল, অথবা যে কোনো জুয়েলারী দ্রব্য, অথবা মুক্তা, তেল জাতীয় কোনো জিনিষ অথবা সুগন্ধি জাতীয় জিনিষ যেমন কাঠ মেশক আম্বর, অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য চুরি করে যার মূল্য দশ দেরহাম বা বেশী হয় তখন হাত কাটা হবে।

২৫. কেউ যদি চারণ ভূমি থেকে পশু চুরি করে নিয়ে যায় তবে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু সংরক্ষিত স্থান থেকে পশু চুরি করলে হাত কাটা হবে।

২৬. খেজুরের থোকা থেকে কিছু চুরি করলে এবং সাধারণ কাঠ চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না। তবে এগুলি যদি এমন অবস্থায় থাকে যা দিয়ে কোনো পাত্র, দরজা বা আসবাবপত্র তৈরি করা হয়েছে যার মূল্য দশ দেরহাম বা বেশী হয় সে ক্ষেত্রে হাত কাটা যাবে।

২৭. যে ব্যক্তি কাঠের, স্বর্ণের রৌপ্যের দ্বারা নির্মিত মূর্তি চুরি করে তার হাতও কাটা যাবে না।

---

[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭১
[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

২৮. আবু ইউসুফ বলেন আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাইয়্যান থেকে, তিনি রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন রাসূল (স) বলেছেন ফল ও খেজুরের কাঁদি চুরির দায়ে হাত কাটা হবে না।

২৯. তিনি বলেন-আমাদেরকে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, আমর ইবনে শোয়াইব থেকে তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন রাত্রে আরাম করার স্থানে পৌছার আগে পশুকে চুরি করা হলে এবং মাড়াই স্থলে ফল রাখার পূর্বে চুরি করা হলে হাত কাটা যাবে না।*[৯২]

৩০. আবু ইউসুফ (র) বলেন ইবনে আবী লায়লা মনে করেন কাঁবা শরীফের পর্দা চুরির দায়ে হাত কাটা হবে না এটাই আমার কাছে উত্তম মত।

ইমাম আবু ইউসুফ আরো বলেন-যদি কেউ চুরি করে আর তার ডান হাত অবশ থাকে তবে তার অবশ ডান হাত কাটা হবে। আর যদি অবশ হাতটি বাম হাত হয় হবে ডান হাত কাটা হবে না। এজন্য কাটা হবে না যদি ডান হাত কাটা হয় যেহেতু তাকে হাত বিহীন রাখা হবে।

তেমনিভাবে যদি ডান পা অবশ থাকে তাহলে তার ডান হাত কাটা হবে না যেন এমন না হয় যে একই পাশে তার হাত ও পা নেই। যদি তার ডান পা সুস্থ থাকে আর বাম পা অবশ থাকে তখন তার ডান হাত কাটা হবে এই বলে যে আবশ্যকতা অন্য পাশে।

তারপর আবার চুরি করে তবে তার বাম পা কাটা হবে। পুনরায় আবার চুরি করলে তাকে জেলে আটকে রাখা হবে। কাটা হবে না।

আবু ইউসুফ বলেন, আমাদেরকে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত আমর ইবনে মুররা থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সালামাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন- তার হাত কাটা হবে, আবার যদি চুরি করে পা কাটা হবে তারপর আবার চুরি করলে জেলে রাখা হবে।

৩১. সে যদি এমন জিনিষ চুরি করেছে যে ধরনের জিনিষ চুরি করলে হাত কাটা আবশ্যক হয় তবে তার হাত কাটা হয়নি। এরই মাঝে তার ডান হাত যুদ্ধে কেটে গেছে অথবা কেসাসের কারণে কাটা গেছে অথবা অন্য কোনো কারণে কাটা গেছে তবে তার বাম পা কাটা হবে না কিন্তু তাকে কষ্ট দেয়া হবে এবং চুরিকৃত জিনিষের জরিমানা দিবে এবং তাকে জেলে রাখা হবে যাতে সে তওবা করে।

---

[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. এমন ছেলের উপর দণ্ড প্রয়োগ হবে না যে বালেগ হয়নি, সন্দেহ হলে পনের বছরে পদার্পন হওয়া পর্যন্ত তার উপর দণ্ড প্রয়োগ হবে না।[৯৩]

আবু ইউসুফ বলেন আমাদেরকে উবায়দুল্লাহ, নাফে থেকে তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে তিনি বলেছেন-আমাকে উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) এর সামনে পেশ করা হলে তিনি আমাকে ছোট মনে করে ফেরত পাঠান। অতঃপর আমাকে পুরস্কৃত করেন। নাফে বলেন-আমি এই ঘটনা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) কে বললাম। তখন তিনি খলিফা। তখন তিনি বলেন ইহাই হল বড় ও ছোটর মধ্যে পার্থক্য।

আমাদেরকে আবান আনাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে আবু বকর (রা) এর নিকট একটি ছেলেকে হাজির করা হয় যে চুরি করেছে অথচ তার বালেগ হওয়াটা সুস্পষ্ট হয়নি। তিনি তার হাত কাটেননি।

তেমনিভাবে মেয়ের ক্ষেত্রে তার দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না যতদিন পর্যন্ত হায়েয না হবে অথবা পনের বছর না হবে।

৩৩. কাউকে ধারণা বা সন্দেহের ভিত্তিতে চুরি করার বিষয়ে বা অন্য বিষয়ে তাকে প্রহার করা বা হুমকি দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা বৈধ নয়। আর এজন্য হাত কাটা যাবে না। ন্যায়সঙ্গত দলীল বা প্রশাসনের হুমকি ছাড়া। তিনি বলেন আমাকে শাইবানী, আলী ইবনে হানজালা থেকে তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন-হযরত ওমর (রা) বলেছেন-মানুষ নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া থেকে নিরাপদ নয়, যদি তাকে ব্যথা দেয়া হয় অথবা তাকে দুর্বল করে দেয়া হয় অথবা তাকে আটক রাখা হয়।

এমনিভাবে কোনো লোককে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে চুরি, হত্যা, অপবাদ, যিনার দায়ে দন্ডিত করা যাবে না।[৯৪]

৩৪. কোন ব্যক্তির অভিযোগের দাবী অনুযায়ী যদি তার হাতে দলীল প্রমাণ থাকে তাহলে বাদী ও বিবাদীকে একত্রিত করে ফায়সালা দেয়া উচিত। অন্যথায় বিবাদীর জন্য একজন জামিনদার ধার্য্য করে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর যদি বিবাদী তারপর কোনো কিছু ব্যাখ্যা করে তো করবে অন্যথায় তাকে বাধা প্রদান করা হবে না। তেমনিভাবে অভিযুক্ত আটক প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে এবং তার প্রতিপক্ষের সাথে এরূপ করা উচিত।

---

[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৪।
[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আর আমাদেরকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইয়াযীদ ইবনে মুছাইফা থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে ছাওবান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে এক লোক একটি আলখেল্লা চুরি করেছে। তখন রাসূলুললাহ (স) এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হল। তখন তিনি বললেন। কিসে তাকে সন্দেহপূর্ণ করেছে যে সে চুরি করেছে, তুমি কি চুরি করেছ?

৩৫. বিচারক যদি চুরির দায়ে কোনো লোকের ডান হাত কাটার নির্দেশ দেন অতঃপর সে বাম হাত বাড়িয়ে দেয় তখন তার বাম হাত কেটে দেয়া হয় তাহলে ডান হাত আর কাটা হবে না। আর এটাই উত্তম।

৩৬. কোন মুসলমান চোর যিম্মির নিকট থেকে চুরি করেছে যেমন কোনো চোর মুসলমান থেকে চুরি করে নিজ দন্ড আবশ্যক করে নেয়, উক্ত মুসলমান চোর নিজের উপর দন্ড অপরিহার্য করে দেয়। অনুরূপভাবে যিম্মি চোরের ক্ষেত্রেও মুসলমান চোরের মত দন্ড অপরিহার্য হবে।

তিনি বলেন আমাদেরকে আশআছ হাসান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন[৯৫] ইয়াহুদী বা খ্রিস্টানদের থেকে যে চুরি করবে অথবা (চোর হিসাবে) তাদের ছাড়া অন্যান্য যিম্মিদের থেকে কাউকে ধরা হবে তখন তার কাটা হবে।

৩৭. কাউকে গ্রেফতার করা হয এমন অবস্থায় সে ডাকাতি করেছে, হত্যা ও মালামাল লুন্ঠন করেছে আবু হানিফা বলেন তার হাত, পা, বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে। তাকে হত্যা করা হবে না এবং শূলে চড়ানো হবে না। তবে এক্ষেত্রে বিচারকের এখতিয়ার রয়েছে। তিনি চাইলে তাকে হত্যা করতে পারেন বা শূলে চড়াবেন এবং হাত পা কাটাবেন না। অথবা হাত পা কাটবেন তারপর শূলে দিবেন বা হত্যা করবেন।

আর যদি শুধু হত্যা করে সম্পদ না নেয় তবে তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এরও এই মত। আর যখন সম্পদ নিয়ে নেয় কিন্তু হত্যা করে না। সেক্ষেত্রে তার হাত পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে। আর তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করাই হলো শূলে চড়ানো।

এই বিষয়ে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, আতিয়্যা আল আউফী থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আমাদেরকে লাইছ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন- হত্যা লুন্ঠনের বিষয়ে বিচারকের এখতিয়ার আছে।

---

[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

▣ বাদী ও স্বাধীনা মহিলা সংক্রান্ত বর্ণনা

১. কেউ কোনো মহিলাকে ইদ্দত অবস্থায় বিবাহ করেছে হযরত ওমর ও আলী (রা) এর মতে তার উপর কোনো দন্ড নেই। তবে তাদেরকে পৃথক করে দেয়া হবে।

২. কেউ তার শরীকানা দাসী বা চুক্তিকৃত বাদীর সাথে সহবাস করে তাতে কোনো দন্ড নাই।

৩. কেউ তার স্ত্রীর বাদী, পিতার বাদী, মাতার বাদীর সাথে সহবাস করে আর সে যদি বিষয়টি যে হারাম তা সে জানে না বলে তবে দন্ড প্রযোজ্য নয়। যদি জানার কথা স্বীকার করে তবে তার উপর হদ কায়েম হবে।

তিনি বলেন-আমাদেরকে ইসমাইল শাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এক লোক আব্দুল্লাহ (রা) এর নিকট এসে বলল আমি আমার স্ত্রীর বাদীর সাথে লিপ্ত হয়েছি, তখন তিনি তাকে বললেন-আল্লাহকে ভয় কর দ্বিতীয়বার আর করো না।

৪. আর ঐ লোকের উপর কোনো হদ নেই যে তার ছেলে বা নাতির বাদীর সাথে সহবাস করেছে যদি সে বলে আমি জানি তারা আমার জন্য হারাম তবুও করেছি। কারণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তুমিও তোমার মাল তোমার পিতার।

৫. যে তার ভাইয়ের বা বোনের অথবা মাহরাম আত্মীয়ের বাদীর সাথে সহবাস করে তবে তার উপর দন্ড প্রয়োগ হবে।[৯৬]

৬. কেউ কোনো স্বাধীন মহিলার সাথে অপকর্ম করে সেই কারণে সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উপর দিয়্যত ও দন্ড প্রয়োগ হবে।

৭. আর সে যদি অপকর্ম করার পর উক্ত মহিলাকে বিয়ে করে তবে তার উপর হদ কায়েম হবে।

তেমনিভাবে বাদীর সাথে অপকর্ম করার পর তাকে ক্রয় করে নেয় তবুও তাকে দন্ড দেয়া হবে। যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে বাদীর মূল্য তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তাকে দন্ড দেয়া হবে না। এটা আবু ইউসুফ এর মত।

৮. যদি কোনো বিচারক বা ইমাম কোনো ব্যক্তিকে দেখে সে চুরি করেছে অথবা মদপান করেছে অথবা ব্যভিচার করেছে তবে তার এই দেখার দ্বারা ঐ অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তির উপর হদ কায়েম করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত দলীল প্রমাণ দ্বারা তার নিকট এই মামলা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে। আবু বকর ও ওমর (রা) থেকে এরূপ বর্ণনাই এসেছে।

---

[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

৯. ইমাম বা বিচারক যদি লোকদের হক স্বীকার করতে শুনেন তবে তার এই স্বীকারোক্তি দ্বারা কোনো সাক্ষ্য ব্যতীত তার উপর দন্ড আরোপিত হবে।

১০. মসজিদ সমূহ বা শত্রু এলাকায় হদ কায়েম করা যাবে না।

আমাদেরকে আমাশ, ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমরা রোম দেশ অভিযানে বের হলাম আমাদের সাথে হুযাইফা (রা) ছিলেন। আর আমাদের আমীর ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক। তিনি মদপান করলেন। আমরা চাইলাম হদ প্রয়োগ করতে। তখন হুযাইফা (রা) বললেন তোমরা তোমাদের আমীরকে হদ প্রয়োগ করবে? অথচ তোমরা শত্রুদের নিকটবর্তী হয়ে গেছে ফলে তারা আশাবাদী হয়ে উঠবে।

অনুরূপ বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে ওমর (রা) সৈন্যদলের ও বিভিন্ন অভিযানের আমীরদের নির্দেশ দিয়েছেন যে রাস্তা (সবার) থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কাউকে যেন প্রহার না কর এবং তিনি দন্ডিতদেরকে শয়তানী অহমিকা উসকে দিয়ে কাফেরদের সাথে মিলিত হতে উৎসাহিত করাকে অপছন্দ করেছেন।

১১. কোনো যিম্মি মুসলিম মহিলাকে তার মনের উচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করল তার উপর ঐ পরিমাণ দন্ড হবে যে পরিমাণ দন্ড মুসলমানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

আমাদেরকে দাউদ ইবনে আবি হিন্দ, যিয়াদ ইবনে ওসমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে এক খ্রিস্টান ব্যক্তি মুসলিম এক মহিলাকে নিজের মনের বিরুদ্ধে বাধ্য করল। ফলে এ বিষয়টি আবু উবায়দা (রা) এর নিকট তুলে ধরা হল। তখন তিনি বলেন এর উপর কি দন্ড হবে যাদের সাথে আমরা সন্ধি করেছি। অত:পর তিনি তাকে হত্যা করেন।[৯৭]

১২. আবু ইউসুফ বলেন- আমাদের কে সাঈদ কাতাদা থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এক স্বাধীন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে আরেক স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে। তিনি বলেন- তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে কিন্তু কাটা হবে না।[৯৮]

---

[৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৭৮

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

চোর অজ্ঞানপার্টি প্রসঙ্গে ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (রা) বলেন-হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত আপনার গভর্নরগণ যা প্রাপ্ত হয়[৯৯] অথবা চোরদের নিকট প্রাপ্ত স্বর্ণ মালপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি জিনিষের ব্যাপারে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি গভর্নরদের নির্দেশ দিন চোর, চোরাকারবারীদের থেকে প্রাপ্ত মালামাল একজন সৎ ও বিশ্বস্ত লোকদের নিকট সংরক্ষিত স্থানে রাখবে। তারপর মালপত্র খোঁজ করতে এসে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তাহলে ঐ মাল পত্র বা সম্পদ প্রকৃত হকদারকে প্রত্যর্পন করবে। আর এ বিষয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা পরিচিত জনকে সাক্ষী রাখবে।

২. আর চোরদের নিকট প্রাপ্ত মালামালের অনুসন্ধানকারী এসে মাল সামানের দাবী করে তবে তার নিকট প্রমাণ না থাকে তাহলে লোকটিকে সৎ, ন্যায়পরায়ন, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মনে হয় এবং অপরের জিনিষ নিজের বলে দাবী করার অভিযোগে অভিযুক্ত না হয় তবে তার দাবী মত তাকে কসম বা শপথ করিয়ে নিবে এবং সেই মাল তাকে দিয়ে দিবে।

আর এমন যদি হয় যা তাকে দিয়ে দিয়েছে তার প্রকৃত হকদার বেরিয়ে আসে তবে গভর্নর তার জিনিষপত্রের জামিন হবে।

৩. যদি মালামালসহ চোরদের ধরা হয় এবং মালামালের মালিকও তাদের সাথে থাকে এবং সেই বিষয়টি প্রকাশ্য ও জানাশোনা হয় তবে তা মালিকের জায়গা মত ফেরত দিবে।

৪. আর যদি ঐসকল সম্পদের খোঁজে কেউ না আসে তবে মালমাত্তা অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে উহার মুল্য বাইতুল মালে জমা রাখবে।

৫. কোন গভর্নরের জন্য এই সমস্ত সম্পদ নিজের জন্য নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নাই। কেননা ইহা জাতীয় সম্পদ।

৬. আর প্রশাসক মালিককে মাল ফিরিয়ে দিতে গড়িমসি করে অথবা এমন আচরণ করে যাতে বিরক্ত হয়ে ব্যক্তি মালামাল রেখে চলে যায় তারপর প্রশাসক তা নেয়ার ইচ্ছা পোষন করে তা মোটেই বৈধ নয়।

তেমনিভাবে একই হুকুম শ্বাসরোধকারী ও অজ্ঞানপার্টির কাছে প্রাপ্ত মালামালের।

---

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

৭. যদি শ্বাসরোধকারীদের চেনা যায় অথবা সে স্বীকার করে অথবা তার সাথে শ্বাসরোধকারীর কোনো যন্ত্র পাওয়া যায় এবং মালামাল পাওয়া যায় তাকে হত্যার হুকুম দেয়া হবে অথবা শূলে বিদ্ধ করা হবে।

৮. তেমনিভাবে অজ্ঞানকারীকে পাওয়া যায় অত:পর সে স্বীকার করে অথবা অজ্ঞানকারক খাবার পাওয়া যায় এবং তার সাথে মালামাল থাকে অথবা শ্বাসরোধকারীদের যন্ত্রপাতি থাকে এবং তাদের বিষয়টি প্রকাশ্য ও খোলামেলা তবে তার শাস্তির সিদ্ধান্ত ইমাম, বিচারক, গভর্নর, প্রশাসকের উপর নির্ভর করে।

৯. দেশের বিভিন্ন শহর অঞ্চলে অজ্ঞাত লোকদের মালামাল বিচারকদের নিকট একত্রিত হয়েছে যা মালিকানাবিহীন, যার কোনো দাবীদার নেই এবং অজ্ঞাত মালামাল জমা হয়েছে। বিচারকদের উচিৎ তা ইমামের কাছে প্রেরণ করা কেননা তা এমন লোকদের নিকট রাখবে যারা তা খেয়ে ফেলবে বা আত্মসাৎ করবে।[১০০] আপনি (হারুনুর রশীদ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে গভর্নরদের কাছে ডাকযোগে সংবাদ প্রদান করুন যাতে তারা ঐ সমস্ত বিষয়ে অবগত করে পত্র লিখে। যাতে আপনার চিন্তা ভাবনা দূরীভূত হয়।

হারানো গোলাম বাদী সম্পর্কে তথ্য ঃ ইমাম আবু ইউসুফ বলেন- হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন প্রতিটি শহরে প্রশাসকের নিকট হস্তান্তরকৃত পলায়নকারী গোলাম/ বাদী সম্পর্কে। প্রত্যেক শহর ও অঞ্চলের কারগারগুলোতে তাদের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে অথচ তাদেরকে কেউ খুঁজতে আসেনা।

১. প্রথমত আপনি এমন নির্ভরযোগ্য, দ্বীনদারী, আমানতদারী ব্যক্তি নিযুক্ত করুন যারা আপনার গোলাম বাদীদের বিক্রির কাজে সহায়তা করে।

২. আপনি শহরে নগরে বিচার কাজে নিয়োজিত প্রশাসকদের নিকটপত্র লিখুন যারা গোলাম বাদীদেরকে বের করে তাদের নাম মালিকের নাম, সে কোথাকার অধিবাসী মালিকের অধিবাস এর স্থান, কোনো কবিলার/ গোত্রের লোক, গোলামের অবয়ব বৈশিষ্ট্য, তার জাতীয়তা, পলায়নের দিন, সময়, বছর ও গ্রেফতারের তারিখ রেজিষ্ট্রার খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

তারপর গোলামের বর্ণনানুযায়ী যাচাই করে তাদেরকে পুনরায় ছয় মাস পর্যন্ত আটক রাখবে। এর মধ্যে কোনো অনুসন্ধানকারী গোলাম বাদীদের খোঁজ করতে না আসে তাহলে দায়িত্বে নিয়োজিত

---

[১০০] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগণ তাদের ডাক উঠাবে এবং নিলামে বিক্রি করে দেবে। গোলাম বাদীদের মাল জমা করে বাইতুল মালে রেখে দিবে এবং তার উপর লিখে দিবে "পলায়নকারীর মূল্যের অর্থ"।

৩. যদি গোলাম-বাদীর মালিক আসে আর সেই গোলাম বাদী যদি জেলখানায় থাকে তাকে বিক্রি হয়ে থাকে তবে মালিককে রেজিষ্ট্রার খাতায় উল্লেখিত নাম, ঠিকানা, দেশ, জাতীয়তা অবয়ব বৈশিষ্ট্য, পলায়নের তারিখ ইত্যাদি মিলিয়ে নিবে। মিলে গেলে গোলাম/বাদীকে বের করে এনে তার মালিককে চেনে কিনা জিজ্ঞাসা করবে। সে চেনার স্বীকৃতি দিলে তাকে মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

৪. মালিক এমন সময় আসে যখন গোলাম বাদী বিক্রি করে দেয়া হয়েছে তখন নাম, পিতার নাম, কবিলার নাম, দেশের নাম ইত্যাদি রেজিষ্ট্রার খাতায় গোলামের যে তথ্য বিবরণী রয়েছে তার সাথে যদি মিলে যায় তাহলে গোলামের মূল্য মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হবে যে মূল্যে তাকে বিক্রি করা হয়েছিল।

৫. যদি উহার খোঁজে কোনো অনুসন্ধানকারী না আসে এবং সময়কাল দীর্ঘ হয়ে যায় তবে বিক্রিত মূল্য বাইতুল মালে জমা দিবে, ইমাম যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করবেন যেখানে মুসলমানদের জন্য অধিক কল্যাণ কর মনে হয়। আর ইমামকে নির্দেশনা দেয়া উচিত[১০১] এই সকল ভেগে আসা গোলাম/ বাদীদের খরচাদীর বিষয়ে তাদের বিক্রি করা পর্যন্ত, কারাগারে অবস্থান করার খাদ্য, পোষাকের ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বিষয়ে এবং তা সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তির হাতে অর্পন করা উত্তম।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ঐ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে বিষয়ে আপনার গভর্নর ও ডাক বিভাগের কর্মকর্তা চিঠি লিখেছে যে, বছরার কাজীর হাতে অনেক ভূ-সম্পত্তি রয়েছে যাতে খেজুর বাগান, বৃক্ষরাজি ও ক্ষেত খামার রয়েছে এবং তার উৎপাদিত ফসল বছরে অনেক বেশী হয়। আর এই ভূসম্পত্তি তিনি ও তার পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত উকিলদের হাতে দিয়ে রেখেছেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য এক হাজার বা দুই হাজার অথবা কম বেশী বেতন ভাতা মঞ্জুরী দেয়া আছে।

আর ঐ ভূ-সম্পত্তিতে দাবী করার কেউ নেই এবং কাজী এবং উকিলগণ তা ভোগ করছে। সুতরাং এই ধরনের অন্যান্য সম্পত্তির বেলায় করনীয় কি কি?

এই ধরনের সম্পত্তি যা কাজীর হাতে রয়েছেএমন কেউ নেই যে তা দাবী করতে পারে বা দাবী করে অথচ কাজীর উকিলগণ তার সুবিধা ভোগ করছে এবং এ ফসল গ্রহণ করছে এবং এর মেয়াদ ও

[১০১] কিতাবুল খারাজ, পৃ.- ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন হয়ে গেছে অথচ কেউ এর হক তলব করতে আসেনি। আর কাজী ঐ বিষয়ে আপনাকে চিঠি লেখা থেকে বিরত রয়েছে।

এর উত্তরে আবু ইউসুফ (র) লিখেন-

- এই ধরনের ভূ-সম্পত্তি কাজী ও তার সঙ্গীদের জন্য ভোগ্যপন্য হিসেবে রাখা মন্দ হয়েছে। তিনি অন্যায়কারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছেন।
- আপনি গভর্নরকে নির্দেশ দিন কাজী এবং উকিলদের বেতন ভাতা ও ভোগ্যপণ্য হিসেবে যা গ্রহণ করেছে তার হিসাব নিকাশ বা তদন্ত করতে যাতে আসল তথ্য বের হয়ে আসে।
- গভর্নরকে আরো নির্দেশ প্রদান করুন উক্ত ভূ-সম্পত্তির উৎপন্ন ফসল মুসলমানদের বায়তুল মালে জমা রাখে যার দাবী করারও কেউ নেই।
- কাজী নিজের প্রতি ইমামএবং মুসলমানদের প্রতি মন্দ প্রতারনার আশ্রয় নিয়েছে এজন্য তাকে দিয়ে মুসলমানদের কোনো কাজে সহযোগিতা নেয়া উচিত হবেনা।
- আপনি উক্ত সম্পত্তি কাজী এবং উকিলদের হাত থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিন।
- আর আপনি ঐ সম্পত্তির জন্য নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ন, বিশ্বস্ত ব্যক্তি বাছাই করবেন সে আবার নির্ভরযোগ্য লোক যাচাই বাছাই করবে এবং দেখাশুনা তত্ত্বাবধান করে। সম্পত্তির হকদার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে এর ফসল বাইতুল মালে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। কেননা মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি ও তার পরিত্যক্ত সম্পদ বাইতুল মালের জন্য নির্ধারিত। তবে কেউ যদি সম্পদের দাবী করে এবং প্রমাণাদী নিয়ে আসে, তা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব।
- আপনি সেখানকার ডাকা বিভাগের কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিন আপনার কাছে আছে এই জাতীয় ঘটনা ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে চিঠি লিখতে।[১০২] আর ধমকি প্রদান সংবাদ গোপন করার কারণে। যদিও বিভিন্ন এলাকায় আপনার গভর্নরদের সম্পর্কে ডাকযোগে এবং সংবাদ মাধ্যমে আমার নিকট বিভ্রান্তিকর ও পক্ষপাতিত্বের খবর পৌছে। এতে করে গভর্নর ও প্রজাদের সম্পর্কে জানা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।
- গভর্নর ও কর্মকর্তাবৃন্দ অনেক সময় কর্মচারী ও প্রজাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং মন্দ ব্যবহার করে। মন্দ ব্যবহার, অসাদাচারণ জুলুমকে গোপন রাখার জন্য প্রশাসক, কর্মকর্তাদের সম্পর্কে এমন সংবাদ লেখা হয় যে তারা তা করে নাই। তাদের দাবী এটা তখনই করা হয়

[১০২] কিতাবুল খারাজ, পৃ.- ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

যখন তারা তাদের উপর সন্তুষ্ট না থাকে। এ বিষয়টি এমন যে এব্যাপারে অনুসন্ধান করা উচিত।

- ডাক ও সংবাদ যোগাযোগের দায়িত্বে সৎ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি শহর ও নগর থেকে নির্বাচিত করা উচিত। আর তাদের বাইতুল মাল থেকে মান সম্মত বেতন নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- ডাক বিভাগ ও সংবাদ মাধ্যমের লোকজন যেন গভর্নর ও প্রজাদের সম্পর্কে তথ্য লুকিয়ে না রাখে এবং অতিরঞ্জিত করে খবর না লেখে। তাদের মধ্যে যারা এই নির্দেশ পালন করবেনা তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির হুশিয়ারী প্রদান করুন।
- ডাক বিভাগ ও সংবাদ মাধ্যমের লোকেরা যতক্ষণ না নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ন না হবে বিচার বিভাগও প্রশাসনের উপর নজরদারী রাখা সম্ভব নয়। আর তাদের খবরও নিরপেক্ষ না হলে গ্রহণ করা হবে না।
- ডাকের কাজে নিয়োজিত বাহক পশুদের উপর কেবলমাত্র মুসলমান বাহকের আরোহন করার অধিকার রয়েছে। কেননা তা মুসলমানদের সম্পদ।

আমাদেরকে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ডাক যোগাযোগের পশুদের চাবুকের মাথায় লোহা রাখতে নিষেধ করেছেন। যা দিয়ে পশুকে খোচা দেয়া হয় এবং ভারী লাগাম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১০৩]

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম পরিচ্ছেদ

বিচারক ও কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ প্রসঙ্গ

হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন কোন্ প্রক্রিয়ায় বিচারক ও কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা প্রদান করবেন?

আল্লাহ তায়ালা আমীরুল মুমিনীনকে তাঁর আনুগত্যের দ্বারা সম্মানিত করুন আপনি বিচারক ও গভর্নরদের যে বেতন ভাতা চালু আছে তা ভূমি আয়, ভূমি কর এবং জিজিয়া কর থেকে প্রদান করুন। কেননা তারা মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত আছে। সুতরাং প্রত্যেক শহরের গভর্নর ও বিচারকদের বেতন ভাতা সামর্থ অনুযায়ী বাইতুল মাল থেকে প্রদান করা হবে। আর আপনি যাকে মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত করবেন[১০৪] তা যে বিভাগেরই হোক না কেন বাইতুল মাল থেকে বেতন ভাতা প্রদান করবেন।

- যাকাত ও সদকার মাল থেকে গভর্নর ও বিচারকদের বেতন ভাতা দেয়া যাবে না। কিন্তু যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন যাকাত থেকে দেয়া যাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন অর্থাৎ উহার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য যাকাতের মাল প্রদান করা যাবে।
- বিচারক, কর্মকর্তা, গভর্নরের বা সরকারী কর্মচারীদের বেতন কম বেশী করা আপনার বিষয়। যাকে মনে করবেন বেতন ভাতা বাড়িয়ে দিবেন। আর যাকে মনে করবেন বেতন ভাতা হ্রাস করতে পারেন।
- আর আপনি মনে করবেন যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা প্রজাদের কল্যাণ সাধন করবেন তা করে ফেলুন।
- যখন বিচারকের কাছে খলীফাগণের, বনী হাশেমের কোনো মিরাস বা অন্যান্যদের মিরাস রাখে আর তিনি তার ভূ-সম্পত্তি ও মালামাল দেখাশুনা করার জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করেন তখন বিচারককে উক্ত ভূ-সম্পত্তি থেকে বেতন ভাতা দেয়া হবে না কিন্তু উকিলকে ভূ-সম্পত্তি বা মিরাসী সম্পত্তি থেকে বেতন ভাতা দেয়া হবে।

বিচারককে সরকারী বা রাষ্ট্র কর্তৃক বেতন ভাতা এজন্যই দেয়া হয় তিনি মালে ফাই ধনী ফকির, ছোটবড় সকলের জন্য তত্ত্বাবধান করেন। তিনি (বিচারক) ভদ্র ব্যক্তির সম্পদ নিতে পারবেন না, নিকৃষ্ট ব্যক্তির সম্পদও নিতে পারবেন না। পূর্ববর্তী খলীফাগণ বিচারকদের জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা প্রদান করতেন।

---

[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

- যাদেরকে ঐ সকল মিরাস দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে ফলে তাদের বেতন ভাতা যে পরিমাণ সম্ভব সেই পরিমাণ দেয়া হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত উকিল সেই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে।
- আর তাদের বেতনভাতা এমন পরিমাণ দেয়া হবে না যাতে ওয়ারিশদারের সম্পদকে তুলে নেয়া হয় ফলে উকিলগণ ও রক্ষকগণই ভক্ষক হয়ে যায়, তা খেয়ে ফেলে আর ওয়ারিশদারের অবস্থা মরণাপন্ন হয়। তাদের কারণে ইয়াতীমের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়। ওয়ারিশগণ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে বিচারকদের সতর্ক থাকা উচিত।[১০৫]

▣ শত্রু ও গুপ্তচর পাকড়াও প্রসঙ্গে আলোচনা

হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি শত্রুপক্ষের এমন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে স্বদেশ থেকে বের হয়ে ইসলামী ভূ-খন্ডে প্রবেশের ইচ্ছা করে। অত:পর রাস্তার পাশে বা অন্য কোনো মুসলিম অস্ত্রাগার/ চৌকির নিকট দিয়ে গমন করে আর গোয়েন্দাদের হাতে গুপ্তচরকে ধরা হলে সে বলে আমি বের হয়ে এসেছি, আর আমি পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা খুঁজছি এবং এদেশে থাকতে চাই অথবা বলে দূত চাই বিশ্বাস করুক বা না করুক; তো তার বিষয়ে কি করা উচিত?

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- এই দুশমন ব্যক্তি যদি কোনো চৌকি বা অস্ত্রাগারের পাশ দিয়ে যায় আর তার যাওয়া যদি সৈনিকদের পক্ষ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে তাকে[১০৬] বিশ্বাস করা হবে না এবং তার কথাকে গ্রহণ করা হবে না।

- আর যদি সৈনিক বা গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে বাধা প্রাপ্ত না হয় তবে তাকে বিশ্বাস করা হবে এবং তার কথা গ্রহণ করা হবে।
- যদি সে বলে আমি বাদশার দূত, আমাকে আরব বাদশার নিকট পাঠানো হয়েছে। সে তার পরিচয়পত্র পেশ করে, আর বাদশার প্রতি প্রেরিত চিঠি, সাথে আনাপ্রাপ্ত মালমাত্তা ও গোলাম বাদী হাদিয়া স্বরূপ পেশ করে তবে তাকে বিশ্বাসকরা হবে এবং তার কথা গ্রহণ করা হবে। তখন তাকে বাধা দেয়া যাবে না। তার সাথে থাকা মালামাল অস্ত্রপাতি ও গোলাম বাদীরও কিছু করা যাবে না।
- তবে সে যদি ব্যবসার জন্য মালামাল পণ্য নিয়ে আসে তাহলে তাকে নিয়ে উশর আদায়কারীর নিকট গিয়ে উশর আদায় করা হবে।
- দূতের ঐ সকল মালামালও গ্রহণ করা যাবে না যা রোমের বাদশাহ প্রেরণ করেছেন।

---

[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।
[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

- এমন লোক থেকেও কিছু নেয়া যাবে না যে উশর আদায়কারীর সামনে উশর আদায় করেছেন। তাদের সাথে ব্যবস্থা সংক্রান্ত মালামাল থেকে উশর আদায় করে থাকলে অন্যান্য মালামাল থেকে উশর নেয়া বৈধ নয়।
- যদি এই ধৃত হরবী লোক বলে আমি মুসলমান হয়ে দেশ থেকে বের হয়ে এসেছি তখন তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। পুনরায় তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে মুসলমানদের জন্য মালে ফাই হিসেবে গণ্য হবে। মুসলমানরা চাইলে তাকে হত্যা করতে পারে অথবা তাকে গোলামও বানাতে পারে।
- তাকে হত্যা করতে যেতে উদ্যত হলে সে বলে আমি তোমাদের দ্বীনের প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। তখন রক্তপাত বন্ধ করা হবে তাকে হত্যা করা হবে না আর তার সম্পদ মালেফাই হিসেবে গণ্য হবে।

আমাদেরকে আমাশ আবু সুফইয়ান থেকে তিনি জাবের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন রসূলুল্লাহ (স) বলেন- আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি লোকদের সাথে লড়াই করতে যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে তারা তাদের জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করলো। কিন্তু উহার হকের কারণে যদি কিছু হয় তবে তার হিসাব আল্লাহর কাছে।

- ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে নিজেকে বাদশার দূত বা এমন ব্যক্তির দূত বলে পরিচয় দেয় যে তাকে ফিরে গেলে নিরাপত্তা দিবে-তবে তার সাথে অস্ত্র-শস্ত্র, উট, ঘোড়া গোলাম, বাদী ফেরত নিয়ে যেতে দেয়া হবে না যে কারণে শত্রু পক্ষের লোকদের বন্দী করা হয়।
- তারা যদি ঐগুলির কোনো কিছু কারো থেকে ক্রয় করে থাকে তাহলে তা বিক্রয়কারীকে ফেরত দেয়া হবে এবং ঐ জিনিসের মূল্য তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে।
- শত্রুপক্ষের লোকের কাছে নিরাপত্তা স্বরূপ ভাল অস্ত্র থাকে তবে তা নিম্নতর অস্ত্রের সাথে পাল্টিয়ে নিতে পারবে অথবা তার কাছে ভাল পশু থাকে অত:পর ঐপশুকে নিম্নতর কোনো পশুর সাথে বদলিয়ে নিতে পারবে এবং তা সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে।
- আর যদি তার সাথে থাকা অস্ত্র বা পশুকে উৎকৃষ্ট অস্ত্র বা পশুর সাথে বদলিয়ে নিতে চায় তবে ঐ অস্ত্র ও পশুকে তার মালিকের কাছে ফেরত দেয়া হবে এবং ইমামের জন্য উচিত হবে না শত্রুপক্ষের এমন কাউকে যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করেছে অথবা কোনো বাদশার দূত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

এসেছে তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলামবাদী অথবা অন্য কোনো জিনিষ নিয়ে বের হতে দেয়া হবে না, যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে। তবে কাপড় বা অন্যান্য পণ্যদ্রব্য নিতে নিষেধ করা হবে না।

- আর দূত ও তার সাথে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশকারী ব্যক্তি মদ ও শূকরের ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে না, সূদী ও সমজাতীয় কোনো কারবার করতে পারবে না।[১০৭] কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করার পর তার ইসলামী বিধান মানা ফরজ।
- নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশকারী এই লোক বা দূত ব্যভিচার করে বা চুরি করে আমাদের কতিপয় ফকীহ বলেন যে তার উপর হদ কায়েম করা হবে না। যদি সে চুরিকৃত পণ্য শেষ করে ফেলে তবে তার জরিমানা হবে। আবু ইউসুফ (রা) বলেন সেই লোক যদি যিম্মি হওয়ার জন্য প্রবেশ না করে থাকে তবে তার উপর আমাদের বিধান চালু হবে।
- কেউ বলেন সে যদি চুরি করে তার হাত কেটে দেয়া হবে।
- তিনি বলেন সে যদি কোনো লোককে যিনার অপবাদ দেয় তবে হদ লাগানো হবে, গালি দিলে শাস্তি দেয়া হবে, কেননা তা লোকদের হক।
- যদি তার কাছ থেকে কোনো মুসলমান চুরি করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাত কেটে দেয় তাহলে মুসলমানের হাত কাটা হবে না। আর কিয়াস অনুযায়ী মুসলমান চুরি করলে তার কাটা হবে এই মতকে আবু ইউসুফ (র) উত্তম মনে করেন।
- নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশকারী যদি মহিলা হয় আর তার সাথে কোনো মুসলমান পাপকাযে লিপ্ত হয় তবে আবু ইউসুফ (র) এর মতানুযায়ী তাকে হদ লাগানো হবে।
- আর যদি এই নিরাপত্তা কর্মীর অবস্থান দীর্ঘায়িত হয় তাকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম করা হবে। এরপরও যদি সে এক বছর অবস্থান করে তবে তার উপর জিজিয়া আরোপ করা হবে।
- যদি শত্রু পক্ষের মুশরিকদের কোনো নৌবহর সাথীসহ প্রবল বাতাসে উড়িয়ে এনে কোনো মুসলিম শহরের উপকূলে এনে নিক্ষেপ করে তারপর মুসলিম সেনারা যাত্রীসহ নৌবহরকে পাকড়াও করে তখন তারা বলে আমরা হলাম দূত। আমাদেরকে বাদশা প্রেরণ করেছেন। এই হল তার পত্র আরব বাদশার প্রতি। আর এই পণ্য সামগ্রী জাহাজে যা রয়েছে তার প্রতি উপঢৌকন। তখন প্রশাসকের উচিত হবে পাকড়াওকৃত লোকদেরকে ইমামের নিকট প্রেরণ

[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

করা। আর তাদের কথা যদি বিপরীত হয় তবে তারা সকলেই এবং মাল সামগ্রী সকল মুসলমানদের জন্য মালে ফাই হিসেবে গণ্য হবে। আর তাদেরকে জীবিত রাখা হবে না হত্যা করা হবে সবই ইমামের বিবেচনাধীন। এ ব্যাপারে ইমামের এখতিয়ার রয়েছে।

- আর যদি নৌবহর ওয়ালারা বলে আমরা ব্যবসায়ী। আমাদের সাথে পণ্য সামগ্রী রয়েছে তা আপনাদের দেশে নিয়ে প্রবেশ করার জন্য এসেছি। তখন তাদের ঐ কথা গ্রহণ করা হবে না। তাদের এবং তাদের সামগ্রীসমূহ মুসলিম জামাতের জন্য মালে ফাই হিসেবে গণ্য হবে।

  হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি গুপ্তচরদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যাদেরকে পাওয়া যায় যে তারা যিম্মি বা শত্রু পক্ষের লোক।[১০৮] অথবা মুসলিম লোক।

  তারা যদি শত্রু পক্ষের লোক হয় অথবা যিম্মি হয় যারা জিজিয়া আদায় করে যেমন ইয়াহুদী, খ্রিস্টান এবং মাজুসী হয় তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

  আর যদি মুসলমানদের মধ্য থেকে হয় তবে তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়া হবে, তাদের আটকাবস্থা দীর্ঘায়িত করা হবে।

- ইমামের জন্য সমীচিন হবে তার জন্য স্থানে স্থানে চৌকি হবে, সেখানে সৈনিকেরা সশস্ত্র অবস্থায় বহি:শত্রু পাহারা দিবে। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিবে। তারপর তারা অনুসন্ধান করবে। ব্যবসায়ীদের কর আদায় করবে, অস্ত্রধারীদের তল্লাশী করা হবে, তাদের অস্ত্র নিয়ে ফেরত পাঠানা হবে। যার সাথে চিঠি পত্র থাকবে তা খুলে পড়বে, মুসলমানদের কোনো খবরাখবর থাকলে তা ইমামের নিকট প্রেরণ করবে যেন তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- শত্রুপক্ষের এমন ব্যক্তি যে মুসলমানদের হাতে ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থায় আছে তাকে বিনা মুক্তিপনে মুক্তি দেয়া ইমামের উচিত নয়, শুধু মুক্তিপন দিয়ে শত্রু দেশে ফিরে যেতে পারবে।
- ইমাম যদি শত্রু এলাকায় অভিযান প্রেরণ করেন, তারা গ্রামে হামলা করে সেখানকার নারী পুরুষ ও শিশুদেরকে নিয়ে আসে। তারপর ইমাম তাদেরকে ইসলামী দেশে নিয়ে বন্টন করে দেন এবং তিনি বন্টন থেকে তাদেরকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। ঐ সকল নারী পুরুষ যদি শত্রু দেশে ফিরে যেতে চায় তবে মুক্তিপন দিয়ে তারা যেতে পারবে। মুক্তিপন ছাড়া যেতে পারবে না।

---

[১০৮] কিতাবুল খারাজ, পৃ.- ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরকে আশআছ হাসান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন কোনো মুসলমানের জন্য হালাল নয় শত্রুদের কাছে কোনো অস্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়া যাতে উহা দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয় এবং কোনো উট ঘোড়াও নিয়ে যাওয়া হালাল নয় এবং কোনো জিনিষও নেয়া হালাল নয় যা দ্বারা অস্ত্র উটঘোড়ার সহযোগিতা হয়।

তিনি বলেছেন আমাদেরকে হিশাম ইবনে উরওয়াহ তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে আকীদর দত্তমাহ রাসূলুল্লাহ (স) কে হাদিয়া দিয়েছেন অথচ সে মুশরিক। রাসূল (স) তার হাদিয়া কবুল করেছেন।

আমাদেরকে মিসআর আবু আউন থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে তিনি আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যে আকীদর দত্তমা রাসূলুল্লাহ (স) কে রেশমী কাপড় হাদিয়া দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে তখন তিনি তা আলী (রা) কে দিয়েছেন অত:পর বলেন উহা টুকরা করে মহিলাদের মাঝে উড়না বানিয়ে দাও।[১০৯]

[১০৯] প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কৃষি ও পানি সম্পদ বিষয়ক আলোচনা

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তার জীবন নির্বাহের জন্য চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল। হাদীস থেকে জানা যায় যে, আদি পিতা হযরত আদম (আ) কৃষি কাজের গোড়া পত্তন করেছিলেন।[১] রাসূল (স) ইরশাদ করেন-

من كانت له ارض فليزرعها او ليحرثها اخاه والا فليدعها

"যার জমি আছে সে যেন নিজে চাষ করে বা তার এক ভাইকে ভোগ করতে দিয়ে দেয় আর নয়তো পরিত্যক্ত রেখে দেয়।[২]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) দজলা ও ফোরাত নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চল ও অন্যান্য এলাকার সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামল ভূমির কৃষি ব্যবস্থা এবং ও পানি বণ্টন সম্পর্কীত বিষয় সম্পর্কে অত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

১ম পরিচ্ছেদ

ক্ষেতসমূহের উশর আদায় প্রসঙ্গ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-যে সকল ক্ষেতসমূহ প্রাকৃতিক প্রবাহের উপর নির্ভরশীল যেমন বৃষ্টি বা ঝর্ণার প্রবাহে চাষ করা হয় তা উশরী অর্থাৎ তার দশ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। উশর এবং সদকা উশরী ভূমির ফল ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর যেসব ক্ষেতে ছোট বালতি, বড় বালতি এবং চরকার সাহায্যে সেচ দেয়া হয় তা অর্ধ উশরী। অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। এটা কেবল পানি ও সেচ ব্যবস্থার কারণে নির্ধারিত হয়েছে। অর্ধ উশর ঐ সকল ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা কৃত্রিমভাবে চাষ করা হয়, অর্থাৎ ছোট বালতি, বড় বালতি, চরকার সাহায্যে, বর্তমানে পাম্পের সাহায্যে পানিতে সেচ দেয়া হয়।

---

[১] অধ্যাপক, এ.এম. সামাদ (সম্পাদনা), *ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা (প্রবন্ধ সংকলন)*, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৯১খ্রি.), পৃ.১৪৭।

[২] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আহমদ; প্রাগুক্ত, *ইসলামের দৃষ্টিতে বর্গাচাষ (প্রবন্ধ সংকলন)*, পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

উলামায়ে কেরামের আলোচনার ফসল এই যে-সমস্ত জিনিষ মানুষের হাতে দীর্ঘদিন থাকেনা এবং যে সমস্ত সবজির স্থায়ীত্ব নাই এবং পশু খাদ্যের উপর, লাকড়ির উপর উশর নাই। সেগুলো মানুষের হাতে দীর্ঘদিন থাকেনা যেমন– তরমুজ, শসা, ক্ষীরা, কদু, বেগুণ, গাঁজর, সবজি, শাক, গুল্ম-এর মত অন্যান্য জিনিষে উশর নাই।

আর লোকদের হাতে যা দীর্ঘস্থায়ীভাবে থাকে যেগুলিকে কাফিয দ্বারা কাইল করে মাপা হয় অর্থাৎ পাত্রে ভরে পরিমাপ করা যায় এবং রিতেল দ্বারা ওজন করা যায় সেগুলি হল[৩]– গম, যব, ভূট্টা, ধান-চাল, শষ্যদানা জাতীয়, পাটবীজ, আখরোট, হিজল ফল, গাঁজর, পেস্তাবাদাম, জাফরান, যয়তুন, ধনিয়া, জিরা, পেঁয়াজ, রসুন এই জাতীয় অন্যান্য জিনিষ, উপরোল্লেখিত কোন জিনিষ ভূমিতে পাঁচ আওসাক্ব বা তার চেয়ে বেশী উৎপন্ন হলে তাতে উশর হবে যদি ভূমিতে প্রাকৃতিক প্রবাহের দ্বারা সেচ দেয়া হয় অথবা বৃষ্টির পানিতে সেচ দেয়া হয়। আর যদি বালতি, চরকা, পাম্পের সাহায্যে সেচ দেয়া হয় তখন অর্ধেক উশর দিতে হবে।

- যদি পাঁচ আওসাকের কম হয় তাতে কিছু হবে না।
- আর যদি ক্ষেতে আড়াই আওসাক গম, আড়াই আওসাক যব উৎপন্ন হয় তবে তাতে উশর হবে। কেননা দুটো মিলে পাঁচ আওসাক হয়েছে।
- আর যদি ভূমিতে এক আওসাক পরিমাণ যব, এক আওসাক পরিমাণ ধান, এক আওসাক পরিমাণ খেজুর, এক আওসাক পরিমাণ মুনাক্কা-আঙ্গুর আর এসব মিলে মোট পাঁচ আওসাক হয় তবে তাতে উশর হবে।
- আর যদি পাঁচ আওসাক থেকে এক আওসাক কম হয় অথবা তার চেয়ে আরো কম হয় বা কমের পরিমাণ আরো বেশি হয় তাহলে উশর হবে না।
- তবে জাফরান ব্যতীত কেননা জাফরান যদি উশরী ভূমিতে হয় এবং আল্লাহ-তাআলা এমন পরিমাণ উৎপন্ন করেন, যার মূল্য এই জমিনে উৎপাদিত অন্যান্য শস্যদানারমত নূন্যতম পাঁচ আওসাকের সমান হয় আর যদি পানির প্রবাহ অথবা বৃষ্টির পানির দ্বারা সিঞ্চন হয় তাহলে তাতে উশর হবে। আর যদি বালতি বা চরকার সাহায্যে কৃত্রিমভাবে সেচ দেয়া হয় তাহলে অর্থ উশর হবে।

আর যদি খারাজী জমি হয় তবে এই বর্ণনা মোতাবেক খাজনা দিতে হবে।

- আর যদি উহার মূল্য পাঁচ আওসাক কম মূল্যের হয় তবে তাতে কিছুই প্রযোজ্য হবেনা।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র) বলতেন–যখন জাফরান উশরী ভূমিতে হবে তখন তাতে উশর প্রযোজ্য হবে যদিও তাতে এক রিতেল পরিমাণ ব্যতীত বেশী উৎপন্ন হয় নাই।

---

[৩] কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

আর যদি খারাজী ভূমিতে উৎপন্ন হয় তাহলে খাজনা দিতে হবে।

আর জমিন থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় এ ব্যাপারে আমাদের সাথীরা মতবিরোধ করেছেন।

তিনি ভিন্ন অন্যরা বলেছেন জমিনে উৎপন্ন দ্রব্য কমপক্ষে পাঁচ আওসাক হতে হবে। যদি পাঁচ আওসাকের কম হয় তাতে সাদকা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, জমিন থেকে উৎপন্ন ফসল ফলাদি যদি কম বেশী যাই উৎপাদিত হোক না কেন, জমিন উশরী হলে বা প্রাকৃতিক প্রবাহের দ্বারা সেচ দেয়া হলে উশর দিতে হবে। আর যদি কৃত্রিমভাবে সেচ দেয়া হয় তবে অর্ধ উশর হবে। খারাজী ভূমিতে খাজনা প্রযোজ্য হবে।

ইমাম আবু হানিফার মতে– গম, যব, খেজুর, মুনাক্কা, আঙ্গুর, ভূট্টা, শস্যদানা এবং নানা প্রকার শাক-সবজি, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন নানা ধরনের সবজি ও শস্যদানা যা কাইল বা মাপা যায় অথবা আটি হিসেবে বিক্রি করা যায়। সুতরাং যে ভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয় কৃত্রিমভাবে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না তাতে উশর প্রযোজ্য হবে। এর মধ্যে শ্রমিক খরচ, হাল চাষের খরচ ধর্তব্য হবে না।

আর যদি কৃত্রিমভাবে চাষ দেয়া হয় তবে তাতে অর্ধ উশর প্রযোজ্য হবে।[৪]

এই বিষয়ে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম নাখয়ী থেকে এই মর্মে তিনি বলেছেন– জমিন থেকে কমবেশী যাই উৎপন্ন হয় তাতে উশর প্রযোজ্য হবে, যদিও দস্তাজাহ পরিমাণ তরিতরকারীও হয় (উল্লেখ্য যে দস্তাজাহ শব্দটি ফারসী যার অর্থ বারটি তরিতরকারীর আটি)।

ইমাম আবু হানিফা (র) এই মতকে গ্রহণ করেন এবং বলেন– এমন কোন জমিকে বাদ দেয়া হবেনা যা থেকে উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হবে। খারাজী হলে তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে।

ভিন্ন মতে অন্যরা বলেন জমিনে উৎপাদিত পাঁচ আওসাকের নীচে সাদকা প্রযোজ্য নয়। তারা দলীল হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পেশ করেন–

আমাদেরকে আবান ইবনে আবি আইয়্যাশ, হাছান বছরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি আনাছ ইবনে মালিক (র) থেকে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি বলেছেন– গম, যব, ভূট্টা, খেজুর ও কিসমিসে পাঁচ আওসাকের কম হলে তাতে সাদকা নেই এবং পাঁচ আওকিয়ার কম হলে সাদকা নেই এবং পাঁচ উটের কম হলে তাতে সাদকা নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন আমাদের নিকট মত হলো– এক ওয়াসক পরিমাণ ষাট সা, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা'র মাপে, সুতরাং পাঁচ আওসাক হলো তিনশত সা, আর এক সা

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

হল- পাঁচ রিতেল বেড়ে এক তৃতীয়াংশ। আর তা হিযাজের কাফিযের মত এবং রুবু যে হাশেমী ও মাখতুমে হাশেমীর মত, প্রথমটি হলো বত্রিশ রিতেল।

যখন যমিনে তিনশত সা দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তখন জমির মালিক তার পরিবার পরিজনসহ খেল অথবা প্রতিবেশী বা বন্ধুকে খাওয়াল, তারপর তিনশত সা থেকে কম হয়ে যা বাকী থাকবে তাতে উশর দিবে যদি জমিনে প্রাকৃতিক প্রবাহের দ্বারা সেচ দেয়, আর যদি কৃত্রিমভাবে সেচ দেয় তাতে অর্ধ উশর হবে। ঐরূপভাবে যদি তা থেকে কিছু চুরি হয়ে যায় তা থেকে যা অবশিষ্ট থাকবে তার উপর উশর বা অর্ধ উশর প্রযোজ্য হবে।

জমির উৎপাদন সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা এসেছে এই হল তার মূলনীতি ও সমষ্টি। সুতরাং তা থেকে যে সকল শাখা বের হবে সেগুলোকে ঐ নীতির উপর প্রয়োগ করা হবে এবং তার সাথে সাদৃশ্য করা হবে।

সুতরাং আপনি (বাদশাহ হারুনুর রশীদ) উপরোক্ত দুটি মত থেকে প্রজাদের জন্য যে মতটি অধিক কল্যাণকর মনে করেন এবং বায়তুল মালকে অধিক সমৃদ্ধকারী মনে করেন সে মতটিই গ্রহণ করুন। তিনি দলীল হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পেশ করেন।

আবু ইউসুফ (র) বলেছেন– আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, আমর ইবনে শোয়াইব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন উশর হল গম, যব, খেজুর ও কিসমিসের মধ্যে এবং ঐগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোকে প্রাকৃতিক প্রবাহের দ্বারা সেচ দেয়া হয়েছে সেগুলিতে উশর আর যেগুলোকে বড় বা ছোট বালতি বা চরকা দিয়ে পানি উঠিয়ে সেচ দেয়া হয়েছে সেগুলোতে অর্ধ উশর প্রযোজ্য হবে।[৫]

তিনি বলেছেন, আমর ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আমারাতা ইবনে আবুল হাছান তার পিতা থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন– তিনি বলেছেন, যেখানে পাঁচ যুদের কম হবে, সেখানে সাদকা নেই, পাঁচ আওকিয়ার কম হলে সাদকা নেই, পাঁচ আওসাকের কম হলে সাদকা নেই। আমর বলেন, আমাদের নিকট এক ওসাক হলো ষাট সা।[৬]

তিনি বলেছেন আমাদেরকে ওয়ালীদ ইবনে ঈসা হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, আমি মূসা ইবনে তালহাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন তাজা শাক-সবজিতে, তরমুজে, শসাতে এবং ক্ষিরাতে কোন

---

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাদকা নেই। আর তিনি বলেছেন, সাদকা কেবল খেজুর বৃক্ষে, গমে, যবে, আঙ্গুরে (প্রযোজ্য)। আর তিনি সাদকা বলে উশরের উদ্দেশ্য করেছেন।

তিনি বলেছেন আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকাম থেকে, তিনি মূসা ইবনে তালহা থেকে তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন কোন যাকাত নেই কিন্তু চার জিনিষে, খেজুর, কিসমিস, গম ও যব, আর মধু, বাদাম, আখরোট এবং ঐগুলির মতো অন্যান্য জিনিষ এবং মধুতে উশর প্রযোজ্য হবে যদি উশরী ভূমিতে তা হয় আর যদি খারাজী ভূমিতে হয় তবে তার উপর কিছুই প্রযোজ্য নয়। আর যদি কোন নির্জন প্রান্তরে এবং পাহাড়ে গাছে হয় এবং গর্তে গুহায় উক্ত ফল-ফসল উৎপন্ন হয় তবে তাতে কোনো কিছুই প্রযোজ্য নয়।[৭]

আমাদেরকে আমাদের কোন সঙ্গী হাদীস বর্ণনা করেছেন আমর ইবনে শোআইব থেকে, তিনি বলেন যে, তায়েফের কোন এক আমীর ওমর (রা.)-এর কাছে পত্র লিখেন যে, মাওয়ালীগণ (অর্থাৎ মধুওয়ালাগণ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শোধ করত তা আমাদের কাছে পরিশোধ করেনা অথচ তারা এ সত্ত্বেও চায় যে, আমরা তাদের উপত্যকা রক্ষা করি (অর্থাৎ পাহারার ব্যবস্থা করি) তাই ঐ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তের কথা আমাকে লিখুন। তখন ওমর (রা.) তাদের কাছে পত্র লিখেন যে, যদি তারা আপনার কাছে ঐ জিনিষ পরিশোধ করে যা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পরিশোধ করত, তবে আপনি তাদের উপত্যকাগুলো রক্ষা করুন।[৮] আর যদি তারা তাঁর কাছে যা আদায় করত তা আপনার কাছে আদায় না করে তবে আপনি তাদের জন্য রক্ষা করবেন না। বর্ণনাকারী বলেন যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রতি দশ মশকে এক মশক আদায় করতো।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন– বাঁশ, লাকড়ি, শুকনা ঘাস, খড়, শুকনা খেজুর পাতায় উশর, খুমুছ এবং খারাজ কোনটিই নাই। আর القصب الزريرة বা যারিরার নল খাগড়া, যদি উহা উশরী ভূমিতে হয় তবে তাতে উশর প্রযোজ্য হবে, আর যদি উহা খারাজী ভূমিতে হয় তবে তাতে খারাজ প্রযোজ্য হবে। আর আখ যদি উশরী ভূমিতে হয় তাহলে তাতে উশর হবে; আর খাজনা হবে যদি খারাজী ভূমিতে হয়। কেননা এগুলো কাইল করে মাপা যায় আর কাছবুয যারীরাহ যদিও কাইল করে মাপা যায়না তথাপি তার মূল্য রয়েছে এবং উপকার রয়েছে এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থে এবং আলকাতরা বা পিচে এবং পারদে কোন কিছু ধার্য্য নেই।

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হাদীস বর্ণনা করেন– আমাদেরকে মুগীরা সিমাক ইবনে ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তাআলার বাণী– واتوا حقه يوم حصاده তোমরা যেদিন ফসল কাট সেদিন তার হক আদায় কর (অর্থাৎ ফসলের কিছু অংশ আত্মীয়-স্বজন, গরীব মিসকীনদের দাও) তিনি বলেন এই হুকুম উশর এবং অর্ধ উশর প্রবর্তনের পূর্বে ছিল, যখন উশর, অর্ধ-উশর প্রর্তন করা হলো, তখন একে বাদ দেয়া হল।

তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, কাইছ ইবনে রবি, সালেম আল আফতাছ থেকে তিনি সাঈত ইবনে জুবাইর থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন আল্লাহ তাআলার বাণী: واتوا حقه يوم حصاده সম্পর্কে, তিনি বলেন যে, আপনার কাছে মেহমান আগমন করবে তারপর আপনি তার পশুকে (আরোহনের জন্তুকে) খাদ্য প্রদান করবেন, আর আপনার কাছে ভিখারী আসবে ফলে আপনি তাকে দান করবেন তারপর উহাতে উশর, অর্ধ উশর প্রযোজ্য হবে।

▣ মধু, আখরোট, বাদাম সম্পর্কে

মধু, আখরোট, বাদাম এবং ঐগুলির সাদৃশ্য ও এজাতীয় অন্যান্য বস্তুতে উশর প্রযোজ্য।

- নিশ্চয়ই মধুতে উশর প্রযোজ্য। যদি মধুর চাক উশরী ভূমিতে হয়।
- আর যদি খারাজী ভূমিতে হয় তবে তাতে কিছুই প্রযোজ্য নয়।
- আর যদি বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ের গাছে অথবা গুহায় হয় তবে তাতেও কিছু প্রযোজ্য নয়।
- পাহাড় বা উপত্যকায় ফল-ফলাদি উৎপন্ন হলে তার উপর উশর বা খারাজ কিছুই প্রযোজ্য হবে করত।
- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আমর ইবনে শোয়াইব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা) মৌচাকের ব্যাপারে পত্র লিখেছেন যে, প্রতি দশ থলিতে এক থলির কথা।
- তিনি বলেছেন- আমাকে আহওয়াছ ইববে হাকীম তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন- প্রতি দশ রিতলে এক রিতেল।
- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাররির, যুহরী থেকে হাদীসে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-মধুতে উশর প্রযোজ্য। আর বাদাম, আখরোট, হিজল ফল, পেস্তা বাদাম এই জাতীয় দ্রব্যে উশর হবে যদি তা উশরী ভূমি হয়। যদি খারাজী ভূমি হয় তাহলে খারাজ হবে। যেহেতু এগুলি পরিমাপ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-বাঁশে, লাকড়িতে খুমুছ হবে না; ঘাসে এবং খেজুর গাছের ডালে উশর হবে, খারাজ বা খুমুছ হবেনা। যার ভূট্টা গাছে উশর হবে যদি তা উশরী ভূমিতে হয় আর খারাজী ভূমিতে হলে খারাজ হবে। আখে উশর হবে যদি তা উশরী ভূমিতে হয় আর খারাজী ভূমিতে হলে খারাজ হবে। কেননা তা হলো ফল যা খাওয়া হয়। আর ভূট্টা গাছ যদিও খাওয়া হয় না কিন্তু তার ফল হয় এবং তাতে উপকার আছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-খনিজ তেল, আল কাতরায় পারদে এবং মমিতে (কিছুই প্রযোজ্য নয়) যদি তা ঐ জাতীয় কোনো বস্তুর হয়ে থাকে। তবে ভূমিতে কোন কিছু নির্দিষ্ট করা হবে যাতে আমরা জানতে পারি তা উশরী না খারাজী ভূমিতে ছিল।[৯]

[৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

পতিত জমি ও খেজুর বাগান ভাড়া সম্পর্কে বর্ণনা

হে আমীরুল মু'মিনীন-আপনি পতিত ভূমিতে আধা-আধি (সমান-সমান) এবং এক তৃতীয়াংশের ভিত্তিতে বর্গাচাষের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন।

হিজাযবাসী ও মদীনাবাসীগণ পতিত জমি, খেজুর বাগান ও অন্যান্য বাগ-বাগিচায় এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশের ভিত্তিতে বর্গাচাষে কোনরূপ অসুবিধা মনে করেন না, কম-বেশীতে হলেও বৈধ বলে মনে করেন। কিন্তু কুফাবাসীরা এ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন।

তাদের একদল বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (র) পতিত জমি আধা-আধির ভিত্তিতে এ বাগ-বাগিচায় এক তৃতীয়াংশ এবং এক চতুর্থাংশ বা এর কম-বেশীর ভিত্তিতে বর্গাচাষকে অপছন্দ করতেন। এটাকে বৈধ বলে মনে করতেন না। কুফাবাসীদের মধ্যে যারা খেজুর বাগান ও অন্যান্য বাগ-বাগিচায় চাষের ব্যাপারে অপছন্দ করেছেন তারা পতিত জমির ব্যাপারে আধা-আধি ও এক-তৃতীয়াংশের ভিত্তিতে চাষাবাদকে অপছন্দ করেছেন।

১. তারা রাসূলুল্লাহ (স) এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন-যা বর্ণিত হয়েছে আবু হুসাইন থেকে তিনি রাফে ইবনে খাদীজ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি দেয়ালের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন-তখন রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন তা কার? তখন রাফে ইবনে খাদীজের পিতা বলেন-আমার আমি তা ইজারা দিয়েছি। তখন রাসূল (স) ইরশাদ করলেন-তা থেকে কোন কিছু ইজারা নিও না।

   সুতরাং ইমাম আবু হানিফা ও অন্যান্যরা এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করে বলেন, ইহা ফাসেদ এবং একটি অজ্ঞাত ইজারা।

২. তিনি জাবের (রা) এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন-যা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত- তিনি জমিতে বর্গাচাষকে অপছন্দ করেছেন-এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশের ভিত্তিতে।

অন্যান্য কুফাবাসী ও মুহাম্মদ ইবনে আবী লায়লা তারা খেজুর বাগান ও অন্যান্য বাগ-বাগিচা ও পতিত জমি আধা-আধি ও এক তৃতীয়াংশের ভিত্তিতে বর্গাচাষকে বৈধ বলে গণ্য করতেন। তারা উভয়টিকে অনুমতি দিয়েছেন। আর যারা একে বাতিল বলেছেন তারা উভয়টিকে বাতিল বলেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) উহাকে সম্পূর্ণ জায়েয সঠিক এবং বিশুদ্ধ বলে মনে করেন। তার মতে তা মুদারের মালের মত। যা কোন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির মুদারাবার মাল সোপর্দ করে আধা-আধি

Dhaka University Institutional Repository

ও[১০] এক তৃতীয়াংশের ভিত্তিতে। ফলে তা জায়েয হয়। আর এর লাভ অজ্ঞাত। তা কি পরিমাণ হবে জানা যায় না।

আর তেমনিভাবে জমিনও আমার মতে মুদারবার মালের মত। পতিত জমি ও খেজুর বাগান ও অন্যান্য বাগান একই রকম।[১১]

এ ব্যাপারে তিনি দলীল হিসেবে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন- আমাদেরকে নাফে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে, তিনি ওমর (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি খায়বারবাসীদের সাথে লেনদেন করেছেন আধা-আধির ভিত্তিতে খেজুর ও অন্যান্য কৃষিপণ্য যা উৎপন্ন হবে। আর তিনি স্ত্রীদের প্রত্যেককে বাৎসরিক একশত ওয়াসক দিতেন। আশি ওয়াসক দিতেন খেজুর আর বিশ ওয়াসক দিতেন গম।

যখন ওমর (রা) দায়িত্ব নিলেন-খায়বারকে বন্টন করে দিলেন এবং রাসূল (স) এর পত্নীগণকে স্বাধীনতা দিলেন যে, তিনি তাদেরকে ভূমি বরাদ্দ দিয়ে দিবেন অথবা তিনি তাদের জন্য বাৎসরিক একশত ওয়াসাকের জিম্মাদার হবেন। তখন তারা প্রস্তাবের উপর তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেন এবং কেউ আওসাক হিসাবে নেয়াকে পছন্দ করলেন।[১২]

তিনি বলেন-আমাদেরকে হাজ্জাজ আবু জাফর থেকে, তিনি নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি খায়বারকে অর্ধেকের ভিত্তিতে প্রদান করেছেন। তিনি বলেন যে, আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা) তারা তাদের ভূমিকে এক তৃতীয়াংশের ভিত্তিতে প্রদান করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ বর্গাচাষের কয়েকটি পদ্ধতি বা ধরণের কথা উল্লেখ করেছেন।

১নং ধরণ: একটি হলো عارية বা ধার হিসাবে। তাতে ইজারা নাই। সেটা হল- লোকটি তার ভাইকে একটা ভূ-খণ্ড ধার হিসেবে দিবে, যা সে চাষাবাদ করবে এবং তাতে ইজারার শর্ত করবে না তারপর ধারকারী তা নিজ বীজ, গরু ও নিজ খরচে চাষাবাদ করবে। ফলে ফসল তার হবে। আর খাজনা ভূমির মালিক দিবে, যদি উশরী ভূমি হয় তবে উশর চাষকারী দিবে। এটাই ইমাম আবু হানিফা (র) এর মত।

২য় ধরণ: জমিন একজনের, সে অন্যজনকে তা সম্পূর্ণ চাষ করার জন্য আহবান করবে, আর খরচ ও বীজ উভয়ের অর্ধেক অর্ধেক করে। এতে ফসল উভয়ের হবে। উশরী হলে ফসল থেকে উশর দেয়া হবে। আর খারাজী ভূমি হলে ভূমির মালিক খারাজ দিবে।

---

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
[১১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
[১২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩নং ধরণঃ পতিত ভূমি নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে এক বছর বা দুই বছরের জন্য ইজারা দিবে এটা জায়েয। জমির খাজনা জমির মালিকের উপর থাকবে এটা ইমাম আবু হানিফার মত। আর যদি উশরী ভূমি হয় তবে উশর ভূমি মালিকের উপর থাকবে। খারাজের ক্ষেত্রে অনুরূপ কথা ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, অর্থাৎ খারাজ মালিক দিবে আর উশরী হলে ফসল গ্রহণকারী দিবে।[১৩]

৪নং ধরণঃ এক তৃতীয়াংশ এবং চতুর্থাংশের ভিত্তিতে বর্গাচাষ। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আবু হানিফা (র) বলেন, তা ফাসেদ। আর এই জমি যদি বাজারদর হিসাবে ভাড়া দেয়া হয় তাতে যে ভাড়া আসবে তা ইজারাদার মালিককে দিবে। জমির খাজনা জমির মালিক আদায় করবে, জমি উশরী হলেও সে তা আদায় করবে।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন- শর্ত অনুযায়ী বর্গা চাষ জায়েয এবং খাজনা মালিক পরিশোধ করবে। আর উশর উভয়ের উপর সম্মিলিত ফসলের মধ্যে হবে।

৫নং ধরণঃ একজনের জমি, গরু, বীজ, সে চাষাবাদের জন্য কৃষককে ডাকবে এবং কাজ করবে। তাকে ফসলের এক ষষ্ঠাংশ বা এক সপ্তাংশ হবে। এটা ইমাম আবু হানিফা (র) ও তার সাথে মত পোষণকারীদের মতে ফাসেদ। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কৃষান বা কৃষানী বাজার দর অনুযায়ী মজুরী পাবে আর খাজনা মালিক আদায় করবে, উশরের ফসলের মধ্য থেকে পরিশোধ করবে।

আবু ইউসুফ (র) বলেন-এটা আমার মতে জায়েয। কেননা হাদীস অনুসারে উভয়ের শর্তের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-যদি কোন লোক কাউকে পানির চাক্কি প্রদান করে যা সে দেখাশুনা করবে এবং তা ভাড়া দিবে এবং (আটা বা অন্য কিছু) পিষাবে আধা-আধির ভিত্তিতে এটা ফাসেদ, জায়েয হবে না। তেমনিভাবে কোন লোক কাউকে গ্রামের ঘর-বাড়ী বা পশু বা নৌকা ভাড়া প্রদান যার উপর নির্ভর করে সে কামাই রোজগার করবে, এর দ্বারা যা আয় হবে তা আধা-আধি ভাগ হবে তা জায়েয হবে না। এটা ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (র) এর মত। এটা বর্গাচাষ ও লেনদেনের মত নয়।

এই ফাসেদ পন্থার ক্ষেত্রে শ্রমদাতাকে বাজার দর অনুযায়ী মজুরী দেয়া মালিকের দায়িত্বে থাকবে। আর চাক্কি এবং নৌকার যে লাভ, তা মালিকের হবে।[১৪]

---

[১৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ঘাস ও তৃণ ভূমি প্রসঙ্গে

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- যদি গ্রামবাসীদের কোন তৃণ ভূমি থাকে যাতে তারা গবাদী পশু চড়ায় এবং লাকড়ি সংগ্রহ করে। তাদের এই জমি তারা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে এবং বংশ পরম্পরায় ওয়ারিশ হতে পারবে, যা কিছু তাই করতে পারবে।

গবাদী পশুর মালিকগণ ঐ তৃণ ভূমিতে পশু চরাতে পারবে, পানি পান করাতে পারবে কিন্তু পানির সংকটের কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সেচ দেয়া জায়েয হবে না। তবে তার অধিবাসীদের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পারবে। গবাদী পশুর পানের পানি ও খাবার পানি জমিতে সেচের পানির মত নয়।[১৫]

- অন্যের মালিকানাধীন স্থানে তৃণভূমি তৈরী এবং তাতে নদী, কূপ এবং কৃষিক্ষেত বানাতে পারবে না অবশ্য মালিকের অনুমতি নিয়ে পারবে।
- ঝোপ জঙ্গলসমূহ তৃণভূমির মত নয় এবং কারো জন্য এখতিয়ার নেই অন্য কারো ঝোপ জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করা। যদি কেউ করে তার জরিমানা হবে। যদি কেউ মাছ বা পাখি শিকার করে তবে তা তারই হবে কেননা ঝোপের মালিক ঐগুলির মালিক নয়। যেমন কোন লোক কারো বাড়িতে বা তার বাগানে অন্য কোন বন্যপ্রাণী বা শিকার করে তা তারই হয় তা বাড়ির মালিকের হয় না তবে বাড়িতে বা বাগানে প্রবেশে বাঁধা দিতে পারবে।
- যদি কোন গরুর মালিক যদি তার গরুকে অন্যের জঙ্গলে চড়ায় তা তার জন্য বৈধ হবে না। যেখানে চড়িয়েছে এবং যা নষ্ট করেছে সেজন্য তার জরিমানা দিবে।
- মালিকানাধীন ঝোপের বাঁশ বিক্রয় করা এবং লিজের বাঁশের লেনদেন বৈধ। যেমন আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বুরছের অধিবাসীদের সাথে চারহাজার দেরহামের বিনিময়ে ঝোপ-ঝাড়ের লেনদেন করেছেন এবং তাদেরকে একটি চামড়ার টুকরায় লিখিত দিয়েছেন।
- ঘাস বিক্রি ও লেনদেন হিসেবে প্রদান করা যাবে না যদি গ্রামবাসীদের মালিকানায় উট, গাধা, খচ্চর ও গবাদী পশুর অন্য কোনো চারনক্ষেত্র না থাকে। যেমন থাকে প্রত্যেক সমভূমি ও পাহাড়ী এলাকার গ্রামবাসীদের জন্য চারনক্ষেত্র, তৃণভূমি ও লাকড়ি সংগ্রহের স্থান।
- যদি আশে-পাশে চারণ ভূমি ও লাকড়ি সংগ্রহের জায়গা থাকে। যার কোন মালিক নাই। তবে জমির মালিকদের হালাল হবে না।[১৬]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন- আমাদেরকে মালেক ইবনে আনাছ বর্ণণা করেছেন যে, তার কাছে নবী কারীম (স) থেকে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি মদীনা ও তার আশে-পাশের বার মাইলের কাটাদার গাছকে কর্তন করতে নিষিদ্ধ করেছেন এবং সেখানে আশে-পাশের চার মাইলে শিকারকে নিষিদ্ধ করেছেন।

---

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু ইউসুফ (র) কতিপয় উলামা বলেছেন-নিষিদ্ধ করার কারণটা হল-কাটাদার গাছগুলো বাকী রাখা। কেননা তা উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশুর ঘাস, আর লোকদের খাদ্য হল দুধ আর তাদের প্রয়োজনটা লাকড়ি ও খাদ্যের চেয়ে বেশী।

- কোন লোকের মালিকানায় যদি তৃণভূমি থাকে তবে মালিকের অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য সেখান থেকে লাকড়ি সংগ্রহের অধিকার নেই। যদি সংগ্রহ করে তবে লাড়ড়ির মূল্যের জরিমানা মালিককে দিতে হবে। ঐ তৃণভূমি কারো মালিকানাধীন না থাকলে তা সংগ্রহে অসুবিধা নেই।
- তেমনিভাবে পাহাড়, তৃণভূমি, উপত্যকার গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে খায়, পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে। পাহাড় বা জঙ্গল থেকে মধু, পাখির বাচ্চা ডিম সংগ্রহ করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যতক্ষন না জানা যাবে যা কোন লোকের মালিকানাধীন নয়।
- কেউ তার নিজস্ব তৃণভূমির ঘাস জ্বালিয়ে দেয়। তার ভূমির ফসলে আগুণ ধরিয়ে দেয় অথবা নিজস্ব ঝোপ জঙ্গলের বৃক্ষ তরুলতা, বাশ, নলখাগড়া, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়; অত:পর সেই আগুন অন্যের মাল-সম্পদকে জ্বালিয়ে দেয়, ফলে মালিকের উপর কোন জরিমানা ধার্য্য হবে না। যেমনিভাবে কেউ তার জমিতে সেচ দিয়েছে। ফলে এই পানি পাশের জমিকেও ডুবিয়ে দিয়েছে অথবা চুয়েছে তখন এই ক্ষেত্রে কোন জরিমানা হয় না।

এ প্রসঙ্গে হাদীস রয়েছে-

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমাদেরকে হিশাম ইবনে সাঈদ যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেন আমি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) কে[১৭] দেখেছি যে, তিনি তার গোলামকে প্রতিরক্ষায় নিয়োগ করে তাকে বলেছেন-'হে হানি তোমার সর্বনাশা হোক! তুমি তোমার বাহুকে লোকদের থেকে গুটিয়ে রাখ এবং মযলুমের বদ দোয়া থেকে বেঁচে থাক; কেননা তার দোয়া গৃহীত হয়।

আমার জন্য বিছিন্ন কর্তিত (সম্পদের) মালিককে এবং গনীমতের মালিককে অন্তর্ভূক্ত কর এবং আমাকে ওসমান ইবনে আফ্ফান ও ইবনে আউফের (উটের দায়িত্ব থেকে) ছেড়ে দাও। কেননা যদি ইবনে আফ্ফান ও ইবনে আউফ তাদের গবাদী পশু মরে যায় তবে তারা মদীনায় তাদেরকে খেজুর বাগান ও কৃষি ফসলের ক্ষেতে ফিরে যাবে। আর এই অসহায় অবস্থায় যদি তার গবাদী পশু মরে যায়-তবে আমার কাছে এসে হে আমীরুল মু'মিনীন! বলে সকাল করবে! তখন আমার কাছে তাকে স্বর্ণরৌপ্য জরিমানা দেয়ার চেয়ে ঘাস ও পানি দেয়া সহজ হবে। আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর! নিশ্চই জাহেলী যুগে দেশ ও জাতির পক্ষ হয়ে যারা যুদ্ধ করেছে তারা ইসলামের যুগে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি এই পশু সম্পদ না হত-যার উপর আল্লাহর পথে আরোহণ করছি, তবে লোকদের জন্য তাদের দেশে কিছুই রক্ষা করতে পারতাম না।[১৮]

---

[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

খাল, কূপ ও নদীর পানি সংগ্রহ করণ প্রসঙ্গ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এমন নদী সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যার দুই তীর ভরাট জনিত কারণে জনসাধারণের রাস্তার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, আর তা মানুষের ঘর-বাড়ীতে প্রবেশ করে ক্ষতি করছে, ঐ ব্যাপারে কি মতামত আছে? ইমামের কাছে যখন অভিযোগ তখন তিনি নদী কি ভরাট করে ফেলতে বলবেন?

এর উত্তরে তিনি বলেন- যদি ঐ নদীটি পুরাতন হয়ে থাকে তবে নিজ অবস্থায় রেখে দিতে হবে। আর যদি প্রশাসক বা অন্যান্য দ্বারা সৃষ্ট হয় তবে এর লাভ ক্ষতির পরিমাণ দেখতে হবে।

- ❖ যদি লাভ বেশী হয় তবে নদীকে নিজ অবস্থায় রেখে দিবে। তা ধ্বংস করা সমীচিন নয়।
- ❖ আর যদি ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয়, তবে নদীকে ধবংস করে বা মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলতে হবে।
- ❖ আর যদি পানি পানের জন্য হয়ে থাকে তবে তা ধবংস করা যাবে না তাতে যদিও কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়। আর তারা যদি বাঁধা দেয়, ইমামের অনুমতি ছাড়া ভরাট করে ফেলে তখন ইমামের দায়িত্ব হবে উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া, ঐ সম্প্রদায়কে কষ্ট দেয়া। কেননা খাবার পানি সেচের পানি থেকে ভিন্ন। আর আমরা খাবার পানির জন্য যুদ্ধ করাকেও শ্রেয় মনে করি।

আর নদী থেকে খাবার পানি গ্রহণকারীরা ঐ লোককে বাঁধা দিতে পারবে যে তার কৃষি ফসলে, খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য বাগানে সেচ দেয়।

আমীরুল মু'মিনীন! জানতে চেয়েছেন- কোন সম্প্রদায় দজলা ও ফোরাত ড্রেজিং বা খনন করতে ইচ্ছা করছে তাহলে এটা কিভাবে সম্পন্ন করবে?

- ➢ সুতরাং যখন তারা নদী খনন করবে তখন অন্যের ভূমি সীমা অতিক্রম করবে না যদি করে তাহলে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে।
- ➢ কোন কোন ফকীহ বলেন, নদী উপর থেকে নীচ পর্যন্ত খনন করা হবে।
- ➢ খনন কাজ সম্পন্ন করার পর সকল হিসাব করা হবে। যারা সেচ দিবে, তাদের প্রত্যেক পরিবারের সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী খরচ বহন করা জরুরী হবে।[১৯]

আমীরুল মু'মিনীন! আপনি উপরোক্ত দুটি মত থেকে যে কোন একটি মত গ্রহণ করতে পারেন।

---

[১৯]. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

▣ **নদী-ভাঙ্গন রোধঃ** নদীর তীরবর্তী লোকেরা যদি আশংকা করে যে তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে তখন ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা করে তখন-

- নদী ভাঙ্গন বা ব্যাপকভাবে ক্ষতির আশংকা থাকে তখন ঐ কার্যক্রম কেউ যদি বিরত থাকে তবে সবাইকে নদী রক্ষা করতে বাধ্য করা যাবে।
- ঐ কাজে ব্যাপক ক্ষতি না থাকে তবে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না।
- তাদের প্রত্যেককে নিজের অংশ হেফাজত করার নির্দেশ দেয়া হবে।
- নদীর মালিকগণ কাউকে পানের পানি থেকে নিষেধ করতে পারবে না, তবে সেচ দেয়াতে নিষেধ করতে পারবে।

ঝর্ণা, কূপ বা খালের ব্যবহারঃ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার নিজের ঝর্ণা, কূপ বা খাল আছে তা থেকে কোন মুসাফিরকে পান করতে বাঁধা দিতে পারবে না। গবাদী পশু, উট, ছাগল ও ভারবাহী পশুকেও পানি পান করতে বাঁধা দিতে পারবে না।

- সে উক্ত পানি বিক্রি করতে পারবে না।
- মালিকের অনুমতি ব্যতীত ভূমি, কৃষিতে, খেজুর বাগানে, আঙ্গুরবাগানে, গাছে সেচ দিতে পারবে না। তবে অনুমতি প্রদান করলে কোন অসুবিধা নেই।
- আর উহা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়, ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য তা হালাল হবে না। কেননা এর পানি অজ্ঞাত এতে ধোকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমনিভাবে কোন গর্তে এসে নালার পানি জমা হয় তাও বিক্রয় করা বৈধ নয়। আর এতে নির্ধারিত কায়ল অথবা নির্ধারিত দিনের বলা হয় তাও জায়েয হবে না।

- পাত্রে সংরক্ষিত পানি বিক্রি করা জায়েয।
- কেউ যদি গর্ত তৈরী করে এবং সেই গর্তে পানি জমে যায়। অত:পর তা সংরক্ষন করে বা পাত্রে ধারণ করে তখন বিক্রয় জায়েয।
- যদি কোন নালায় ঢল থেকে পানি আসে বা কূপে বা ঝর্ণায় পানি বৃদ্ধি পায় বা না পায় তা বিক্রয়ে কোন কল্যাণ নেই এবং তা জায়েয হবে না।
- কেউ যদি সামান্য পানি পায় তা শুধু তার জন্যই। তা বিক্রয় করা যদিও জায়েয তবু যে পানি পেয়েছে তা বিক্রয় করা ভাল বলে গণ্য হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তার মালিককে সন্তুষ্ট করতে না পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- কোন লোকের জন্য উত্তম নয় কোন মালিকের মশক থেকে বিনা অনুমতিতে পানি ঢেলে নেয়া। যদি জরুরী অবস্থা এমন হয় যে জীবনের আশংকা থাকে তবে ভিন্ন কথা।[২০]

- যদি কোন লোক কারো নদীকে নিজের জমির দিকে প্রবাহিত করে এভাবে জোর করে পানি নেয়া মোটেই জায়েয নেই। এমনিভাবে জোর করে জমির দিকে নদী থেকে খাল, ঝর্ণা, কূপ বা গর্ত থেকে পানি নেয়া অবৈধ। কেননা পানির মালিকের ফল-ফসলের জমিকে ধবংস করে দেয়। তার শষ্য ক্ষেত্র, খেজুর বাগান, গাছ-গাছালীতে সেচ দেয়া এবং চাষাবাদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

  কিন্তু গবাদি পশু, ভারবাহী পশু, উট, ছাগল, পশু-পাখিদের পানি পান বৈধ। কেননা এগুলো পানি খেলে পানির মালিককে পানি বিহীন করে দেবে না।

এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হাদীস উপস্থাপন করেছেন-

১. আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা আমর ইবনে শোয়াইব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এর গোলাম, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে পত্র লিখেছেন- আম্মাবাদ! আমি আমার প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি দ্বারা ত্রিশ হাজার প্রাপ্ত হয়েছি। আমার নিজের শস্যক্ষেত্র, খেজুর বাগানে সেচ দেওয়ার পর যদি আপনি মনে করেন উহা আমি বিক্রি করব এবং এর দ্বারা গোলাম ক্রয় করব- যার দ্বারা আপনার কাছে সহযোগিতা নিব, তবে আপনি তা করতে পারেন।

তখন তিনি তার কাছে পত্র লিখেন, তোমার পত্র আমার কাছে এসেছে এবং আমি বুঝতে পারছি তুমি যা লিখেছ। আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি "যে ব্যক্তি উদ্ধৃত পানিকে বাধা দিবে সে অবশ্যই এর দ্বারা অতিরিক্ত ঘাসকে বাঁধা দিবে। আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার প্রতি অনুগ্রহকে নিষিদ্ধ করে দিবেন। তাই যখন আমার এই পত্র তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তোমার খেজুর বাগানে, শস্যক্ষেত্র ও ভূমিতে সেচ দিও। আর যা অতিরিক্ত হবে তা দ্বারা তোমার নিকট প্রতিবেশীর সেচ দিও। এই ভাবে একের পর এক নিকটতর প্রতিবেশীর সেচ দিও। তোমার প্রতি সালাম।[২১]

২. তিনি বলেন আমাদেরকে আলা ইবনে কাছির, মাকহুল থেকে হাদীস বর্ণণা করেছেন তিনি বলেছেন, যে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- তোমরা ঘাস নিতে, পানি নিতে, আগুন নিতে, বাধা দিও না। কেননা তা নির্জনবাসীদের সামগ্রী ও দুর্বলতার শক্তি।

- নদী, ঝর্না, কূপের মালিক বা খালের মালিক মুসাফিরকে পানি পানে বাঁধা দিতে পারবে না। এমন পশু-পাখিদেরও পানি পান করতে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি বাঁধার সৃষ্টি করে

[২০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।
[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় জানের আশংকা থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধ বা লড়াই করতে পারবে। যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

- খাবারের ক্ষেত্রে ফকীহগণ যুদ্ধ বা লড়াই করা বৈধ মনে করেন না। তবে জোর পূর্বক ছিনিয়ে নিতে পারবে।
- দজলা, ফোরাত এরকম বড় বড় নদী অথবা প্রত্যেক উপত্যকার পানিতে সকল মুসলমানের অংশীদারিত্ব রয়েছে। তাই পানি সংগ্রহ করা, খাবার পানি সংরক্ষণ করা, উট, ঘোড়াসহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি পান করাতে বাঁধা দিতে পারবে না। এছাড়া প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের ভূমিতে, খেজুর বাগানে, বৃক্ষরাজিতে পানি প্রবাহ বা পানি দেয়া কেউ আটকিয়ে রাখা বৈধ নয়।
- যদি কোন লোক জমিনে বড় নদী থেকে নদী খনন করতে চায় আর তাতে বড় নদীর ক্ষতি হলে তাকে খনন করতে দেয়া হবে না। আর যদি ক্ষতি না হয় তবে করতে দেয়া হবে।
- ইমামের দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনে বড় নদী খনন করা, জেটি বা বাধ মেরামত করে দেয়া। এই বড় ব্যক্তি বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়।[২২]
- কারো ব্যক্তি বিশেষের যদি নদী থাকে তবে এ নদীর মালিক ক্রয় অগ্রাধিকার (حق شفعة) রয়েছে যদি তাদের কেউ তার অংশ বিক্রয় করে।

▣ নদীতে পানি সংগ্রহের জন্য ঘাট তৈরী করত: ভাড়া দেয়া প্রসঙ্গে

যদি কোন লোক ফোরাত বা দজলার তীরে ঘাট বানায় আর সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করার কারণে বিনিময় গ্রহণ করে তবে তা জায়েয হবে না। কেননা এগুলো বিক্রি বা ভাড়ার জিনিষ নয়।

আর যদি তার ভূমিতে ঘাট হয় উট, গবাদি পশু অবস্থান করে আর সে এর জামিনদার হয় তবে মাসিক ভিত্তিতে কিছু বিনিময় গ্রহণ জায়েয রয়েছে।

- যদি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিজস্ব ভূমি ভাড়া দেয় কোন লোক ভাড়া নিয়ে উট এবং গবাদি পশু একদিন রাখে তবে উহা জায়েয হবে।
- সে যদি এই ঘাটের মালিক নয় অথচ সে তা গ্রহণ করে ভাড়া প্রদান করে তা তার জন্য বৈধ নয়।
- যদি কেউ এমন স্থানে ঘাট বানায় অথচ ভূমির মালিকানা সত্ত্ব রায়া বা ভাড়া দিতে পারবে না। মুসলমানদের উচিৎ হবে তাকে নিষেধ করা, বিনা পয়সায় পানি সংগ্রহ করা। পূর্বে তো অনুমতি দেয়া হয়েছিল মালিকানা শর্তের ভিত্তিতে।

---

[২২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

- যদি ভূমিটা কোন ব্যক্তির হয় আর এটা ব্যতীত ভিন্ন কোন রাস্তা না থাকে তবে ঐ ভূমির উপর দিয়ে পানি সংগ্রহে চলাচল করতে সে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারবে না। তারা বিনা ভাড়ায়, বিনা বিনিময়ে চলাচল করবে। কেননা সে পানির অধিকারকে ক্ষুন্ন করতে পারে না। তবে যদি ভিন্ন কোন পথ থাকে তাহলে বাঁধা দেয়ার অধিকার থাকবে।
- কারো জন্য দজলা ও ফোরাতের মত নদীতে ঘাট বানানো বা ভাড়া দেয়া জায়েয নাই। যদি বানায় তবে তার হবে না বরং সকল মুসলমানদের ও মানুষের জন্য হবে। কিন্তু যদি কারো জমি থাকে বা ইমাম কাউকে মালিকানা দেয় তাহলে সে যা ইচ্ছা করতে পারে।
- আর যদি মহল্লাবাসী নিজেদের জন্য কোন ঘাট বানায় যা থেকে তারা পানি সংগ্রহ করবে তবে তাদের অধিকার নেই কাউকে বাঁধা দেয়া।[২৩] তবে উট গবাদি পশু অবস্থান .....

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ঐ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যার নিজস্ব নদী রয়েছে অতঃপর সে তা থেকে সেচ দেয় এবং প্লাবনে অন্যের জমি ডুবিয়ে দিয়েছে তাই সে কি জরিমানা দিবে?

ঐ ক্ষেত্রে নদীর মালিকের উপর জরিমানা নেই, এমনকি যদি জমিন পানি চুয়ে চুয়ে নষ্ট হয়ে যায় পূর্বে ভূমির মালিকের উপর কোন জরিমানা নেই। আর যে জমিন চুয়ে গেছে বা ডুবে গেছে তার মালিকের কর্তব্য হলো তার জমিন রক্ষা করা।

- আর কোন মুসলমানের জন্য হালাল হবে না কোন মুসলমান বা যিম্মির ভূমিকে ইচ্ছা রা যাতে ফল-ফসলের ক্ষতি হয়ে যায়। আর রাসূলুল্লাহ (স) ক্ষতি করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর যদি জানা যায় নদীর মালিক প্রতিবেশীকে ক্ষতি করতে ফসল ও ফল-ফলাদী নষ্ট হয়ে পানিকে তার জমিনে ছেড়ে দেয় তবে উচিত হবে ক্ষতি থেকে বাঁধা প্রদান করা।
- যদি দ্বিতীয় লোকের জমিনে পানি থেকে মাছ এসে জমে যায় অত:পর কোন লোক তা শিকার করে তবে ঐ মাছ শিকারকারীর জমিনের মালিকের মালিকানা হবে না। যদি কেউ অন্য লোকের জায়গায় হরিণ শিকার করে তবে হরিণ শিকারকারীরই হবে। তেমনি মাছও অনুরূপ হবে।
- আর ঘেরাও দেয়া মাছ যদি কোন লোক হাত দিয়ে ধরে তবে তা জমির মালিকের হবে।
- আর যদি কোন লোকের নদী থাকে তা অন্য লোকের ভূমিতে প্রবাহিত হচ্ছে অত:পর জমির মালিক তার জমিনে প্রবাহিত হতে চাচ্ছে না এটা করার অধিকার তার নেই।
- নদীটি প্রবাহমান থাকলে নিজ অবস্থায় প্রবাহমান রাখা হবে।
- নদী যদি তার দখলে না থাকে আর তা যদি প্রবাহমান না থাকে তবে সে প্রমাণ বা দলীল প্রদর্শন করলে তার পক্ষে ফায়সালা হবে।

---

[২৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

- আর যদি মালিকানার প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে তবে নদীর গতিপথ যার মাধ্যমে জমিতে সেচ দিত। একথার ভিত্তিতে নদী[২৪] এবং নদীর উভয় তীর সংলগ্ন স্থান তার হয়ে যাবে যাতে সে খনন করতে পারে।
- কেউ যদি তার নদী খনন বা সংস্কার করতে চায় তখন পার্শ্ববর্তী জমিনের মালিকের বাঁধা দেয়ার অধিকার থাকবে না। নদীর দুই তীরে মাটি ফেলার দরুন জমিনের ক্ষতি হলেও কিছু করার থাকবে না।
- যদি কারো নদী অন্যের জমিনে বা নিম্নতর ভূমিতে প্রবেশ করে তবে দলীল প্রদর্শনার্থে নদীমূলের উপর বাঁধা সৃষ্টি করবে এবং তার পানি তার নদীতে প্রবাহিত করবে।
- যদি কোন লোক অন্যের ভূমিতে তার অনুমতি ব্যতীত নদী, খাল, কূপ খনন করে তবে তাকে বাঁধা দিবে। জমি ভরাট করলে পাকড়াও করবে এবং ক্ষতি সাধনের জন্য জরিমানা প্রদান করবে। অনুরূপভাবে খাল/নালার একই হুকুম।
- আর যদি খনন করতে অনুমতি দেয় অনুমতির পরও জমির মালিকের বাঁধা দেয়ার অধিকার আছে। অনুমতি দেয়াতে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ হবে না। তবে একটি বিষয় বাদে তা হল তাকে অনুমতি দিয়ে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া, তারপর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাঁধা প্রদান করে তাহলে সে নির্মাণ মূল্যের জরিমানা দিবে, খনন করার মূল্য দিবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নির্জন খোলা ময়দানে, কূপ, নালা এবং ঝর্ণা সমূহ, যা দিয়ে চাষাবাদ, গবাদি পশু ও মানুষের জন্য পানি সংগ্রহ করা হয়; সেগুলির সংলগ্ন পরিধি ও হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। সেগুলির হুকুম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কোন লোক নির্জন ময়দানে কোন মুসলিম বা যিম্মির মালিকানা স্থানে কূপ খনন করে তবে কূপের আশে-পাশে চল্লিশগজ তার হবে। যদি গবাদী পশু, পানের পানির জন্য হয়ে থাকে, তবে তার সংলগ্ন পরিধি ষাটগজ হবে, আর যদি ঝর্ণা হয় তবে তার সংলগ্ন পরিধি পাঁচশত গজ হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীস উল্লেখ করে বলেন-

আবু ইউসুফ (র) বর্ণনা করেন-হাসান ইবনে উমামা থেকে, তিনি জুহরী থেকে, তিনি বলেন-রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-"ঝর্ণার সংলগ্ন পরিধি হল পাঁচশত গজ, পানির কূপের পরিধি হলো ষাট গজ, আত্বন কূপের সংলগ্ন পরিধি হল চল্লিশ গজ, গবাদী পশুর পানি পানের পর বসার জন্য।[২৫]

---

[২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
[২৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, খাল/নালার জন্য সংলগ্ন পরিধি এই পরিমাণ হবে যেখানে পানি গড়াবে না, যে পরিমাণ কূপের জন্য করা হয়।

কারো জন্যে অধিকার নেই কূপ, নালা, ঝর্ণার পরিধিতে এসে দখল করা বা খনন করা। যদি করে তাহলে বাঁধা দেয়া হবে। খননকৃত কূপ ভরাট করার অধিকার রয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি উক্ত স্থানে কোন স্থাপনা নির্মাণ করে বা চাষাবাদ করে অথবা নতুনভাবে কোন কিছু করে তাহলে প্রথম ব্যক্তির বাঁধা প্রদানের অধিকার রয়েছে।

প্রথম জনের কূপে কোনো ক্ষতি বা ধ্বংস হলে তার উপর জরিমানা হবে কিন্তু দ্বিতীয় জনের কূপে কোনো কিছু নষ্ট হলে জরিমানা দিতে হবে না। কেননা মালিকানা বিহীন স্থানে তা করেছে।

তিনি বলেন- দ্বিতীয়জন যদি প্রথম জনের حريم হারিম (অর্থাৎ সংলগ্ন পরিধি) ছাড়া তবে প্রথম কূপের কাছাকাছি থাকে। ফলে প্রথম কূপের পানি চলে যায় এবং বুঝা যায়-এই পানি দ্বিতীয় জনের কূপের কারণে চলে গেছে এতে দ্বিতীয় জনের উপর কোনো কিছু প্রদান আবশ্যক নয়। কেননা সে প্রথম জনের হারীমে কিছু করে নাই।

এমনিভাবে ঝর্ণার (পরিধি) আত্বন কূপের ও পানির কূপের ন্যায়।[২৬] এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হাদীসের দারস্থ হয়েছেন।

- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি আমর ইবনে হাযম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, আমি তাকে কূপের আয়তন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তিনি বলেন-তা জাহেলী যুগে ছিল পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে। যখন ইসলামী যুগ আসল তখন দুই কূপের মাঝখানে পঞ্চাশ করা হয়েছে, প্রত্যেক কূপের জন্য পঁচিশ করে তার চতুর্পাশ থেকে।
- তিনি বলেন-আমাদেরকে কাইছ ইবনে রবী, বেলাল ইবনে ইয়াহইয়া আল-আব্বাসী থেকে মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-তিন জিনিষ ছাড়া অন্য কিছুতে সীমানা নেই-১) কূপ ২) ঘোড়ার দৈর্ঘ্য ৩) লোকদের চক্রাকার ধারণ যখন তারা বসে সে সময়।
- তিনি বলেন- আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি হাদীসকে রাসুল (স) এর দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন-রাসূল (স) বলেছেন-যদি কোনো উপত্যকা দু'টি উঁচু স্থানে পৌছে তখন উচুতে বসবাসকারী লোকদের এখতিয়ার নেই তা রুখে দেয়ার নিম্নে বসবাসকারীদের উপর।

---

[২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

- তিনি বলেছেন-আমাদেরকে আবু মাশার তার শাইখদের থেকে মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বৃষ্টির পানিতে সৃষ্ট একটি সেচ খালের বিষয়ে ফায়সালা করেছেন যখন (আপনি) দুই গিরা পরিমাণ উচু হবে, তখন উচুতে বসবাসকারী তা তার প্রতিবেশী রুখতে পারবে না।[২৭]

পতিত জমি প্রসঙ্গে: আবু ইউসুফ বলেন- আমাদেরকে হাসান বিন উমামা জহুরী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি পতিত জমি আবাদ করবে উহা তার হয়ে যাবে, আর তিন বছর পর মুহতাজিবের কোনো হক থাকবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তি কোনো হক্বকে তিন বছর সংরক্ষিত রাখতে এবং তাতে কোনো কাজ করবে না ফলে তিন বছর পর তার কোনো হক থাকবে না। মুহতাজিব হলো- যে লোক কোনো পতিত জমি ঘেরাও বা বেষ্টনী দিয়ে রাখে, যাকে আবাদ করে না।[২৮]

[২৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
[২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ঝোপের মৎস বিক্রয়ের বর্ণনা

আমীরুল মুমিনীন (খলীফা হারুনুর রশীদ) ঝোপে এবং বিলের পানিতে মাছ বিক্রয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে কিতাবুল খারাজ এ দু'টি মত উল্লেখ রয়েছে।

প্রথমত: ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে-পানিতে রেখে বিক্রয় জায়েয নয়। কেননা তাতে ধোকার সম্ভাবনা রয়েছে। শিকারীর জন্য যে তা শিকার করবে তা তারই হবে। আর যদি এমন হয় শিকার করা ছাড়াই হাত দিয়ে ধরা যায়-তবে তা বিক্রিতে অসুবিধা নেই কেননা তার উদাহরণ হল গর্তের মাছের মত।

অন্যথায় যখন শিকার করা ছাড়া ধরা যায় না তার দৃষ্টান্ত হল জঙ্গলে অবস্থিত হরিণের মত অথবা আকাশে উড়ন্ত পাখির মত; যা বিক্রি করা জায়েয নেই।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ হাদীসের দলীল দিয়ে বলেন- আমাদেরকে আলা ইবনে মুসাইয়্যিব বিন রাফে, হারেছ আল আকলী হতে তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- তোমরা পানিতে মৎস ক্রয়-বিক্রয় করো না; কেননা তা ধোঁকা।

আমাদেরকে ইয়াযিদ ইবনে আবু যিয়াদ মুসায়্যিব ইবনে রাফে থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে, হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-'তোমরা পানিতে মৎস ক্রয়-বিক্রয় করো না।

আমাদেরকে ইবনে আবু লাইলা আমের শাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ধোঁকার ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: মত হচ্ছে-ঝোপের মধ্যে মাছ বিক্রয় করা যায়েয। ইমাম আবু হানিফা এই মতকে সমর্থন করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ থেকে আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমানের কাছে জানতে চেয়েছেন, অত:পর তিনি ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র) এর কাছে ঝোপের শিকারলব্ধ মাছ বিক্রয় সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র লিখেছেন উত্তরে ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র) লিখেছেন-তাতে কোন অসুবিধা নেই এবং এটাকে তিনি দিয়েছেন আবদ্ধ পানির মাছ।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি যিনাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র) এর

Dhaka University Institutional Repository

কাছে পত্র লিখলাম, ইরাকের একটি হ্রদ সম্পর্কে যেখানে মৎস একত্রিত হয়, আমরা কি তা ভাড়া দিব? তিনি উত্তরে লিখেন যে, তোমরা তা কর।[২৯]

আর আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বাবেলের বুরছ-এ অবস্থিত একটি ঝোপের উপর চার হাজার দেরহাম ধার্য্য করেছেন এবং তাদের জন্য চামড়ার একটি টুকরায় (চুক্তিনামা) লিখে দিয়েছেন; কেবল দখল লেনদেনের ভিত্তিতে।[৩০]

▣ সমুদ্র থেকে যা উদ্ধারকৃত জিনিষের বর্ণনা

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জানতে চেয়েছেন- সাগর থেকে যে সকল রত্ন ও আম্বর উদ্ধার করা হয় তার উপর কিছু ধার্য্য করা হবে কিনা?

এর উত্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-নিশ্চয়ই সাগর থেকে যে সকল রত্ন ও আম্বর বের করে আনা হয় তাতে খুমুছ বা এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। এছাড়া অন্য কিছু প্রযোজ্য নয়।

- ইমাম আবু হানিফা (র) ও ইবনে আবি লায়লার মতে ঐ সকল সম্পদে কোন কিছুই দিতে হবে না। কেননা তা মৎস সম্পদের মত।

  তবে আমি মনে করি ঐ সকল সম্পদে এক পঞ্চমাংশ প্রযোজ্য। বাকী চার ভাগ উদ্ধারকারীর জন্য। কেননা এ বিষয়ে ওমর (রা) এর সূত্রে একটি হাদীস আছে যা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সমর্থন করেছেন। সুতরাং আমরা হাদীসেরই অনুসরণ করছি।

- আবু ইউসুফ (র) বলেন- আমাকে হাসান ইবনে ওমারাহ আমর ইবনে দীনার থেকে তিনি তাউছ থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উয়াইনাকে সমুদ্রে নিযুক্ত করেছিলেন। তখন তিনি ওমর (রা) এর কাছে একটি আম্বর সম্পর্কে পত্র লিখেন যা এক ব্যক্তি সমুদ্র উপকূলে পেয়েছিল। উহাতে কোনো কিছু প্রযোজ্য কিনা?

  তখন ওমর (রা) তার কাছে পত্র লিখেন যে, তা ছুড়ে মারা সম্পদ যা আল্লাহ তা'য়ালার নিক্ষিপ্ত (সম্পদ)। সুতরাং (সমুদ্র থেকে যা বের করে আনা নয়) তাতে খুমুছ বা এক পঞ্চমাংশ প্রযোজ্য।

- ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-ইহাই আমার মত।[৩১]

---

[২৯]. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৮৭।
[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
[৩১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ

দজলা, ফোরাত ও গুরুবের দ্বীপসমূহের বর্ণনা

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ঐ সকল দ্বীপসমূহ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন যার পানি শুকিয়ে যায়।

এর উত্তরে তিনি বলেন-দজলা ও ফোরাতের উপদ্বীপ সমূহের পানি যখন শুকিয়ে যায়, তখন এমন লোক আসে যে, তার ভূমি সংলগ্ন[৩২] সে দ্বীপকে পানি থেকে রক্ষা করে এবং তাতে চাষাবাদ করে। তবে এটা তার হবে। এটা পতিত বিরাণ ভূমির মত। তবে শর্ত হচ্ছে ঐ চাষাবাদ ও অন্যান্য কাজ-কর্ম যেন কারো ক্ষতি না করে। যদি ক্ষতি করে তবে ঐ সকল কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা হবে। সেখানে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু ইমাম অনুমতি প্রদান করলে পারবে।

দজলা দ্বীপের পূর্ব দিকে, যা মূসা উদ্যানের সম্মুখে, সেখানে কোনো কিছু নির্মাণ বা চাষাবাদের কোনো বৈধতা নেই। কেননা এই উপদ্বীপসমূহ সংরক্ষিত করা হয় এবং এতে চাষাবাদে স্থানীয় বাড়ীওয়ালাদের ক্ষতি হয়।

তাই ইমামেরও এ থেকে কাউকে বরাদ্দ দেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

তিনি বলেন-নগরের বাইরে যা আছে তা পতিত ভূমির মত। যা লোক আবাদ করবে এবং তা থেকে রাষ্ট্রের পাওনা আদায় করবে।

যদি কোনো লোক বিশাল প্রান্তর দখল করে নেয়; যাতে কোনো মালিকানা নেই, তার কোনো অংশে পানি উঠে গেছে, তারপর উপর বাঁধ দিয়েছে, অত:পর তা উদ্ধার করেছে, আবাদ করেছে এবং তাতে যে নল খাগড়া ছিল কেড়ে নিয়েছে, তবে এমন স্থান পতিত ভূমির ন্যায় গণ্য হবে।

তেমনিভাবে প্রত্যেক ঝোপ বা সাগর অথবা স্থল যাতে কোনো মানুষের মালিকানা নেই তা উদ্ধার করেছে। কোনো ব্যবস্থা করেছে এবং তা আবাদ করেছে তবে তার হয়ে যাবে। এটা পতিত ভূমির মতই গণ্য হবে।

এমনিভাবে কেউ যদি এ ধরনের কোনো ভূমি আবাদ করে পূর্বে তার মালিক ছিল, তবে সাবেক মালিকের কাছে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে। পরের ব্যক্তির জন্য কোনো প্রকার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি চাষাবাদ করে থাকে তবে ফসল তার হবে। আর ভূমির যে লোকসান হয়েছে তার

---

৩২. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিপূরণ দিবে তবে ভূমির ভাড়া দিতে হবে না। তবে সে যে নলখাগড়া কেটেছে তার জরিমানা দিবে। এমনিভাবে যদি বনভূমি হয় তবে বনের ক্ষতির জন্য জরিমানা দিবে।

যদি কোনো লোক বিশাল প্রান্তরে সংরক্ষিত জায়গা তৈরী করে (যার মালিক সে নয়) এবং তার জন্য নদী খনন করে। এমন সময় কোনো লোক তার অংশীদার হতে চায় যখন নদীর পানি শুকিয়ে গেছে- তখন তার অংশীদারিত্ব বাতিল। আর যদি পানি শুকিয়ে গিয়ে না থাকে তবে অংশীদারিত্ব জায়েয আছে।

এমনিভাবে বনভূমিতে কোনো এমন অবস্থায় এসে বলল আমি তোমার সাথে দখল নিব। যখন কোনো ডোবা, কূপ বা নদী খনন করে পানি নিয়ে আসে তবে ঐ লোকের অংশীদারিত্ব বাতিল। আর যদি ডোবা, কূপ ও নদী খনন না করা হয়ে থাকে তবে তার অংশীদারিত্ব জায়েয প্রথমটির মত হবে।

ফোরাত ও দজলা উপদ্বীপের পানি যখন শুকিয়ে যায় তখন সম্মুখস্ত বাড়ীওয়ালা তার বাড়ীর আঙ্গিনার সাথে উপদ্বীপ বা তার অংশ মিলিয়ে দিয়ে আঙ্গিনা বৃদ্ধি করতে চায় তখন তা মোটেই বৈধ হবে না। আর এটা সে করতে পারবে না।[৩৩]

যার বাড়ীর আঙ্গিনার সম্মুখে উপদ্বীপ সে তাতে কাজ করে এবং রাষ্ট্রের পাওনা আদায় করে তাহলে সে তার অধিক হকদার এবং তা তার হবে।

যদি কোনো উপদ্বীপে পানি শুকিয়ে যায়, পরে তাতে বাঁধ নির্মাণ করা হয় ফলে দজলা ও ফোরাতে চলাচলকারী নৌকার ক্ষতি হয় অথবা এর কারনে নৌকা ডুবির আশংকা থাকে। তবে এ লোকের হাত থেকে উপদ্বীপকে উদ্ধার করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে। কেননা এই উপদ্বীপ হলো মুসলমানদের রাস্তার ন্যায়। তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ক্ষতি করা জায়েয নেই। এমনকি মুসলমানদের এই রাস্তার কিছু অংশ বরাদ্দ দেয়া ইমামের জন্য জায়েয নেই।

এমনিভাবে ইমাম যদি মুসলমানদের সড়ক পথ বরাদ্দ দিতে চায় যাতে কোনো কিছু নির্মাণ করবে, জনসাধারণের জন্য নিকটে বা দূরে ভিন্ন রাস্তা রয়েছে তারপরও ইমামের জন্য তা বরাদ্দ দেয়া বৈধ হবে না। যদি এরূপ করেন তবে গুনাহগার হবেন। এরূপই হলো দজলা ও ফোরাতের হুকুম।

তবে যদি মুসলমানদের জন্য ক্ষতির আশংকা না থাকে এমতাবস্থায় ইমামের জন্য তা বরাদ্দ দেয়া জায়েয।

▣ **পানি সেচ সম্পর্কে আলোচনা:** পানি সেচার চরকী যাতে বালতি লাগানো আছে, যা দজলাতে স্থাপন করা হয় এবং নৌকা চলাচলের প্রণালীতে স্থাপন করা হয় যা দিয়ে দজলাতে পৌছা যায়; আর তাতে উপকারও ক্ষতি দুটোই আছে।

---

[৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

যদি দজলায় চলাচলকারী নৌকার ক্ষতি করে, তবে তা সরিয়ে দেয়া হবে, তার মালিককে ছেড়ে দেয়া হবে না, পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনতে দেয়া হবে না।

আর যদি ক্ষতি না হয়, তবে নিজ অবস্থায় রেখে দেয়া হবে। আবু ইউসুফ (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল চরকার আঘাতে নৌকা ভেঙ্গে যায়?

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-এতে বিশাল ক্ষতি রয়েছে। তাই নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

১. নৌকার যতটুকু ভাঙ্গে তার জরিমানা চরকাওয়ালা দিবে।

২. ইমাম ঐগুলোকে সরিয়ে এবং ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিবেন।

৩. ফোরাত ও দজলা মুসলমানদের রাস্তার ন্যায়, যাতে কারো ক্ষতি করার এখতিয়ার নেই।

৪. ইমামের উচিত হবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক নিযুক্ত করা যে সার্বক্ষণিক দেখা-শুনা করবে।

৫. দজলা ও ফোরাতের এমন স্থানে চরকা রাখা উচিত নয় যাতে নৌকার ক্ষতি হয় এবং নৌকাওয়ালারা ভয় পায়।

৬. চরকা স্থাপনে তার মালিককে হুমকি প্রদান করা।[৩৪]

[৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কিতাবুল খারাজ এর মূল্যায়ন

আজ থেকে ১৩শত বছর পূর্বে ইমাম আবু ইউসুফ (র) 'কিতাবুল খারাজ' রচনা করে এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ গ্রন্থটি সকল সম্রাট, নৃপতি, রাজা, বাদশার রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশক। মুহাদ্দিসদের নিকট এক অসাধারণ হাদীস গ্রন্থ যে হাদীসগুলো ব্যতিক্রমধর্মী ও দুর্লভ। যেসব হাদীস সচরাচর হাতের নাগালে নয় এবং সর্বময় পঠিতব্যও নয়। ফকীহদের কাছে এমন এক ব্যতিক্রধর্মী ফিকহগ্রন্থ যা অন্যান্য ফকীহদের মত ঈমান, আকাইদ, তাহারাত, সালাত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর 'কিতাবুল খারাজ' ভিন্ন প্রকৃতির, যাতে রয়েছে খারাজ সম্পর্কিত ও রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত আলোচনা। যে ব্যাপারে সচরাচর সহজলভ্য ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ খুবই কম। তাই গ্রন্থটি সকল যুগের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আজও সমানভাবে সমাদৃত। 'কিতাবুল খারাজের আলোচনা ও পর্যালোচনা করা খুবই দুরূহ হলেও গবেষণার স্বার্থে কিছু মূল্যায়ণ তুলে ধরা হলো:

১. খেলাফতে রাশেদার দিকে প্রত্যাবর্তনঃ গোটা গ্রন্থটি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পাঠ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) খলীফা (হারুনুর রশীদ) কে বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসীয়দের কায়সার-কিসরা সুলভ শাসন ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে সর্বোতভাবে খেলাফতে রাশেদার ঐতিহ্য অনুসরণের দিকে নিয়ে যেতে চান। অবশ্য তিনি গ্রন্থের কোথাও পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য ত্যাগ করতে বলেননি। তিনি বনী উমাইয়া ও আব্বাসীয় কর্মধারা ফায়সালাকে নযীর হিসেবে পেশ করেননি। বরং তিনি কুরআন, হাদীস ও খেলাফতে রাশেদার চার অতন্দ্র প্রহরীর কর্মধারাকে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের কর্মধারা সম্পর্কে নিখুত আলোচনা করেছেন। কিতাবুল খারাজ-এ ১৩২ বার হযরত ওমর (রা) এর নাম উচ্চারিত হয়েছে। আর উল্লেখ করেছেন খেলাফাতে রাশেদার অনুকরণীয় দিকনির্দেশক হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের আড়াই বছরে যোগ্য শাসনতান্ত্রিক কার্যধারা। হযরত আলী (রা) এর ওফাত থেকে শুরু করে হারুনুর রশীদের ১৩২ বছরের শাসনামলের কার্যধারাকে এড়িয়ে যান।

কোনো নিষ্ঠাবান ফকীহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাজ করলে তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব হত না। কিন্তু একজন প্রধান বিচারপতি এবং আইনমন্ত্রী হিসেবে সরকারী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এ কাজ করায় গ্রন্থটির গুরুত্ব অনেকাংশে বেড়ে যায়।

২. জবাবদিহিতাঃ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী শাসক (হারুনুর রশীদ) কে মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা, তাদের হক নষ্ট করা, আমানতের খেয়ানত করা, অন্যায়-অত্যাচার জুলুম করা, কটুভাষী অসহিষ্ণু হওয়া, নিজের স্বার্থকে অন্যের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন- "দুনিয়ার রাখাল যেমন মেষ পালের আসল মালিকের সামনে হিসাব দেয়; ঠিক তেমনি রক্ষকদেরকেও আপন প্রভূর সামনে হিসাব দিতে হবে।" তিনি এ ধারনাও দেন যে, কেবল স্রষ্টার সম্মুখেই নয় বরং সৃষ্টির সম্মুখেও খলীফার জবাবদিহিতা পেশ করতে হবে।

৩. হাদীসের বহুল ব্যবহারঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাঁর রচিত 'কিতাবুল খারাজ' এর প্রতিটি পরিচ্ছেদ বহুল পরিমাণে হাদীস, আছার, সাহাবাদের ও তাবেয়ীদের বাণী উল্লেখ করেছেন। যা তাঁর কিতাবকে করেছে প্রামাণ্য ও সমৃদ্ধ এবং তিনি প্রমাণ করেছেন-কিতাবের প্রতিটি মাসায়েল নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিন্তে আমলযোগ্য। তিনি হাদীসের বহুল উল্লেখ করে তিনি ঐ সমস্ত লোকদের জবাব দিয়েছেন- যারা বলে হিজাযের তুলনায় কূফায় হাদীসের ভাণ্ডার কম ছিল। কেউ কেউ অভিযোগ করত ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর সম্মানিত সহচরগণ হাদীস কম জানতেন। অথচ হাদীস না হলে ফতোয়া নির্ভরযোগ্য হয় না। অভিযোগকারীদের জবাবে আল্লামা সারাখসী (র) বলেছেন-

قلت الرواية عند ابى حنيفة (رحـ) حتى قال بعض الطاعنين انه لا يعرف الحديث وليس الامر كما طنوا – بل كان اعلم عصره بالحديث ، ولكن مراعاة شرط كمال الظبط قلت روايته

অর্থাৎ "ইমাম আযম আবু হানিফা স্বল্প রেওয়াতের অধিকারী ছিলেন। কতক বিরোধী সমালোচক এটি বলেছেন যে, তিনি মোটেই হাদীস জানতেন না। প্রকৃত ব্যাপারটি এমন নয়, বরং তিনি তার সমসাময়িক যুগের ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আলেমে হাদীস ছিলেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ 'যাবত' শর্ত কড়াকড়ি পালনের কারণে তাঁর রিওয়াতের সংখ্যার আধিক্য হয় নাই।[৩৫]

তাই বিরোধীতাকারীদের জন্য ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার অভিযোগকারীদের উত্তরের জন্য যথেষ্ট।

৬. ঘটনার উল্লেখঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ গ্রন্থে খলীফা ও তাঁর উপদেষ্টাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রশ্নের জবাবে হাদীস, আছার এর ঘটনা, বাস্তব জীবন কাহিনী তুলে ধরে যেমনিভাবে যথার্থ উত্তর দিয়েছেন তেমনিভাবে গ্রন্থটিকেও করেছেন সজীব ও প্রাণবন্ত।

৭. খারাজ/ভূমিস্বত্ত্ব/অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনাঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ভূমি কর, জিজিয়া কর, উশর, যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ফলে তাকে ইসলামী সালতানাতের সেই সব এলাকার ভূমি সম্পর্কেও আলোচনা করতে হয়েছে যে সব এলাকা বলপূর্বক বিজিত হয়েছে বা সন্ধিসূত্রে হস্তগত হয়েছে। এ প্রসঙ্গকে দীর্ঘায়িত করে তিনি মুসলিম বাহিনীর হস্তগত মালে গণীমত বন্টন সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে পতিত ভূমি, বিরান ভূমি, নদী ও সমুদ্র থেকে জেগে উঠা সম্পদ, সেচ ব্যবস্থা, জিজিয়া আরোপের ক্ষেত্রে যিম্মিদের সাথে

---

[৩৫] كشف الاسرار . , ১ম খন্ড, পৃ. ৭১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমদের সম্পর্কে গির্জা, মঠ নির্মাণ, ক্রুশ ধারণ, যিম্মিদের পোষাক পরিচ্ছেদ সম্পর্কেও তাঁর আলোচনা এসেছে।

এছাড়া ভূমি বন্দোবস্ত, মুসলিম/অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য। ন্যায়-ইনসাফপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ, কারাগার সংস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

তাছাড়া সালতানাতের বায়তুল মাল/অর্থ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর জটিল বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। যা খলীফাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে সুদীর্ঘকাল অবস্থানের মাধ্যমে, সালতানাতের দুর্লভ কর্মকাণ্ড দেখার মাধ্যতে তা নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

কিতাবুল খারাজ-এর উল্লেখিত অর্থনৈতিক বিষয় হযরত ওমর (রা)ই ছিলেন মেরুদণ্ড। কেননা রোম ও পারস্যের বিভিন্ন শহর জয়কালে তিনি অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং সেগুলোর সমাধান করেছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমিকর বিষয়ে ভূমি করের পরিমাণ নির্ধারণে ইমাম আবু ইউসুফ (র) উমর ইবনুল খাত্তাবের বিরোধীতা করেছেন। যা চতুর্থ অধ্যায়ে সন্ধিতে ও বলপ্রয়োগকৃত বিরাণ ভূমির হুকুম অনুচ্ছেদ-এ বর্ণিত হয়েছে।

৮. **হাদীসকে অগ্রাধিকারঃ** বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে তিনি প্রসিদ্ধতম ও ব্যাপকার্থক হাদীসটিই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

"রাসূলুল্লাহ (স) থেকে খায়বারের সেচ ভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোকেই আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কেননা হাদীসগুলো অধিক নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া সংখ্যায় এগুলো অধিক এবং এগুলোর অর্থ ব্যাপক। তিনি খলীফার এক প্রশ্ন সম্পর্কে লিখেন-

'হে আমীরুল মু'মিনীন! সমুদ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত মুক্তা ও স্বর্ণ সম্পর্কে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র) ও ইবনে আবী লায়লা (র) বলতেন যে, এগুলোর উপর কোনো কর আরোপ করা যাবে না। কেননা এগুলো খনিজ সম্পদের মত। তবে আমার মতে, এগুলোর কর এক পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করা হবে। বাকী চার অংশ পাবে সংগ্রহকারী নিজে। কেননা এ সম্পর্কে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস আমার গোচরে এসেছে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তা সমর্থন করেছেন। সুতরাং আমরা হাদীসেরই অনুসরণ করব। এর বিপরীত মত কখনো অনুসরণ করা যাবে না।

৯. কিতাবুল খারাজ এর উদ্বোধনীতে সুন্দর ও আদর্শিক ভূমিকা পালন করেছেন এবং দৃপ্ত ভাষায় খলীফাকে উপদেশ দিচ্ছেন. অপরদিকে আমীর ও ওমারার সংকট উদ্ধার ও চাহিদা পূরণে কৌশল উদ্ভাবণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১০. কিতাবুল খারাজ-এ শুধু মাত্র খারাজ বা ভূমি কর সমন্ধে আলোচনা হয়নি। বরং রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিক অধিকার, ন্যায়-বিচার, কৃষি, উশরী ভূমি, খারাজী ভূমি, সন্ধি-চুক্তি, নির্ধারণ ভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১১.আলোচনার সর্বক্ষেত্রে সৎ, আমানতদার, আল্লাহভীরু যোগ্যতাসম্পন্ন আমীর, ওমরা, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টিও একাধিকবার উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন (যা আজও বিস্ময় জাগায়)। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আমলাদের কঠোর সমালোচনা করে খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার বন্টনের পরামর্শ দিয়েছেন।

১২. ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর বড় উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো। খলীফা হারুনুর রশীদের মতো ক্ষমতাবান বাদশাহর দরবারে নির্ভীক এবং স্বাধীনতার সাথে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন, যার তুলনা ইতিহাসে বিরল। তিনি হারুনুর রশীদকে সম্বোধন করে লিখেন-

'হে আমীরুল মু'মিনীন! তুমি যদি প্রজাবৃন্দের প্রতি ন্যায় বিচারের স্বার্থে একমাসে একটি বারের জন্য হলেও দরবারে বসে মজলুমের ফরিয়াদ শুনতে; তাহলে তাদের মধ্যে তোমার কোনো শত্রু জন্মাতে পারত না। আর তা সম্ভব না হলে যদি বছরে দু'একবারও বসতে; তাহলে এই সংবাদ গোটা সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে যেতো এবং জালিম তার জুলুম থেকে সরে দাড়াতো। তোমার কর্মচারী ও সুবেদাররা যদি এতটুকু জানতো যে, তুমি বছরে একবার হলেও প্রজা সাধারণের কথা শোনার জন্য দরবারে বসো। তাহলে তোমার রাজ্যের কোথাও জালিমদের জুলুমের দুঃসাহস হতো না। এরকম কঠোর ভাষায় খলীফাকে ভর্ৎসনা করা ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল কুরআনুল কারীম।

আল-হাদীস।

অধ্যাপক, এ.এম. সামাদ (সম্পাদনা) ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা (প্রবন্ধ সংলকন), (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৯১খ্রি.)।

আবু দাউদ সুনান, কিতাবুল মালাহিম ১ম অধ্যায়, বৈরুত, দার আল-ফিকর, ১৩৬৯ হিজরী।

আলী ইবনু আহমদ জামহারাতু আনসা আল-আরব (বৈরুত : দারুল কুতুব)।

আবু আব্দুল্লাহ ইবন মাজাহ সুনানে ইবনে মাজাহ।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহীম কিতাবুল খারাজ।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহীম আর-রদ্দু'আলা সিয়ারিল আওযায়ী।

আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন, কওমী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, দ্বিতীয় স.২০০৩।

আবু ফারাহ হাফেজ ইবনে কাছীর আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া, মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, বৈরুত, লেবানন।

আবু বকর আহমদ ইবনে আলী তারীখু বাগদাদ, (কায়রো : মাকতাবা আল-খানজী, ১৯৩১ খ্রি.)।

আবিল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান, ৬ষ্ঠ খণ্ড।
বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইবনে খাল্লিকান

আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন মুহাম্মদ সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা (বৈরুত : মুয়াস্সাতু আল-রিসালাহ, ১৯৯০), ৬ষ্ঠ খন্ড।

আল মাক্কী আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড।

ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল 'ইল্‌ম, ৫ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ	আ'লাম আল-মুয়াক্কি'ঈন আন রাব্বিল আলামীন, (বৈরুত: দারুল জিল, তা.বি)
ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশাইরি,	সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০১ হি.।
ইয়াহইয়া ইবনে আদম	আল-খারাজ, (বৈরুত : দারুল-মা'আরিফ, ১৯৭৯)।
ইমাম গাযযালী	ইহইয়াউ-উলুমূদ্দীন, মাকতাবাতু মুস্তাফা আল বাবী-আল হালবী, (মিশর: ১৯৩৯), ১ম খন্ড।
ইমাম সারাখাসী ইবনু হাযম আল-আন্দালুসী	কিতাবুল মাবসুত।
ইবনু খাল্লিকান	ওফিয়াতুল আয়ান, ৩য় খণ্ড, দারুস সদর, বৈরুত, লেবানন।
ইবনু নাদীম	আল-ফিহরিস্ত, (বৈরুত : মাকতাবাতু খায়্যাত-১৮৭২)।
ইবনে রজব	আল ইস্তিখরাজ,
ইবনে আব্দুল বার	আল ইন্তেকা।
এ.এস.এম.সিরাজুল ইসলাম	ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ১ম ও ২য় খণ্ড ইফাবা প্রকাশনা ২০১৯।
ওযাহহাব যুহাইলী	আল ফিকহুল ইসলামী, তৃতীয় খন্ড।
খতীবে বাগদাদ	তারীখে বাগদাদ।
জা'ফরী সাইয়িদ র'ঈস আহমদ	সীরাতু আয়িমমা-ই-আরবা'আহ, (দিল্লী : তাজ কোম্পানী লি:, ১৯৮৬খ্রি.)
ড. আ.ক.ম. আব্দুল কাদের	ইমাম মালিক (র) ও তাঁর ফিকহ চর্চা, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০০৪), পৃ. ৬২-৬৩।
ড. আহমদ আমীন	দুহাল ইসলাম, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরব, ১৯৩৫)
ড. মোস্তফা হুসনী আস-সুবায়ী,	السنة مكانتها فى التشريع الإسلامى , পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, আল-আযহার ইউনিভার্সিটি, মিশর, ১৩৬৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
নূর মোহাম্মদ আজমী	মিশকাত শরীফ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল	সহীহ বোখারী, ১ম খণ্ড ইস্তাম্বুল, মাকাতাবাতু ইসলামিয়া, ১৯৮১।
মুহাম্মদ আবদুর রহিম	ইসলামের অর্থনীতি, চতুর্থ সংস্করণ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।
	সুদমুক্ত অর্থনীতি, ষষ্ঠ সংস্করণ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।
মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী	ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা, ১৯৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
মুহাম্মদ জাওয়াহিদুল কাউসার	হুসনুত তাকাদী (আদব মঞ্জিল চক-করাচী, পাকিস্তান)
মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী	মুয়াত্তা-ই-ইমাম মুহাম্মদ, ভূমিকা।
রঈস আহমদ জাফরী	চার ইমামের জীবনী, খায়রুন প্রকাশনী ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা।
শেখ মুহাম্মদ আল-খুদরী বেক	তারীখ আত্‌তাশরী' আল-ইসলামী, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরুত, ১৯৮৮, পৃ. ১৫২-১৭৪।
Al-Haj Muhammed Jmoh Ajijola	International Islamic Law, New Delhi, 17.
Gazi Shamsur Rahman	Islamic Law, Islamic Foundation, Bangladesh, (1st Edtion-1981).
Schacht	"Malik b. Anas", First Encyclopedia of Islam, Vol. V.

বিশ্বকোষ ও অভিধান গ্রন্থ

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, অখন্ড।

মুজমাউল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, আল মু'অজামুল অসীত, আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তেহরান।

আর-রায়েদ, জুবরান মাসউদ।